ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২

TRAINERS' HANDBOOK-2

বাংলাদেশ স্কাউটস, প্রশিক্ষণ বিভাগ

BANGLADESH SCOUTS, TRAINING DIVISION

শুধুমাত্র ট্রেনারদের ব্যবহারের জন্য

ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২

(TRAINERS' HANDBOOK-2)

[কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্সের জন্য]

বাংলাদেশ স্কাউটস, প্রশিক্ষণ বিভাগ

BANGLADESH SCOUTS, TRAINING DIVISION

ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক - ২

স্বত্ত্ব

বাংলাদেশ স্কাউটস

প্রকাশনায়

প্রশিক্ষণ বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতর, ঢাকা

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১
প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর ২০১৯

পরিকল্পনা

মোঃ মহসিন, এল টি, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ)

সার্বিক সহযোগিতায়

মোঃ দেলোয়ার হোসাইন, এল টি, জাতীয় উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ)
মোঃ তৌফিক আলী, এল টি, জাতীয় উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ)
মোঃ আরিফুজ্জামান, এল টি, জাতীয় উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ)

প্রকাশক

আরশাদুল মুকাদ্দিস, এল টি, নির্বাহী পরিচালক

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর মোজাহেদ হোসাইন, এল টি, সহযোজিত সদস্য, প্রশিক্ষণ বিষয়ক জাতীয় কমিটি
তৌহিদ উদ্দিন আহম্মেদ, এল টি, যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
ফারুক আহাম্মদ, এল টি, উপ পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
মোঃ ইকবাল হাসান, এ এল টি, সহকারি পরিচালক (প্রশিক্ষণ)

কম্পিউটার গ্রাফিক্স

কে এম ইউছুফ আলী (লিপন), এ এল টি

মূদ্রণ

ডটনেট লিমিটেড, ৫১/৫১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

বাণী

মানসম্পন্ন স্কাউটিংয়ের জন্য যেমন প্রয়োজন আকর্ষণীয় এবং যুগোপযোগী স্কাউট প্রোগ্রাম তেমনি সেই প্রোগ্রামকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত স্কাউট লিডার। উন্নতমানের প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই যথোপযুক্ত স্কাউট লিডার তৈরি করা সম্ভব। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ বিভাগ নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণ বিভাগের উদ্যোগে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-১ ও ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ হালনাগাদ করা হয়েছে। সমগ্র দেশের কাব, স্কাউট এবং রোভার বেসিক কোর্সসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে এই প্রকাশনাগুলো অত্যাধিক কার্যকর হয়েছে।

ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্সসমূহের আরও মান উন্নয়ন ও সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে ২০১১ সালে ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ প্রথম প্রকাশিত হয়। বর্তমান সময়ের উপযোগী প্রশিক্ষণের আধুনিক এবং হালনাগাদ তথ্যসম্বলিত প্রথম সংস্করণ মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এজন্য জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) ও তাঁর টিমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ট্রেনিং টিমের প্রত্যেক সদস্যের হাতে 'ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২' পৌঁছে গেলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সমগ্র দেশে সকল স্তরের ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্সসমূহ অধিকতর উন্নত ও ফলপ্রসু হবে। সেই সাথে তৈরি হবে দক্ষতাসম্পন্ন উডব্যাজধারী ইউনিট লিডার এবং মানসম্মত স্কাউট, যাদের মাধ্যমে সর্ব স্তরের স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সার্বিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

মো. আবুল কালাম আজাদ, এল টি
সভাপতি
বাংলাদেশ স্কাউটস

শুভেচ্ছা

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ বিভাগকর্তৃক ইউনিট লিডার এ্যাডভান্সড কোর্সে ব্যবহারের জন্য ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ এর সংস্করণ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

স্কাউটিংয়ে অ্যাডাল্ট লিডারদের প্রশিক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রশিক্ষণ বিভাগ এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বয়স্ক নেতাদের জন্য ২০০৯ সাল থেকে প্রশিক্ষণ বিভাগ পাঁচ স্তরবিশিষ্ট প্রশিক্ষণ স্কিম পরিচালনা করছে। ইউনিট লিডার এ্যাডভান্সড কোর্সের জন্য ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ এর সংস্করণে আরও অনেক নতুন, আধুনিক এবং যুগোপযোগী বিষয় সংযোজন হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বইটি লিডারদের নিকট অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আশাকরি, এই প্রকাশনার মাধ্যমে সারা দেশের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরো উন্নত, জোরদার ও ফলপ্রসূ হবে।

ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ এর সংস্করণের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে এবং প্রশিক্ষণ বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

ড. মো. মোজাম্মেল হক খান
প্রধান জাতীয় কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল স্তরের ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সকল অ্যাডভান্সড কোর্স এর মধ্যে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখার ব্যাপারেও ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক এপ্রিল ২০১১ এ সর্বপ্রথম ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে। সময়ের সাথে সাথে এবং যুবদের স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক কোর্সের সিডিউলে কিছু সংশোধন এবং সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। যা এক বছর ধরে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে পরিমার্জন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। কমিটি বেশ কয়েকটি সভায় মিলিত হয়ে ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ এর সংস্করণের পান্ডুলিপি চূড়ান্ত করেন।

হালনাগাদ তথ্যসম্বলিত, যুগোপযোগী এবং আধুনিকভাবে বইটির প্রথম সংস্করণ মুদ্রণের জন্য সকল পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্কাউটারগণ প্রচুর পরিশ্রম করে এ কাজ সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের এই অবদান দ্বারা তাঁরা আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে স্কাউটার প্রফেসর মোজাহেদ হোসাইন, এলটি, দীর্ঘ সময় ধরে হ্যান্ডবুক-২ সম্পাদনের মাধ্যমে মানসম্মত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ট্রেনিং বিভাগ এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ সংস্করণে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি ও প্রধান জাতীয় কমিশনার যে দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়েছেন এজন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ হ্যান্ডবুকটি নিয়মিত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষকগণ স্কাউট প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পারবেন।

আমার বিশ্বাস হালনাগাদ 'ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২' সংস্করণের ফলে প্রশিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ চাহিদা মেটাতে অনেকটা সক্ষম হবে। দীর্ঘ সময় ধরে এ হ্যান্ডবুকের জন্য কাজ করা সত্বেও কিছু তথ্যগত ভুল এবং মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যেতে পারে এজন্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি। হ্যান্ডবুকের কোন নতুন সংযোজন অথবা কোন পরামর্শ থাকলে তা আমাদের প্রশিক্ষণ বিভাগে জানাতে অনুরোধ করছি। এ হ্যান্ডবুক নিয়মিত ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষকগণ দেশের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে দেশের স্কাউট আন্দোলনকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

মোঃ মহসিন, এল টি
জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

কৃতজ্ঞতা

বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক ২০০৯ সাল থেকে পাঁচ স্তরভিত্তিক প্রশিক্ষণ স্কিম চলমান। স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্সের বুকলেট, স্কাউটিং দল গঠন ও পরিচালনা সহায়িকা, ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-১,২ এবং ৩ প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশনা, যা দেশব্যাপী চলমান বিভিন্ন কোর্সের অভিন্নতা রক্ষায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্সের জন্য ব্যবহৃত হয়। এতে প্রশিক্ষকগণের জন্য শাখাভিত্তিক ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স পরিচালনা সহজ হবে। বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক এপ্রিল ২০১১ এ সর্বপ্রথম ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে। সময়ের সাথে সাথে এবং যুবদের স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক কোর্সের সিডিউলে কিছু সংশোধন এবং সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। প্রশিক্ষণকে আরও যুগোপযোগী, আধুনিক এবং হালনাগাদকরণে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ এর প্রথম সংস্করণের পান্ডুলিপি চূড়ান্ত করেন।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনার, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) এর উৎসাহে এ হ্যান্ডবুক প্রকাশে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে। এ হ্যান্ডবুকের মানোন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের পরামর্শ পরবর্তী প্রকাশনাসমূহকে সমৃদ্ধ করবে। ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সে ব্যবহারের জন্য ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ এর প্রথম সংস্করণকে আরো গতিশীল করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রশিক্ষণ বিভাগকর্তৃক ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশের এ উদ্যোগের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আরশাদুল মুকাদ্দিস
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস

ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২

সুচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	প্রশিক্ষণ কোর্সের দিক নির্দেশনা	০১
২	যথাযথ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন	০৩
৩	সেশনের প্রস্তুতি গ্রহণ	০৪
৪	উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানের নমুনা কর্মসূচী	০৬
৫	এক নজরে ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্সের সিডিউল	০৭
৬	কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্সের সিডিউল	০৮
৭	স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্সের সিডিউল	১৫
৮	রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্সের সিডিউল	২২
৯	ট্রেনারদের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা	২৯
১০	দৈনিক সময়সূচি	৩০
১১	আইস ব্রেকার্স	৩১
১২	কোর্সের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা নিরূপন	৩২
১৩	ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্সের উদ্দেশ্য	৩৩
১৪	কোর্সের নিয়মাবলী, কোর্সের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ, ট্রেনিং কোর্স থেকে সুবিধা গ্রহণ	৩৪
১৫	অফিসার অব দ্য ডে-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য	৩৫
১৬	জাতীয় সংগীত	৩৬
১৭	প্রার্থনা সংগীত	৩৭
১৮	তাঁবু কলা, তাঁবুর বিভিন্ন অংশের নাম ও ছবি	৩৮
১৯	নমুনা গ্যাজেট	৪১
২০	স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংস্থা	৪২
২১	বিশ্ব স্কাউট সংস্থার নীতিসমূহ	৪৪
২২	শিশু অধিকার	৪৬
২৩	কিপিং স্কাউট সেইফ ফ্রম হার্ম	৪৭
২৪	ম্যানার্স এন্ড এটিকেট	৪৯
২৫	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৫১
২৬	ঝুঁকি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা	৫৪
২৭	স্কাউটিংয়ে খেলাধুলা ও গানের ব্যবহার	৫৬
২৮	তাঁবু জলসা	৫৮
২৯	শরীর চর্চা ও স্বাস্থ্য	৬০
৩০	তাঁবুকলা পরিদর্শন	৬৪
৩১	স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহ	৬৫
৩২	স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন	৭৩
৩৩	উপদল পদ্ধতি	৭৬
৩৪	ষষ্ঠক পদ্ধতি	৭৯
৩৫	প্যাক মিটিং/ ট্রুপ মিটিং/ক্রু মিটিং পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল	৮০
৩৬	স্কাউট দক্ষতা : দড়ির কাজ ও পাইওনিয়ারিং	৮৪
৩৭	স্কাউট দক্ষতা : বৃত্ত গঠন, কাবের ডাক, বাঁশির সংকেত, হস্ত সংকেত	৯২

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৮	ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ	৯৫
৩৯	প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ	৯৮
৪০	বন কলা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ	১০১
৪১	স্কাউট দক্ষতা : ফাস্ট এইড ও উদ্ধার কাজ	১০৩
৪২	উদ্ধার কাজ ও রোগী বহন পদ্ধতি	১০৭
৪৩	কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া	১০৯
৪৪	গ্রুপ সংগঠন	১১৩
৪৫	স্কাউটস ওন	১১৫
৪৬	অনুষ্ঠানাদি	১১৭
৪৭	প্রোগ্রাম পরিকল্পনা	১২০
৪৮	বাংলাদেশ স্কাউটস-এর স্ট্রাটেজিক প্লান	১২৪
৪৯	ক্যাম্পিং ও হাইকিং	১২৬
৫০	স্কাউট দক্ষতা: কম্পাস, ফিল্ডবুক, মানচিত্র পাঠ ও ব্যবহার	১৩২
৫১	কোড ও সাইফার	১৩৭
৫২	স্কাউটিং ও সমাজ	১৩৯
৫৩	কাব কার্নিভাল, কাব অভিযান	১৪৩
৫৪	পাঁচ স্তর বিশিষ্ট ইউনিট লিডার প্রশিক্ষণ স্কীম	১৪৬
৫৫	এসাইনমেন্ট/ ট্রেনিং স্টাডি	১৪৮
৫৬	কোর্স মূল্যায়ন, সামিং আপ ও মুক্ত আলোচনা	১৫০
৫৭	প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন	১৫১
৫৮	কোর্স মূল্যায়নপত্র	১৫২
৫৯	পরিশিষ্ট -১ : প্রশিক্ষকবৃন্দের বিষয়বস্তু বাছাই ফরম	১৫৪
৬০	পরিশিষ্ট -২ : রেজিস্ট্রেশন ফরম	১৫৫
৬১	পরিশিষ্ট -৩ : ষষ্ঠক/উপদল বক্সের দ্রব্যাদির তালিকা	১৫৬
৬২	পরিশিষ্ট -৪ : পরিদর্শন রিপোর্ট ফরম	১৫৭
৬৩	পরিশিষ্ট -৫ : পার্টিকুলার শীট	১৫৮
৬৪	পরিশিষ্ট -৬ : সেশন প্লান	১৫৯
৬৫	পরিশিষ্ট -৭ : সেশন মূল্যায়ন ফরম	১৬০
৬৬	পরিশিষ্ট -৮ : কাউন্সলরদের দৈনিক মূল্যায়ন ফরম	১৬১
৬৭	পরিশিষ্ট -৯ : দৈনিক মূল্যায়নের গড় ফলাফল শীট	১৬২
৬৮	পরিশিষ্ট -১০ : চূড়ান্ত ফলাফল শীট	১৬৩
৬৯	পরিশিষ্ট -১১ : কোর্স স্টাফদের গোপনীয় প্রতিবেদন ফরম	১৬৪
৭০	পরিশিষ্ট -১২ : কোর্স পরিদর্শন ফরম	১৬৬
৭১	পরিশিষ্ট -১৩ : প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রতিবেদন	১৬৮
৭২	পরিশিষ্ট -১৪ : ইউনিটের বার্ষিক পরিসংখ্যান রিপোর্ট-২০.....	১৭০
৭৩	পরিশিষ্ট -১৫ : উপজেলার বার্ষিক স্কাউট পরিসংখ্যান-২০.....	১৭১
৭৪	পরিশিষ্ট -১৬ : উডব্যাজ অর্জনের আবেদন ফরম (কাব স্কাউট/স্কাউট/রোভার স্কাউট)	১৭২
৭৫	পরিশিষ্ট -১৭ : পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট ফরম	১৭৪
৭৬	পরিশিষ্ট -১৮ : সারা বছরের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়সূচি	১৭৫
৭৭	প্রথম প্রকাশনার তথ্য	১৭৬

প্রশিক্ষণ কোর্সের দিক নির্দেশনা

শিক্ষার মান যেমন নির্ভর করে শিক্ষকের যোগ্যতা, দক্ষতা ও শিক্ষাদানের কৌশলের ওপর, তেমনি প্রশিক্ষণের মান নির্ভর করে প্রশিক্ষকের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রশিক্ষণ কৌশলের ওপর। স্কাউটিংয়ে ইউনিট পরিচালনা ও ইউনিটের মান সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে ইউনিট লিডারের যোগ্যতা ও দক্ষতার ওপর। সুতরাং দক্ষ ও যোগ্যতা সম্পন্ন ইউনিট লিডার তৈরিতে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন এবং যোগ্য ও সম্ভাবনাময় ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে মনোনীত করা অতীব জরুরী। প্রশিক্ষণদানের পূর্বে সেশন প্লানের সাথে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি প্রশিক্ষণের বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষকের স্বচ্ছ ধারণা থাকা বাঞ্চনীয়। নিম্নে প্রশিক্ষণ কোর্স সফল ও কার্যকর করার কিছু দিক নির্দেশনা দেয়া হলো:

কোর্স স্টাফ: প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য কোর্স লিডার, কাউন্সলর, প্রশিক্ষক, কোর্স সেক্রেটারি ও কোয়ার্টার মাস্টার এর সমন্বয়ে কোর্স স্টাফ নিয়োগ করা হয়ে থাকে। একটি কোর্স বাস্তবায়নের জন্য নিয়োজিত কোর্স স্টাফগণের সামগ্রীক টীম ওয়ার্ক এর মাধ্যমে কোর্সের সফল বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষক ও কাউন্সলরদের সাথে নিয়ে সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ তথা শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা কোর্স লিডারের দায়িত্ব। প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠা জরুরী।

কোর্স লিডার: কোর্সের স্বার্থকতা-ব্যর্থতার সমুদয় দায় দায়িত্ব কোর্স লিডারের ওপর। কোর্সের আবাস ব্যবস্থা, খাদ্য তালিকা, প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, প্রশিক্ষকদের ভূমিকা, কাউন্সলরদের কার্যাবলী, সময় ও ব্যবস্থাপনাসহ সমূদয় বিষয়ের ওপর কোর্স লিডারের নজর রাখতে হয়। একটি প্রশিক্ষণ কোর্স সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আয়োজন করা, অংশগ্রহণকারীদেরকে স্কাউটিং সম্পর্কে আগ্রহান্বিত করা তথা কোর্সের সফল বাস্তবায়নে কোর্স লিডারের একটি কর্ম তালিকা দেয়া হল। কোর্স লিডার নিজের মেধা ও প্রজ্ঞা দিয়ে কোর্স স্বার্থক করে তোলার লক্ষে তাঁর করণীয় নির্ধারণ করে নেবেন।

ক. **দায়-দায়িত্ব:** কোর্স লিডার তার কাজের জন্য জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) অথবা সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) এর নিকট দায়ী থাকবেন। প্রশিক্ষণ কোর্সের স্টাফ এবং অংশগ্রহণকারীরা কোর্স লিডারের নিকট দায়ী থাকবেন।

খ. **সম্পর্ক:** প্রশিক্ষণ কোর্সের অভ্যন্তরে কাউন্সলর, প্রশিক্ষক, কোয়ার্টার মাস্টার ও অন্যান্য স্টাফের সাথে তাঁকে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে হয় এবং তাঁদেরকে দিয়ে কাংক্ষিত কাজ করিয়ে নিতে হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সের বাইরে জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) অথবা আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), এলাকাস্থ যুব সংগঠন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যারা প্রশিক্ষণ কোর্সের সরঞ্জাম, অর্থ, আবাসস্থল, প্রচার, খাদ্য ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন তাদের সাথেও প্রয়োজনীয় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত।

কাউন্সলর: ইউনিট লিডার বেসিক ও অ্যাডভান্সড্ কোর্সে প্রতিটি ষষ্ঠক/উপদলের জন্য একজন করে অভিজ্ঞ স্কাউটারকে কাউন্সলর হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তিনি সেশনের ফাঁকে ফাঁকে সংশ্লিষ্ট ষষ্ঠক/উপদলের সদস্যদের সাথে প্রশিক্ষণের বিভিন্ন বিষয়বস্তু এবং স্কাউটিং সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াবলী আলোচনা করেন। এই অভিজ্ঞ স্কাউটারকে কাউন্সলর এবং তার কার্যক্রমকে এক কথায় কাউন্সলিং বলা হয়। কাউন্সলর প্রশিক্ষণ কোর্স চলাকালীন একটি ষষ্ঠক/উপদলের সমুদয় কাজকর্মের সাথে জড়িত থাকেন এবং সংশ্লিষ্ট ষষ্ঠক/উপদলের প্রতিটি সদস্যের সমস্যা ও চাহিদার সাথে আলাদা আলাদাভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। সে জন্য প্রশিক্ষণ কোর্সে কাউন্সলর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। সুষ্ঠু প্রশিক্ষণের স্বার্থে একজন কাউন্সলরকে কোর্সের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একই ষষ্ঠক/উপদলের দায়িত্ব দেয়া প্রয়োজন।

অডিটর নিয়োগ: কোর্স শুরুর পূর্বে ব্যবস্থাপনা খবরের আয় ব্যয় (কোর্স চলাকালীন ব্যয় ও আনুষাঙ্গিক খরচাদি নিরীক্ষণের জন্য কোর্স মেয়াদান্তে হিসাব বিবরণী প্রস্তুতি সহায়তার লক্ষে কোর্স স্টাফদের মধ্য থেকে কমপক্ষে ২ জনকে স্বেচ্ছাসেবী অডিটর নিয়োগ দেয়া যায়।

কোয়ার্টার মাস্টার: প্রশিক্ষণ কোর্সের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণ উপকরণ সংগ্রহ ও বিতরণ এবং অর্থ গ্রহণ ও ব্যয়ের দায়িত্ব পালন করেন কোয়ার্টার মাস্টার। মনে রাখতে হবে যে কোয়ার্টার মাস্টারের দক্ষতা ও সময়ানুবর্তিতার ওপর প্রশিক্ষণ কোর্সের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। কোয়ার্টার মাস্টারের দায়িত্ব নিম্নরূপ:

১. প্রশিক্ষণ কোর্সের মূল বাজেটের আলোকে খাদ্য ও স্টেশনারীজসহ সকল খাতের তালিকা (বিস্তারিত বাজেট) তৈরি করে কোর্স লিডারের অনুমোদন গ্রহণ।

২. তিনি বাসস্থান, পানি, আলো, সেনিটেশন, স্বাস্থ্য বিধি এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে রান্নার সরঞ্জাম, দৈনন্দিন রেশন ও প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম সরবরাহ করবেন- তাঁবু জলসাসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।

৩. কোর্স লিডার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

কোর্স সেক্রেটারি: কোর্সের শুরুতে কোর্স লিডার কোর্স স্টাফদের মধ্য থেকে একজনকে কোর্স সেক্রেটারির দায়িত্ব প্রদান করবেন। কোর্স সেক্রেটারিকে নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করতে হয়:

১. অংশগ্রহণকারীদের রেজিস্ট্রেশন, রেজিস্টার সংরক্ষণ, সার্টিফিকেট, রিলিজ অর্ডার ও কোর্স রিপোর্ট তৈরি, হ্যান্ড আউট বা চার্ট তৈরিতে সহায়তা করা ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

২. কোর্সের জন্য প্রয়োজনীয় স্টেশনারি দ্রব্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করবেন।

৩. কোর্স লিডার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন করবেন।

হ্যান্ড আউট: কোর্সে হ্যান্ড আউটের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষকগণ অনেক বইয়ের উদ্ধৃতি দিতে পারেন। কিন্তু প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষে তখনই বইটি সংগ্রহ করে পড়া সম্ভব হয় না। সে জন্য কোন সেশনে আলোচ্য বা প্রদর্শিত বিষয়ের ওপর পয়েন্ট আকারে নোট প্রণয়ন করা হয় এবং তা প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে যেহেতু রানিং নোটের গুরুত্ব খুব বেশী সুতরাং হ্যান্ড আউট সেশনের শেষে অথবা কোর্স শেষে বিতরণ করা যুক্তিযুক্ত এবং অধিক কার্যকরী।

হ্যান্ডবুক: স্কাউট আন্দোলনে বয়স্কদের প্রশিক্ষণ সহায়িকা ও বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের জন্য তার দায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য, নোট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বই আকারে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্সে প্রদত্ত হ্যান্ড আউটসমূহ একত্রিত করে হ্যান্ডবুক-২ তৈরি করা হল। প্রশিক্ষণ কোর্সের বাইরে আত্ম প্রশিক্ষণের জন্যও হ্যান্ডবুক ব্যবহৃত হতে পারে।

প্রশিক্ষণ উপকরণ: প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আকর্ষণীয় ও কার্যকর করতে হলে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রয়োজন। প্রশিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে উপযুক্ত ও কার্যকর উপকরণ বেছে নেয়া। হ্যান্ড আউট ও হ্যান্ডবুক ছাড়াও ব্লাকবোর্ড, হোয়াইট বোর্ড, ফ্লিপ চার্ট, ফ্লানেল বোর্ড, পোষ্টার পেপার, ম্যাগনেটিক বোর্ড, মডেল, ওভারহেড প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, স্মার্টবোর্ড, পয়েন্টার পেন ড্রাইভ প্রভৃতি প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আকর্ষনীয় ও কার্যকর করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: একজন প্রশিক্ষককে নিজের মত করে হ্যান্ডআউট তৈরি করে বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উদাহরণ তৈরিতে অভ্যস্ত হতে হবে। নিজে হ্যান্ডআউট তৈরি করার জন্য দরকার মডেল হ্যান্ডআউট এর সাহায্য। আর সেইসাথে সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ পদ্ধতি বাছাই করতে হবে। প্রশিক্ষকের অবগতির জন্য World Adult Resources Hand Book (WARH) -এর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন ছক পরবর্তি পৃষ্ঠায় প্রদর্শন করা হল:

পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন: প্রশিক্ষণ সেশনকে আকর্ষণীয়, চমকপ্রদ ও বৈচিত্রপূর্ণ করতে ডেস্কটপ কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপ কম্পিউটারে পূর্বাহ্নে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড তৈরি ও ব্যবহার করা যায়। এ ক্ষেত্রে সতর্কতা হচ্ছে যে, মাল্টিমিডিয়া স্ক্রীনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কোন বিষয়ে বর্ণনা করা যাবে না।

যথাযথ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন

(Selecting Appropriate Traning Method)

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি (Selecting Appropriate Training Method)	উদ্দেশ্যের শ্রেণীবিভাগ (Types of Objective)		
		জ্ঞান (Knowledge)	দক্ষতা (Skills)	দৃষ্টিভঙ্গি (Attitude)
১	বক্তৃতা (Lecture)	√		
২	প্রদর্শন (Demonstration)		√	√
৩	সংলাপ (Talk)	√		
৪	গ্রুপ আলোচনা (Group Discussion)	√		√
৫	গোল টেবিল (Round Table)	√		√
৬	ব্রেন স্টর্মিং (Brain Storming)	√		
৭	বাজ গ্রুপ (Buzz Group)	√		
৮	কেইস স্টাডি (Case Study)	√	√	√
৯	স্যান্ড ট্রে (Sand Tray)		√	
১০	সমস্যার ঝুড়ি (In Tray)	√	√	√
১১	অভিনয় (Role Play)	√		√
১২	বিজনেস গেম (Business Game)	√	√	√
১৩	বেস (Base)		√	
১৪	অনুশীলন (Exercise)	√	√	
১৫	প্রকল্প (Project)	√	√	
১৬	কর্মশালা (Workshop)		√	
১৭	কম্পিউটার ভিত্তিক (Computer Based)	√	√	
১৮	অনুকরণ পদ্ধতি (Simulation)	√	√	
১৯	কর্ম শিক্ষণ (Action Learning)	√	√	√

প্রশিক্ষণ কোর্সের উপরিউক্ত দিক নির্দেশনা যথাযথ অনুসরনের ওপর কোর্সের সফলতা নির্ভরশীল। প্রতিটি কোর্সে ট্রেনার্স হ্যান্ডবুকের যথাযথ অনুসরণ, মানসম্মত হ্যান্ডআউট সরবরাহ, সঠিক ও কার্যকর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন এবং প্রশিক্ষণ উপকরণের আকর্ষণীয় ব্যবহার নিশ্চিত করতে কোর্স লিডারকে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে হবে।

সেশনের প্রস্তুতি গ্রহণ

প্রশিক্ষণ কোর্সে একটি সেশন পরিচালনা করতে হলে যে সব মৌলিক বিষয় বিবেচনা করতে হয় সেগুলো হলো:

ক. সেশন এর লক্ষ্য ঠিক করা;
খ. সেশন এর উদ্দেশ্য নিরুপন করা;
গ. সেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

সেশনের লক্ষ্য: সেশনের প্রস্তুতি গ্রহণে প্রথমেই সেশনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হয়। তবে কোন কিছুর লক্ষ্য নির্ধারণ করতে গেলে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই মনে হয়। এ পার্থক্য নিরূপনে ছোট একটি উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করা যায়, তা হ'ল- 'ফুটবল খেলতে একটি দলের লক্ষ্য হয়, অধিক সংখ্যক গোল করা এবং উদ্দেশ্য থাকে বিজয়ী হওয়া'। কোন সেশন এর লক্ষ্য ঠিক করতে এর সংজ্ঞা কি তা জানা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ এর ক্ষেত্রে লক্ষ্য বলতে প্রশিক্ষণ দানকারী কি অর্জন করতে চান তার উপর একটি সাধারণ বিবৃতিকে বোঝানো হয়। যেমন:

* প্রশিক্ষণার্থীগণকে তাদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা দানের সুযোগ সৃষ্টি করা
* প্রশিক্ষণার্থীগণের অতি প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ চাহিদা পূরণ করা
* প্রশিক্ষণার্থীগণের ভবিষ্যৎ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পরিকল্পনা নিতে সাহায্য করা।

উপরের উদাহরণ থেকে একটি ধারণা পরিস্কার হলো যে, প্রশিক্ষণের লক্ষ্য প্রশিক্ষণদানকারীর জন্য গুরু দায়িত্ব। সে দায়িত্ব যথাযথ পালন না করতে পারলে প্রশিক্ষণের লক্ষে পৌছানো অসম্ভব।

সেশনের উদ্দেশ্য: কোন সেশনের উদ্দেশ্য নিরূপন করতে এর সংজ্ঞা কি এবং তিনি কি করতে পারবেন বলে প্রত্যাশা করেন তা জানা। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বলতে একটি সেশনের শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ যে সব বিষয় আয়ত্ত করতে পারবেন তার বিবরণকে বুঝায়। একজন প্রশিক্ষণার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাবের কেমন ইতিবাচক উন্নয়ন হবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলো উদ্দেশ্য। সেশনের উদ্দেশ্য আবশ্যই সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, বাস্তবধর্মী এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা (SMART) মোতাবেক হতে হবে। একজন প্রশিক্ষক যদি স্কাউট পদ্ধতির উপর পাঠদান করেন তবে পাঠদান শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিম্নলিখিত কাজগুলি করতে পারবেন:

* স্কাউট পদ্ধতির উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
* স্কাউটদের বয়স অনুযায়ী স্কাউট পদ্ধতি কিভাবে মানানসই করা যায় তার পরিবেশ পরিস্থিতি চিহ্নিত করতে পারবেন।
* কিভাবে স্কাউট পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায় তার ইংগিত দিতে পারবেন।
* স্কাউটিং-এর মূলনীতির উপর শ্রদ্ধাশীল থেকে স্থানীয় পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে স্কাউট পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারবেন।

উপরের উদাহরণ থেকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন তিন ধরণের উদ্দেশ্য চিহ্নিত করতে পারি যা শেখার তিনটি দিকের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাব উন্নয়নের কথাই বলা হয়েছে। (Knowledge, Skill and Attitude)

* স্কাউট পদ্ধতির অপরিহার্য উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন এ উদ্দেশ্যটি জ্ঞান সম্পর্কিত।
* কিভাবে স্কাউট পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায় তার শর্তের ইংগিত দিতে পারবেন এ উদ্দেশ্যটি দক্ষতা সম্পর্কিত।
* স্কাউটিং এর মৌলিক বিষয়ের উপর শ্রদ্ধাশীল থেকে স্থানীয় পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে স্কাউট পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারবেন। এ উদ্দেশ্যটি মনোভাব উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত।

কোন সেশনের উদ্দেশ্য লেখার সময় সঠিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার করা প্রয়োজন। নিম্নে ছয়টি স্তরে কি কি ক্রিয়া পদ ব্যবহার করা যেতে পারে তার ধারাবাহিক উদাহরণ দেওয়া হলো:

ক. জ্ঞানের স্তর: গণনা, লিখতে পারা, সংজ্ঞা দেয়া, আঁকা, চিহ্নিত করা, নির্দেশিত করা, তালিকা করা, নাম বলতে পারা, উল্লেখ করা, উদ্বৃতি দেয়া, পড়তে পারা, খুঁজে পাওয়া, স্মরণ করতে পারা, চিনতে পারা, রেকর্ড করতে পারা, পুনরায় বলতে পারা, বর্ণনা দিতে পারা, তালিকাবদ্ধকরণ/ শ্রেণীবদ্ধকরণ (টেবুলেটশন) করতে পারা ইত্যাদি।

খ. বোধ শক্তি স্তর: সঙ্গ দিতে পারা, তুলনা করতে পারা, মিলাতে পারা, হিসাব করতে পারা, শ্রেণী ভাগ করতে পারা, পার্থক্য নির্ণয় করতে পারা, বাছাই করতে পারা, বর্ণনা করতে পারা, আন্দাজ করতে পারা, ভাবান্তর করতে পারা ইত্যাদি।

গ. প্রয়োগ স্তর: প্রয়োগ করতে পারা, হিসাব করতে পারা, সমাপ্ত করতে পারা, প্রদর্শন করতে পারা, পরীক্ষা করা, নিয়োগ করা, ইত্যাদি।

ঘ. **বিশ্লেষণ স্তরঃ** বিশ্লেষণ করা, ভাগ করা, নির্মাণ করা, গোপনে বের করা, ব্যাখ্যা করা, গ্রুপভূক্ত করা, সিদ্ধান্ত করা, অনুসন্ধান করা, মিল খুঁজে পাওয়া, সংক্ষিপ্ত করা, রূপান্তরিত করা ইত্যাদি।

ঙ. **সংযোগ সাধন/সংশ্লেষণ স্তরঃ** সাজানো, যুক্ত করা, গঠন করা, উন্নয়ন করা, ডিজাইন করা, প্রণয়ন করা, সাধারণ ভাবে প্রকাশ করা, সংহতি সাধন করা, সংগঠন করা, পরিকল্পনা করা, প্রস্তুত করা, ব্যবস্থাপত্র দেয়া, উৎপন্ন করা, প্রস্তাব করা, সৃজন করা ইত্যাদি।

চ. **মূল্যায়ন স্তরঃ** বোঝাতে পারা, মূল্যায়ন করতে পারা, সমালোচনা করতে পারা, মনস্থির করতে পারা, অনুমান করতে পারা, মান ঠিক করতে পারা, বিচার করতে পারা, পরিমাপ করতে পারা, পদ মর্যাদা ঠিক করতে পারা, সুপারিশ করতে পারা, দর ঠিক করতে পারা, সুনির্দিষ্ট ভাবে চলতে পারা, বাছাই করতে পারা, পরীক্ষা করতে পারা ইত্যাদি।

সেশন পরিকল্পনাঃ সেশন পরিকল্পনা হচ্ছে একজন সফল ও দক্ষ প্রশিক্ষকের প্রধান হাতিয়ার। একটি সুবিন্নস্ত ও ভারসাম্যপূর্ণ সেশন পরিকল্পনা সেশনের এ উদ্দেশ্যার্জনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সেশনের বিষয়বস্তু সময় নির্ঘন্টসহ বিভাজন করা, সঠিক ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা, যথাযথ প্রশিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার এবং সঠিক সেসন পরবর্তী অনুসরণ প্রক্রিয়া স্থির করার মধ্যেই একটি সেশনের সফলতা শতভাগ নির্ভরশীল। সেসন পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন তা কাব/স্কাউট/রোভারদের বাস্তব সমস্যা চিহ্নিত করে তার বাস্তব সম্মত সমাধান বের করা যায়। এক্ষেত্রে সেশনে প্রশিক্ষণার্থীদের বেশীমাত্রায় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। সেশন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কৌশল হিসেবে বিভিন্ন প্রকার সৃজনশীল কুইজ, ধাঁধাঁ ও গেইম এর ব্যবহার, গ্রুপ ওয়ার্ক, ব্রেইন স্টর্মিং, বাজ গ্রুপ, রোল পে, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতি প্রশিক্ষণ টেকনিক ব্যবহার করতে হবে। এর মাধ্যমে প্রকৃত সমস্যা বের হয়ে আসবে এবং সঠিক সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। সেশন হয়ে উঠবে প্রাণবন্ত, আনন্দময় এবং সফল।

সেশনে পরিকল্পনায় কোন কোন বিষয় উল্লেখ থাকবে তার বিবরণসহ একটি সেশন পরিকল্পনার নমুনা নিম্নে দেয়া হলো।

সেশন প্লান

সেশনের নাম: ..... কোর্সের নাম: .....

স্থান: ..... তারিখ: ..... হ'তে ..... পর্যন্ত

শিক্ষাদানের তারিখ: ..... আরম্ভের সময়: ..... মোট সময়: .....

প্রশিক্ষকের নাম: ..... পদবী: .....

উদ্দেশ্যঃ

বিষয়বস্তুঃ

প্রশিক্ষণ পদ্ধতিঃ

উপকরণঃ

বাস্তবায়ন কৌশলঃ

সেশন পরবর্তী অনুসরণ প্রক্রিয়া (ফলোআপ):

কোর্স লিডার

প্রশিক্ষকের/কাউন্সলরের নাম ও স্বাক্ষর

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের নমুনা কর্মসূচি

সময়ঃ .....

প্রশিক্ষণ কোর্সে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি দু'টি পর্বে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম পর্বটি মুক্তাংগণে এবং দ্বিতীয় পর্বটি সেশন হলের মধ্যে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

প্রথম পর্ব

* পতাকা উত্তোলন
* প্রার্থনা সংগীত।

দ্বিতীয় পর্ব

* শিক্ষার্থীগণের আত্ম পরিচয় দান
* কোর্স লিডার কর্তৃক কোর্স স্টাফগণের পরিচয় প্রদান
* কোর্স লিডারের স্বাগত বক্তব্য
* কোর্স লিডার কর্তৃক প্রধান অতিথি মহোদয়কে বক্তব্য প্রদান এবং উদ্বোধনী ঘোষণার অনুরোধ
* উপস্থাপক কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশনা
* ফটো সেশন

বি. দ্র. দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে মুক্তাংগণে প্রথম পর্ব আয়োজন করা সম্ভব না হলে সেশন হলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে।

সমাপনী অনুষ্ঠানের নমুনা কর্মসূচি

সময়ঃ .....

সমাপনী অনুষ্ঠানটিও দু'টি পর্বে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম পর্বটি সেশন হলের মধ্যে এবং দ্বিতীয় পর্বটি মুক্তাংগণে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

প্রথম পর্ব

* পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ থেকে পাঠ
* প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য
* কোর্স স্টাফদের বক্তব্য
* সার্টিফিকেট বিতরণ
* কোর্স লিডারের বক্তব্য

দ্বিতীয় পর্ব

* পতাকা দন্ডের নিকট সমবেত
* প্রতিজ্ঞা পাঠ
* নিরব প্রার্থনা
* পতাকা নামানো
* কোর্স লিডার কর্তৃক সমাপ্তি ঘোষণা

এক নজরে ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্সের সিডিউল

দিন/ তারিখ	সকাল (৮.০০ -১২.৩০)	বিকেল (২.৩০ -৬.০০)	রাত্র (৭.৩০ - ৯.০০)
১ম দিন	* উপস্থিতি ও রেজিস্ট্রেশন, ষষ্ঠক বন্টন, ইনসিগনিয়া, রান্নার সরঞ্জামাদি ও তাঁবু বন্টন * উদ্বোধনী অনুষ্ঠান * কোর্স ব্যবস্থাপনা * আইস ব্রেকার্স * তাঁবু কলা।	* প্রাক কোর্স মূল্যায়ন * বিশ্ব স্কাউট সংস্থার নিয়মনীতিসমূহ * স্কাউটিংয়ে খেলাধুলা ও গান।	* তাঁবু জলসা * সেশন মূল্যায়ন * দিবসের প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন
২য় দিন	* বি.পি পি.টি, কমান্ড, মার্চ পাস্ট, সালাম, চিহ্ন ও করমর্দনের অনুশীলন * স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহ * প্রতিজ্ঞা ও আইন : স্কাউটের জীবনে প্রতিজ্ঞা ও আইনের প্রতিফলন * ষষ্ঠক /উপদল পদ্ধতি	* প্যাক মিটিং/ট্রুপ মিটিং/ক্রু মিটিং * স্কাউট দক্ষতা : বৃত্ত গঠন, গ্রান্ড ইয়েল, কাবের ডাক, বাঁশির সংকেত, হস্তসংকেত, অনুমান, স্কাউট কদম * দড়ির কাজ ও পাইওনিয়ারিং	* তাঁবু জলসার মহড়া * সেশন মূল্যায়ন * দিবসের প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন
৩য় দিন	* ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ (ব্যাজ পদ্ধতি) * প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ * বনকলা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ * স্কাউট দক্ষতা: ফাস্ট এইড ও উদ্ধার কাজ	* গ্রুপ সংগঠন * স্কাউট দক্ষতা : - দড়ির কাজ - প্রাথমিক প্রতিবিধান	* স্কাউটস ওন * সেশন মূল্যায়ন * দিবসের প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন
৪র্থ দিন	* অনুষ্ঠানাদি * প্রোগ্রাম পরিকল্পনা * বিশেষ প্যাক মিটিং/ক্যাম্পিং হাইকিং। * কোড এবং সাইফার	কাব অভিযান (ব্যবহারিক)/ ক্যাম্পিং, হাইকিং (ব্যবহারিক)	তাঁবু এলাকার বাহিরে অবস্থান
৫ম দিন	* হাইক রিপোর্ট পেশ * স্কাউটিং ও সমাজ * কাব কার্নিভাল	* অ্যাওয়ার্ড : শাপলা কাব/ পি এস/পি আর এস অ্যাওয়ার্ড /সি ডি অ্যাওয়ার্ড ফরম পূরণ ও আবেদন প্রক্রিয়া, মাই প্রোগ্রেস সংরক্ষণ ও বিশেষজ্ঞদের স্বাক্ষর গ্রহণ, পরিসংখ্যান ফরম পূরণের কৌশল * তাঁবু জলসার অনুশীলন।	* মহা তাঁবু জলসা * সেশন মূল্যায়ন * দিবসের প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন
৬ষ্ঠ দিন	* এফিসিয়েন্সি ব্যাজের দক্ষতার বিষয়সমূহ চূড়ান্ত অনুশীলন * প্রশিক্ষণ স্কীম: * এসাইনমেন্ট / ট্রেনিং স্টাডি	* প্যাক আপ পরিদর্শন * ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার * সামিংআপ, মুক্ত আলোচনা, কোর্স মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠান * প্রতিজ্ঞা পাঠ, পতাকা নামানো ও সমাপ্তি ঘোষণা।	

কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

কোর্স সিডিউল

প্রথম দিন

তারিখ : _____

সময়	সেশন/কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্ব
সকাল ০৮:০০ মি.	**উপস্থিতি, রেজিস্ট্রেশন, আপ্যায়ন**		
সকাল ৯:৩০ মি.	**ষষ্ঠক গঠন ও নামকরণ:** সেবক ষষ্ঠকের দায়িত্ব কর্তব্য, ইনসিগনিয়া ও র‍্যাংক ব্যাজ বিতরণ, তাঁবু বন্টন, রান্নার সরঞ্জামাদি বিতরণ		
সকাল ১০:০০ মি.	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান:** প্রার্থনা সংগীতসহ		অফিসার অব দ্য ডে
সকাল ১০:২০ মি.	**উদ্বোধনী অনুষ্ঠান** কোর্স লিডার কর্তৃক কোর্স স্টাফগণের পরিচিতি		কোর্স লিডার
সকাল ১১:০০ মি.	**আইস ব্রেকার্স (তত্ত্বীয়), আইস ব্রেকার্স (ব্যবহারিক)**		
দুপুর ১১:৪৫ মি.	**কোর্স ব্যবস্থাপনা:** কোর্সের উদ্দেশ্য (প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রত্যাশাসহ নির্ধারণ), ট্রেনিং কোর্স থেকে সুবিধা গ্রহণের উপায়, কোর্সের নিয়মাবলী, কোর্সের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ ও দৈনিক সময়সূচি। আচরণ বিধি, যা করবো / যা করবো না		
দুপুর ০১:০০ মি	**মধ্যাহ্ন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা / দুপুরের খাবার)**		
দুপুর ০২:৩০ মি.	**প্রাক মূল্যায়ন ও চাহিদা নিরূপণ**		
বিকেল ০৩:০০ মি	**স্কাউট দক্ষতা:** তাঁবু কলা, তাঁবুর লে আউট প্লান, গ্যাজেট, তাঁবু পরিচিতি, তাঁবু খাটানো, তাঁবুর যত্ন, বিকল্প তাঁবু তৈরি ও তাঁবু সাজানো		
বিকাল ০৩:৩০ মি.	**বিশ্ব স্কাউট সংস্থার নিয়মনীতিসমূহ:** অ্যাডাল্ট রিসোর্স পলিসি, প্রোগ্রাম পলিসি, শিশু অধিকার, সেইফ ফ্রম হার্ম পলিসি ও ট্রেনিং সিসটেম		
বিকাল ০৪:৩০ মি.	**চা বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
বিকাল ০৫:০০ মি	**স্কাউটিংয়ে খেলাধুলা ও গানের ব্যবহার:** প্রোগ্রাম আকর্ষণীয় ও বৈচিত্রময় করার কৌশল হিসেবে খেলাধুলা ও গানের ব্যবহার		
সন্ধ্যা ০৬:০০ মি.	**সান্ধ্যকালীন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
সন্ধ্যা ০৭:০০ মি.	**ম্যানার্স এন্ড ইটিকেট**		
সন্ধ্যা ০৮:০০ মি.	**তাঁবু জলসা:** তাঁবু জলসার পরিকল্পনা প্রণয়ন, সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা, নিরাপত্তা, আগুন জ্বালানো ও পরিচালনা, ব্যবহারিক		
রাত ০৯:০০ মি.	**দিবসের সেশন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন**		
রাত ০৯:৩০ মি.	**রাতের খাবার, নামাজ / প্রার্থনা**		
রাত ১০:১০ মি.	**কাউন্সলিং ও অবসর সময়ের কাজ**		
রাত ১০:৩০ মি.	**বাতি নেভানো / ঘুম**		

থিম অব দ্য ডে :

অফিসার অব দ্য ডে :

কোর্স লিডার

কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

কোর্স সিডিউল

দ্বিতীয় দিন

তারিখ : _____

সময়	সেশন/কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্ব
সকাল ০৫:০০ টা	ঘুম থেকে জাগরণ, প্রাতঃকালীন কাজ (নামাজ / প্রার্থনা)		
সকাল ০৫:৩০ মি.	**শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য:** ওয়ার্মআপ, বি-পি.পি-টি অনুশীলন, কমান্ড, মার্চ পাস্ট		
সকাল ০৬.১০ মি.	**ওয়াশ, ফ্রেশআপ**		
সকাল ০৬:৩০ মি.	**প্রাতঃরাশ (সকালের নাস্তা)**		
সকাল ০৭:০০ টা	পরিদর্শন (২টি পরিদর্শন টিম)		
সকাল ০৭:৩০ মি.	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান**		
সকাল ০৭:৫০ মি.	**সার্ভিস টিম কর্তৃক অভ্যর্থনা, জাতীয় সংগীত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, রিফ্লেকশন, গতকালের শিখন ফল উপস্থাপন**		অফিসার অব দ্য ডে
সকাল ০৮:১৫ মি.	**স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহ** (Fundamentals of Scouting)**:** স্কাউট আন্দোলনের সংজ্ঞা, স্কাউটিংয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলনীতি. পদ্ধতি, প্রয়োগ কৌশল অনুশীলন		
সকাল ০৯:১৫ মি.	**প্রতিজ্ঞা ও আইন:** কাব স্কাউটের জীবনে প্রতিজ্ঞা ও আইনের প্রতিফলন, মিশন ও ভিশন অব স্কাউটিং		
সকাল ১০:০০ মি.	**চা বিরতি**		
সকাল ১০:৩০ মি.	**ষষ্ঠক পদ্ধতি:** ষষ্ঠক পদ্ধতির বাস্তবায়ন কৌশল, ষষ্ঠক নেতা পরিষদ সভার মহড়া।		
সকাল ১১:৩০ মি.	**প্যাক মিটিং:** প্যাক মিটিং কী, প্যাক মিটিং পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল, বিশেষ প্যাক মিটিং, প্যাক মিটিং ব্যবহারিক।		
দুপুর ১২:৩০ মি.	**মধ্যাহ্ন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা / দুপুরের খাবার)**		
দুপুর ০২:৩০ মি.	**স্কাউট দক্ষতা: বৃত্ত গঠন, গ্রান্ড ইয়েল,** কাবের ডাক, হস্ত ও বাঁশির সংকেত, স্কাউট সালাম, চিহ্ন, করমর্দন		
বিকেল ৩:৩০ মি.	**স্কাউট দক্ষতা: দড়ির কাজ-** রীফ নট, শীট বেন্ড, ক্লোভ হিচ, রাউন্ড টার্ন এ্যান্ড টু হাফ হিচেস, টিম্বার হিচ, বোলাইন, স্কয়ার বো		
বিকেল ৪:৩০ মি.	**চা-বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
বিকেল ৫:০০ মি.	**স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংস্থা** (WOSM) **কাঠামো**		
সন্ধ্যা ৬:০০ মি.	**সান্ধ্যকালীন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
সন্ধ্যা ৭:০০ মি.	**তাঁবু জলসা (ব্যবহারিক)**		
রাত ০৯:০০ মি.	**দিবসের সেশন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন**		
রাত ০৯:৩০ মি.	**রাতের খাবার, নামাজ / প্রার্থনা**		
রাত ১০:১০ মি.	**কাউন্সলিং ও অবসর সময়ের কাজ**		
রাত ১০:৩০ মি.	**বাতি নেভানো / ঘুম**		

থিম অব দ্য ডে :

অফিসার অব দ্য ডে :

কোর্স লিডার

কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

কোর্স সিডিউল

তৃতীয় দিন

তারিখ : _____

সময়	সেশন/কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্ব
সকাল ০৫:০০ টা	ঘুম থেকে জাগরণ, প্রাতঃকালীন কাজ (নামাজ / প্রার্থনা)		
সকাল ০৫:৩০ মি.	**শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য:** ওয়ার্মআপ, বি-পি.পি-টি অনুশীলন		
সকাল ০৬.১০ মি.	**ওয়াশ, ফ্রেশআপ**		
সকাল ০৬:৩০ মি.	**প্রাতঃরাশ (সকালের নাস্তা)**		
সকাল ০৭:০০ টা	পরিদর্শন (২টি পরিদর্শন টিম)		
সকাল ০৭:৩০ মি.	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান**		
সকাল ০৭:৫০ মি.	**সার্ভিস টিম কর্তৃক অভ্যর্থনা, জাতীয় সংগীত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, রিফ্লেকশন গতকালের শিখন ফল উপস্থাপন**		অফিসার অব দ্য ডে
সকাল ০৮:১৫ মি.	**ব্যক্তিগত ক্রমবৃদ্ধি** (Personal Progression): **ব্যাজ পদ্ধতি বাস্তবায়ন,** ব্যাজ পদ্ধতির উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ, বিভিন্ন স্তরের দক্ষতা ব্যাজ অর্জনের কৌশল		
সকাল ০৯:১৫ মি.	**ঝুঁকি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা**		
সকাল ১০:০০ মি.	**চা বিরতি**		
সকাল ১০:৩০ মি.	**প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ:** সম্পর্ক, বৈশিষ্ট্য, চাহিদা নিরূপণ		
সকাল ১১:১৫ মি.	**গ্রুপ সংগঠন:** গ্রুপ কাউন্সিল, গ্রুপ কমিটি, গ্রুপ নবায়ন পরিসংখ্যান, ইউনিট পরিদর্শনের বিষয়সমূহ		
দুপুর ১২:০০ মি.	**প্রাথমিক প্রতিবিধান:** প্রাথমিক প্রতিবিধান কী, ড্রেসিং, প্যাড, ব্যান্ডেজ ও স্লীং এর ব্যবহার, সি.পি.আর-কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস		
দুপুর ১২:৪৫ মি.	**মধ্যাহ্ন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা / দুপুরের খাবার)**		
দুপুর ০২:৩০ মি.	**দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা**		
বিকেল ৩:৩০ মি.	**স্কাউট দক্ষতা: দড়ির কাজ-** দড়ির সাহায্যে ক্যাম্প গ্যাজেট তৈরি, পাইওনিয়ারিং ও ট্রাসেল, নিকটস্থ হাসপাতালের টেলিফোন নম্বর জানা, স্যালাইন তৈরি, পানি বিশুদ্ধকরণ কৌশল		
বিকেল ৪:৩০ মি.	**বন-কলা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ (তত্ত্বীয়)**		
বিকেল ৫:০০ মি.	**চা-বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
বিকেল ৫:৩০ মি.	**বন-কলা (ব্যবহারিক)**		
সন্ধ্যা ৬:০০ মি.	**সান্ধ্যকালীন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
সন্ধ্যা ৭:০০ মি.	**স্কাউটস ওন** (Scouts own)**:** স্কাউটস ওনের কর্মসূচী তৈরি ও পরিচালনা (তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক)		
রাত ০৯:০০ মি.	**দিবসের সেশন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন**		
রাত ০৯:৩০ মি.	**রাতের খাবার, নামাজ / প্রার্থনা**		
রাত ১০:১০ মি.	**কাউন্সলিং ও অবসর সময়ের কাজ**		
রাত ১০:৩০ মি.	**বাতি নেভানো / ঘুম**		

থিম অব দ্য ডে :

অফিসার অব দ্য ডে :

কোর্স লিডার

কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

কোর্স সিডিউল

চতুর্থ দিন

তারিখ : _____

সময়	সেশন/কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্ব
সকাল ০৫:০০ টা	ঘুম থেকে জাগরণ, প্রাতঃকালীন কাজ (নামাজ / প্রার্থনা)		
সকাল ০৫:৩০ মি.	**শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য:** ওয়ার্মআপ, বি-পি.পি-টি অনুশীলন		
সকাল ০৬.১০ মি.	**ওয়াশ, ফ্রেশআপ**		
সকাল ০৬:৩০ মি.	**প্রাতঃরাশ (সকালের নাস্তা)**		
সকাল ০৭:০০ টা	পরিদর্শন (২টি পরিদর্শন টিম)		
সকাল ০৭:৩০ মি.	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান**		
সকাল ০৭:৫০ মি.	**সার্ভিস টিম কর্তৃক অভ্যর্থনা, জাতীয় সংগীত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, রিফ্লেকশন, গতকালের শিখন ফল উপস্থাপন**		অফিসার অব দ্য ডে
সকাল ০৮:১৫ মি.	**নেতৃত্ব**		
সকাল ০৯:১৫ মি.	**অনুষ্ঠানাদি:** বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠানাদির তাৎপর্য ব্যাখ্যা (ব্যবহারিক)		
সকাল ১০:০০ মি.	**চা বিরতি**		
সকাল ১০:৩০ মি.	**স্কাউট দক্ষতা: দড়ির কাজ**- হুইপিং, সেইল মেকার হুইপিং, ওয়েস্টকান্ট্রি হুইপিং, রাউন্ড টার্ন এন্ড টু হাফ হিচেস, বোলাইন, বিভিন্ন প্রকার ল্যাশিং ও পাইওনিয়ারিং		
সকাল ১১:৩০ মি.	**কাব অভিযান:** কাব অভিযানের কর্মসূচি তৈরি, (গ্রুপ ওয়ার্ক), কাব কার্নিভালের কর্মসূচি তৈরি (গ্রুপ ওয়ার্ক) ও কাব হলিডের কর্মসূচি তৈরি (গ্রুপ ওয়ার্ক)		
দুপুর ১২:৩০ মি.	**মধ্যাহ্ন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা / দুপুরের খাবার)**		
দুপুর ০২:৩০ মি.	**কাব অভিযান** (ব্যবহারিক) অভিযানে যাত্রা, প্রত্যাবর্তন		
বিকেল ৫:০০ মি.	**চা-বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
বিকেল ৫:৩০ মি.	কাব অভিযানের রিপোর্ট পেশ		
সন্ধ্যা ৬:৩০ মি.	**সান্ধ্যকালীন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
সন্ধ্যা ৭:৩০ মি.	**তাঁবু জলসার চূড়ান্ত বাছাই**		
রাত ০৯:০০ মি.	**দিবসের সেশন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন**		
রাত ০৯:৩০ মি.	**রাতের খাবার, নামাজ / প্রার্থনা**		
রাত ১০:১০ মি.	**কাউন্সলিং ও অবসর সময়ের কাজ**		
রাত ১০:৩০ মি.	**বাতি নেভানো / ঘুম**		

থিম অব দ্য ডে :

অফিসার অব দ্য ডে :

কোর্স লিডার

কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

কোর্স সিডিউল

পঞ্চম দিন

তারিখ : _____

সময়	সেশন/কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্ব
সকাল ০৫:০০ টা	ঘুম থেকে জাগরণ, প্রাতঃকালীন কাজ (নামাজ / প্রার্থনা)		
সকাল ০৫:৩০ মি.	**শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য:** ওয়ার্মআপ, বি-পি.পি-টি অনুশীলন		
সকাল ০৬.১০ মি.	**ওয়াশ, ফ্রেশআপ**		
সকাল ০৬:৩০ মি.	**প্রাতঃরাশ (সকালের নাস্তা)**		
সকাল ০৭:০০ টা	পরিদর্শন (২টি পরিদর্শন টিম)		
সকাল ০৭:৩০ মি.	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান**		
সকাল ০৭:৫০ মি.	**সার্ভিস টিম কর্তৃক অভ্যর্থনা, জাতীয় সংগীত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, রিফ্লেকশন, গতকালের শিখন ফল উপস্থাপন**		অফিসার অব দ্য ডে
সকাল ০৮:১৫ মি.	**প্রোগ্রাম পরিকল্পনা:** পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ইউনিট লিডারের ভুমিকা, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন, সদস্য ব্যাজ থেকে চাঁদ তারা ব্যাজ পর্যন্ত প্রোগ্রাম পরিকল্পনা তৈরি (গ্রুপ ওয়ার্ক)		
সকাল ০৯:১৫ মি.	**স্কাউটিং ও পরিবেশ শিক্ষা**		
সকাল ১০:০০ মি.	**চা বিরতি**		
সকাল ১০:৩০ মি.	**কাব কার্নিভাল** (ব্যবহারিক): মৎস্য শিকার, টার্গেট হিট, ভারসাম্য রক্ষা, রিং ছোড়া, বালতিতে বল ছোড়া ইত্যাদি		
সকাল ১১:৩০ মি.	**আইসিটি- পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন (ব্যবহারিক)**		
দুপুর ১২:৩০ মি.	**মধ্যাহ্ন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা / দুপুরের খাবার)**		
দুপুর ০২:৩০ মি.	**অ্যাওয়ার্ড:** শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড ফরম পূরণ ও আবেদন প্রক্রিয়া, মাই প্রোগ্রেস সংরক্ষণ ও বিশেষজ্ঞদের স্বাক্ষর গ্রহণ, পরিসংখ্যান ফরম পূরণের কৌশল		
বিকেল ৫:০০ মি.	**চা-বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
বিকেল ৫:৩০ মি.	**স্কাউটিং ও সমাজ**		
সন্ধ্যা ৬:৩০ মি.	**সান্ধ্যকালীন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
সন্ধ্যা ৭:৩০ মি.	**মহা তাঁবু জলসা**		
রাত ০৯:০০ মি.	**দিবসের সেশন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন**		
রাত ০৯:৩০ মি.	**রাতের খাবার, নামাজ / প্রার্থনা**		
রাত ১০:১০ মি.	**কাউন্সলিং ও অবসর সময়ের কাজ**		
রাত ১০:৩০ মি.	**বাতি নেভানো / ঘুম**		

থিম অব দ্য ডে :

অফিসার অব দ্য ডে :

কোর্স লিডার

কাব স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

কোর্স সিডিউল

ষষ্ঠ দিন

তারিখ : _____

সময়	সেশন/কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্ব
সকাল ০৫:০০ টা	ঘুম থেকে জাগরণ, প্রাতঃকালীন কাজ (নামাজ / প্রার্থনা)		
সকাল ০৫:৩০ মি.	**শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য:** ওয়ার্মআপ, বি-পি.পি-টি অনুশীলন		
সকাল ০৬.১০ মি.	**ওয়াশ, ফ্রেশআপ**		
সকাল ০৬:৩০ মি.	**প্রাতঃরাশ (সকালের নাস্তা)**		
সকাল ০৭:০০ টা	পরিদর্শন (২টি পরিদর্শন টিম)		
সকাল ০৭:৩০ মি.	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান**		
সকাল ০৭:৫০ মি.	**সার্ভিস টিম কর্তৃক অভ্যর্থনা, জাতীয় সংগীত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, রিফ্লেকশন, গতকালের শিখন ফল উপস্থাপন**		অফিসার অব দ্য ডে
সকাল ০৮:১৫ মি.	**বাংলাদেশ স্কাউটস এর** National Strategic Plan-2021		
সকাল ০৯:১৫ মি.	**প্রশিক্ষণ স্কীম:** বাংলাদেশ স্কাউটসের পাঁচ স্তর বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ স্কীম, অ্যাডভান্স কোর্স সম্পন্ন করার পর উডব্যাজ অর্জনে ইউনিট লিডারের করণীয়, কোর্স পরবর্তী এসাইনমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা, পার্সোনাল সাপোর্ট ট্রেনার মনোনয়ন ও তার সহযোগিতা গ্রহণের কৌশল, ইনসার্ভিস রিপোর্ট ফরম পরিচিতি ও ব্যাখ্যা প্রদান		কোর্স লিডার
সকাল ১০:০০ মি.	**চা বিরতি**		
সকাল ১০:৩০ মি.	**মতবিনিময়:** ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার		
সকাল ১১:০০ মি.	**কোর্স মূল্যায়ন:** সামিং আপ, মুক্ত আলোচনা		কোর্স মূল্যায়ণ
দুপুর ১২:০০ মি.	**সমাপনী অনুষ্ঠান:** প্রশিক্ষণার্থীদের বক্তব্য, কোর্স স্টাফদের বক্তব্য, সার্টিফিকেট বিতরণ, পতাকা দন্ডের নিকট সমবেত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, পতাকা নামানো ও সমাপ্তি ঘোষণা		

থিম অব দ্য ডে :

অফিসার অব দ্য ডে :

কোর্স লিডার

লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

- কোর্সের আগের দিন সন্ধ্যায় কোর্স লিডারসহ স্টাফগণ কোর্স এলাকায় উপস্থিত হবেন।
- সে দিন রাত ১০.০০টার মধ্যে স্টাফ মিটিং করে আগামী ২দিনের কোর্স সিডিউল এর সেশন, দায়িত্ব বন্টন, কাউন্সলর নিয়োগ, ষষ্ঠক উপদল নামকরণ, কোর্স সেক্রেটারি ও কোয়ার্টার মাস্টার ঘোষণাকরণ, ২জন নিরীক্ষক নিয়োগ, খাদ্য তালিকা অনুমোদন প্রতিদিনের স্টাফ মিটিং এর সময় নির্ধারণসহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে তৈরি করবেন। পরবর্তীতে কোর্স রিপোর্টের সাথে জমা দেবেন।
- প্রথম স্টাফ মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত মতে পরবর্তী স্টাফ মিটিং সিডিউল অনুযায়ী ২দিন করে সেশনের দায়িত্ব বন্টন করে দেবেন।
- সেশনের দায়িত্ব পাওয়া প্রশিক্ষকগণ ম্যানুয়েলের অনুযায়ী সেশন প্লান কোর্স লিডারের কাছে জমা দিবেন এবং সেশন প্রস্তুতির সার্বিক বিষয়াবলী মৌখিকভাবে কোর্স লিডারকে অবগত করবেন।
- প্রতিদিন রাতের নির্দিষ্ট সময়ে কাউন্সলরগণ কাউন্সলিং এর কাজ সমাপ্ত করবেন।
- প্রতিদিন অফিসার অব দি ডে এবং থিম অব দি ডে স্টাফ মিটিং এ নির্ধারণ করবেন।
- সেশন চলাকালে কাউন্সলরগণ আবশ্যিকভাবে সেশনে উপস্থিত থাকবেন এবং গ্রুপ ওয়ার্কসহ অন্যান্য কার্যক্রমে উপদলের সাথে সহযোগিতা করবেন।
- প্রয়োজনে কোর্স লিডার/সেশন পরিচালক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ ও স্টাফ মিটিংয়ে সিডিউলের বিষয়গুলো আগে ও পরে নির্ধারণ করতে পারবেন।
- সেশন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সেশন হল, প্রশিক্ষণ সামগ্রী নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

কোর্স সিডিউল

প্রথম দিন

তারিখ : _____

সময়	সেশন/কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্ব
সকাল ০৮:০০ মি.	**উপস্থিতি, রেজিস্ট্রেশন, আপ্যায়ন**		
সকাল ৯:৩০ মি.	**উপদল গঠন ও নামকরণ:** সেবক দলের দায়িত্ব কর্তব্য, ইনসিগনিয়া ও র‍্যাংক ব্যাজ বিতরণ, তাঁবু বন্টন, রান্নার সরঞ্জামাদি বিতরণ		
সকাল ১০:০০ মি.	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান:** প্রার্থনা সংগীতসহ		অফিসার অব দ্য ডে
সকাল ১০:২০ মি.	**উদ্বোধনী অনুষ্ঠান** কোর্স লিডার কর্তৃক কোর্স স্টাফগণের পরিচিতি		কোর্স লিডার
সকাল ১১:০০ মি.	**আইস ব্রেকার্স (তত্ত্বীয়), আইস ব্রেকার্স (ব্যবহারিক)**		
দুপুর ১১:৪৫ মি.	**কোর্স ব্যবস্থাপনা:** কোর্সের উদ্দেশ্য (প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রত্যাশাসহ নির্ধারণ), ট্রেনিং কোর্স থেকে সুবিধা গ্রহণের উপায়, কোর্সের নিয়মাবলী, কোর্সের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ ও দৈনিক সময়সূচী। আচরণ বিধি, যা করবো / যা করবো না		কোর্স লিডার
দুপুর ০১:০০ মি	**মধ্যাহ্ন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা / দুপুরের খাবার)**		
দুপুর ০২:৩০ মি.	**প্রাক মূল্যায়ন ও চাহিদা নিরূপণ**		
বিকেল ০৩:০০ মি	**স্কাউট দক্ষতা:** তাঁবু কলা, তাঁবুর লে আউট প্লান, গ্যাজেট, তাঁবু পরিচিতি, তাঁবু খাটানো, তাঁবুর যত্ন, বিকল্প তাঁবু তৈরি ও তাঁবু সাজানো		
বিকাল ০৩:৩০ মি.	**বিশ্ব স্কাউট সংস্থার নিয়মনীতিসমূহ:** অ্যাডাল্ট রিসোর্স পলিসি, প্রোগ্রাম ও ট্রেনিং সিসটেম, শিশু অধিকার ও সেইফ ফ্রম হার্ম পলিসি		
বিকাল ০৪:৩০ মি.	**চা বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
বিকাল ০৫:০০ মি	**স্কাউটিংয়ে খেলাধুলা ও গানের ব্যবহার:** প্রোগ্রাম আকর্ষণীয় ও বৈচিত্রময় করার কৌশল হিসেবে খেলাধুলা ও গানের ব্যবহার		
সন্ধ্যা ০৬:০০ মি.	**সান্ধ্যকালীন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
সন্ধ্যা ০৭:০০ মি.	**ম্যানার্স এন্ড এটিকেট**		
সন্ধ্যা ০৮:০০ মি.	**তাঁবু জলসা:** তাঁবু জলসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন, সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা, নিরাপত্তা, আগুন জ্বালানো ও পরিচালনা, ব্যবহারিক।		
রাত ০৯:০০ মি.	**দিবসের সেশন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন**		
রাত ০৯:৩০ মি.	**রাতের খাবার, নামাজ / প্রার্থনা**		
রাত ১০:১০ মি.	**কাউন্সলিং ও অবসর সময়ের কাজ**		
রাত ১০:৩০ মি.	**বাতি নেভানো / ঘুম**		

থিম অব দ্য ডে :

অফিসার অব দ্য ডে :

কোর্স লিডার

স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

কোর্স সিডিউল

দ্বিতীয় দিন

তারিখ : _____

সময়	সেশন/কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্ব
সকাল ০৫:০০ টা	ঘুম থেকে জাগরণ, প্রাতঃকালীন কাজ (নামাজ / প্রার্থনা)		
সকাল ০৫:৩০ মি.	**শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য:** ওয়ার্মআপ, বি-পি.পি-টি অনুশীলন, কমান্ড, মার্চ পাস্ট		
সকাল ০৬.১০ মি.	**ওয়াশ, ফ্রেশআপ**		
সকাল ০৬:৩০ মি.	**প্রাতঃরাশ (সকালের নাস্তা)**		
সকাল ০৭:০০ টা	পরিদর্শন (২টি পরিদর্শন টিম)		
সকাল ০৭:৩০ মি.	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান**		
সকাল ০৭:৫০ মি.	**সার্ভিস টিম কর্তৃক অভ্যর্থনা, জাতীয় সংগীত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, রিফ্লেকশন, গতকালের শিখন ফল উপস্থাপন**		অফিসার অব দ্য ডে
সকাল ০৮:১৫ মি.	**স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহ** (Fundamentals of Scouting)**:** স্কাউট আন্দোলনের সংজ্ঞা, স্কাউটিংয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলনীতি. পদ্ধতি, প্রয়োগ কৌশল অনুশীলন		
সকাল ০৯:১৫ মি.	**প্রতিজ্ঞা ও আইন:** স্কাউটের জীবনে প্রতিজ্ঞা ও আইনের প্রতিফলন, মিশন ও ভিশন অব স্কাউটিং		
সকাল ১০:০০ মি.	**চা বিরতি**		
সকাল ১০:৩০ মি.	**উপদল পদ্ধতি/প্যাট্রোল সিস্টেম:** উপদল পদ্ধতির বাস্তবায়ন কৌশল, উপদল নেতা পরিষদ ও উপদল নেতা পরিষদ সভার মহড়া		
সকাল ১১:৩০ মি.	**ট্রুপ মিটিং:** ট্রুপ মিটিং কী এবং কিভাবে পরিচালিত হয়। ট্রুপ মিটিং পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন কৌশল ও বিশেষ ট্রুপ মিটিং ব্যবহারিক		
দুপুর ১২:৩০ মি.	**মধ্যাহ্ন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা / দুপুরের খাবার)**		
দুপুর ০২:৩০ মি.	**স্কাউট দক্ষতা: বাঁশীর ডাক,** হস্ত ও বাঁশীর সংকেত, স্কাউট কদম, অনুসরক চিহ্ন, অনুমান		
বিকেল ৩:৩০ মি.	**স্কাউট দক্ষতা: দড়ির কাজ-** রীফ নট, শীট বেন্ড, ক্লোভ হিচ, রাউন্ড টার্ন এ্যান্ড টু হাফ হিচেস, টিম্বার হিচ, বো লাইন, ফিসারম্যানস' নট		
বিকেল ৪:৩০ মি.	**চা-বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
বিকেল ৫:০০ মি.	**স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংস্থা** (WOSM) **কাঠামো**		
সন্ধ্যা ৬:০০ মি.	**সান্ধ্যকালীন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
সন্ধ্যা ৭:০০ মি.	**তাঁবু জলসার (ব্যবহারিক)**		
রাত ০৯:০০ মি.	**দিবসের সেশন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন**		
রাত ০৯:৩০ মি.	**রাতের খাবার, নামাজ / প্রার্থনা**		
রাত ১০:১০ মি.	**কাউন্সলিং ও অবসর সময়ের কাজ**		
রাত ১০:৩০ মি.	**বাতি নেভানো / ঘুম**		

থিম অব দ্য ডে :

অফিসার অব দ্য ডে :

কোর্স লিডার

স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

কোর্স সিডিউল

তৃতীয় দিন

তারিখ : _____

সময়	সেশন/কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্ব
সকাল ০৫:০০ টা	ঘুম থেকে জাগরণ, প্রাতঃকালীন কাজ (নামাজ / প্রার্থনা)		
সকাল ০৫:৩০ মি.	**শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য:** ওয়ার্মআপ, বি-পি.পি-টি অনুশীলন, হস্ত ও বাঁশির সংকেত, কমান্ড, মার্চ পাস্ট		
সকাল ০৬.১০ মি.	**ওয়াশ, ফ্রেশআপ**		
সকাল ০৬:৩০ মি.	**প্রাতঃরাশ (সকালের নাস্তা)**		
সকাল ০৭:০০ টা	পরিদর্শন (২টি পরিদর্শন টিম)		
সকাল ০৭:৩০ মি.	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান**		
সকাল ০৭:৫০ মি.	**সার্ভিস টিম কর্তৃক অভ্যর্থনা, জাতীয় সংগীত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, রিফ্লেকশন গতকালের শিখন ফল উপস্থাপন**		অফিসার অব দ্য ডে
সকাল ০৮:১৫ মি.	**ব্যক্তিগত ক্রমোন্নতি** (Personal Progression): **ব্যাজ পদ্ধতি বাস্তবায়ন,** ব্যাজ পদ্ধতির উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ, বিভিন্ন স্তরের দক্ষতা ব্যাজ অর্জনের কৌশল		
সকাল ০৯:১৫ মি.	**ঝুঁকি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা**		
সকাল ১০:০০ মি.	**চা বিরতি**		
সকাল ১০:৩০ মি.	**প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ:** সম্পর্ক বৈশিষ্ট্য, চাহিদা নিরূপণ		
সকাল ১১:১৫ মি.	**গ্রুপ সংগঠন:** গ্রুপ কাউন্সিল, গ্রুপ কমিটি, গ্রুপ নবায়ন পরিসংখ্যান, ইউনিট পরিদর্শনের বিষয়সমূহ		
দুপুর ১২:০০ মি.	**প্রাথমিক প্রতিবিধান:** প্রাথমিক প্রতিবিধান কী, ড্রেসিং, প্যাড, ব্যান্ডেজ ও স্লীং এর ব্যবহার, সি.পি.আর, কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস		
দুপুর ১২:৪৫ মি.	**মধ্যাহ্ন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা / দুপুরের খাবার)**		
দুপুর ০২:৩০ মি.	**দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা**		
বিকেল ৩:৩০ মি.	**স্কাউট দক্ষতা: দড়ির কাজ-** বিভিন্ন প্রকার ল্যাশিং, ট্রাসেল, পাইওনিয়ারিং প্রজেক্ট তৈরি		
বিকেল ৪:৩০ মি.	**বন-কলা (তত্ত্বীয়)**		
বিকেল ৫:০০ মি.	**চা-বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
বিকেল ৫:৩০ মি.	**বন-কলা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ অভিযান ও উপস্থাপনা**		
সন্ধ্যা ৬:০০ মি.	**সান্ধ্যকালীন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
সন্ধ্যা ৭:০০ মি.	**স্কাউটস ওন** (Scouts own)**:** স্কাউটস ওনের কর্মসূচী তৈরি ও পরিচালনা (তত্বিয় ও ব্যবহারিক)		
রাত ০৯:০০ মি.	**দিবসের সেশন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন**		
রাত ০৯:৩০ মি.	**রাতের খাবার, নামাজ / প্রার্থনা**		
রাত ১০:১০ মি.	**কাউন্সলিং ও অবসর সময়ের কাজ**		
রাত ১০:৩০ মি.	**বাতি নেভানো / ঘুম**		

থিম অব দ্য ডে :

অফিসার অব দ্য ডে :

কোর্স লিডার

স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

কোর্স সিডিউল

চতুর্থ দিন

তারিখ : _____

সময়	সেশন/কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্ব
সকাল ০৫:০০ টা	ঘুম থেকে জাগরণ, প্রাতঃকালীন কাজ (নামাজ / প্রার্থনা)		
সকাল ০৫:৩০ মি.	**শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য:** ওয়ার্মআপ, বি-পি.পি-টি অনুশীলন		
সকাল ০৬.১০ মি.	**ওয়াশ, ফ্রেশআপ**		
সকাল ০৬:৩০ মি.	**প্রাতঃরাশ (সকালের নাস্তা)**		
সকাল ০৭:০০ টা	পরিদর্শন (২টি পরিদর্শন টিম)		
সকাল ০৭:৩০ মি.	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান**		
সকাল ০৭:৫০ মি.	**সার্ভিস টিম কর্তৃক অভ্যর্থনা, জাতীয় সংগীত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, রিফ্লেকশন, গতকালের শিখন ফল উপস্থাপন**		অফিসার অব দ্য ডে
সকাল ০৮:১৫ মি.	**নেতৃত্ব**		
সকাল ০৯:১৫ মি.	**স্কাউট দক্ষতা:** কম্পাস সেটিং ও রিডিং, মানচিত্রের প্রকার ভেদ ও মানচিত্র অংকন, আর্থ সামাজিক জরীপ		
সকাল ১০:০০ মি.	**চা বিরতি**		
সকাল ১০:৩০ মি.	**প্রোগ্রাম পরিকল্পনা:** পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ইউনিট লিডারের ভুমিকা, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন, সদস্য ব্যাজ থেকে সার্ভিস ব্যাজ পর্যন্ত প্রোগ্রাম পরিকল্পনা তৈরি (গ্রুপ ওয়ার্ক)		
সকাল ১১:৩০ মি.	**ক্যাম্পিং হাইকিং:** ফিল্ড বুক, কোড ও সাইফার, গোপন বার্তা উদ্ধার ইত্যাদি		
দুপুর ১২:৩০ মি.	**মধ্যাহ্ন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা / দুপুরের খাবার)**		
দুপুর ০২:৩০ মি.	**হাইকিং:** হাইক যাত্রা (ব্যবহারিক)		
বিকেল ৫:০০ মি.	**চা-বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
বিকেল ৫:৩০ মি.	**হাইক এলাকায় উপস্থিতি, অবস্থান, আর্থ সামাজিক জরীপ কাজ, হাইক প্রতিবেদন তৈরি, তাঁবু জলসা**		
সন্ধ্যা ৬:৩০ মি.	**সান্ধ্যকালীন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
সন্ধ্যা ৭:৩০ মি.	**তাঁবু জলসা**		
রাত ০৯:৩০ মি.	**রাতের খাবার, নামাজ / প্রার্থনা**		
রাত ১০:১০ মি.	**কাউন্সলিং ও অবসর সময়ের কাজ**		
রাত ১০:৩০ মি.	**বাতি নেভানো / ঘুম**		

থিম অব দ্য ডে :

অফিসার অব দ্য ডে :

কোর্স লিডার

স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

কোর্স সিডিউল

পঞ্চম দিন

তারিখ : _____

সময়	সেশন/কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্ব
সকাল ০৫:০০ টা	ঘুম থেকে জাগরণ, প্রাতঃকালীন কাজ (নামাজ / প্রার্থনা)		
সকাল ০৬:০০ মি.	**হাইক শেষে ক্যাম্প এলাকায় প্রত্যাবর্তন**		
সকাল ০৬.১০ মি.	**ওয়াশ, ফ্রেশআপ**		
সকাল ০৬:৩০ মি.	**প্রাতঃরাশ (সকালের নাস্তা)**		
সকাল ০৭:০০ টা	পরিদর্শন (২টি পরিদর্শন টিম)		
সকাল ০৭:৩০ মি.	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান**		
সকাল ০৭:৫০ মি.	**সার্ভিস টিম কর্তৃক অভ্যর্থনা, জাতীয় সংগীত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, রিফ্লেকশন, গতকালের শিখন ফল উপস্থাপন**		অফিসার অব দ্য ডে
সকাল ০৮:১৫ মি.	**হাইক রিপোর্ট উপস্থাপন ও মূল্যায়ণ**		
সকাল ০৯:১৫ মি.	**স্কাউটিং ও পরিবেশ শিক্ষা**		
সকাল ১০:০০ মি.	**চা বিরতি**		
সকাল ১০:৩০ মি.	**স্কাউটিং ও সমাজ:** সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব, বাজেট তৈরি, স্কাউট ও জনসাধারণকে সমাজ উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করার কৌশল		
সকাল ১১:৩০ মি.	**অ্যাওয়ার্ড:** প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ফরম পূরণ ও আবেদন প্রক্রিয়া, মাই প্রোগ্রেস সংরক্ষণ ও বিশেষজ্ঞদের স্বাক্ষর গ্রহণ কৌশল		
দুপুর ১২:৩০ মি.	**মধ্যাহ্ন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা / দুপুরের খাবার)**		
দুপুর ০২:৩০ মি.	**আইসিটি- পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন (ব্যবহারিক)**		
বিকেল ৩:৩০ মি.	**অনুষ্ঠানাদি:** বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠানাদির তাৎপর্য ব্যাখ্যা		
বিকেল ৪:১৫ মি.	**স্কাউট দক্ষতা:** উদ্ধার কাজ ও রোগী বহন		
বিকেল ৫:০০ মি.	**চা-বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
বিকেল ৫:৩০ মি.	**পাইওনিয়ারিং প্রজেক্ট:** ট্রাসেল লেগ, শেয়ার লেগ, পোল মাংকি ব্রিজ, রোপ মাংকি ব্রীজ তৈরি		
সন্ধ্যা ৬:৩০ মি.	**সান্ধ্যকালীন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
সন্ধ্যা ৭:৩০ মি.	**মহা তাঁবু জলসা**		
রাত ০৯:০০ মি.	**দিবসের সেসন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন**		
রাত ০৯:৩০ মি.	**রাতের খাবার, নামাজ / প্রার্থনা**		
রাত ১০:১০ মি.	**কাউন্সলিং ও অবসর সময়ের কাজ**		
রাত ১০:৩০ মি.	**বাতি নেভানো / ঘুম**		

থিম অব দ্য ডে :

অফিসার অব দ্য ডে :

কোর্স লিডার

স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

কোর্স সিডিউল

ষষ্ঠ দিন

তারিখ : _____

সময়	সেশন/কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্ব
সকাল ০৫:০০ টা	ঘুম থেকে জাগরণ, প্রাতঃকালীন কাজ (নামাজ / প্রার্থনা)		
সকাল ০৫:৩০ মি.	**শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য:** ওয়ার্মআপ, বি-পি.পি-টি অনুশীলন		
সকাল ০৬.১০ মি.	**ওয়াশ, ফ্রেশআপ**		
সকাল ০৬:৩০ মি.	**প্রাতঃরাশ (সকালের নাস্তা)**		
সকাল ০৭:০০ টা	পরিদর্শন (২টি পরিদর্শন টিম)		
সকাল ০৭:৩০ মি.	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান**		
সকাল ০৭:৫০ মি.	**সার্ভিস টিম কর্তৃক অভ্যর্থনা, জাতীয় সংগীত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, রিফ্লেকশন, গতকালের শিখন ফল উপস্থাপন**		অফিসার অব দ্য ডে
সকাল ০৮:১৫ মি.	**বাংলাদেশ স্কাউটস এর** National Strategic Plan-2021		
সকাল ০৯:১৫ মি.	**প্রশিক্ষণ স্কীম:** বাংলাদেশ স্কাউটসের পাঁচ স্তর বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ স্কীম, অ্যাডভান্স কোর্স সম্পন্ন করার পর উডব্যাজ অর্জনে ইউনিট লিডারের করণীয়, কোর্স পরবর্তী এসাইনমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা, পার্সোনাল সাপোর্ট ট্রেনার মনোন্নয়ন ও তার সহযোগিতা গ্রহণের কৌশল, ইনসার্ভিস রিপোর্ট ফরম পরিচিতি ও ব্যাখ্যা প্রদান		কোর্স লিডার
সকাল ১০:০০ মি.	**চা বিরতি**		
সকাল ১০:৩০ মি.	**মতবিনিময়:** ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার		
সকাল ১১:০০ মি.	**কোর্স মূল্যায়ন:** সামিং আপ, মুক্ত আলোচনা		কোর্স লিডার
দুপুর ১২:০০ মি.	**সমাপনী অনুষ্ঠান:** প্রশিক্ষণার্থীদের বক্তব্য, কোর্স স্টাফদের ব্যক্তব্য, সার্টিফিকেট বিতরণ, পতাকা দন্ডের নিকট সমবেত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, পতাকা নামানো ও সমাপ্তি ঘোষণা		

থিম অব দ্য ডে :

অফিসার অব দ্য ডে :

কোর্স লিডার

লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

- কোর্সের আগের দিন সন্ধ্যায় কোর্স লিডারসহ স্টাফগণ কোর্স এলাকায় উপস্থিত হবেন।
- সেদিন রাত ১০.০০ টার মধ্যে স্টাফ মিটিং করে আগামী দু-দিনের কোর্স সিডিউলের সেশন দায়িত্ব বন্টন, কাউন্সলর নিয়োগ, উপদল নামকরণ, কোর্স সেক্রেটারি ও কোয়ার্টার মাস্টার ঘোষণাকরণ, ২জন নিরোক্ষক নিয়োগ প্রতিদিনের স্টাফ মিটিং-এর সময় নির্ধারণসহ থিম ও অফিসার অব ডে নির্ধারণ খাদ্য তালিকা অনুমোদনসহ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহের কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে তৈরি করবেন। পরবর্তীতে কোর্স রিপোর্টের সাথে জমা দেবেন।
- প্রথম স্টাফ মিটিংয়ের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পরবর্তী স্টাফ মিটিংয়ে- সিডিউল অনুযায়ী সেশনের দায়িত্ব বন্টন করে দেবেন।
- সেশনের দায়িত্ব পাওয়া প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল অনুযায়ী সেশন প্ল্যান কোর্স লিডারের কাছে জমা দেবেন এবং সেশন প্রস্তুতি সার্বিক বিষয়াবলী মৌখিকভাবে কোর্স লিডারকে অবগত করবেন।
- প্রতিদিন রাতের খাবারের পূর্বে কাউন্সলরগণ কাউন্সলিং-এর কাজ সমাপ্ত করবেন।
- প্রতিদিন স্টাফ মিটিং-এ 'অফিসার অব দ্য ডে' এবং 'থিম অব দ্য ডে' নির্ধারণ করবেন।
- সেশন চলাকালে কাউন্সলরগণ আবশ্যিকভাবে সেশনে উপস্থিত থাকবেন এবং গ্রুপ ওর্য়াক সহ অন্যান্য কার্যক্রমে উপদলের এর সাথে সহযোগিতা করবেন।
- প্রয়োজনে কোর্স লিডার/ সেশন পরিচালক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ ও স্টাফ মিটিংয়ে সিডিউলের বিষয়গুলি আগে ও পরে নির্ধারণ করতে পারবেন।
- সেশন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সেশন হল, প্রশিক্ষণ সামগ্রী নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

কোর্স সিডিউল

প্রথম দিন

তারিখ : _____

সময়	সেশন/কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্ব
সকাল ০৮:০০ মি.	**উপস্থিতি, রেজিস্ট্রেশন, আপ্যায়ন**		
সকাল ৯:৩০ মি.	**উপদল গঠন ও নামকরণ:** সেবক দলের দায়িত্ব কর্তব্য, ইনসিগনিয়া ও র‍্যাংক ব্যাজ বিতরণ, তাঁবু বন্টন, রান্নার সরঞ্জামাদি বিতরণ		
সকাল ১০:০০ মি.	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান:** প্রার্থনা সংগীতসহ		অফিসার অব দ্য ডে
সকাল ১০:২০ মি.	**উদ্বোধনী অনুষ্ঠান** কোর্স লিডার কর্তৃক কোর্স স্টাফগণের পরিচিতি		কোর্স লিডার
সকাল ১১:০০ মি.	**আইস ব্রেকার্স (তত্ত্বীয়), আইস ব্রেকার্স (ব্যবহারিক)**		
দুপুর ১১:৪৫ মি.	**কোর্স ব্যবস্থাপনা:** কোর্সের উদ্দেশ্য (প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রত্যাশাসহ নির্ধারণ), ট্রেনিং কোর্স থেকে সুবিধা গ্রহণের উপায়, কোর্সের নিয়মাবলী, কোর্সের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ ও দৈনিক সময়সূচী। আচরণ বিধি, যা করবো / যা করবো না		
দুপুর ০১:০০ মি	**মধ্যাহ্ন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা / দুপুরের খাবার)**		
দুপুর ০২:৩০ মি.	**প্রাক মূল্যায়ন ও চাহিদা নিরূপণ**		
বিকেল ০৩:০০ মি	**স্কাউট দক্ষতা:** তাঁবু কলা, তাঁবুর লে আউট প্লান, গ্যাজেট, তাঁবু পরিচিতি, তাঁবু খাটানো, তাঁবুর যত্ন, বিকল্প তাঁবু তৈরি ও তাঁবু সাজানো		
বিকাল ০৩:৩০ মি.	**বিশ্ব স্কাউট সংস্থার নিয়মনীতিসমূহ:** অ্যাডাল্ট রিসোর্স পলিসি, প্রোগ্রাম পলিসি, শিশু অধিকার ও সেইফ ফ্রম হার্ম পলিসি		
বিকাল ০৪:৩০ মি.	**চা বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
বিকাল ০৫:০০ মি	**স্কাউটিংয়ে খেলাধুলা ও গানের ব্যবহার:** প্রোগ্রাম আকর্ষণীয় ও বৈচিত্রময় করার কৌশল হিসেবে খেলাধুলা ও গানের ব্যবহার		
সন্ধ্যা ০৬:০০ মি.	**সান্ধ্যকালীন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
সন্ধ্যা ০৭:০০ মি.	**ম্যানার্স এন্ড ইটিকেট**		
সন্ধ্যা ০৮:০০ মি.	**তাঁবু জলসা:** তাঁবু জলসার পরিকল্পনা প্রণয়ন, সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা, নিরাপত্তা, আগুন জ্বালানো ও পরিচালনা, ব্যবহারিক		
রাত ০৯:০০ মি.	**দিবসের সেশন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন**		
রাত ০৯:৩০ মি.	**রাতের খাবার, নামাজ / প্রার্থনা**		
রাত ১০:১০ মি.	**কাউন্সলিং ও অবসর সময়ের কাজ**		
রাত ১০:৩০ মি.	**বাতি নেভানো / ঘুম**		

থিম অব দ্য ডে :

অফিসার অব দ্য ডে :

কোর্স লিডার

রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

কোর্স সিডিউল

দ্বিতীয় দিন

তারিখ : _____

সময়	সেশন/কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্ব
সকাল ০৫:০০ টা	ঘুম থেকে জাগরণ, প্রাতঃকালীন কাজ (নামাজ / প্রার্থনা)		
সকাল ০৫:৩০ মি.	**শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য:** ওয়ার্মআপ, বি-পি.পি-টি অনুশীলন, হস্ত ও বাঁশির সংকেত, কমান্ড, মার্চ পাস্ট		
সকাল ০৬.১০ মি.	**ওয়াশ, ফ্রেশআপ**		
সকাল ০৬:৩০ মি.	**প্রাতঃরাশ (সকালের নাস্তা)**		
সকাল ০৭:০০ টা	পরিদর্শন (২টি পরিদর্শন টিম)		
সকাল ০৭:৩০ মি.	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান**		
সকাল ০৭:৫০ মি.	**সার্ভিস টিম কর্তৃক অভ্যর্থনা, জাতীয় সংগীত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, রিফ্লেকশন, গতকালের শিখন ফল উপস্থাপন**		অফিসার অব দ্য ডে
সকাল ০৮:১৫ মি.	**স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহ** (Fundamentals of Scouting)**:** স্কাউট আন্দোলনের সংজ্ঞা, স্কাউটিংয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলনীতি. পদ্ধতি, প্রয়োগ কৌশল অনুশীলন		
সকাল ০৯:১৫ মি.	**প্রতিজ্ঞা ও আইন:** স্কাউটের জীবনে প্রতিজ্ঞা ও আইনের প্রতিফলন, মিশন ও ভিশন অব স্কাউটিং		
সকাল ১০:০০ মি.	**চা বিরতি**		
সকাল ১০:৩০ মি.	**উপদল পদ্ধতি/ পেট্রোল সিস্টেম:** উপদল পদ্ধতির বাস্তবায়ন কৌশল, উপদল নেতা পরিষদ ও উপদল নেতা পরিষদ সভার মহড়া		
সকাল ১১:৩০ মি.	**ক্রু মিটিং:** ক্রু মিটিং কী এবং কিভাবে পরিচালিত হয়। ক্রু মিটিং পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন কৌশল ও বিশেষ ক্রু মিটিং ব্যবহারিক		
দুপুর ১২:৩০ মি.	**মধ্যাহ্ন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা / দুপুরের খাবার)**		
দুপুর ০২:৩০ মি.	**স্কাউট দক্ষতা: বাঁশীর ডাক,** হস্তসংকেত, স্কাউট কদম, অনুসরক চিহ্ন, অনুমান		
বিকেল ৩:৩০ মি.	**স্কাউট দক্ষতা: দড়ির কাজ-** রীফ নট, শীট বেন্ড, ক্লোভ হিচ, রাউন্ড টার্ন এ্যান্ড টু হাফ হিচেস, টিম্বার হিচ, বো লাইন, ফিসারম্যানস' নট		
বিকেল ৪:৩০ মি.	**চা-বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
বিকেল ৫:০০ মি.	**স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংস্থা** (WOSM) **-কাঠামো**		
সন্ধ্যা ৬:০০ মি.	**সান্ধ্যকালীন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
সন্ধ্যা ৭:০০ মি.	**তাঁবু জলসা (ব্যবহারিক)**		
রাত ০৯:০০ মি.	**দিবসের সেশন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন**		
রাত ০৯:৩০ মি.	**রাতের খাবার, নামাজ / প্রার্থনা**		
রাত ১০:১০ মি.	**কাউন্সলিং ও অবসর সময়ের কাজ**		
রাত ১০:৩০ মি.	**বাতি নেভানো / ঘুম**		

থিম অব দ্য ডে :

অফিসার অব দ্য ডে :

কোর্স লিডার

রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

কোর্স সিডিউল

তৃতীয় দিন

তারিখ : _____

সময়	সেশন/কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্ব
সকাল ০৫:০০ টা	ঘুম থেকে জাগরণ, প্রাতঃকালীন কাজ (নামাজ / প্রার্থনা)		
সকাল ০৫:৩০ মি.	**শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য:** ওয়ার্মআপ, বি-পি.পি-টি অনুশীলন, হস্ত ও বাঁশির সংকেত, কমান্ড, মার্চ পাস্ট		
সকাল ০৬.১০ মি.	**ওয়াশ, ফ্রেশআপ**		
সকাল ০৬:৩০ মি.	**প্রাতঃরাশ (সকালের নাস্তা)**		
সকাল ০৭:০০ টা	পরিদর্শন (২টি পরিদর্শন টিম)		
সকাল ০৭:৩০ মি.	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান**		
সকাল ০৭:৫০ মি.	**সার্ভিস টিম কর্তৃক অভ্যর্থনা, জাতীয় সংগীত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, রিফ্লেকশন, গতকালের শিখন ফল উপস্থাপন**		অফিসার অব দ্য ডে
সকাল ০৮:১৫ মি.	**ব্যক্তিগত ক্রমবৃদ্ধি** (Personal Progression): **ব্যাজ পদ্ধতি বাস্তবায়ন,** ব্যাজ পদ্ধতির উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ, বিভিন্ন স্তরের দক্ষতা ব্যাজ অর্জনের কৌশল		
সকাল ০৯:১৫ মি.	**ঝুঁকি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা**		
সকাল ১০:০০ মি.	**চা বিরতি**		
সকাল ১০:৩০ মি.	**প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ:** সম্পর্ক বৈশিষ্ট্য, চাহিদা নিরূপণ		
সকাল ১১:১৫ মি.	**গ্রুপ সংগঠন:** গ্রুপ কাউন্সিল, গ্রুপ কমিটি, গ্রুপ নবায়ন পরিসংখ্যান, ইউনিট পরিদর্শনের বিষয়সমূহ		
দুপুর ১২:০০ মি.	**প্রাথমিক প্রতিবিধান:** প্রাথমিক প্রতিবিধান কী, ড্রেসিং, প্যাড, ব্যান্ডেজ ও স্লীং এর ব্যবহার, সি.পি.আর, কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস		
দুপুর ১২:৪৫ মি.	**মধ্যাহ্ন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা / দুপুরের খাবার)**		
দুপুর ০২:৩০ মি.	**দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা**		
বিকেল ৩:৩০ মি.	**স্কাউট দক্ষতা: দড়ির কাজ-** বিভিন্ন প্রকার ল্যাশিং,ট্রাসেল, পাইওনিয়ারিং প্রজেক্ট তৈরি		
বিকেল ৪:৩০ মি.	**বন-কলা (তত্ত্বীয়)**		
বিকেল ৫:০০ মি.	**চা-বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
বিকেল ৫:৩০ মি.	**বন-কলা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ অভিযান ও উপস্থাপন**		
সন্ধ্যা ৬:০০ মি.	**সান্ধ্যকালীন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
সন্ধ্যা ৭:০০ মি.	**স্কাউটস ওন** (Scouts own)**:** স্কাউটস ওনের কর্মসূচী তৈরি ও পরিচালনা (তত্বিয় ও ব্যবহারিক)		
রাত ০৯:০০ মি.	**দিবসের সেশন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন**		
রাত ০৯:৩০ মি.	**রাতের খাবার, নামাজ / প্রার্থনা**		
রাত ১০:১০ মি.	**কাউন্সলিং ও অবসর সময়ের কাজ**		
রাত ১০:৩০ মি.	**বাতি নেভানো / ঘুম**		

থিম অব দ্য ডে :

অফিসার অব দ্য ডে :

কোর্স লিডার

রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

কোর্স সিডিউল

চতুর্থ দিন

তারিখ : _____

সময়	সেশন/কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্ব
সকাল ০৫:০০ টা	ঘুম থেকে জাগরণ, প্রাতঃকালীন কাজ (নামাজ / প্রার্থনা)		
সকাল ০৫:৩০ মি.	**শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য:** ওয়ার্মআপ, বি-পি.পি-টি অনুশীলন		
সকাল ০৬.১০ মি.	**ওয়াশ, ফ্রেশআপ**		
সকাল ০৬:৩০ মি.	**প্রাতঃরাশ (সকালের নাস্তা)**		
সকাল ০৭:০০ টা	পরিদর্শন (২টি পরিদর্শন টিম)		
সকাল ০৭:৩০ মি.	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান**		
সকাল ০৭:৫০ মি.	**সার্ভিস টিম কর্তৃক অভ্যর্থনা, জাতীয় সংগীত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, রিফ্লেকশন, গতকালের শিখন ফল উপস্থাপন**		অফিসার অব দ্য ডে
সকাল ০৮:১৫ মি.	**নেতৃত্ব**		
সকাল ০৯:১৫ মি.	**স্কাউট দক্ষতা:** কম্পাস সেটিং ও রিডিং, মানচিত্রের প্রকারভেদ ও মানচিত্র অংকন, আর্থ সামাজিক জরীপ		
সকাল ১০:০০ মি.	**চা বিরতি**		
সকাল ১০:৩০ মি.	**প্রোগ্রাম পরিকল্পনা:** পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ইউনিট লিডারের ভুমিকা, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন, সদস্য ব্যাজ থেকে সার্ভিস ব্যাজ পর্যন্ত প্রোগ্রাম পরিকল্পনা তৈরি (গ্রুপ ওয়ার্ক)		
সকাল ১১:৩০ মি.	**ক্যাম্পিং হাইকিং:** ফিল্ড বুক, কোড ও সাইফার, গোপন বার্তা উদ্ধার ইত্যাদি		
দুপুর ১২:৩০ মি.	**মধ্যাহ্ন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা / দুপুরের খাবার)**		
দুপুর ০২:৩০ মি.	**হাইকিং:** হাইক যাত্রা (ব্যবহারিক)		
বিকেল ৫:০০ মি.	**চা-বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
বিকেল ৫:৩০ মি.	**হাইক এলাকায় উপস্থিতি, অবস্থান, আর্থ সামাজিক জরীপ কাজ, হাইক প্রতিবেদন তৈরি**		
সন্ধ্যা ৬:৩০ মি.	**সান্ধ্যকালীন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
সন্ধ্যা ৭:৩০ মি.	**তাঁবু জলসা**		
রাত ০৯:৩০ মি.	**রাতের খাবার, নামাজ / প্রার্থনা**		
রাত ১০:১০ মি.	**কাউন্সলিং ও অবসর সময়ের কাজ**		
রাত ১০:৩০ মি.	**বাতি নেভানো / ঘুম**		

থিম অব দ্য ডে :

অফিসার অব দ্য ডে :

কোর্স লিডার

রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

কোর্স সিডিউল

পঞ্চম দিন

তারিখ : _____

সময়	সেশন/কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্ব
সকাল ০৫:০০ টা	ঘুম থেকে জাগরণ, প্রাতঃকালীন কাজ (নামাজ / প্রার্থনা)		
সকাল ০৫:৩০ মি.	**হাইক শেষে ক্যাম্প এলাকায় প্রত্যাবর্তন**		
সকাল ০৬.১০ মি.	**ওয়াশ, ফ্রেশআপ**		
সকাল ০৬:৩০ মি.	**প্রাতঃরাশ (সকালের নাস্তা)**		
সকাল ০৭:০০ টা	পরিদর্শন (২টি পরিদর্শন টিম)		
সকাল ০৭:৩০ মি.	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান**		
সকাল ০৭:৫০ মি.	**সার্ভিস টিম কর্তৃক অভ্যর্থনা, জাতীয় সংগীত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, রিফ্লেকশন, গতকালের শিখন ফল উপস্থাপন**		অফিসার অব দ্য ডে
সকাল ০৮:১৫ মি.	**হাইক রিপোর্ট উপস্থাপন ও মূল্যায়ণ**		
সকাল ০৯:১৫ মি.	**স্কাউটিং ও পরিবেশ শিক্ষা**		
সকাল ১০:০০ মি.	**চা বিরতি**		
সকাল ১০:৩০ মি.	**স্কাউটিং ও সমাজ:** সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব, বাজেট তৈরি, স্কাউট ও জনসাধারণকে সমাজ উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করার কৌশল		
সকাল ১১:৩০ মি.	**অ্যাওয়ার্ড:** প্রেসিডেন্টস রোভার স্কাউট ও সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড ফরম পূরণ ও আবেদন প্রক্রিয়া, মাই প্রোগ্রেস ও লগ বই সংরক্ষণ ও বিশেষজ্ঞদের স্বাক্ষর গ্রহণ কৌশল		
দুপুর ১২:৩০ মি.	**মধ্যাহ্ন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা / দুপুরের খাবার)**		
দুপুর ০২:৩০ মি.	**আইসিটি- পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন (ব্যবহারিক)**		
বিকেল ৩:৩০ মি.	**অনুষ্ঠানাদি:** বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান, অনুষ্ঠানাদির তাৎপর্য ব্যাখ্যা		
বিকেল ৪:১৫ মি.	**স্কাউট দক্ষতা:** প্রাথমিক প্রতিবিধান স্নায়ুবিক আঘাত, কৃত্রিম উপায়ে রোগী বহন, উদ্ধার কাজ ও রোগী বহন		
বিকেল ৫:০০ মি.	**চা-বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
বিকেল ৫:৩০ মি.	**পাইওনিয়ারিং প্রজেক্ট:** ট্রাসেল লেগ, শেয়ার লেগ, পোল মাংকি ব্রিজ, রোপ মাংকি ব্রীজ তৈরি		
সন্ধ্যা ৬:৩০ মি.	**সান্ধ্যকালীন বিরতি (নামাজ / প্রার্থনা)**		
সন্ধ্যা ৭:৩০ মি.	**মহাতাঁবু জলসা**		
রাত ০৯:০০ মি.	**দিবসের সেশন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন**		
রাত ০৯:৩০ মি.	**রাতের খাবার, নামাজ / প্রার্থনা**		
রাত ১০:১০ মি.	**কাউন্সলিং ও অবসর সময়ের কাজ**		
রাত ১০:৩০ মি.	**বাতি নেভানো / ঘুম**		

থিম অব দ্য ডে :

অফিসার অব দ্য ডে :

কোর্স লিডার

রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

কোর্স সিডিউল

ষষ্ঠ দিন

তারিখ : _____

সময়	সেশন/কার্যক্রম	পদ্ধতি	দায়িত্ব
সকাল ০৫:০০ টা	ঘুম থেকে জাগরণ, প্রাতঃকালীন কাজ (নামাজ / প্রার্থনা)		
সকাল ০৫:৩০ মি.	**শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য:** ওয়ার্মআপ, বি-পি.পি-টি অনুশীলন		
সকাল ০৬.১০ মি.	**ওয়াশ, ফ্রেশআপ**		
সকাল ০৬:৩০ মি.	**প্রাতঃরাশ (সকালের নাস্তা)**		
সকাল ০৭:০০ টা	পরিদর্শন (২টি পরিদর্শন টিম)		
সকাল ০৭:৩০ মি.	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান**		
সকাল ০৭:৫০ মি.	**সার্ভিস টিম কর্তৃক অভ্যর্থনা, জাতীয় সংগীত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, রিফ্লেকশন, গতকালের শিখন ফল উপস্থাপন**		অফিসার অব দ্য ডে
সকাল ০৮:১৫ মি.	**বাংলাদেশ স্কাউটস এর** National Strategic Plan-2021		
সকাল ০৯:১৫ মি.	**প্রশিক্ষণ স্কীম:** বাংলাদেশ স্কাউটসের পাঁচ স্তর বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ স্কীম, অ্যাডভান্স কোর্স সম্পন্ন করার পর উডব্যাজ অর্জনে ইউনিট লিডারের করণীয়, কোর্স পরবর্তী এসাইনমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা, পার্সোনাল সাপোর্ট ট্রেনার মনোনয়ন ও তার সহযোগিতা গ্রহণের কৌশল, ইনসার্ভিস রিপোর্ট ফরম পরিচিতি ও ব্যাখ্যা প্রদান		কোর্স লিডার
সকাল ১০:০০ মি.	**চা বিরতি**		
সকাল ১০:৩০ মি.	**মতবিনিময়:** ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার		
সকাল ১১:০০ মি.	**কোর্স মূল্যায়ন:** সামিং আপ, মুক্ত আলোচনা		কোর্স লিডার
দুপুর ১২:০০ মি.	**সমাপনী অনুষ্ঠান:** প্রশিক্ষণার্থীদের বক্তব্য, কোর্স স্টাফদের বক্তব্য, সার্টিফিকেট বিতরণ, পতাকা দন্ডের নিকট সমবেত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, পতাকা নামানো ও সমাপ্তি ঘোষণা		

থিম অব দ্য ডে :

অফিসার অব দ্য ডে :

কোর্স লিডার

লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

- কোর্সের আগের দিন সন্ধ্যায় কোর্স লিডারসহ স্টাফগণ কোর্স এলাকায় উপস্থিত হবেন।
- সে দিন রাত ১০.০০টার মধ্যে স্টাফ মিটিং করে আগামী ২দিনের কোর্স সিডিউল এর সেশন, দায়িত্ব বন্টন, কাউন্সলর নিয়োগ, উপদল নামকরণ, কোর্স সেক্রেটারি ও কোয়ার্টার মাস্টার ঘোষণাকরণ, ২জন নিরীক্ষক নিয়োগ, খাদ্য তালিকা অনুমোদন প্রতিদিনের স্টাফ মিটিং এর সময় নির্ধারণসহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে তৈরি করবেন। পরবর্তীতে কোর্স রিপোর্টের সাথে জমা দেবেন।
- প্রথম স্টাফ মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত মতে পরবর্তী স্টাফ মিটিং সিডিউল অনুযায়ী ২দিন করে সেশনের দায়িত্ব বন্টণ করে দেবেন।
- সেশনের দায়িত্ব পাওয়া প্রশিক্ষকগণ ম্যানুয়েলের অনুযায়ী সেশন প্লান কোর্স লিডারের কাছে জমা দিবেন এবং সেশন প্রস্তুতির সার্বিক বিষয়াবলী মৌখিকভাবে কোর্স লিডারকে অবগত করবেন।
- প্রতিদিন রাতের নির্দিষ্ট সময়ে কাউন্সলরগণ কাউন্সলিং এর কাজ সমাপ্ত করবেন।
- প্রতিদিন অফিসার অব দি ডে এবং থিম দি ডে স্টাফ মিটিং এ নির্ধারণ করবেন।
- সেশন চলাকালে কাউন্সলরগণ আবশ্যিকভাবে সেশনে উপস্থিত থাকবেন এবং গ্রুপ ওর্য়াকসহ অন্যান্য কার্যক্রমে উপদলের সাথে সহযোগিতা করবেন।
- প্রয়োজনে কোর্স লিডার/সেশন পরিচালক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ ও স্টাফ মিটিংয়ে সিডিউলের বিষয়গুলো আগে ও পরে নির্ধারণ করতে পারবেন।
- সেশন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সেশন হল, প্রশিক্ষণ সামগ্রী নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ট্রেনারদের জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা

- স্কাউট আন্দোলনে আপনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।
- আন্দোলনের স্বার্থে আন্তরিকতা ও কার্যকরভাবে কোর্স পরিচালনা করুন।
- আপনি কিভাবে প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তু উপস্থাপনা ও পরিচালনা করেন তা দেখে প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং আপনাকে বিচার করে, এটি আপনার সম্মান ও মর্যাদার বিষয়।
- যথাসম্ভব প্রতিষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা সবধরণের সুবিধা সম্বলিত স্থানে প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠানের চেষ্টা করুন।
- যথাযথ পরিকল্পনার পরেই কোর্স পরিচালনা করুন।
- স্টাফ এবং প্রতিটি ষষ্ঠক/প্যাট্রোল/উপদলের জন্য একজন করে কাউন্সলর নিয়ে কাজ করুন।
- যথাযথ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণ উপকরণ নিয়ে সেশন পরিচালনা করুন।
- তত্ত্বীয় আলোচনা কম করে ব্যবহারিক ও প্রদর্শনমূলক কাজ বেশী করুন।
- দ্রুত শিক্ষণ ও দীর্ঘসময় মনে রাখার জন্য অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে সাহায্য করুন।
- আপনি আন্দোলনের মুখপাত্র। এমনভাবে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করুন যেন অংশগ্রহণকারীগণ দীর্ঘ সময় আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকে।
- যোগ্যতাসম্পন্ন ট্রেনার সংগঠনের সম্পদ।
- আপনি দক্ষ প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে উঠুন। আপনি যে বিডের অধিকারী তা আপনার হৃদয় স্পর্শ করে এবং আন্দোলনে আপনার অঙ্গীকার মনে করিয়ে দেয়।
- আপনার ত্যাগ এবং ব্যক্তিগত আচরণ আপনার এলাকার সকল স্কাউট নেতাকে অনুপ্রাণিত করে।
- স্কাউটিং এর গুণগতমান প্রধানত প্রশিক্ষণের গুণগতমানের উপর নির্ভর করে।
- ICT বিষয়ক ধারণা গ্রহণ করে প্রায়োগিক কলা কৌশল রপ্ত করে সেশনে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেনটেশনে যত্নবান হন এবং নিজেকে সকল সময় Update রাখতে সচেষ্ট থাকুন। ই-মেইল আইডি-র মাধ্যমে স্কাউটিং বিষয়ক তথ্যাদি ট্রেনারদের সাথে বিনিময় করুন। সময়বিশেষ বাংলাদেশ স্কাউটস-সহ এপিআর ও ওয়ার্ল্ড ব্যুরো-ওয়েব পেজ ভিজিট করুন।
- যথাযথ স্কাউট পোশাক পরিধান করে সেশন পরিচালনা করুন।
- সময়মত সেশন শুরু ও সময়মত সেশন শেষ করুন।
- একজন ট্রেনার অন্য একজন ট্রেনারকে তার কাজে সহায়তা করুন।
- স্কাউটিং সংক্রান্ত বই, পত্র-পত্রিকা আপনার সংগ্রহে রাখুন।

দৈনিক সময়সূচি

ভোর	**০৫-০০ মি.**	ঘুম থেকে জাগরণ, প্রাতঃকালীন কাজ কর্ম, নামাজ / প্রার্থনা
ভোর	**০৫-৩০ মি.**	**শরীর চর্চা:** বিপি পিটি, কমান্ড, মার্চপাস্ট, ইত্যাদি অনুশীলন
সকাল	**০৬-৩০ মি.**	**প্রাতঃরাশ**
সকাল	**০৭-০০ মি.**	**পরিদর্শন**
সকাল	**০৭-৩০ মি.**	**পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান**
সকাল	**০৭-৫৫ মি.**	**জাতীয় সঙ্গীত, প্রতিজ্ঞা পাঠ, রিফ্লেকশন, পূর্বদিনের শিখনফল উপস্থাপন**
সকাল	**০৮-০০ মি.**	**প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/অধিবেশন**
সকাল	**১০-০০ মি.**	**চা বিরতি**
সকাল	**১০-৩০ মি.**	**প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/অধিবেশন**
দুপুর	**১২-৩০ মি.**	**রেশন সংগ্রহ, রান্না, মধ্যাহ্নভোজ, নামাজ/ প্রার্থনা, বিশ্রাম, অবসর সময়ের কাজ**
বিকেল	**০২-৩০ মি.**	**প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/অধিবেশন**
বিকেল	**০৪-৩০ মি.**	**চা বিরতি, নামাজ / প্রার্থনা**
বিকেল	**০৫-০০ মি.**	**খেলাধুলা**
সন্ধ্যা	**০৬-০০ মি.**	**পতাকা নামানো, নামাজ / প্রার্থনা, রেশন সংগ্রহ,রান্না, অবসর সময়ের কাজ**
সন্ধ্যা	**০৭-০০ মি.**	**প্রশিক্ষণ কার্যক্রম/অধিবেশন**
রাত	**০৯-০০ মি.**	**সেশন ও প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন**
রাত	**০৯-৩০ মি.**	**রাতের খাবার, নামাজ / প্রার্থনা**
রাত	**১০-০০ মি.**	**কাউন্সলিং/অবসর সময়ের কাজ**
রাত	**১০-৩০ মি.**	**বাতি নেভানো, ঘুম**

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের সাথে মিল রেখে সময়সূচি পরিবর্তনযোগ্য।

আইস ব্রেকার্স

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন-

১. আইস ব্রেকার্স কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. আইস ব্রেকার্স -এর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনিয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩. আইস ব্রেকার্স কখন কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা বলতে পারবেন।
৪. আইস ব্রেকার্স -এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৫. বিভিন্ন ধরনের গেইম, কুইজ, কৌতুক বা অভিনয়ের মাধ্যমে আইস ব্রেকার্স -এর কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান পরিকল্পিত, সমন্বিত ও ধারাবাহিকভাবে মানবসম্পদের পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাবের উন্নয়ন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে সফল মানব সম্পদে পরিণত করে তাকে প্রশিক্ষণ বলে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে শুরুতেই আইস ব্রেকিং বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকে। একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের জানাশোনা এবং পরিচয় থাকে না। তাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুরুতে তাদের মধ্যে কিছুটা জড়তা, অন্তর্মুখীতা দেখা দেয় এবং তাদেরকে চিন্তিত থাকতে দেখা যায়। অংশগ্রহণকারীদের স্বতঃস্ফূর্ত, সাবলীল এবং প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ ছাড়া কোন প্রশিক্ষণ কার্যাবলী সফল হয় না এবং প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। তাই শুরুতে এ অবস্থার উত্তরণে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করা হয়, যাকে আইস ব্রেকার্স (Ice Breakers) নামে অভিহিত করা হয়। যখন কোন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুরুতে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সহজ, সাবলীল ও প্রাণবন্ত করে তুলতে এবং উদ্বেগ ও উত্তেজনা হ্রাসের লক্ষ্যে কোন সরস কৌতুক, খেলা বা অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন তখন তাকে আইস ব্রেকিং বলা হয়। এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে পারস্পরিক জানাশোনা ও পরিচয় ঘটে এবং তাদের উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা হ্রাস পায়। তাই আইস ব্রেকিং একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য অর্জনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়।

আইস ব্রেকার্স-এর উদ্দেশ্য: ● প্রশিক্ষণার্থীগণকে একে অপরের সাথে পরিচিত করা। ● প্রশিক্ষণার্থীগণের জড়তা দূর করে প্রশিক্ষণ গ্রহণে অধিক উৎসাহিত করা। ● প্রশিক্ষণের শিখন পরিবেশের উন্নয়ণ ও আবহ সৃষ্টি করা।

একটি আইস ব্রেকার্স কর্মকান্ডের উদাহরণ

১. বেলুন খেলা: কোন একটি ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সে বিভিন্ন স্থান থেকে ৪০ জন অংশগ্রহণকারী এসেছেন। তাঁদের অনেকেই অনেককে চেনেন না। স্কাউটিং সম্পর্কে কারো কোন ধারণাও নেই। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষক আইস ব্রেকার্স সেশন নিতে যেয়ে স্বাভাবিক পরিচিতির পর নিম্নবর্ণিত উপায় অবলম্বন করতে পারেন:

১. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একটি বেলুন দেবেন এবং মাঝারি মোটা কলম দেবেন। ২. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে বেলুন সহনীয় পর্যায়ে ফুলাতে বলবেন এবং বেলুনের মুখ বাঁধতে বলবেন। ৩. ফুলানো বেলুনের উপর নিজের ডাক নামটি লিখতে বলবেন এবং মাটিতে (হলের মধ্যে হলে ভাল হয়) ছুড়ে ফেলতে বলবেন। ৪. প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী মাটিতে ছড়ানো বেলুনের একটি তুলে নেবেন। ৫. অংশগ্রহণকারী তার হাতের বেলুনে লেখা নামের মানুষটি খুঁজে বের করবেন এবং তাঁর পরিচয় জানার জন্য নানান প্রশ্ন করবেন। এভাবে প্রত্যেকেই এক একজনের পরিচয় জানবেন। সময়ের উপর নির্ভর করে যথাসম্ভব বেশী জনের পরিচয় জানলে সেশনের পরিবেশটি আনন্দমুখর হবে এবং অংশগ্রহণকারীগণের মাঝে সম্প্রীতি বাড়বে ও তাদের জড়তা কেটে যাবে।

২. টেনিস বলের খেলা: অংশগ্রহণকারীবৃন্দ বৃত্তাকারে দাঁড়াবেন। সেশন লিডার যে কোন একজনের নিকট বল দেবেন। তিনি বল পেয়ে নিজের পরিচয় দেবেন এবং সংক্ষেপে তাঁর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা বলবেন। (নাম, জেলা, অঞ্চলসহ)। পরে তিনি অপর যে কোন একজনকে বল ছুঁড়ে দেবেন। বলটি যিনি পাবেন তিনি অনুরূপভাবে নিজের পরিচয় দিয়ে বল অপরের নিকট ছুঁড়ে দেবেন। এভাবে সবার পরিচয় হয়ে যেতে পারে। উল্লেখ্য এতে প্রতি প্রশিক্ষণার্থীর জন্য এক মিনিট সময় প্রয়োজন হতে পারে। এরপর ইচ্ছে করলে যদি কোন সদস্য ভাল গান গাইতে পারে তাঁকে একটি আকর্ষণীয় গান পরিবেশনের সুযোগ দেয়া হলে সেশন উপভোগ্য হবে।

৩. বন্ধু সংগ্রহ: (বন্ধন): অংশগ্রহণকারীবৃন্দকে বৃত্তাকারে দাঁড়াতে বলতে হবে। সেশন লিডার যে কোন একটি সংখ্যার ঘোষণা দিলে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ সে সংখ্যায় বন্ধু সংগ্রহ করে জুটি তৈরি করবেন। তারপর দুই মিনিট সময় বরাদ্দ দেবেন সংগ্রহকৃত বন্ধুরা এ সময়ে একে অপরের সাথে পরিচিত হবে। পরে সেশন লিডার যে কোন ২/৩টি জুটি বা সকল জুটির সদস্যদের ডাকবেন তার বন্ধুকে সকলের নিকট পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য। অংশগ্রহণকারীবৃন্দ এভাবে একে অপরের বিস্তারিত পরিচয় পেতে পারে। এছাড়া প্রতিটি জুটিকে লটারীর মাধ্যমে নাচ, গান, অভিনয়, চুটকী ইত্যাদি যে কোন একটি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দেয়া হলে সেশনটি অত্যন্ত আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য হবে।

৪. নতুন গেইম: আইস ব্রেকার্স, ওয়ার্ম আপ, টিম বিল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ে বহুরকম গেইম, ধাঁধা, কুইজ রয়েছে। একজন দক্ষ প্রশিক্ষক এ বিষয়ে তার উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং নৈপুণ্যতা ব্যবহার করবেন।

কোর্সের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা নিরূপন

সেশন প্লান

সেশনের নাম : কোর্সের উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা নিরূপন		**কোর্স** : _____ ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স	
স্থান :		**তারিখ** :	
আরম্ভের সময় :		**শেষ করার সময়** :	
মোট সময় :		**শিক্ষাদানের তারিখ** :	

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন-

১. অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত প্রত্যাশা চিহ্নিত করতে পারবে এবং তা উপদলের/প্যাট্রোলের প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারবেন।
২. প্যাট্রোল/উপদল প্রত্যাশার সাথে কোর্সের উদ্দেশ্য তুলনা করতে পারবেন।
৩. কোর্সের নিয়মাবলী ও আবশ্যক বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪. প্রশিক্ষণ কোর্স হতে কিভাবে সুবিধা নিতে পারবেন তা বর্ণনা করতে পারবেন।
৫. কোর্সের সময়সূচি জেনে তা অনুসরণ করতে পারবেন।
৬. আচরণ বিধি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সূচিপত্র (সারসংক্ষেপ)

১. আপনারা এখানে কেন ?
২. অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা
৩. কোর্সের উদ্দেশ্য
৪. কোর্সের নিয়মাবলী
৫. দৈনিক সময়সূচি
৬. আচরণ বিধি
৭. সেবক উপদলের দায়িত্ব ও কর্তব্য

বিষয়সূচির বিবরণ: (প্রতি পদক্ষেপের সময় নির্ঘন্টসহ)

১. দেশাত্ববোধক গান।
২. আপনারা এখানে কেন এসেছেন- প্রত্যাশা কী?
৩. কোর্সের উদ্দেশ্য
৪. কোর্সের নিয়মাবলী
৫. দৈনিক সময়সূচি
৬. আচরণ বিধি- যা করবো - যা করবো না
৭. সেবক উপদলের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: ক. লেকচার; খ. গ্রুপ ওয়ার্ক; গ. প্রশ্ন উত্তর।

সেশনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া, স্ক্রীন, লেজার পেন, পেনড্রাইভ, ব্লাক/ হোয়াইট বোর্ড, ম্যাগনেট, চক, ডাস্টার, পয়েন্টার, পোস্টার পেপার, মার্কার পেন, স্কেল, হ্যান্ড আউট।

ফলোআপ/অনুসরণ প্রক্রিয়া: (সেশন পরবর্তী):

কোর্স চলাকালীন প্রত্যাশার একটি পোস্টার তৈরি করে কাউন্সলরকে দেখাবেন।

স্বাক্ষর :		স্বাক্ষর :	
কোর্স লিডার :		সেশন পরিচালক :	

ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্সের উদ্দেশ্য

কোর্স শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নলিখিত যোগ্যতা অর্জন বা কাজ করতে সক্ষম হবেনঃ

- বাংলাদেশ স্কাউটসের লক্ষ্য অর্জনে ইউনিট লিডার কিভাবে ভূমিকা রাখছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্কাউট পদ্ধতিসমূহ কিভাবে সংশ্লিষ্ট তরুণ/যুবদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং স্কাউটদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্কাউট আইন ও প্রতিজ্ঞার আলোকে স্কাউটদের যুগোপযোগী সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে কিভাবে সহায়তা করতে হবে এবং তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ, পারদর্শিতা ব্যাজসহ ব্যাজ পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং উক্ত ব্যাজ অর্জনে কিভাবে সংশ্লিষ্ট স্কাউটকে সহযোগিতা করতে হবে তা পুংখানুপুংখরূপে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ইউনিটের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার যোগ্যতা অর্জন এবং স্কাউটদের মধ্যে আন্তর্জাতিক স্কাউটিং সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টির কৌশল ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।
- শিক্ষা পদ্ধতি, সাংস্কৃতিক পটভূমি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে স্কাউট প্রোগ্রাম খাপ খাওয়ানোর দক্ষতা অর্জন করবেন এবং তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- নিজের পরবর্তী প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন, উড ব্যাজ অর্জনের শর্তপূরণ এবং তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হবেন।

কোর্সের নিয়মাবলী (Norms of the Course)

১. **সময়ানুবার্তিতা:** সময়ানুবর্তিতা স্কাউটিং কোর্সের অন্যতম ঐতিহ্য। সকল উপদল সেশন হলে যথাসময়ে উপস্থিত থাকবে। কোন উপদলের সকল সদস্য উপস্থিত না থাকলে অসম্পূর্ণ উপদল প্রয়োজনে সেশন হলের বাহিরে অপেক্ষা করবে। তবে বিশেষ অনুমতি নিয়ে কোন সদস্য অনুপস্থিত থাকলে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারবে।

২. **যথাযথ পোশাক:** কোর্স চলাকালীন যথাযথ পোশাক (স্কাউট ইউনিফরম/পি টি পোশাক/ক্যাজুয়াল পোশাক) পরিধান করতে হবে।

৩. **দর্শনার্থী/অতিথি/ অভ্যাগতদের আপ্যায়ন:** কোর্স চলাকালীন আগত দর্শনার্থী/ অভ্যাগত/ অতিথিদের আপ্যায়ন সহ অন্যান্য কাজে অবশ্যই কোর্স লিডারের অনুমতি নিতে হবে।

৪. **অভ্যাস তাড়িত/অভ্যাসগত বিষয়সমূহ:** সেশন চলাকালে এবং মুক্তাংগণে কার্যক্রমের সময় ধুমপান, পান চিবানোসহ অভ্যাসজনিত বিষয়সমূহ হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে।

৫. **কোর্স স্ট্যান্ডার্ড:** কোর্সের আদর্শমান বা স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে- ক) দ্রুত সাড়া/ ত্বরিত উপস্থিতি খ) সময়ানুবর্তিতা গ) ব্যক্তিগত সৎকাজ ঘ) শৃঙ্খলা ঙ) দলীয় চেতনা।

৬. **কোর্সের আইন:** স্কাউট আইন-ই কোর্সের আইন হিসেবে বিবেচিত হবে।

বি. দ্র. শৃংখলা চর্চায় অংশগ্রহণকারীগণ কোর্স লিডার/ সকল স্টাফকে সালাম প্রদান করতে হবে।

কোর্সের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ (Requirements of the Course)

১. কোর্সের সকল সেশন ও কার্যক্রমে তরিৎ উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। অনিবার্য প্রয়োজন ব্যতিত কোন অংশগ্রহণকারী সেশন এলাকা ত্যাগ করার বা সাময়িকভাবে বাইরে যাওয়ার অনুমতি পাবেন না।

২. ব্যক্তিগত/দলীয় প্রজেক্ট বা কার্যক্রম এবং অবসর সময়ের কাজ (STA) সন্তোষজনকভাবে সম্পাদন করতে হবে।

৩. রানিং খাতায় সকল সেশনের নোট গ্রহণ অত্যাবশ্যক। নোট খাতা অবশ্যই পরিচ্ছন্ন, সুবিন্যস্ত, মনোরম এবং আকর্ষণীয় হতে হবে। খাতায় আলোচ্য বিষয় ও আলোচকের নাম উল্লেখ করতে হবে। বিষয়বস্তুর স্পষ্টতার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় চিত্র ও স্কেচ ব্যবহার করতে হবে।

৪. ব্যক্তিগত মান নির্ধারণে যে বিষয়সমূহ বিশেষভাবে বিবেচনা করা হবে তা হ'ল- ক) ব্যক্তিত্ব, আচরণ ও স্কাউটসুলভ মনোভাব খ) সহযোগিতা গ) সেশনের প্রতি আগ্রহ, অংশগ্রহণ ও মনোযোগ ঘ) জানার আগ্রহ ও কার্যসম্পাদনে অদম্য ইচ্ছা ঙ) ব্যক্তিগত সৎ কাজ (গুড টার্ন)।

ট্রেনিং কোর্স থেকে সুবিধা গ্রহণ (Benefit from the Training Course)

একজন প্রশিক্ষণার্থীর জীবনে ট্রেনিং কোর্সের গুরুত্ব অপরিসীম। জ্ঞান বৃদ্ধি, দক্ষতার উন্নয়ন এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের মাধ্যমে সফলতার পরিধি সম্প্রসারণে প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে সর্বাধিক পরিমাণ সুবিধা গ্রহণে প্রশিক্ষণার্থীদের বিশেষভাবে আগ্রহী হতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের প্রচ্ছন্ন কর্মশক্তিকে সর্বাধিক ব্যবহার করবে এবং শিক্ষণের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করবেন। ট্রেনিং কোর্স থেকে সুবিধা গ্রহণে তিনটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সময় দেয়া (Give Time) - কোর্স থেকে সুবিধা গ্রহণে সময় দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্পূর্ণ উপস্থিতি বিশেষভাবে শারিরীক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে উপস্থিতি একান্তভাবে কাম্য।

সম্পূর্ণ মনোযোগ (Full Attention)- অখন্ডিত মনোযোগ কোর্স থেকে সুবিধা গ্রহণের অন্যতম শর্ত। কোর্সে আলোচিত সকল বিষয় অনুসরণ ও রেকর্ড করা অত্যাবশ্যক। সম্পূর্ণ হৃদয়মন দিয়ে সকল আলোচনা ও কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে হবে। যেসব কাজের দায়িত্ব অর্পিত হবে তা সামর্থঅনুযায়ী সম্পাদন করতে হবে।

যথার্থ অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গী (Have a Positive Mental Attitude)- কোর্স থেকে সুবিধা গ্রহণে মুক্তমনের অধিকারী হতে হবে। একথা মনে রাখতে হবে যে, কোর্সে যা কিছু করা হয় তা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য দরকারী এবং উপকারী। অবশ্যই নম্র ও বিনয়ী হতে হবে। কোর্সের রুটিন, আদর্শ, নীতি প্রভৃতির যথাযথ অনুসরণ ও মেনে চলা অত্যাবশ্যক।

অফিসার অব দ্য ডে-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

- সার্ভিস টীম/উপদল/প্যাট্রোল এর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে দিক নির্দেশনা দেবেন এবং গাইডের ভূমিকা পালন করবেন।
- প্রতিটি সেশনে প্রশিক্ষককে উপস্থাপন করবেন এবং তাঁর পরিচয় দেবেন।
- চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ শিক্ষণ পরিবেশ তৈরিতে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সাহায্য করবেন।
- থিম অব দি ডে- রিফ্লেকশন, জাতীয় সংগীত, প্রতিজ্ঞা, প্রার্থনা সংগীত পরিচালনা এবং পরিবেশনায় সহায়তা করবেন।
- সেশনে রিসোর্স পার্সন এবং অতিথিদের সাদরে গ্রহণ করবেন ও পরিচয় করিয়ে দেবেন।
- উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান, তাঁবু জলসা, সোশ্যাল নাইট এবং বিশেষ ইভেন্টস এ সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করবেন।
- মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন সেশন পরিচালনা করবেন।
- অংশগ্রহণকারীগণের পরামর্শ বাস্তবায়ন ও লিখিত প্রশ্নের জবাব প্রদানে ভূমিকা পালন করবেন।
- দিনের সকল কার্যক্রম সুন্দর ও সফলভাবে বাস্তবায়নের ভূমিকা রাখবেন।
- নির্দিষ্ট সময়ে প্রতিটি সেশন শুরু ও সমাপ্তিতে বিশেষভাবে নজর দেবেন।

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে
ও মা, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি,
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে-
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন
ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥
সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ॥

প্রার্থনা সংগীত

স্কাউটদের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে প্রার্থনা সংগীত বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সাধারণত স্কাউট কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে প্রার্থনা সংগীত পরিবেশিত হয়ে থাকে।

(১)

বাদশাহ তুমি দিন ও দুনিয়ার, হে পরওয়ার দেগার
সেজদা লওহে হাজার বার আমার, হে পরওয়ার দেগার
চাঁদ, সুরুজ আর গ্রহ, তারা, জ্বীন ইনসান আর ফেরেস্তারা
দিন রজনী গাহিছে তারা, মহিমা তোমার, হে পরওয়ার দেগার
তোমার নূরের রৌশনী পরশী, উজ্জ্বল হয় যে রবি ও শশী,
রঙ্গিন হয়ে উঠে বিকশি, ফুল সে বাগিচার, হে পরওয়ার দেগার
বিশ্ব ভুবনে যাহা কিছু আছে, তোমারি কাছে করুণা যাঁচে
তোমারি মাঝে মরে ও বাঁচে জীবনও সবার, হে পরওয়ার দেগার।

(২)

অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি, বিচার দিনের স্বামী,
যত গুণগান হে চির মহান, তোমারই অন্তর যামী।
দ্যুলোকে ভূলোকে সবারে ছাড়িয়া, তোমারি চরণে পড়ি লুটাইয়া
তোমারি সকাশে যাচি হে শকতি, তোমারি করুণাকামী
অনন্ত অসীম...।
সরল সঠিক পূণ্য পন্থা, মোদের দাওগো বলি,
চালাও সে পথে যে পথে তোমার, প্রিয়জন গেছে চলি,
যে পথে তোমার চির অভিশাপ, যে পথে ভ্রান্তি চির পরিতাপ,
হে মহাচালক, মোদেরে কখনো করোনা সে পথগামী।।

(৩)

হে খোদা দয়াময়, রহমান রহিম
হে বিরাট হে মহান হে অনন্ত অসীম।।
নিখিল ধরণীর তুমি অধিপতি,
তুমি নিত্য সত্য পবিত্র অতি,

চির অন্ধকারে তুমি ধ্রুব জ্যোতি
তুমি সুন্দর মঙ্গল মহামহিম।।

তুমি মুক্ত স্বাধীন বাধা বন্ধনহীন
তুমি এক তুমি অদ্বিতীয় চিরদিন
তুমি সৃজন পালন ধ্বংসকারী
তুমি অব্যয় অক্ষয় অনন্ত অসীম ॥

আমি গুনাহগার পথ অন্ধকার
জ্বালো নূরের আলো নয়নে আমার
আমি চাইনা বিচার রোজ হাশরের দিন।
চাই করুণা তোমারি ওগো হাকিম ॥

তাঁবুকলা (CAMP CRAFT)

বিকল্প তাঁবু তৈরি, গ্যাজেটের ব্যবহার, ক্যাম্প লে আউট প্লান ও তাঁবুর যত্ন।

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন।

১. তাঁবু খাটানো ও তাঁবুর যত্ন নেয়ার পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন এবং তাঁবু খাটাতে পারবেন।
২. বিভিন্ন রকমের গ্যাজেট করে বর্ননা দিতে পারবেন এবং গ্যাজেটের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
৩. দলে স্কাউটদের গ্যাজেট তৈরির ধারণা দিতে পারবেন এবং তৈরি করতে পারবেন।

স্কাউটিংয়ে মুক্তাঙ্গণ কর্মসূচির মধ্যে তাঁবুবাস অন্যতম। তাঁবুবাস একটি বহুল প্রচলিত নাম যা স্কাউটদের মাঝে রোমাঞ্চকর পরিভ্রমণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্কাউটিং মূলত: মুক্তাঙ্গণের কর্মসূচি। পানি ছাড়া যেমন সাঁতার দেয়া যায় না তেমনি মুক্তাংগণ ছাড়া স্কাউটিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন কল্পনা করা যায় না। তাঁবুবাসকে আরামদায়ক ও উপভোগ্য করার জন্য প্রত্যেক স্কাউটকে তাঁবুতে বসবাসের নিয়মকানুন ভালভাবে আয়ত্ব করতে হয়, যা তাঁবুকলা নামে পরিচিত। তাঁবুকলা বলতে মুক্তাংগণে বসবাসের জ্ঞান ও দক্ষতাকে (Knowledge and Skill) বুঝায়। মুক্তাঙ্গণে বসবাসে তাঁবু একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। তাছাড়া ক্যাম্পিং ও হাইকিং এর সময় বিকল্প তাঁবু তৈরি, গ্যাজেটের ব্যবহার, ক্যাম্প লে আউট প্লান এবং তাঁবুর যত্নসহ বিভিন্ন বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান ও দক্ষতা অত্যাবশ্যক। এ সব বিষয় নিয়ে নিম্নে আলোচনা করা হলো:

তাঁবু পরিচিতি: তাঁবু বাসের প্রধান উপকরণ তাঁবু। মুক্তাঙ্গণে তাঁবু ছাড়া তাঁবুবাস কল্পনা করা যায় না। তাঁবুবাসে স্কাউটদের বিভিন্ন প্রকার তাঁবু সম্পর্কে পূর্ণাংগ ধারণা, তাঁবু খাটানো এবং তাঁবুর বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। নিম্নে একটি স্থায়ী তাঁবু যা অভিযানকারীরা ব্যবহার করে তার চিত্র ও বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো:

তাঁবুর বিভিন্ন অংশের নাম ও ছবি

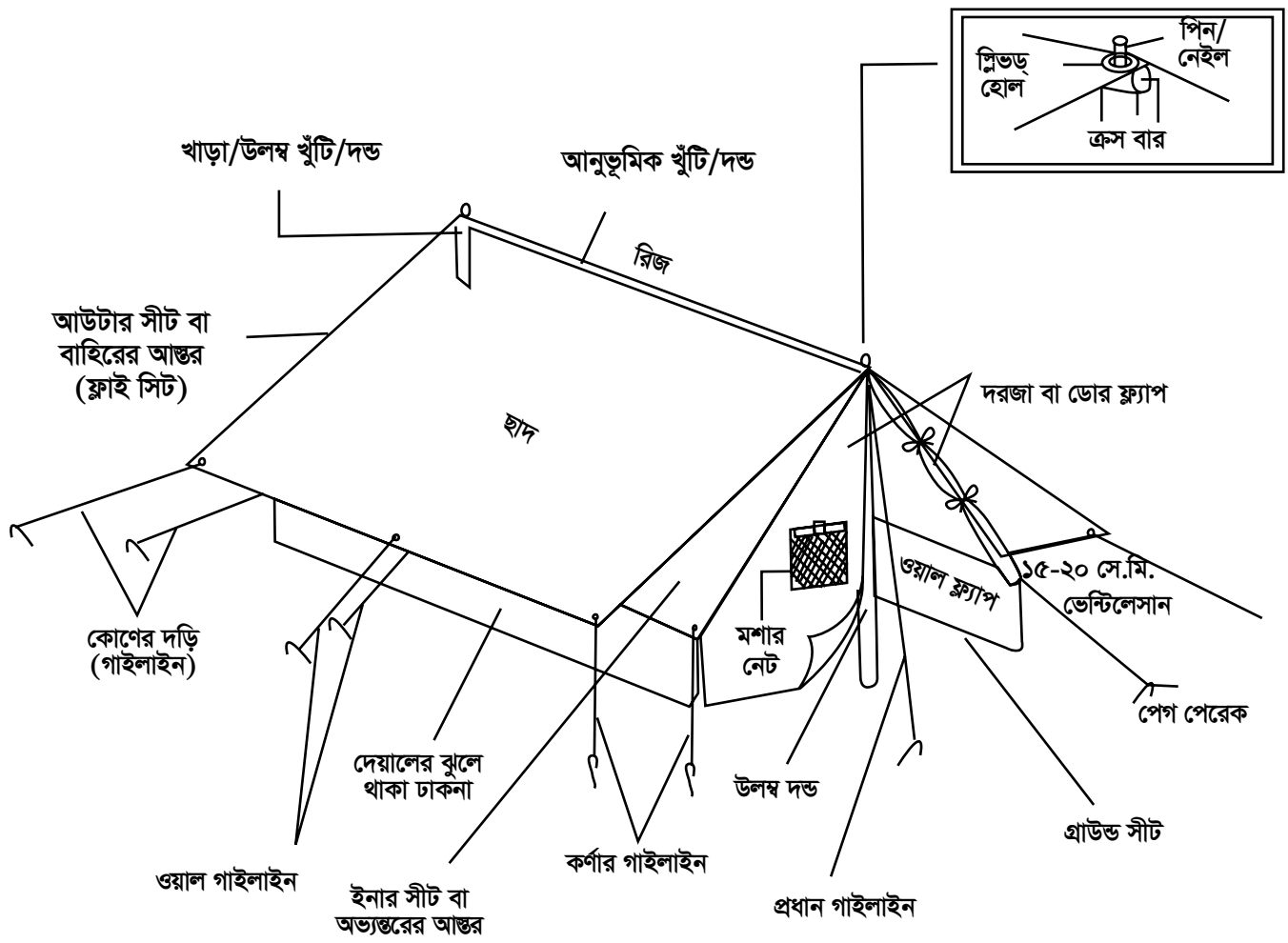

ক. একটি তাঁবু খাটাতে সাধারণত যে সব সরঞ্জামাদি প্রয়োজন হয়

সরঞ্জামাদি		পরিমাণ	মন্তব্য
১	ইনার সীট	১	উভয় প্রান্তে ডোর ফ্ল্যাপ এবং উভয় পার্শ্বে ওয়াল ফ্ল্যাপ সহ
২	আউটার সীট	১	
৩	গ্রাউন্ড সীট	১	
৪	হরাইজন্টাল পোল	১	এটি 'ক্রসবার' (Crossbar) নামেও পরিচিত
৫	ভার্টিকেল পোল	২	এটি আপরাইটস (Uprights) নামেও পরিচিত
৬	মেটাল পেগস (ধাতব পেরেক)	১৪	
৭	কাঠের ছোট হাতুড়ি	১	
৮	১.৫ মি. পাকানো রশি	১২	কর্ণার এবং পার্শ গাইলাইনের জন্য
৯	২.৫মি. পাকানো রশি	২	প্রধান গাইলাইনের জন্য

খ. তাঁবু খাটানোর প্রচলিত নিয়মকানুন

১. প্রথমে গুটানো তাঁবুর বাঁধন খুলে চার কোনে চার জন ধরে সমতল ভূমিতে সুন্দরভাবে বিছাতে হবে;

২. হরাইজন্টাল পোল/আনুভূমিক দন্ডের উভয় পার্শ্বের ছিদ্র বা গহবর এর ভিতর দিয়ে উলম্ব দন্ড/খুঁটির/ভার্টিকেল পোল এর পিন ঢুকিয়ে তাঁবুটিকে খাড়া করতে হবে। ভার্টিকেল পোল যেন ভূমির উপর লম্বাভাবে থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। এখন ইনার সীট বা অন্তঅন্তের কাঠামোর উপর দিয়ে গলিয়ে দিতে হবে;

৩. কর্ণার গাইলাইনস কে নিরাপদ করে শুরু করতে হবে। স্লিভ রিং এর সাথে ১.৫ মি. রশি দিয়ে এক প্রান্ত বোলাইন দিয়ে বাঁধতে হবে;

৪. ইনার সিটের এক প্রান্ত ধরে টানতে হবে যাতে ওয়াল ফ্ল্যাপ প্রায় লম্বভাবে ভূমি স্পর্শ করে অবস্থায় থাকে;

৫. পেরেকের/পেগ এর অবস্থান:

ক. ইনার সীট - তাঁবু সীটের কর্ণার হতে পেগগুলো ভূমির উপর লম্বভাবে স্থাপন কর।

খ. আউটার সীট।

৬. ইনার সীট টেনে নিতে হবে এবং ইনার সীটের কর্ণার পেগ যেন ইনার সীটের কর্ণার এর দিকে মুখ করে আছে কীনা তার সঠিকতা নিশ্চিত করতে হবে;

৭. পেগগুলোকে ৪৫ ডিগ্রীতে গেঁথে দিতে হবে;

৮. তাঁবুর গাইলুপ ব্যবহার করে রশির অন্য প্রান্ত বাঁধতে হবে;

৯. পেগ এর সাথে কর্ণার গাইলাইন টান টান করে বাঁধতে হবে এবং একই সাথে বিপরীত কর্ণারের গাইলাইনস কৌনিকভাবে টান টান অবস্থায় রাখতে হবে;

১০. ইনার সীটের পৃষ্ঠ/তল যেন টান টান হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। ওয়াল ফ্ল্যাপ যেন উলম্বভাবে সোজা থাকে এবং এমনভাবে ঝুলে থাকবে যাতে প্রায় ভূমি স্পর্শ করে;

১১. প্রধান দু'টি গাইলাইনস ২ মি. লম্বা রশি দিয়ে পিন এর কাছে ক্লোভ হিচ দিয়ে উলম্ব খুঁটির সাথে বাঁধতে হবে। উলম্ব খুঁটির বেইস থেকে পেগ এর দুরত্ব উক্ত খুঁটির দৈর্ঘের সমান হবে। দু'টি প্রধান গাইলাইনস কর্ণার এবং ওয়াল গাইলাইনস এর অনূরূপ একই পদ্ধতি ব্যবহার করে বেঁধে পুতে দিতে হবে;

১২. ইনার সীটের উপর দিয়ে আউটার সীট আবৃত্ত/আচ্ছাদিত করতে হবে। চারটি কর্ণার গাইলাইনস এবং দু'টি ওয়াল গাইলাইনস একইভাবে ঝুঁকি রহিত করে নিরাপদ করতে হবে। আউটার সীটের কর্ণার পেগস অবশ্যই বিপরীত উলম্ব খুঁটির দিকে মুখ করে থাকা;

১৩. তাঁবুর ভেতর গ্রাউন্ড সীট খুলে সমতলভাবে বিছিয়ে দিতে হবে। প্রয়োজনে গ্রাউন্ড সীটের পার্শ্ব ভাঁজ করে দিতে হবে;

১৪. প্রয়োজনে গাইলাইনস প্রসারণ বা টান টান করে সমন্বয় করতে হবে। একটি সঠিকভাবে খাটানো তাঁবুর ইনার সীট এবং আউটার সীটের মধ্যে ভেন্টিলেশন গ্যাপ থাকবে প্রায় ছয় ইঞ্চি।

গ. তাঁবুর যত্ন

প্রত্যহ সকালে পরিদর্শনের পূর্বেই তাঁবুর রশিগুলো টানটান করে বাঁধতে হবে এবং পতাকা নামানোর পর বিকেলে ঢিলা করে বাঁধতে হবে। কারণ রৌদ্রে কাপড় ও রশি সম্প্রসারিত হয় এবং রাত্রে ঠাণ্ডায় সংকুচিত হয়। প্রয়োজনে তাঁবু শুকানোর জন্য একদিকের সাইড সেড/ফ্ল্যাপ খুলে উল্টিয়ে দিতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে অন্যদিকের সেড ও একইভাবে শুকাতে হবে। তাঁবুর ভিতর পর্যাপ্ত আলো বাতাসের জন্য সামনের ও পিছনের এবং সাইডের ফ্ল্যাপ গুটিয়ে রোল করে বেঁধে রাখতে হবে।

বিকল্প তাঁবু তৈরি (Improvised)**:** অনেক সময় মুক্তাংগণ কর্মসূচিতে তাঁবু সংগ্রহ করা যায় না। তাছাড়া হাইকিং বা এডভেন্চার ক্যাম্পে ভ্রাম্যমাণ তাঁবুর প্রয়োজন হয় যা অনেক সময় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সেসব ক্ষেত্রে বিকল্প তাঁবু তৈরির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মুক্তাংগণে তাঁবুবাসের জন্য সর্বাগ্রে তাঁবুর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একটি আদর্শ ইউনিটের প্রতিটি উপদলে একটি করে তাঁবু থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাঁবুর বিকল্প হিসেবে লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে অনায়াসে তাঁবুবাস করা যায়। বেডশীট, পলেস্টার-কাপড়, শাড়ী, গ্রাউন্ডশীট ইত্যাদি ব্যবহার করে বিকল্প তাঁবু তৈরি করা যায়। বিকল্প তাঁবুতে রাত্রি যাপন সম্ভব না হলে নিকটস্থ স্কুলে কলেজে রাত্রি যাপন করা যায়।

তাঁবুবাসের স্থান নির্বাচন: একটু উঁচু এবং নিরাপদ জায়গা মনোনীত করে তাঁবুবাসের স্থান নির্বাচন করতে হয়। যাতে তাঁবু খাটালে বৃষ্টি বাদল হলেও পানিতে ক্ষতি করতে না পারে। তাঁবু বাসের জন্য জায়গার মালিকের অনুমতি আগেই নিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে ঝড় বৃষ্টি হলে যেন অতি নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করার মত স্থাপনা থাকে।

তাঁবুর লে-আউট পরিকল্পনা (Camp Lay Out plan)**:** স্কাউট ক্যাম্পে তাঁবুগুলো এক সারিতে মধ্যে রাস্তা রেখে খাটানো হয় না। উপদল হিসেবে সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত আকারে ইউনিট লিডারের তাঁবুর চারিদিকে একটা বড় বৃত্তের পরিধির মধ্যে পঞ্চাশ হ'তে একশত গজ দূরে দূরে খাটানো হয়। সচরাচর ক্যাম্পের পতাকা ও "ক্যাম্প ফায়ারের" জায়গা থাকে ঐ বৃত্তের কেন্দ্র স্থলে। ক্যাম্পের জায়গা মনোনীত হয়ে গেলে, বাতাসের উল্টা দিকে দরজা রেখে তাঁবু খাটাতে হয়। তাঁবুর চারদিকে প্রায় তিন ইঞ্চি গভীর নালা কাটতে হবে। তা হলে খুব বেশী বৃষ্টিপাতের ফলে তাঁবুর ভিতরে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করতে পারবে না। তাঁবুর খুঁটির গোড়ার কাছে চায়ের কাপের মত একটা গর্ত খুড়ে রাখতে হবে। বৃষ্টিতে তাঁবুর কাপড় সঙ্কুচিত হ'লে খুঁটির গোড়া গর্তে নামিয়ে দিলে তাঁবুর সবগুলি রশি ঢিলা হবে।

গ্যাজেট তৈরি: তাঁবুবাস যেহেতু স্কাউটিং এর একটি বড় অধ্যায় সুতরাং তাঁবুবাসকে যথাযথভাবে বসবাস উপযোগী করে তোলার বিষয়গুলো আমাদের জেনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁবুতে বসবাসকালে বাড়ীতে ব্যবহৃত নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র না থাকলেও স্কাউটরা তাঁবু বাসের জন্য নিজেদের হাতের কাছে যে সকল উপকরণ পায় সেগুলোর সাহায্যে তারা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরি করে ব্যবহার উপযোগী করে নেয়। এরূপ তৈরি বিকল্প আসবাবপত্রকে **গ্যাজেট** বলে। তাঁবুবাসকালে স্কাউটরা তাদের বিছানাপত্র, নিত্যব্যবহার্য কাপড়, ব্যাগ, জুতা-সেন্ডেল, হাড়ি-পাতিল, থালা, মগ/গ্লাস, দা, কুড়াল, কোদাল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সকল জিনিস নির্ধারিত জায়গায় গুছিয়ে রাখে। এগুলি মাটিতে না রেখে নিজেদের তৈরি গ্যাজেটে রেখে পরিপাটি তাঁবু জীবন উপভোগ করে। সাধারণত গ্যাজেট তৈরির সময় বাঁশ অথবা গাছের ডাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ল্যাশিং ব্যবহারের ক্ষেত্রে যত্নবান হতে হবে যাতে যথাযথভাবে নিয়মমাফিক ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন গ্যাজেট স্থাপনের স্থান:

ক. <u>তাঁবুর সামনে</u> : আলনা,টেবিল, জুতা, বেডিং, হারিকেন, ড্রেসিং/ওয়াশিং টেবিল, ফাস্ট এইড বক্স ইত্যাদি।

খ. <u>তাঁবুর পেছনে</u> : চুলা, হাড়িপাতিল, প্লেট, গ্লাস মগ, বালতি, ঝাড়ু, ডাস্টবিন, দা, শাবল, কোদাল, কুড়াল, ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিন (শুকনা ও তরল ময়লা ফেলার জন্য) ইত্যাদি।

গ্যাজেট

তাঁবুবাস স্কাউটিং এর একটি অত্যন্ত আনন্দময় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁবুতে বসবাসকালে বাড়িতে ব্যবহৃত নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র না থাকলেও স্কাউটরা তাঁবু বাসের জন্য নিজেদের হাতের কাছে যে সকল উপকরণ পায় তার সাহায্যে তারা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তৈরি করে নেয়। এরূপ তৈরি বিকল্প আসবাবপত্রকে গ্যাজেট বলে।

তাঁবুবাসকালে স্কাউটরা তাদের বিছানাপত্র, নিত্য ব্যবহার্য কাপড় চোপড়, ব্যাগ, জুতা-সেন্ডেল, হাঁড়ি-পাতিল, থালা, মগ/গ্লাস, কোদাল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সকল জিনিস নির্ধারিত জায়গায় গুছিয়ে রাখে। এগুলো মাটিতে না রেখে তৈরি গ্যাজেটে রেখে পরিপাটি তাঁবু জীবন উপভোগ করে।

গ্যাজেট তৈরি করার সময় যেখানে যে ল্যাশিংটি প্রয়োজন সেখানে সে ল্যাশিংটি ব্যবহার করতে হয়। সাধারণত গ্যাজেট তৈরি করার সময় বাঁশ অথবা গাছের ডাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। গ্যাজেট তৈরির সময় বাঁশ বা ডালে সংযোগ স্থান যদি ৯০ ডিগ্রি হয় সে ক্ষেত্রে স্কয়ার ল্যাশিং ও ৪৫ ডিগ্রী হয় সেক্ষেত্রে ডায়গোনাল ল্যাশিং এবং পাশাপাশি হলে সেক্ষেত্রে শেয়ার ল্যাশিং ফিগার অব এইট ইত্যাদি ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। ল্যাশিং ব্যবহারের ক্ষেত্রে যত্নবান হতে হবে যাতে যথাযথভাবে নিয়মমাফিক ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়।

নমুনা গ্যাজেট

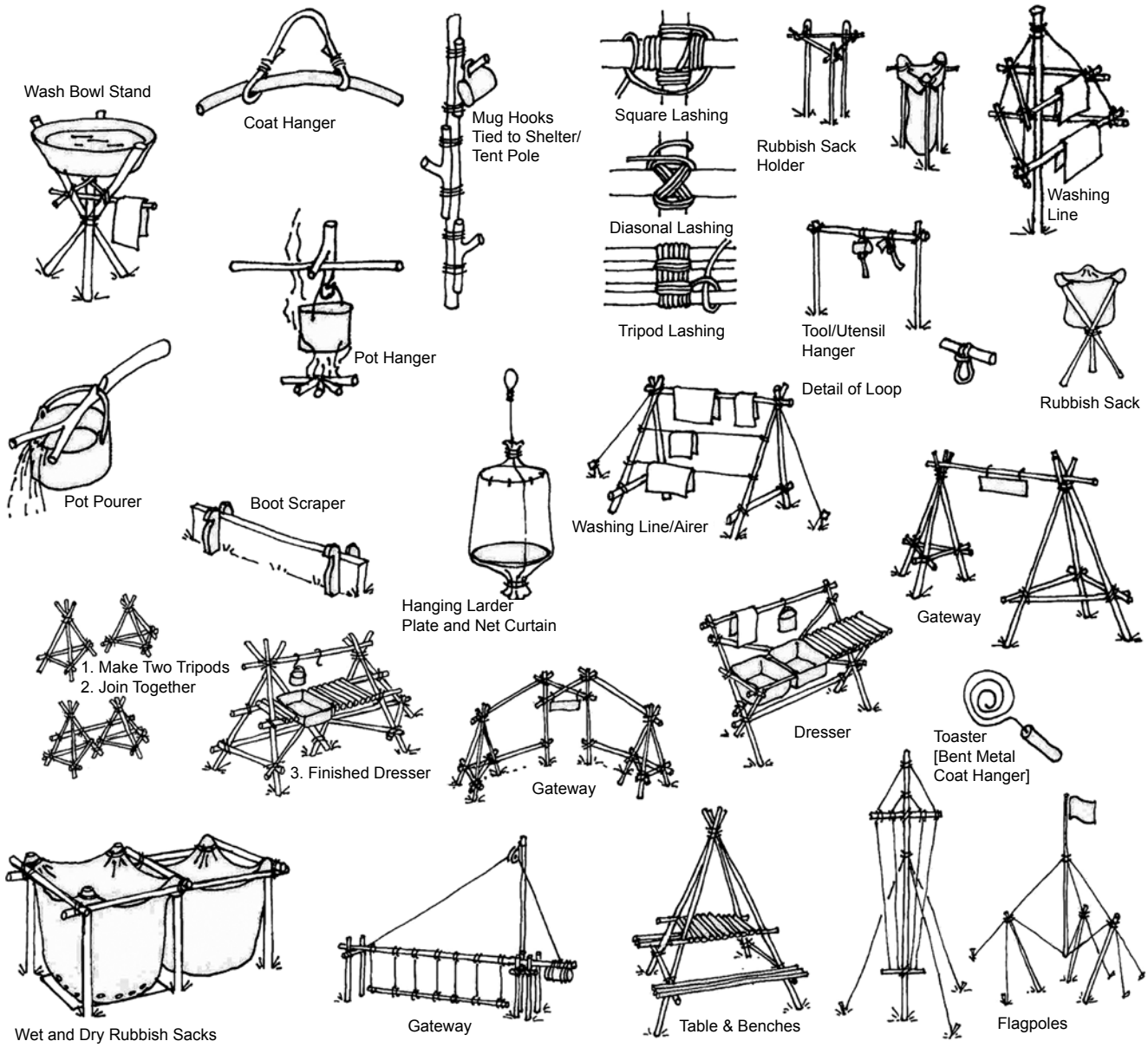

স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংস্থা
(The World Organization of the Scout Movement)

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন-

১. স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংস্থার কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন।
২. স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংস্থার গঠন ও কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩. এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওন -এর গঠন ও কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।
৪. বাংলাদেশ স্কাউটস -এর সাংগঠনিক কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংস্থা (WOSM) যুবদের জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক, বেসরকারী শিক্ষামূলক আন্দোলন। লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল ১৯০৭ সালে মাত্র ২০ জন সদস্য নিয়ে ইংল্যান্ডে এ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। বর্তমানে সারা বিশ্বের ২২৪টি দেশ ও টেরিটরীতে স্কাউটিং কার্যক্রম চালু রয়েছে যার মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত ১৭১টি দেশ রয়েছে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫০ মিলিয়ন।

বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ:
* ওয়ার্ল্ড স্কাউট কনফারেন্স; * ওয়ার্ল্ড স্কাউট কমিটি; * ওয়ার্ল্ড স্কাউট ব্যুরো।

ওয়ার্ল্ড স্কাউট কনফারেন্স (World Scout Conference): এটি সারা বিশ্বের সদস্য সংগঠনসমূহের জেনারেল এসেম্বেলী (General Assembly) হিসেবে কাজ করে। প্রতিটি সদস্য দেশের শুধুমাত্র একটি জাতীয় স্কাউট সংগঠন স্বীকৃত প্রাপ্ত সংগঠন হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। প্রত্যেক দেশের অনুমোদিত জাতীয় স্কাউট সংগঠনের (NSO) ৬ জন সদস্য ওয়ার্ল্ড স্কাউট কনফারেন্সে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। কোন দেশের জাতীয় স্কাউট সংস্থা ইচ্ছা করলে পর্যবেক্ষকও প্রেরণ করতে পারে। প্রতি তিন বৎসর পর পর এ কনফারেন্স ত্রৈবার্ষিক অধিবেশনে মিলিত হয়। এটি বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সর্বোচ্চ পলিসি নির্ধারণী সংস্থা। কনফারেন্স বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সাধারণ নীতি নির্ধারণ এবং প্রোগ্রাম প্রণয়ন করে থাকে।

ওয়ার্ল্ড স্কাউট কমিটি (World Scout Committee): ওয়ার্ল্ড স্কাউট কমিটি বিশ্ব স্কাউট সংস্থার (WOSM) নির্বাহী অংগ (Executive Orgran) হিসেবে কাজ করে থাকে। এর প্রধান দায়িত্ব হলে ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা কনফারেন্সের প্রতিনিধিত্ব করা। এটি কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার বোর্ড অব ডাইরেক্টর এর সমমর্যাদাসম্পন্ন। ১৪ জন সদস্য নিয়ে এ কমিটি গঠিত যার মধ্যে ১২ জন কনফারেন্সে কর্তৃক ৩ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত এবং ২ জন যার মধ্যে সেক্রেটারি এবং ট্রেজারার নির্বাচিত ১২ জন সদস্য দ্বারা নিয়োগকৃত হয়। ওয়ার্ল্ড স্কাউট কমিটির একজন চেয়ারম্যান সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হন। চেয়ারম্যান বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পৃথিবীর অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন অলিম্পিক কমিটি, রেডক্রস, রোটারী, লায়ন প্রভৃতির প্রধানের সমমর্যাদা সম্পন্ন। এ কমিটি প্রতিবৎসর ২-৪ বার সভায় মিলিত হয়।

ওয়ার্ল্ড স্কাউট ব্যুরো (World Scout Bureau): ওয়ার্ল্ড স্কাউট ব্যুরো হচ্ছে বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সচিবালয়। এটি বিশ্ব স্কাউট কমিটি এবং বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সের নির্বাহী বাহু হিসেবে (Executive arm) কাজ করে। এটি বিশ্ব স্কাউট সংস্থার (WOSM) সেক্রেটারি জেনারেল কর্তৃক পরিচালিত হয় যিনি এ সংস্থার প্রধান প্রশাসনিক অফিসার। এর প্রধান সদর দফতর মালয়শিয়ার কুয়ালালামপুরে অবস্থিত। সারা বিশ্বে এর ৬টি শাখা রয়েছে যা ৬টি অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত হয়। অঞ্চলসমূহ হচ্ছে, আফ্রিকা অঞ্চল, আরব অঞ্চল, এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল, ইউরেশিয়া অঞ্চল, ইউরোপ অঞ্চল এবং ইন্টার আমেরিকা অঞ্চল। ওয়ার্ল্ড ব্যুরো জাম্বুরী, রোভার মুট, ইয়থ ফোরাম, কনফারেন্স, সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প, ট্রেনিং কোর্স, ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, প্রোগ্রাম উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন, সমন্বয়সাধন এবং অনুবর্তন এর কাজ সম্পাদন করে থাকে।

ওয়ার্ল্ড স্কাউট ব্যুরো বিভিন্ন দেশে ট্রেনিং কোর্স, সাংগঠনিক, অর্থনৈতিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সম্ভাব্য সাহায্য করে থাকে। তারা প্রতি চার বছর পর পর বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী সংগঠন ও পরিচালনা করে থাকে।

এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওন: এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে স্কাউটিং জোরদার ও সম্প্রসারণের জন্য ১৯৫৬ সালে মাত্র ১০টি সদস্য দেশ নিয়ে 'ফারইষ্ট রিজিওন' গঠিত হয়। দুই বছরের মধ্যে ১৪টি দেশে স্কাউটিং প্রবর্তন হয়। ১৯৭৪ সালে নাম পরিবর্তন করে "এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওন" বা এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল নামকরণ করা হয়। এর সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ:

* রিজিওনাল কনফারেন্স * রিজিওনাল কমিটি * সদর দফতর

রিজিওনাল কনফারেন্স: ওয়ার্ল্ড স্কাউট কনফারেন্সের অনুরূপ রিজিওনাল স্কাউটিং এর একটি সাধারণ পরিষদ রয়েছে প্রতিটি অনুমোদিত জাতীয় স্কাউট সংস্থার এ পরিষদের সদস্য। প্রতি তিন বছর পর পর ত্রৈবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে বসে। প্রতি সদস্য দেশ হতে ৬ জন করে ডেলিগেট এই কনফারেন্সে যোগদান করেন।

রিজিওনাল কমিটি: অনুমোদিত সদস্য দেশের ১০ জন সদস্য রিজিওনাল কনফারেন্সে নির্বাচিত হয়ে থাকে। প্রতি ত্রৈবার্ষিক অধিবেশনে ১০ জন সদস্য নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক সদস্যের কার্যকালের মেয়াদ ৩ বছর।

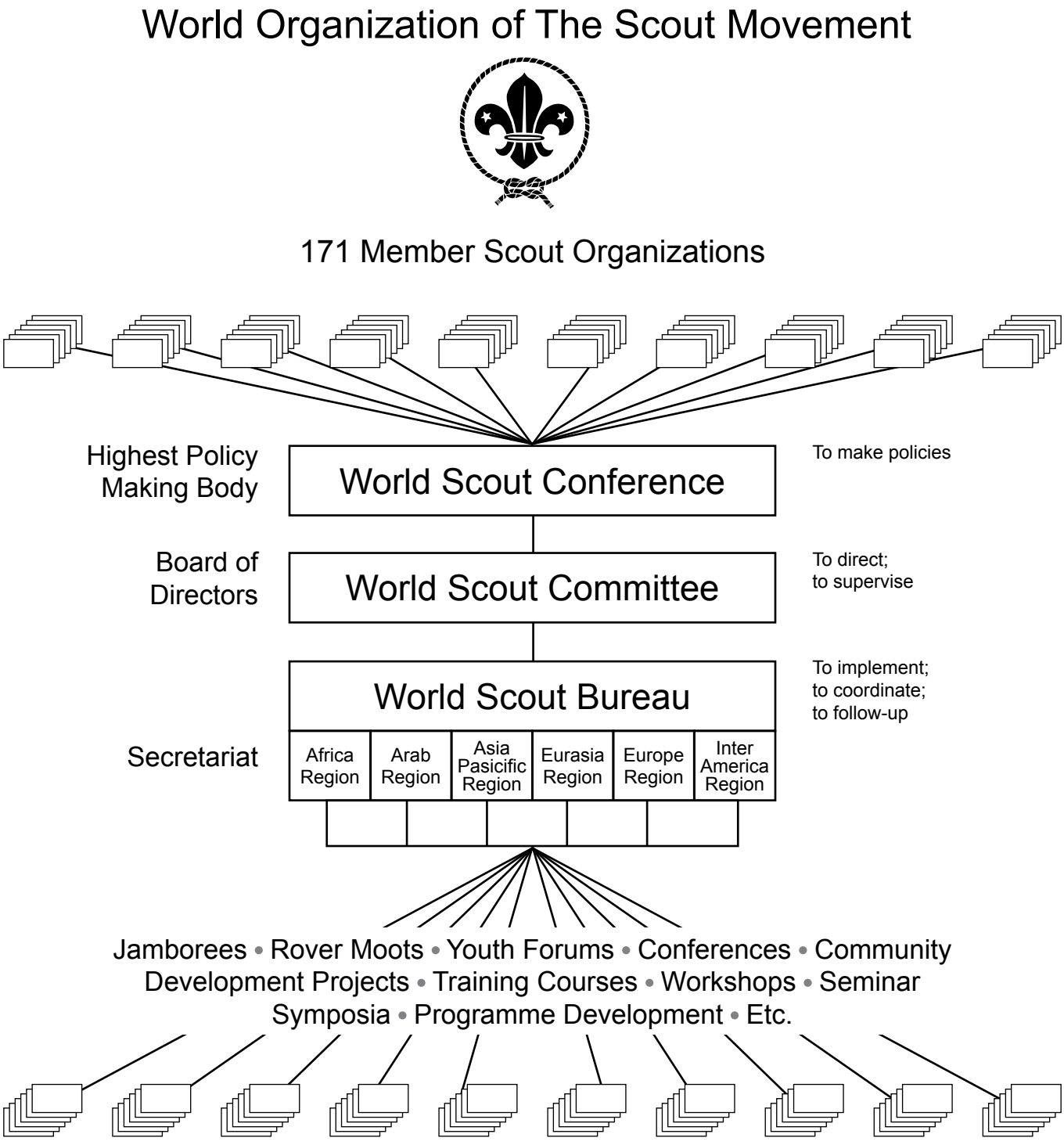

বিশ্ব স্কাউট সংস্থার নীতিসমূহ

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন-

১. বিশ্ব স্কাউট সংস্থার নিয়ম নীতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
২. ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম পলিসি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩. ওয়ার্ল্ড এডাল্ট রিসোর্স পলিসির বাস্তবায়ন আলোচনা করতে পারবেন।
৪. কিপিং স্কাউট সেইভ ফ্রম হার্ম পলিসি বর্ণনা করতে পারবেন।
৫. বিশ্ব স্কাউট সংস্থার নীতিমালার আলোকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

স্কাউটিং একটি শিক্ষামূলক যুব আন্দোলন। যুবদের সার্বিক উন্নয়নে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে বয়স্ক নেতাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্কাউট আন্দোলনে যুব এবং বয়স্ক নেতাদের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংস্থা (WOSM) এ উভয় গ্রুপের প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রামের জন্য বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে।

স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংস্থার (WOSM) সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সংস্থা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড স্কাউট কনফারেন্স। প্রত্যেক সদস্য দেশের অনুমোদিত স্কাউট সংগঠনের ছয়জন ডেলিগেট নিয়ে ওয়ার্ল্ড স্কাউট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি তিন বৎসর অন্তর একবার কনফারেন্সের সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ কনফারেন্সে ওয়ার্ল্ড স্কাউট কমিটির ছয়জন নতুন সদস্য, নতুন চেয়ারম্যান এবং দুজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। উপরন্ত কনফারেন্স ইয়্যুথ প্রোগ্রাম, এডাল্ট রিসোর্স, ব্যবস্থাপনা, অর্থায়ন, জনসংযোগ ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশ্ব স্কাউটিং এর নীতিসমূহ নির্ধারণ করা হয়।

ওয়ার্ল্ড স্কাউট কনফারেন্সে সম্প্রতি গৃহীত প্রধান প্রধান নীতিসমূহ নিম্নে দেয়া হলো :

১. ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম পলিসি (৪/৯০) (World Programme Policy)
২. এডাল্টস ইন স্কাউটিং (৫/৯০) (Adults in Scouting)
৩. পলিসি অন ইনভলমেন্ট অব ইয়ং মেম্বারস ইন ডিসিশন মেকিং (২/৯৩) (Policy on involvement of young members in Decision Making)
৪. ফিমেইলস এন্ড মেইলস ইন ওজম (৫/৯৬) (Females and Males in WOSM)
৫. এডপশন অব মিশন স্টেইটমেন্ট (৩/৯৯) (Adoption of the Mission of Scouting)
৬. পলিসি অন গালর্স এন্ড বয়েজ, উইমেন এন্ড মেন উইদিন দি স্কাউট মুভমেন্ট (৪/৯৯) (Poliscy on Girls & Boys, Women & Men within the Scout Movement)
৭. পার্টনারশিপ (১৫/১৯) (Partnership)
৮. দি স্ট্রাটেজি ফর স্কাউটিং (৩/০২) (The Strategy for Scouting)
৯. কিপিং স্কাউটস সেফ ফ্রম হার্ম পলিসি (৭/০২) (Keeping Scouts Safe from Harm Policy)
১০. পার্টনারশিপ ডেভেলপমেন্ট (২২/০৫) (Partnership Development)
১১. পার্টনারশিপ উইথ ইউনাইটেড নেশনস (২৩/০৫) (Partnership with the United Nations)
১২. রেজিস্ট্রেশন ফি সিস্টেম (২/০৮) (Registration Fee System)
১৩. গভর্নেন্স রিভিউ (৩/০৮) (Governance Review)
১৪. মেম্বারশিপ ডেভেলপমেন্ট (১১/০৮) (Membership Development)
১৫. লোকেশন অব ওয়ার্ল্ড স্কাউট ব্যুরো (১০/৮) (Location of World Scout Bureau)
১৬. স্কাউটস অব দি ওয়ার্ল্ড এওয়ার্ড (২১/০৮) (Scouts of the World Award)

নিম্নে কয়েকটি প্রধান নীতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো:

১. **ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম পলিসি :** ১৯৯০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সে ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম পলিসি গৃহীত হয়। এই পলিসির আওতায় ইয়্যুথ প্রোগ্রামের সংজ্ঞা, ইয়্যুথ প্রোগ্রাম প্রণয়নের ধারণা, ইয়্যুথ প্রোগ্রাম রিভিউ, ইয়্যুথ প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের চিন্তা-ভাবনায় স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংগঠন, আঞ্চলিক সংগঠন, জাতীয় সংগঠন এবং স্থানীয় সংগঠনের দায়দায়িত্ব কি তা সংক্ষেপে অথচ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম পলিসির আলোকে বাংলাদেশ স্কাউটস প্রোগ্রাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। ইয়্যুথ প্রোগ্রাম প্রণয়নের সহায়ক পুস্তক বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রকাশিত-''ওয়ার্ল্ড প্রোগ্রাম পলিসি; হাউ টু ডেভেলপ ইয়্যুথ প্রোগ্রাম''। পুস্তিকাটি জাতীয় ও আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দের কাছে খুবই প্রয়োজনীয়। এতে প্রোগ্রাম প্রণয়নের বিস্তারিত ধ্যান ধারণা সন্নিবেশিত আছে।

২. **ওয়ার্ল্ড এডাল্ট রিসোর্সেস পলিসি :** ১৯৯৩ সালে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সে ওয়ার্ল্ড এডাল্ট রিসোর্স পলিসি গৃহীত হয়। স্কাউট আন্দোলনে জড়িত সকল বয়স্ক নেতা সংগ্রহ, তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়াদি ওয়ার্ল্ড এডাল্ট রিসোর্সেস পলিসির আওতাভুক্ত। বাংলাদেশ স্কাউটস ওয়ার্ল্ড এডাল্ট রিসোর্সেস পলিসির আলোকে জাতীয় বয়স্ক নেতা সম্পদ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে এবং তারই আলোকে বর্তমান প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল হালনাগাদ করা হয়েছে। ওয়ার্ল্ড এডাল্ট রিসোর্সেস পলিসিরও বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে।

৩. **পলিসি অন ইনভলভমেন্ট অব ইয়ং মেম্বারস ইন ডিসিশন মেকিং :** ১৯৯৩ সালে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড স্কাউট কনফারেন্সে এই নীতি গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্কাউট সংস্থার সর্বস্তরে যুবদের সম্পৃক্ত করণের তাগিদ দেয়া হয়েছে এই নীতিতে। বাংলাদেশ স্কাউটস বর্তমানে জাতীয় ও অঞ্চল পর্যায়ে বিভিন্ন উপকমিটিতে যুবদের (রোভার ও স্কাউটদের) জড়িত করেছে। এশিয়া-প্যাসিফিক আঞ্চলিক স্কাউট কমিটি এবং বিভিন্ন উপকমিটিতেও যুবদের সদস্যপদ প্রদান করা হয়েছে।

৪. **পলিসি অন গার্লস এন্ড বয়েজ, উইমেন এন্ড মেন উইদিন দি স্কাউট মুভমেন্ট :** ১৯৯৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড স্কাউট কনফারেন্সে এই নীতি গৃহীত হয়। স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংগঠনের সংবিধানে স্কাউটিং-এর সংজ্ঞার বিশেষ অংশ হলো-স্কাউটিং যুবদের জন্য একটি শিক্ষামূলক আন্দোলন যা সবার কাছে উন্মুক্ত। কাউকেও সেখানে পার্থক্য করা হয়নি। বর্তমানে পৃথিবীর অনেক দেশেই ছেলে ও মেয়ে, নারী ও পুরুষ স্কাউট সংগঠনের সদস্য হিসেবে আন্দোলনের সাথে জড়িত হচ্ছে। সব দৃষ্টিকোণ থেকেই নীতিটি গ্রহণ করা হয়েছে। এই নীতির চেতনা বাংলাদেশ স্কাউটস-এ প্রতিফলিত হয়ে গার্লস-ইন-স্কাউটিং প্রবর্তিত হয়েছে। অধিক সংখ্যক মহিলা স্কাউট লিডার, কাব লিডার, রোভার লিডার, কমিটির সদস্য, কমিশনার ইত্যাদি পদমর্যাদায় সেবাদান করছেন।

৫. **কিপিং স্কাউটস সেফ ফ্রম হার্ম পলিসি :** ২০০২ সালে গ্রীসের থেসোলোনকিতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড স্কাউট কনফারেন্সে এই পলিসি গৃহীত হয়। শিশু অধিকার নিয়ে জাতিসংঘ কনভেনশনে সকল রাষ্ট্রের প্রতি অনুরোধ করা হয় এই বলে যে প্রত্যেক রাষ্ট্রে শিশুদের সর্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়, আঘাত অথবা পীড়া, অবহেলা অথবা তাচ্ছিল্য, অপব্যবহার অথবা অপদমন এমনকি যৌন হয়রানি থেকে রক্ষা করা সুনিশ্চিত করবে।

বর্তমান সমাজে যুব সমাজকে সকল প্রকার হয়রানি থেকে বাঁচানোর তাগিদ দেখা দিয়েছে। স্কাউটিং-এর মিশন আন্দোলনে জড়িত সকল স্কাউটদের বেড়ে ওঠার জন্য নিরাপদ পথের দিশা দেয়া অপরিহার্য করেছে। আর এই নিরাপদ পথের দিশা দেয়া তখনই সম্ভব যখন স্কাউটরা কথা, শারীরিক, যৌন, আবেগীয়, অবহেলা ও সমবয়সীদের দ্বারা নির্যাতন থেকে রক্ষা পেয়ে নিরাপদে আন্দোলনের কার্যক্রমে জড়িত থাকতে পারবে। সকল বিষয় বিবেচনায় এনে নীতিটি কনফারেন্সে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রোগ্রাম বিভাগ নীতির সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত একটি নীতি প্রণয়নের কাজে হাত দিয়েছে। সেখানে বিভিন্ন স্কাউট কর্মকান্ডে (জাম্বুরী, ক্যাম্পুরী, রোভার মুট, সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প, সৃজনী ক্যাম্প ইত্যাদি) জড়িত থাকার সময় স্কাউটদের ঝুঁকির নিরাপত্তা বিধানটি মৌলিক বিবেচনায় আনা হয়েছে।

৬. **স্কাউটিং এর মিশন স্টেটমেন্ট :** ১৯৯৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড স্কাউট কনফারেন্সে স্কাউটিং-এর মিশন গৃহীত হয়। স্কাউটিং-এর মিশন সারা বিশ্বে স্কাউট আন্দোলনের জন্য প্রযোজ্য। স্কাউটিং এর মাধ্যমে আমরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কি করতে চাচ্ছি তা সংক্ষেপে মিশন স্টেটমেন্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এরই দিকনির্দেশনায় অনেক স্কাউট সংগঠন স্ট্রাটেজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ স্কাউটস এই মিশনের আলোকে এর ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে স্ট্রাটেজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এই পরিকল্পনায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর ভিশন, ৬টি স্ট্রাটেজিক প্রাইওরিটি এবং প্রত্যেক প্রাইওরিটি বাস্তবায়নের জন্য এ্যাকশান প্ল্যান করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

শিশু অধিকার

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন।

১. শিশুর সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
২. শিশু অধিকার বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
৩. বাংলাদেশে শিশু অধিকার ক্রমিকভাবে বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪. কিপিং স্কাউট সেইফ ফ্রম হার্ম পলিসি বর্ণনা করতে পারবেন।

শিশুর সংজ্ঞা: শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী অনুর্ধ্ব ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসেবে গণ্য হবে।

কোন বৈষম্য নয়/পক্ষপাতহীন: ব্যক্তি এর ছাড়া সকল শিশুর উপর সকল অধিকার প্রয়োগ করা হবে না। শিশুদের যে কোন ধরণের বৈষম্য থেকে সংরক্ষণ করা এবং তাদের অধিকার সংবর্ধিত করতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করা রাষ্ট্রের নৈতিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতা।

শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষা: শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থরক্ষা করে শিশু সম্পর্কিত সকল কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে হবে। শিশুর পিতা-মাতা বা সংশ্লিষ্ট পক্ষ শিশুর প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে রাষ্ট্র পর্যাপ্ত পরিমাণ যত্ন ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করবে।

অধিকার বাস্তবায়ন: জাতিসংঘ কনভেনশন -এ সন্নিবেশিত সকল শিশু অধিকার রাষ্ট্রকে আবশ্যিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

পিতা-মাতা সংক্রান্ত পথ নির্দেশনা এবং শিশুর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠার সামর্থ: রাষ্ট্রকে আবশ্যিকভাবে পিতা-মাতা এবং প্রসারিত পরিবারের অধিকার ও দায়িত্বের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে এবং শিশুর জন্য পথ নির্দেশনা প্রদান করতে হবে যা তার স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠার সামর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

শিশু অধিকার

১. টিকে থাকা এবং পূর্ণতর হওয়ার অধিকার।
২. নাম এবং জাতীয়তার অধিকার।
৩. পরিচয় সংরক্ষণ করার অধিকার।
৪. পিতা-মাতার সাথে বসবাসের অধিকার।
৫. পরিবারের পূণর্মিলনের অধিকার।
৬. শিশুর মতামত প্রকাশের অধিকার।
৭. মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার।
৯. চিন্তা, বিবেক এবং ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার।
১০. সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার।
১১. একান্ততা সংরক্ষণের অধিকার।
১২. প্রতিবন্ধী শিশুর বিশেষ যত্ন, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের অধিকার।
১৩. স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য সেবার অধিকার।
১৪. সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার।
১৫. জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার অধিকার।
১৬. শিক্ষার অধিকার।
১৭. সংখ্যা লঘু ও দেশের জনসংখ্যায় শিশুদের নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্ম পালনের অধিকার।
১৮. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, বিনোদন এবং অবসর এর অধিকার।
১৯. মাদক থেকে সুরক্ষার অধিকার।
২০. শিশু শ্রম থেকে সুরক্ষার অধিকার।
২১. যৌন নির্যাতন থেকে সুরক্ষার অধিকার।
২২. শিশু বিক্রয়, অপহরণ ও অনৈতিক (ভিক্ষাবৃত্তি) ব্যবসায় থেকে সুরক্ষার অধিকার।
২৩. নির্যাতন, কঠোর শাস্তি এবং বে-আইনীভাবে গ্রেপ্তার হওয়া এবং স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হওয়া থেকে সুরক্ষার অধিকার।
২৪. যুদ্ধে, বিরোধ এবং বিপদসংকুল কাজে শিশুদের ব্যবহার হতে সুরক্ষার অধিকার।
২৫. যুদ্ধে বা বিরোধ এ ক্ষতিগ্রস্ত, আহত বা পঙ্গু হওয়া শিশুদের সবধরণের চিকিৎসা সেবা ও পূণর্বাসনের অধিকার।
২৬. শিশুর সবধরণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনের বিশেষ সহায়তা পাবার অধিকার।

কিপিং স্কাউট সেইফ ফ্রম হার্ম

(সব ধরণের ক্ষতি হতে স্কাউটদের নিরাপদ রাখা)

১৯৯০ সালে বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্স নিম্নোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করে

বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্স-এ গৃহীত নীতিমালা

১৬/৯০ শিশু অধিকার বিষয়ক কনভেনশন কনফারেন্স বিবেচনা করছে যে, মানবতার সুস্থ ও নিরাপদ ভবিষৎ এর মৌলিক শর্ত হচ্ছে শিশুর মর্যাদা এবং তার নৈতিক, সামাজিক, আইনগত এবং সাংস্কৃতি অধিকার এর প্রতি সম্মান এবং তা সংরক্ষণ করা। একটি যুব আন্দোলনের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে শিশু ও যুব/তরুণদের সর্বোত্তম স্বার্থ (ইন্টারেস্ট) সংরক্ষণ ও প্রসারকে স্বীকার করছে/স্বীকৃতি দিচ্ছে।

১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহিত শিশু অধিকার কনভেনশনকে স্বাগত জানাচ্ছে। কনভেনশনের বিধান/প্রভিশনের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করছে। কনভেনশনকে অনুঃসমর্থন দিতে বয়স্ক ও তরুণদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে সকল জাতীয় স্কাউট সংগঠনকে স্ব স্ব সরকারকে উৎসাহিত করতে গঠনমূলক ভূমিকা পালনের আহবান জানাচ্ছে।

কনভেনশনের আর্টিকেল সকল স্তরের নেতৃবৃন্দের নিকট পরিচিত ও জনপ্রিয় করতে এবং শিশু ও তরুণদের চাহিদা অনুধাবনে ব্যবহার করতে জাতীয় স্কাউট সংগঠনকে সৃজনশীল উপায় উদ্ভাবনে অনুপ্রাণিত করছে।

সকল যুব সংগঠনের সাথে সমভাবে স্কাউটিং এর অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে তার সকল সদস্য কোনভাবে দৈহিক, আবেগিক এবং যৌন ক্ষতির সম্মুখিন হবে না।

শিশু পর্ণগ্রাফি এবং যৌন হয়রানি/যৌন কাজে ব্যবহারসহ শিশুদের ক্ষতিকারক কাজে ব্যবহার বিশ্বব্যাপি সংঘঠিত উচ্চ প্রোফাইল ঘটনাসমূহ যা কিছু কিছু যুব সংগঠনসমূহে সংঘঠিত হচ্ছে তা স্কাউট আন্দোলনে কোনভাবে হতে না পারে তার প্রতি জোর তাগিদ দিচ্ছে। সম্প্রতি জাতীয় স্কাউট সংগঠনসমূহে এ বিষয়ে দুটো জরিপকার্য চালানো হয়েছে। একটি হচ্ছে ১৯৯৮ এর নভেম্বর, সার্কুলার নম্বর ২৬/১৯৯৮ এবং অন্যটি ২০০০ এর অক্টোবর, সার্কুলার নম্বর ২৪/২০০০।

৩৫টি জাতীয় স্কাউট সংগঠন থেকে এক্ষেত্রে সাড়া পাওয়া গিয়েছে যা থেকে জানা যায় যে,

- যৌন এবং অন্যান্য ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত রাখতে এবং সংরক্ষণ করতে ২২টি দেশের স্কাউট সংগঠনের কিছু পলিসি এবং কার্যপ্রণালী রয়েছে।
- এ ধরণের সমস্যার উদ্ভাবন হলে তা সমাধান করতে ২৬টি দেশের স্কাউট সংগঠন প্রচারসহ কিছু পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।
- এ বিষয়ে ১৬টি দেশের স্কাউট সংগঠন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিধান মুদ্রণ করে প্রকাশ করেছে।
- এ বিষয়ে ১৬টি দেশের স্কাউট সংগঠন অন্য যুব সংগঠন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে একযোগে কাজ করছে।
- সকল স্কাউট সংগঠন যারা সাড়া প্রদান করেছে তারা অন্যান্য স্কাউট সংগঠন এ ব্যাপারে/ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করছে তা জানতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রাপ্ত ফিডব্যাক/ফলাবর্তন নির্দেশ করছে যে, কিছু স্কাউট সংগঠন এ ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি সাধন করেছে। বিশ্বব্যাপি স্কাউট আন্দোলনের এতগুলো সদস্য সংগঠন থেকে মাত্র অল্প সংখ্যক (৩৫টি সংগঠন) সংগঠন জরিপকাজে অংশগ্রহণ করেছে এবং সাড়া প্রদান করেছে। এতে বহুদেশের স্কাউট সংগঠন যে শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ ও ক্ষতিকারক কাজে ব্যবহার হতে সংরক্ষণ করতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি অথবা স্কাউট সংগঠনে এ ধরণের ক্ষতিকারক ঘটনা সংগঠিত হলে তা উত্তরণে বা তা নিয়ে কাজ করতে কোন ধরণের প্রস্তুতি নেয়নি।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে এবং বিদ্যমান ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির মূল্যবোধের পার্থক্য বিবেচনা করে ওয়ার্ল্ড স্কাউট কমিটি গ্রীসের থেসোলো নকিতে ওয়ার্ল্ড স্কাউট কনফারেন্স এ 'কিপিং স্কাউট সেইফ ফ্রম হার্ম' প্রস্তাব গ্রহণ করে। বঙ্গানুবাদ নিম্নরুপ:

কনফারেন্স ঘোষণা করছে যে, জাতিসংঘের শিশু অধিকার বিষয়ক কনফারেন্স এ যৌন নির্যাতনসহ সকল প্রকার দৈহিক অথবা মানসিক নির্যাতন, আঘাত বা ক্ষতিকারক বা মন্দ কাজে ব্যবহার অবহেলা বা অবহেলাজনিত ব্যবহার, অপব্যবহার, অসাদাচারণ, শোষণ প্রভৃতি বিষয়ে শিশুদের সুরক্ষা/নিরাপত্তা বিধান নিশ্চিত করতে সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে অনুরোধের প্রতি স্বীকৃতি দিচ্ছে।

সকল প্রকার অপব্যবহার মন্দ কাজে শিশুদের ব্যবহার থেকে শিশুদের নিরাপত্তা প্রদানের প্রয়োজন সম্পর্কে সমাজের ক্রমবর্ধমান সচেতনতার প্রতি লক্ষণীয় পরিবর্তন সমর্থন করছে।

বিবেচনায় রয়েছে যে, স্কাউটিং একটি শিক্ষামূলক আন্দোলন যার মিশন হচ্ছে স্কাউট পদ্ধতির সাথে সঙ্গতি রেখে তরুণদের পূর্ণ সম্ভাবনা/সুপ্ত শক্তির উন্নয়ন ঘটানো যা যথাযথ বয়স্ক নেতার তত্ত্বাবধানে/পরিচালনায় সমবয়স্কদের সাথে কার্যকর কর্মসম্পাদনে সম্পৃক্ত করে।

এ মর্মে গুরুত্ব প্রদান করছে যে, স্কাউটিং এর মিশন অর্জনে তরুণদের নিরাপদ রাস্তার যোগান দেয়া যা তাদের চারিত্রিক সরলতা ও সততার প্রতি সম্মান প্রদান করবে এবং তাদের চাপমুক্ত পরিবেশে বেড়ে উঠার অধিকার নিশ্চিত করবে।

আরও গুরুত্ব প্রদান করছে যে, নিরাপদ রাস্তা বা পথ শুধুমাত্র তখনি যোগান দেয়া সম্ভব যখন তরুণরা সবধরণের ক্ষতিকারক/মন্দ কাজ যেমন, মৌখিক, দৈহিক, যৌন এবং আবেগীয় নির্যাতন, অবহেলা এবং সমবয়স্কদের চাপ থেকে মুক্ত এবং সুরক্ষিত থাকবে।

বেশ কিছুসংখ্যক জাতীয় স্কাউট সংগঠন স্কাউটিং এ তাদের তরুণদের 'নিরাপদ পথ' নিশ্চিত করতে পলিসি ও কার্যপ্রণালীর উন্নয়ন ঘটিয়েছে বাস্তবতাকে স্বাগত জানাচ্ছে।

স্কাউট আন্দোলনে অবস্থানকালীন সময়ে তরুণদের 'নিরাপদ পথ' নিশ্চিত করতে সকল জাতীয় স্কাউট সংগঠন কে এ সম্পর্কীয় পলিসি ও কার্যপ্রণালী গ্রহণ করতে বিশেষ আবেদন করছে।

সুপারিশ করছে যে, প্রত্যেক জাতীয় স্কাউট সংগঠন এ ধরণের পলিসির উন্নয়নে যেন দেশের আইনগত বাধ্যবাধকতা এবং শিশু অধিকারের উপর কনভেনশন কর্তৃক নির্ধারিত মানদণ্ড পুরণ করে তা নিশ্চিত করে। আরও সুপারিশ করছে যে, প্রত্যেক জাতীয় স্কাউট সংগঠনকে নিশ্চিত করতে হবে যেন এ ধরণের পলিসিসমূহ সংগঠনের কার্যক্রমের সামগ্রীকতাকে যথাযথ প্রতিফলিত করে।

- বিশেষভাবে- **ইয়ুথ প্রোগ্রামের স্তরে**, তা যেন তরুণদের আত্মবিশ্বাস এবং আত্মমর্যাদা সঞ্চারিত করে এবং তাদের সংরক্ষণের যোগ্যতা বৃদ্ধি করে এবং নিজেদের প্রকাশ করতে পারে।
- **বয়স্ক নেতার স্তরে-** নেতৃত্ব নির্বাচন ও বাছাই পলিসি এমন হওয়া চাই যাতে প্রকৃত প্রয়োজনীয় নেতৃত্ব বাছাই ও নিয়োগ নিশ্চিত করে। তাছাড়া সকল বয়স্ক নেতৃত্ব স্ব স্ব ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও সমর্থন পায়।
- **সংগঠনের ব্যবস্থাপনার স্তরে-** ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ইনসিডেন্ট ব্যবস্থাপনা এবং পাবলিক রিলেসনসহ পলিসিসমূহ এবং কার্যপ্রণালী যথাস্থানে প্রয়োগ করা হয়।
- ওয়ার্ল্ড স্কাউট কমিটির প্রতি এতদসংক্রান্ত পুলস এবং ডকুমেন্টস প্রণয়ন ও উন্নয়ন ঘটিয়ে পলিসি বাস্তবায়নে জাতীয় স্কাউটসংগঠনকে সহায়তা প্রদানের সুপারিশ করছে।
- ওয়ার্ল্ড স্কাউট রিজিয়নসমূহকে এই কর্মকাণ্ডকে জোরালো সমর্থন ও সহায়তা প্রদানের জন্য বিশেষ সুপারিশ করছে।

ম্যানার্স এন্ড এটিকেট
আচার আচরণ ও শিষ্টাচার

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন

১. ম্যানার্স এবং এটিকেট সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
২. ম্যানার্স এবং এটিকেট -এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩. ম্যানার্স এবং এটিকেট -এর উপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
৪. ম্যানার্স এবং এটিকেট কীভাবে শেখা যায় এবং উন্নয়ন করা যায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আচার আচরণ: সমাজ , জাতি, ধর্ম, পারিবারিক ঐতিহ্য এবং নিয়মনীতি।

শিষ্টাচার: একজন ব্যক্তি বা গ্রুপের ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক সার্বিক আচরণের বহি:প্রকাশ। ব্যক্তির আবেগীয় প্রকাশ ভঙ্গি।

আচার-আচরণ, আদব-কায়দা, ভদ্রতা, শিষ্টতা, বিনয় ইত্যাদি মাধ্যমে একজন মানুষের চরিত্র ফুটে উঠে। এসবের ভাল দিকগুলো সকলের কাছে প্রসংশনীয় হয় আর মন্দ দিকগুলো যার ভেতর পরিলক্ষিত হয় তার গ্রহণযোগ্যতা থাকেনা।

কোন মানুষের বংশধারা, আর্থিক অবস্থা, পারিবারিক অবস্থান, ধর্মীয় ও পেশাগত অবস্থান ইত্যাদি কারণে আচার আচরণের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্নরূপ উপায়ে এর উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব -

১. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা
২. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা
৩. ব্যবহারিক শিক্ষা
৪. নিয়মিত অনুশীলন

১. প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা

শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের জ্ঞান সমৃদ্ধ ও প্রসারিত হয়। জ্ঞানের মাধ্যমে উপলব্ধিবোধ বৃদ্ধি পায়। ভাল মন্দ বুঝতে পারে। এ জ্ঞানের প্রভাব মানুষের চরিত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটায়, তাকে দিক নির্দেশনা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত ও ভালোর দিকে অনুপ্রাণিত করে।

২. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

মানুষের চরিত্রিক উন্নয়নের জন্য অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কথায় আছে 'সৎসংঙ্গে স্বর্গবাস'। সৎ চরিত্রবান মানুষের সাথে চলা-ফেরা, ওঠা-বসা, কথা-বার্তার প্রভাব অপরকে দারুনভাবে প্রভাবিত করে। এরূপ সাহচর্য একজন মানুষের আচার-আচরণে আমূল পরিবর্তন আনতে পারে।

৩. ব্যবহারিক শিক্ষা

চরিত্রের পরিবর্তন কখনই রাতারাতি হয় না । এ জন্য এমন শিক্ষার প্রয়োজন যাতে তার ঘনিষ্ট কোন ব্যক্তি চরিত্রের দুর্বল দিকগুলো প্রত্যক্ষভাবে বুঝিয়ে দেয়।

৪. নিয়মিত অনুশীলন

পুঁথিগত শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় একজন মানুষের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয় তা ব্যবহারিক শিক্ষায় সে অনুশীলন করতে থাকে। নিয়মিত অনুশীলন তার উপলব্ধিকে পাকাপোক্ত করে এবং পূর্ণতা লাভ করে।

কেন প্রয়োজন

১. ব্যক্তিত্ব উন্নয়নে সাহার্য করে;
২. অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে;
৩. অন্যের মাধ্যমে কাজ করার সংযোগ স্থাপন করে;
৪. সংগঠনের ভাবমূর্তি ও দৃশ্যমানতা উন্নয়ন করে;
৫. ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব গড়তে সাহায্য করে;
৬. ব্যক্তিগত, দলগত এবং সংগঠনের উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক।

প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়াবলী

১. শিক্ষা;
২. জ্ঞান;
৩. পারিবারিক ঐতিহ্য;
৪. দৃষ্টিভঙ্গি;
৫. ধর্ম এবং বিশ্বাস
৬. সামাজি সংস্কৃতি
৭. অর্থনৈতিক অবস্থা
৮. কাজের পরিবেশ
৯. নিয়ম-নীতি
১০. শিষ্টাচার

কিভাবে এর উন্নয়ন করা যায়...?

১. শিক্ষাগত উন্নয়নের মাধ্যমে;
২. উন্নত চিন্তা;
৩. প্রাত্যহিক ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডে অনুশীলন
৪. ধর্মীয় প্রথা;
৫. ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ;
৬. ধৈর্য;
৭. পরিবেশের উন্নয়ন;
৮. স্থানীয়/সামাজিক প্রথা;
৯. কুসংস্কার মুক্ত হওয়া।

স্কাউটিং কিভাবে সহায়তা করে...?

১. স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন চর্চা;
২. স্কাউট পদ্ধতি প্রয়োগ নিশ্চিত করা;
৩. কিশোরদের চারিত্রিক বৈশিষ্টের মানোন্নয়ন করা;
৪. বিভিন্ন কর্মসূচিতে শিষ্টাচার শিক্ষা দান;
৫. ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ।

স্কাউটিং এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কিশোর বয়স থেকে তার চরিত্রের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে তার উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করে। আচার-আচরণ, হাটা, চলা, কথা বলা, পোশাক-পরিচ্ছেদ সকল দিক থেকে তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়। উপদল সদস্য, উপদল নেতা, ইউনিট লিডারদের সান্নিধ্য সে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করে। আবার ট্রুপ মিটিং, হাইকিং ইত্যাদি স্কাউট কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে ব্যবহারিক শিক্ষা লাভ করে। ক্যাম্পিং বা তাঁবুবাস কাল তার এই আচরণের নিয়মিত অনুশীলন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। এভাবেই একজন স্কাউটের আচার আচরণের উন্নয়ন সাধিত হয়।

কথা বলা, হাঁটা, কাজ সম্পন্ন করা, খাওয়া, থুথু ফেলা, হাঁচি-কাশি দেয়া, হাসা, পোশাক পরিচ্ছদ, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা সবই আচার আচরণের অংশ। এর সবগুলোর প্রতি নজর রাখা একান্ত কতর্ব্য।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য: সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন

১. স্কাউটরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে এবং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।
২. ভূ-প্রকৃতির নিরিখে দুর্যোগ-কালীন সময়ে দুর্যোগ মোকাবেলায় যথাযথ কৌশল অবলম্বন গ্রহণ করতে পারবেন।
৩. দুর্যোগ পরবর্তী সেবাদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

দুর্যোগ কী?

সাধারণ অর্থে দুর্যোগ বলতে আপদ (Hazard) বুঝায়। কিন্তু সকল আপদই দুর্যোগ নয়। আপদ ও বিপদাপন্ন (Vulnerability)-এ দু'টি উপাদান একত্রিত হলেই এটিকে দুর্যোগ বলা হয়।

জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী দুর্যোগ হচ্ছে, "Any event, natural or man-made, sudden or progressive which impacts with such severity that the affected community has to respond by exceptional measures". অর্থাৎ, দুর্যোগ হল প্রকৃতি বা মানুষের দ্বারা সংঘটিত এমন ঘটনা যা চলমান সমাজ জীবনকে গভীর ভাবে ব্যাহত করে এবং মানুষ, সম্পদ ও পরিবেশের এত ক্ষতিসাধন করে যা মোকাবেলায় একটি সমাজকে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী হয় যে তা শুধু নিজস্ব সম্পদ দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়।

দুর্যোগকে সাধারণত দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : ক. প্রাকৃতিক দুর্যোগ; খ. কৃত্রিম বা মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ

ক. প্রাকৃতিক দুর্যোগ : চার প্রকার

১. ভূ-তাত্ত্বিক দুর্যোগ যথা: ● ভূমিকম্প, ● অগ্নিপাত, ● ভূমিধ্বস, ● নদীভাঙ্গন

২. আবহাওয়াগত দুর্যোগ যথা : ● ঘূর্ণিঝড়, ● বন্যা, ● খরা, ● জলোচ্ছ্বাস, ● টর্নেডো

৩. পরিবেশগত দুর্যোগ যথা : ● পরিবেশ দূষণ, ● অরণ্য উজাড়, ● মরুকরণ, ● পোকার আক্রমণ

৪. মহামারি- দযুযোর্গ

খ. কৃত্রিম বা মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ:

মহাযুদ্ধ, গৃহযুদ্ধ, জনসংখ্যা বিষ্ফোরণ, প্রযুক্তিগত দূর্ঘটনা, পরিবেশ দুষণ, অগ্নিকান্ড, কৃত্রিম দূর্ভিক্ষ, যানবাহন দূর্ঘটনা ইত্যাদি।

বাংলাদেশ কেন দুর্যোগ প্রবণ এলাকা

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের নিত্যসঙ্গী হওয়া স্বাভাবিক।

বাংলাদেশের ভৌগলিক পরিচয়

ভূমির অবস্থা ও গঠনকাল অনুযায়ী বাংলাদেশের ভূ-তলকে প্রধানত: চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। এগুলো হচ্ছে-

১. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ী এলাকা: চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, শেরপুর, ও ময়মনসিংহ জেলার অংশ বিশেষ।
২. প্লাইস্টোসিন যুগের পাহাড়ী এলাকা: বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার মময়নামতি ও লালমাই চত্বর।
৩. সাম্প্রতিকালের প্লাবন সমভূমি এলাকা: হাতিয়া, সন্দীপ, ভোলা ও মনপুরা, তালপট্টি, ত্রিপুরা সমভূমি, সিলেট জেলার সমভূমি, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পদ্মা-মেঘনা-বস্ত্রপুত্র প্লাবন সমভূমি ও চট্টগ্রামের উপকূলবর্তী সমভূমি।
৪. উপকূলীয় বদ্বীপ এলাকা: উপকূলীয় ভূ-তল, বঙ্গোপসাগরের মধ্যে সোপান এলাকা।

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এমনই যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশে নিত্যসঙ্গী হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যেমন: ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকার

বৃষ্টির পানি ও বরফ গলা পানি বাংলাদেশের সঙ্কীর্ণ নদী অববাহিকা অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। এই বিশাল নদী অববাহিকার প্রায় পুরোটাই বাংলাদেশের বাইরে ও উজানে। ফলেপ্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্টকারণে বাংলাদেশে বন্যা খুবই স্বাভাবিক। বিশাল বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ জনিত ঘূর্ণিঝড় তার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যখন উত্তরে মহাদেশীয় ভূখন্ডের দিকে অগ্রসর হয় তখন বঙ্গোপসাগরে উত্তরের ফানেল আকৃতি এবং এর অব্যবহিত পরে মহাদেশীয় ভূভাগের অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল এর সহজ শিকারে পরিণত হয়।

অপেক্ষাকৃত নবীন ভূ-ভাগ এবং এর মধ্য দিয়ে বয়ে চলা পদ্মা, যমুনা, মেঘনাসহ অসংখ্য নদী বর্ষাকালে যে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, তাতে করে নদীর দুই তীরের দুর্বল ও নবীন পলিমাটি সমৃদ্ধ ভূ-ভাগ খুব সহজেই ভেঙ্গে পড়ে। বাংলাদেশের খরা পরিস্থিতি নির্ভর করে মূলত: মৌসুমী বায়ুর উপর। শীতের শেষে স্বল্প কালীন গ্রীষ্ম শেষে বর্ষার আগমন ঘটে। বর্ষা মূলতঃ বঙ্গোপসাগর থেকে আগত মৌসুমী বায়ুর অবদান। কোন কারণে মৌসুমী বায়ুর আগমন বিলম্বিত হলে খরা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

সুতরাং যুক্তিগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ স্কাউটসের DRT দেশে বিদেশে অতীব সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। নিম্নে DRT এর কার্যক্রম আলোচনা করা হলো।

যোগাযোগ ও দক্ষতা

বিভিন্ন দুর্যোগে আক্রান্তদের সেবাদানের লক্ষে বাংলাদেশের স্কাউটসের উদ্যোগে DRT (Disaster Response Team) টিম গঠন করা হচ্ছে। এই টীমের সদস্য হিসেবে দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সেবাদানের লক্ষে সদস্যদের নিম্নবর্ণিত দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন।

১. দুর্যোগে সেবাদানের জন্য সদস্যদের আগ্রহ থাকতে হবে।, ২. সুস্বাস্থের অধিকারী, কষ্ট করার মানসিকতা এবং দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হতে হবে, ৩. এডাল্ট লিডারদেরকে কমপক্ষে স্কাউট/রোভার শাখায় বেসিক কোর্স সম্পন্নকারী হতে হবে, ৪. রোভার সদস্যদের দীক্ষা প্রাপ্ত হতে হবে, ৫. প্রাথমিক প্রতিবিধান ও উদ্ধার কাজের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা হবে, ৬. সাঁতার জানা, ৭. ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, সরঞ্জামের নাম ও ব্যবহর জানা, ৮. স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে দক্ষতা, ৯. উদ্ধার বিষয়ক বিভন্ন মহড়ায় অংশগ্রহণ করা।

ডিজিস্টার রেসপন্স টীমের সদস্যদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দুর্যোগকালীন আক্রান্তদের উদ্ধার ও জীবন রক্ষায় ব্যাপক সহায়তা করবে।

দুর্যোগ মোকাবেলায় স্কাউট, রোভার ও ডিজাস্টার রেসপন্স টীম সদস্যদের করণীয়

দুর্যোগ মোকাবেলায় স্কাউট, রোভার স্কাউট ও ডিজাস্টার রেসপন্স টীমের সদস্যরা বিভিন্নভাবে সহায়তা করতে পারে। অপর পৃষ্ঠায় তাদের করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হলো:

দুর্যোগ পূর্ব

১. টীমের সকল সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করা এবং দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকা; ২. জনসচেতনতা: বাংলাদেশের যে সকল দুর্যোগ সচরাচর দেখা যায় সে বিষয়ে পূর্ব থেকেই প্রাক প্রস্তুতির ব্যাপারে স্থানীয় জনগনকে অবহিত ও প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। যেমন– বন্যা বা ঘূর্ণিঝড়ের আশংকা থাকলে বা ঘূর্ণিঝড় সংকেত দিলে উপকূলবর্তী এলাকার জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে অথবা আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। প্রতিবন্ধীদের আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার এবং স্থানান্তরে সহায়তা করা; ৩. দুর্যোগ মোকাবেলায় নিয়োজিত যে সকল সংস্থা আছে যেমন- স্থানী প্রশাসন, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, স্থানীয় এনজিওদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং জরুরী টেলিফোন নম্বর মূহ হাতের কাছে রাখা; ৪. হাঁস, মুরগী ও গবাদি পশুর নিরাপদ আশ্রয়ে রাখার ব্যাপারে সহায়তা করা; ৫. ভূমিকম্পের বেলা যেহেতু পূর্ব থেকে কোন সংকেত পাওয়া যায় না, তাই এ ক্ষেত্রে ভূমিকম্প উত্তর উদ্ধার কাজে বিভিন্ন সংস্থাকে সহায়তা করা। তবে ভূমিকম্প হলে যাতে বেশী না হয় সে বিষয় পূর্ব থেকেই জনগণকে সচেতন করা; ৬. উপকূলবর্তী এলাকার জনগণকে নিয়মিতভাবে রেডিওতে আবহাওয়া বার্তা শুনার জন্য উদ্বুদ্ধ করা; ৭. উদ্ধার কাজে মহড়ার আয়োজন ও অংশগ্রহণ করা।

দুর্যোগ চলাকালীন:

১. বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো ইত্যাদির সংকেত পেলে অবস্থা অনুযায়ী স্থানীয় জনগণকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা; ২. শুকনা খাবার, খাবার স্যালাইন, কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ, নিরাপদ পানি সংগ্রহ এবং পানি বিশুদ্ধ করার জন্য ঔষধ/ফিটকিরি মজুদ রাখা; ৩. উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় হালকা উপকরণ সাথে রাখা। ৪. আশ্রয় কেন্দ্রের শৃঙ্খলা রক্ষা করতে সহায়তা করা। ৫. আশ্রিত ব্যক্তিদের তালিকা তৈরী করা। ৬. আশ্রয় কেন্দ্রে ত্রাণ বিতরণে সহায়তা করা। ৭. স্থানীয় প্রশাসন, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, এনজিও এবং টীম লিডারসহ দলের অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা ও সহায়তা করা।

দুর্যোগ পরবর্তী:

১. উদ্ধার অভিযান পরিচালনায় স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও ও রেড ক্রিসেন্টকে সহায়তা করা। ২. ত্রাণ বিতরণে সহায়তা করা; ৩. প্রাথমিক চিকিৎসাসহ সেবাদান করা এবং আহত ব্যক্তিদেরকে হাসপাতালে স্থানান্তরে সহায়তা করা; ৪. ভাঙ্গা গাছপালা অপসরণ করে রাস্তাঘাটসমূহ যান চলাচলের উপযোগী করতে সহায়তা করা; ৫. মৃত গবাদি পশু-পাখি মাটিতে পুঁতে ফেলতে সহায়তা করা; ৬. ভাঙ্গা ঘর-বাড়ি, স্কুল-কলেজ, মসজিদ-মাদ্রাসা, মন্দির, প্যাগোডা ইত্যাদি মেরামতে সহায়তা করা; ৭. নিরাপদ পানি সরবরাহ অথবা পানি বিশুদ্ধ করার ঔষধ ও খাবার স্যালাইন বিতরণে সহায়তা করা; ৮. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে সহায়তা দান করা; ৯. স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা; ১০. উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক স্কাউট ও বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দফতরের নির্দেশনাবলী অনুসরণ করা।

বিভিন্ন দুর্যোগে হত বা আহত হলে প্রাথমিক প্রতিবিধানের পাশাপাশি তাৎক্ষণিক করণীয়:

ডিজাস্টার রেসপন্স টীমের সদস্যগণ দুর্যোগ পূর্বে, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। দুর্যোগকালীন যাঁরা আহত বা নিহত হন তাঁদের সেবায় টীমের সদস্যগণকে এগিয়ে আসতে হয়। আহতদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে অবস্থা অনুযায়ী হাসপাতালে পাঠাতে হয়। অনেক সময় এ্যাম্বুলেন্সের অপেক্ষা না করে নিজেদের স্বীয় উদ্যোগে বা বিকল্প বাহনে রোগীকে হাসপাতাল বা ডাক্তারের নিকট পৌঁছে দিতে হয়। অনেক সময় এধরণের রোগীদের অপারেশন করার প্রয়োজন হলে রক্তের যোগান দিতে হয়। রোগীর পাশে থেকে মানসিক সাহস যোগাতে হয়। আত্মীয়স্বজনদেরও সাহস দিতে হয়। তাই শুধু প্রাথমিক প্রতিবিধানে রেসপন্স টীমের সদস্যদের দায়িত্ব শেষ হয় না বরং রোগী একটু সুস্থ হওয়া পর্যন্ত সহযোগিতা প্রদানের প্রয়োজন পড়ে।

এছাড়াও অনেক সময় রোগী আহত বা অচৈতন্য হলে শ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা করে দেহে প্রাণের স্পন্দন পাওয়া গেলে নিকটস্থ হাসপাতালে রোগীকে পৌঁছে দিয়ে তাঁর পরিবার বা স্বজনদেরকে খবর পৌঁছে দিতে হয়। এ সকল কাজের পাশাপাশি দুর্যোগে কোন ব্যক্তি নিহত হলে বা কোন ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া গেলে রেসপন্স টীমের সদস্যদেরকে নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করতে হয়।

* রোগী/ব্যক্তি জীবিত না মৃত তা নিশ্চিত হতে হবে।
* স্থানীয় প্রশাসন ও থানাকে অবহিত করতে হবে।
* মৃতদেহ ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
* স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে এ ব্যাপারে অবহিত করে মৃতদেহ হস্তান্তর করতে হবে।
* নিহত ব্যক্তির ঠিকানা জানার চেষ্টা করে স্বজনদের খবর দেয়ার চেষ্টা করতে হবে।
* সম্ভব হলে স্বজনদের লাশ দাফনে সহযোগিতা করা

দুর্যোগে সেবাদানের জন্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ

কোন দুর্যোগে বলে কয়ে আসে না। তবে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাস ও লক্ষণ দেখে দুর্যোগের ভয়াবহতা অনুমান করা যায়। কোন দুর্যোগের পূর্বাভাস পেলে ডিজাস্টার রেসপন্স টীমের সদস্যগণকে আক্রান্তদের সহায়তায় এগিয়ে আসতে হয়। তাই সম্ভব হলে সাথে সাথে স্থানীয় প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস ও সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিভিন্ন আধুনিক পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে। তাছাড়া কোন জেলা ও উপজেলা বাংলাদেশের স্কাউটসের ডিজাস্টার রেসপন্স টীম গঠন হলে স্থানীয় প্রশাসন ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে পূর্বেই অবহিত করা প্রয়োজন। এতে কার্যকারী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই কার্যকারী যোগাযোগের জন্য টীম লিডারের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

বাংলাদেশের সকল উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও উপজেলা স্কাউটসের সভাপতি। একইভাবে জেলা পর্যায়ের জেলা প্রশাসক জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি এবং জেলা স্কাউটস ও জেলা রোভারের সভাপতি। কাজেই এব্যাপারে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সহজেই কার্যকারী যোগাযোগ করা সম্ভব। তাছাড়া নিঃস্বার্থ সেবাদানে স্কাউটসের ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত। তাই দলনেতা নিজে বা জেলা/উপজেলা স্কাউটসের মাধ্যমে জেলা এবং উপজেলা প্রশাসনের সাথে সহজেই যোগাযোগ করতে পারেন এবং ফলাফল ও পরিস্থিতি অবহিত করতে সক্ষম হবেন। একইভাবে দুর্যোগকালে অন্যান্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে টেলিফোনে বা মোবাইলের যোগাযোগ করলে তাৎক্ষণিক সাড়া পাওয়া যাবে কেননা দুর্যোগ আক্রান্তদের সেবাপ্রদানে সকল প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রস্তুতি ও তৎপরতা থাকে। এর পাশাপাশি রয়েছে সরকারী নির্দেশনা। দুর্যোগ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ আক্রান্তদের দুর্যোগ প্রশমনে সহায়তা করে।

ঝুঁকি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন

১. ঝুঁকি কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. ঝুঁকির ধরন ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
৩. নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা কী এবং কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪. নিরাপত্তার উপকরণসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।
৫. নিরাপত্তায় অপ্রাকৃতিক বিষয়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

ঝুঁকি: (Risk)

কোন কার্যক্রম পরিচালনাকালে যদি কোন প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে তাকে ঝুঁকি বলা যেতে পারে।

ঝুঁকির প্রকার

১. **প্রাকৃতিক ঝুঁকি:** ঝড়, তুফান, সাইক্লোন, হারিকেন, বজ্রপাত, সুনামি, অগ্নিউদগীরণ ইত্যাদি;

২. **অপ্রাকৃতিক ঝুঁকি:** আগুন, পানি, গ্যাস, রাসায়নিক দ্রব্য দূর্ঘটনা জনিত (বিভিন্ন স্কাউট কার্যক্রম পরিচালনা কালে ও যাতায়াত পরিবহন কালে) হিংস্র জীবজন্তুর আক্রমণ জনিত ঝুঁকি ইত্যাদি।

ঝুঁকির ধরণ

১. আংশিক হাত পা ভাঙ্গা, শরীরের কোন না কোন অংশের ক্ষতি হওয়া বা আঘাত পাওয়া, কোন সম্পদের ক্ষতি হওয়া ইত্যাদি।
২. পূর্ণাঙ্গ কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলা, সম্পন্ন শরীর অচল হয়ে যাওয়া, মৃত্যুজনিত ক্ষতি ইত্যাদি।

নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

নিরাপত্তা: ঝুঁকি থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য যে সব প্রতিরোধমুলক ব্যবস্থা নেয়া হয় তাঁকে নিরাপত্তা বলা যেতে পারে।

ব্যবস্থাপনা : ঝুঁকির কারণে সৃষ্ট ক্ষতিকে পুষিয়ে নেয়ার জন্য যে সব কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয় তাকে ঝুঁকির নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বলা যেতে পারে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য করণীয়

১. সুষ্ঠু পরিকল্পনা;
২. সংগঠন;
৩. বাস্তবায়ন;
৪. নিরাপত্তা ব্যবস্থাসমূহ।

নিরাপত্তার উপকরণসমূহ

১. প্রাথমিক প্রতিবিধান;

২. পানি ও আগুন থেকে উদ্ধার কাজের সরঞ্জাম (রোলাইন, লাইফ জ্যাকেট, লাইফ লাইন, ভাসমান বস্তু, বালি, ফায়ার ইন্ঠিংগুইশার ইত্যাদি);

৩. বিভিন্ন ঝুঁকির উদ্ধার কর্মী ও সরঞ্জাম।

অপ্রাকৃতিক ঝুঁকি নিরসনের উপায়

১. তাঁবুতে মোমবাতি না জ্বালানো;
২. বৈদ্যুতিক সংযোগ না রাখা;
৩. রান্নার পর আগুন নিভিয়ে দেয়া;
৪. প্যাট্রোল ডিউটি কার্যকর রাখা;
৫. বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার নিশ্চিত করা;
৬. সাঁতার না জানলে পানিতে নামতে না দেয়া;
৭. পানিতে পড়ে গেলে দ্রুত উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা;
৮. বিষাক্ত গ্যাস, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি থেকে নিরাপদ দূরত্ব থাকা;
৯. নিরাপদ ও ঝুঁকিহীন যানবাহনে যাতায়াত করা;
১০. বাস, ট্রেন, লঞ্চ ইত্যাদির ছাদে না উঠা ও অতিরিক্ত বোঝা বহন না করা;
১১. চলাচলে সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বণ করা;
১২. তাড়াহুড়া করে অপ্রস্তুত অবস্থায় যানবাহনে না চলা;
১৩. নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে গন্তব্যে পৌছার পরিকল্পনা ও পর্যন্ত সময় হাতে রাখা;
১৪. যাতায়াতের সময় বাসে ও অস্বাস্থ্যকর কিছু আহার না করা;
১৫. চলাচলের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্কাউট আইন মেনে চলা;
১৬. ইউনিট লিডারকে দায়িত্বশীল ও সতর্কতা দৃষ্টি রাখা;
১৭. কোন ক্যাম্পুরী / জাম্বুরীতে অংশগ্রহণের পূর্বে অভিভাবকদের লিখিত অনুমতি পত্র গ্রহণ করা।

নিরাপত্তার উপকরণসমূহ

১. প্রাথমিক প্রতিবিধান;
২. পানি ও আগুন থেকে উদ্ধার কাজের সরঞ্জাম (রোলাইন, লাইফ জ্যাকেট, লাইফ লাইন, ভাসমান বস্তু, বালি ফায়ার ইস্টিংগুইশার ইত্যাদি)
৩. বিভিন্ন ঝুঁকির উদ্ধার কর্মী ও সরঞ্জাম।

স্কাউটিংয়ে ঝুঁকিসমূহের ক্ষেত্র

প্যাক মিটিং, কাব কার্নিভাল, কাব অভিযান, কাব হলিডে ও কাব ক্যাম্পুরীতে ঝুঁকিসমূহ কী কী এবং ঝুঁকি নিরসনের উপায় নির্ধারণ করুন।

কার্যক্রমের নাম	ঝুঁকিসমূহ	ঝুঁকি নিরসন বা নিরাপত্তায় করণীয়

স্কাউটিংয়ে খেলাধুলা ও গানের ব্যবহার

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য: সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন

১. স্কাউটিং-এ খেলাধুলা ও গানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. উদ্দেশ্যানুযায়ী গান ও খেলাধুলার শ্রেনী বিভাগ করতে পারবেন।
৩. গান এবং খেলাধুলার নেতৃত্ব প্রদান ও পরিচালনা করতে পারবেন।
৪. গান ও খেলাধুলা কার্যকরভাবে পরিচালনার নিয়ম নীতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
৫. স্কাউটিং-য়ে খেলাধুলার তাৎপর্য ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গান ও খেলাধুলা স্কাউটিং-এ সবচেয়ে জনপ্রিয় বিনোদনমূলক কার্যক্রম। যুববয়সীদের জীবনে এ দুটো বিষয়ের গুরুত্বও অপরিসীম। যুবরা গাইতে ভালবাসে। এটি তাদের ভাব ও অনুভূতি প্রকাশের একটি অন্যতম মাধ্যম। সুখে-দুঃখে, অবসরে তারা খেলাধুলা প্রছন্দ করে। খেলাধুলা তাদের কাছে বিনোদনের চেয়েও বেশী গুরুত্ব পেয়ে থাকে। স্কাউটিং কার্যক্রমে এ দুটো বিষয়কে যুবদের সঠিক মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভ্যাস গড়ে তোলার কার্যকর উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এ দুটো বিষয় সঠিকভাবে পরিচালনার ওপর স্কাউটদের সার্বিক উন্নতি নির্ভরশীল।

খেলাধূলা: বি পি, বলেছেন,"Scouting is a game for the boys and job for the adults" অর্থাৎ, স্কাউটিং স্কাউটদের জন্য এমনই একটা বৈচিত্রময় কর্মসূচি যা খেলাধুলার মতই আনন্দ দিয়ে থাকে। এ কারণে স্কাউটিংয়ে যে সকল খেলা করানো হয়ে থাকে সেগুলো অবশ্যই মুক্তাংগণে এবং জ্ঞানভিত্তিক হতে হবে- যার মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিযোগিতা রয়েছে। স্কাউটিংয়ে খেলাধুলাকে প্রোগ্রামের আওতাধীনে যোগ্যতা বৃদ্ধির সহায়ক ভুমিকা রাখার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

খেলাধুলা পরিচালনা করার সাধারণ কৌশল: কোন খেলা কখন এবং কোন বয়সীদের জন্য আনন্দদায়ক হবে তা বলা কঠিন। খেলা পরিচালনাকারীর যোগ্যতা ও কৌশলের ওপর বেশীরভাগ নির্ভর করে কোন খেলাটি কখন স্কাউটদের জন্য যথাযথ হবে। যেমন রান্নার ভাল-মন্দ নির্ভর করে বাবুর্চির যোগ্যতা,অভিজ্ঞতা ও কৌশলের ওপর। আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে ভাল খেলা উপহার দিতে পারব বলে বিশ্বাস।

ক. প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে যে, খেলাটি দলের জন্য উপযুক্ত কিনা। বিভিন্ন সময়ে চেষ্টা চালিয়ে দেখা যেতে পারে। একটি পছন্দের খেলা পুনরায় খেলানো যেতে পারে কিন্তু বেশীমাত্রায় বারবার একই খেলা খেলানো উচিত নয়। প্রতি মাসে নতুন নতুন খেলা করাতে হবে।

খ. শ্রেষ্ঠ খেলা সেইগুলো যার মধ্যে সকলেই একত্রে অংশগ্রহণ করে থাকে।

গ. ষষ্ঠক / উপদলের সদস্যদের কখনও অতি ব্যতিক্রম অবস্থা ছাড়া বিচ্ছিন্ন করা উচিৎ নয়।

ঘ. সিনিয়র ষষ্ঠক / উপদল নেতার দ্বারা খেলা পরিচালনা করতে হবে কারণ এটা তার দায়িত্ব।

ঙ. খেলা শুরুর পূর্বে খেলার নিয়ম ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

চ. খেলার নাম বলতে হবে কারণ স্কাউটরা খেলার চেয়ে খেলার নাম বেশী মনে রাখে।

ছ. খেলার ডেমনেস্ট্রেশন দিতে হবে।

জ. খেলা শুরুর পূর্বে খেলার উপকরণ প্রস্তুত রাখতে হবে।

খেলাধূলার প্রকারভেদ

স্কাউটদের বয়স ভেদে ও চাহিদানুসারে বিভিন্ন ধরণের খেলা স্কাউট প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। নিম্নে খেলাধুলার প্রকারভেদে কিছু উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা হল।

১. **সাধারণ খেলা:** এই খেলা স্কাউটদের মনোযোগীতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। এটি ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা অর্থাৎ দলের/উপদলের কে সবচেয়ে মনোযোগী তা নিরুপন করা যায়। যেমন, ইন দি পন্ড অন দি ব্যাঙ্ক, রুমাল চুরি, কাবদের জন্য- বৌ চি, জায়গা দখল ইত্যাদি।

২. **দলীয় খেলা :** সমষ্টিগত বা দলগত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নেতৃত্ব, শৃংখলা এবং একাত্মবোধের উন্মেষ ঘটানো যায়। যেমন তুহিন-তুষার-তুফান; কাবদের জন্য ইত্যাদি।

৩. **আন্তঃ ষষ্ঠক/ উপদল খেলা:** ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও দলীয় চেতনা বৃদ্ধির জন্য এই খেলা করা হয়। যেমন বজ্রবিদ্যুৎ; কাবদের জন্য- গোল্লাছুট, খো খো, ইত্যাদি।

৪. **ইন্দ্রিয়ের খেলা:** পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উন্নয়ন সাধন এগুলো খেলার মাধ্যমে সম্ভব। কাব ও স্কাউটদের জন্য একই ধরনের খেলা রয়েছে যেমন কিমস গেম, টেস্ট গেম, ইত্যাদি।

৫. **পরীক্ষার খেলা :** ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি এই খেলার উদ্দেশ্য। যেমন নটিং রীলে ; কাবদের জন্য -মৎস্য শিকার ইত্যাদি

৬. **নীরব খেলা :** ব্যক্তিগত মনোযোগ বৃদ্ধি এই খেলার মূল উদ্দেশ্য। ইউনিটের সকলেই এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে। যেমন, 'Dogs and the bone' কাবদের জন্য - কানামাছি, বন্ধু তুমি কোথায় ইত্যাদি।

৭. **বিস্তৃত অংগণের খেলা :** দলীয় সহযোগিতা ও চেতনা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের বিকাশ, শৃংখলা, দক্ষতা এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতা বৃদ্ধিই এই খেলার উদ্দেশ্য। যেমন -পতাকা ছিনতাই, নাইট গেম কাবদের জন্য গোল্লাছুট ইত্যাদি।

গানের ব্যবহার

রোমাঞ্চকর কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সময় স্কাউটরা সমবেত কর্মসংগীত (Action song) খুবই পছন্দ করে যাতে ক্লান্তি সহজে দূর হয়ে যায়। এই গানের মাধ্যমে তার জড়তা দূর হয় ও কর্মনৈপুন্যতা বৃদ্ধি পায়। স্কাউটদের মানসিক চাহিদা মাফিক গান কর্মউদ্দীপনা এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। স্কাউট কার্যক্রমে প্রার্থনা সংগীত, কর্মসংগীত, পল্লী সংগীত, লোক গীতি, হাস্য কৌতুক, আনন্দ উজ্জল গান সহ বিভিন্ন কর্মনৃত্য, ব্রতচারী নৃত্য, লোক নৃত্য, নৃত্য গীতি ইত্যাদি সংমিশ্রনে থাকা বাঞ্চনীয়।

গানের উপস্থাপনা

সংগীত পরিবেশনকারী নিম্নে বর্ণিত ৬টি উপাদানের প্রতি মনোযোগ রাখতে হবে।

১. সংগীতের শিরোনাম : সংগীত পরিবেশনকারী লিডার প্রথম দু'লাইন গেয়ে শুনাবে পরে সকল সদস্য একত্রে গাইবে।

২. সংগীতের তথ্য : গানটি সকলের মুখস্ত থাকতে হবে বা লিখে প্রত্যেকের হাতে কপি দিতে হবে, অন্যথায় রিদম ঠিক থাকবে না।

৩. চাবি/সুর : সঠিক সুরে গানটি উপস্থাপন করতে হবে এবং সকলেই যেন সঠিক সুরে গাইতে পারে।

৪. টেম্পো বা জোশ : সংগীতের অন্তরা ও সঞ্চারির মধ্যে সুরের মাত্রা উঠানামা করবে।

৫. ক্লাইমেক্স বা চরম মুহূর্ত : সংগীতের শেষ পর্যায়ে ঘন ঘন পংতি উচ্চারণ করে দর্শকদের গানের মধ্যে পুরাপুরি মগ্ন করার আবহ সৃষ্টি করতে হবে।

৬. উপস্থাপনার ধারাবাহিকতা : একই ধরণের বিষয় যেন বার বার উপস্থাপনা করা না হয়। আগ্রহ ও বৈচিত্রতা আনয়নে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করতে হবে যেন অতিথিবৃন্দ বা দর্শক অস্বস্তি বোধ না করে।

খেলাধুলা বা গানের ব্যবহার করে প্রোগ্রাম আকর্ষণীয় ও বৈচিত্রময় করার কৌশল

স্কাউটিংয়ে শাখা ভিত্তিক প্রোগ্রামবাস্তবায়নে ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণে আগ্রহী ও উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিংসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, আনন্দদায়ক, শিক্ষণীয় সহায়ক খেলাধুলা ও গান অন্তভূক্তি বা ব্যবহারে উক্ত প্রোগ্রাম/কার্যক্রমকে প্রাণবন্ত প্রাণচঞ্চল, সক্রিয় ও কার্যকর করতে সহায়ক। সুতরাং খেলাধুলা ও গান অন্তভূক্তির সময় চরিত্র গঠনমূলক তথা উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক বিবেচনায় রেখে খেলাধুলা ও গান করতে হবে। একই গান ও খেলাধুলা বার বার প্রদর্শন না করে নতুন নতুন খেলা ও গান প্রচলন করতে হবে। এতে অংশগ্রহণকারীদের আকর্ষণ বাড়বে এবং উৎসাহী ও আগ্রহী হবে।

তাঁবু জলসা

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য: সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন

১. স্কাউটিং-এ তাঁবু জলসার প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং প্রকারভেদ বিস্তারিত জানতে পারবেন এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২. কার্যকর তাঁবু জলসার উপাদানসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।

৩. মূল্যবোধের উন্নয়ন, নেতৃত্বের বিকাশ ও বিনোদন কার্যক্রম হিসেবে তাঁবু জলসার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

৪. তাঁবু জলসার পরিকল্পনা প্রণয়ন, সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা, নিরাপত্তা, আগুন জালানো ও পরিচালনার বর্ণনা করতে পারবেন।

তাঁবু জলসা

তাঁবু জলসা চলাকালীন রাতে বাতি নিভানোর শেষ সংকেত এর পূর্ব পর্যন্ত দিনভর ক্লান্তি অবসাদ দূরিকরণার্থে আগুনের চারপাশে সমবেত হয়ে বিনোদনমূলক শিক্ষণীয় নির্মল আনন্দ লাভের জন্য স্কাউটের অনুষ্ঠানকে তাঁবু জলসা বা ক্যাম্প ফায়ার বলে। তাঁবু জলসায় কৌতুককর কাহিনী এবং রসাত্মক গল্প যা তাঁবু বাস চলাকালীন ঘটেছে তা বলার সময়। তাঁবু জলসা হাইক শেষে গান গাওয়ার জন্য এবং হাইকের পূর্ব মুহূর্তে কোন উত্তেজক ঘটনা বা দুঃসাহসিক কোন ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য নির্ধারিত সময়। তাঁবু বাসে সারাদিনভর ক্লান্তি অবসাদ দূর কল্পে তাঁবু জলসা হাসি তামাসা ও কৌতুক করার সময় বলে। তাঁবু জলসা বা ক্যাম্প ফায়ার খেলাধুলা এবং স্কাউটিং স্পিরিট ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধি করার সময়। একজন অভিজ্ঞ ইউনিট লিডার ক্যাম্প ফায়ারের মাঝে নৈতিকতা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধির চেয়ে আরোও অনেক কিছু দেখতে পান। তাঁর কাছে তাঁবু জলসা হচ্ছে স্কাউটদের চরিত্রের উন্নয়ন সাধন, ইতিবাচক মূল্যবোধ সৃষ্টি এবং নিঃস্বার্থ সেবাদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব গঠনের উপযুক্ত কৌশল। তাঁর কাছে তাঁবু জলসা হচ্ছে স্কাউটদের পরিশুদ্ধ করার উপাদান যা বালকদের মনের কলুষতা ভস্মিভূত করে তাদেরকে পলিশ করা সোনার মত আদর্শ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে।

তাঁবু জলসায় মূল্যবোধ শিক্ষা

মূল্যবোধ উন্নয়নে তাঁবু জলসাকে একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে তৈরি করা যায়। প্রথমতঃ তাঁবু জলসা কর্মসূচিতে মূল্যবোধ বিষয়ক উপস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং এর অনুশীলন করতে হবে, যেমন অংশগ্রহণকারী স্কাউটদেরকে অবশ্যই অনুধাবন করাতে হবে যে, স্কাউটদের ক্যাম্প ফায়ারে কোন প্রকার অশ্লীল আপত্তিকর ও অপ্রীতিকর বিষয়বস্তু উপস্থাপনের অনুমতি নাই। এমন ধরনের কোন অনুষ্ঠান উপস্থাপন বা অংশগ্রহণ করা যাবে না যা পিতামাতা, শিক্ষক, ইউনিট লিডার, বালক অথবা বয়স্ক লোক, সরকারি কর্মকর্তা বা ধার্মিক/সাধক কাউকে অসম্মান করতে পারে। এ ধরনের কোন কিছু ঘটলে তাৎক্ষণিক বিশেষ নির্দেশের মাধ্যমে তাঁবু জলসা বা ক্যাম্প ফায়ারের আইটেম বন্ধ করে দিতে হবে।

লক্ষ্য

ক্যাম্প ফায়ারের মূল লক্ষ্য হল, চিত্ত বিনোদনের মাধ্যমে স্কাউট পদ্ধতির বাস্তবায়ন ঘটানো। নেতৃত্ব ও প্রতিভা বিকাশের সর্বশেষ কৌশল হিসেবে ক্যাম্প ফায়ারের গুরুত্ব খুব বেশী।

উদ্দেশ্য

স্কাউটদের জড়তা এবং লাজুকতা দূর করা, নেতৃত্ব এবং শৃংখলাবোধের উন্মেষসহ সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধনই হল তাঁবু জলসার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁবু জলসা প্রোগ্রামের একটি অংশ এবং এটি একটি অনুষ্ঠান। নবাগত অবস্থায় ষষ্ঠক/উপদলের মধ্যে দলীয় উপস্থাপনায় কেবলমাত্র হাততালির মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে থাকে এবং পরবর্তীতে জড়তা কাটিয়ে ধাপে ধাপে তার সৃজনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নেতৃত্বের পূর্ণতা লাভে সক্ষম হয়।

তাঁবু জলসার প্রকৃতি: বৈশিষ্ট্যের আলোকে তাঁবু জলসাকে দু'ভাগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ক. **আদর্শ তাঁবু জলসা:** একটি আদর্শ তাঁবু জলসায় দরকারী উপাদানগুলো হল, ১) চিত্ত বিনোদনমূলক কার্যক্রম: চমকপ্রদ গান, অভিনয়, ম্যাজিক, কমিক, ক্যারিকেচার, গল্প ইত্যাদি ২) আনুষ্ঠানিকতা: আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে আগুন জ্বালান, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, সমাপ্তি অনুষ্ঠান ৩) প্রদর্শনী: আগুন বাড়ার সাথে সাথে সকলে কর্মতৎপর হবে। বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে প্রোগ্রামের সময় কম বেশী হবে। বিষয়ের উপযোগী পোশাক বা অংগ সজ্জা করতে হবে। পরিবেশনটি এমন হবে যে সকলের অংশগ্রহণের উপযোগী বিষয় হবে।

খ. **কার্যকর তাঁবু জলসা:** কার্যকর তাঁবু জলসার লক্ষ্যণীয় উপাদান হলো ; ১) সঠিক পরিকল্পনা ২) প্রোগ্রাম কর্মসূচির মধ্যে পর্যায়ক্রমে ভাল আইটেম তালিকাভূক্ত করা অর্থাৎ আগুন ধীরে ধীরে বৃদ্ধির সাথে আকর্ষণীয় বিষয় বাড়তে থাকবে এবং আগুনের তীব্রতা ও ক্ষীপ্রতার সাথে উপস্থাপিত বিষয়গুলিরও আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং আইটেমগুলো তিন থেকে ৫ মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন করা ৪) তাঁবু জলসা বা তাঁবু জলসা ৬০ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হয়।

কার্যকর তাঁবু জলসা অনুষ্ঠান উপহার দেয়ার জন্য নিম্নে বিষয়গুলি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান: সংক্ষিপ্ত, সৃজনশীল এবং আকর্ষণীয় হতে হবে।

সমবেত সংগীত: লোক সংগীত, দেশাত্মবোধক গান, জারী গান, আধ্যাত্মিক গান, মিশ্র সংগীত, প্যারোডি গান এবং অ্যাকশান সং থাকবে।

অভিনয়: আঞ্চলিক অথবা আধুনিক নৃত্য, কমিক, লোক সংস্কৃতি, দেশাত্মবোধক এবং আধ্যাত্মিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ থাকতে হবে।

শিক্ষণীয় বিষয়: স্কাউটিংয়ের বিভিন্ন দক্ষতার বিষয় সম্পর্কিত উপস্থাপনা থাকা দরকার।

বিনোদনমূলক: তাঁবু জলসা অবশ্যই বিনোদনমূলক, হাসি, আনন্দ ও রহস্যময় ভরা থাকতে হবে।

তথ্য এবং উপস্থাপনা: সুন্দর উপস্থাপনা এবং কোন বিষয়ে কোন উপদল পরিবেশন করবে বিস্তারিত বিবরণ থাকতে হবে। অর্থাৎ বিষয় এবং উপদলের বিস্তারিত পরিচয় জানাতে হবে। কোন দল, উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ইত্যাদির বিবরণ দিতে হবে।

উৎসাহব্যাঞ্জক বার্তা: ইউনিটের ক্যাম্প ফায়ারের ক্ষেত্রে কোন উপদল নেতা এবং সমাবেশের ক্ষেত্রে কোন ইউনিট লিডারের অধীনে দলটি এসেছে তার নাম ও তার অন্যান্য প্রশংসনীয় তথ্য থাকতে হবে।

তাঁবু জলসার প্রকারভেদ

ক্যাম্প ফায়ারের সামগ্রিক উপস্থাপনাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। ১. নিবেদনমূলক/ প্রতিনিধিত্বমূলক (Representative): এই তাঁবু জলসা খুবই সাধারণ ও মার্জিত, সাবলীল, হাস্যরশিকতা ও বিনোদনমূলক হয়ে থাকে। উপদল নেতা মূল চরিত্রে অবস্থান করে ২. আবেগিক/ সামাজিক (Fellowship or social): সমবেত সংগীত, চুটকী, কমিক, অভিনয় করা যা নৈতিকতাবোধের উন্মেষ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করে এবং ৩. আধ্যাত্মিক/ উৎসাহ ব্যাঞ্জক (Inspirational or spiritual): এই তাঁবু জলসা মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে উপস্থাপন করা হয়। এতে আঞ্চলিক গান/জারি, দেশাত্মবোধক গান,আধ্যাত্মিক ও উৎসাহব্যাঞ্জক বিষয় উপস্থাপনা থাকে।

বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে তাঁবু জলসাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ১. স্কাউট আদর্শ বিষয়ক তাঁবু জলসা: এ ক্যাম্প ফায়ারের মধ্যে স্কাউটিংয়ের মূলনীতি প্রতিফলিত হয় ২. দক্ষতা প্রদর্শনমূলক তাঁবু জলসা: এই ক্যাম্প ফায়ারের মধ্যে স্কাউটিংয়ের দক্ষতার বিষয়গুলি প্রতিফলিত হয়ে থাকে এবং ৩. অনুষ্ঠানপূর্ণ তাঁবু জলসা: এই ক্যাম্প ফায়ারে পূর্ব থেকে প্রতিশ্রুত এবং অনুষ্ঠানের জন্য গৃহীত বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়।

তাঁবু জলসার সীমাবদ্ধতা

ক. অনুষ্ঠান অবশ্যই নির্মল ও বিনোদনমূলক হতে হবে। খ. অশ্লীল কোন বাক্য ব্যবহার করা উচিৎ হবে না। গ. একটি উপস্থাপনা ৩-৫ মিনিটের বেশি হবে না। ঘ. উপস্থাপনা সম্পূর্ণ অকৃত্রিমভাবে সম্পন্ন করতে হবে অর্থাৎ কোন কৃত্রিম যন্ত্রপাতির বা অন্যের/ বাহিরের কোন সহায়তা গ্রহণ করা যাবে না। ঙ) একক কোন বিষয় উপস্থাপন করা যাবে না। চ. ছেলে মেয়ের ভূমিকায় বা মেয়ে ছেলের ভূমিকা অবলম্বন করতে পারবে না। ছ) কোন গোত্র / গোষ্ঠির বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গত্মক বাক্য ব্যবহার বর্জনীয়। ঝ) কুরুচী পূর্ণ গান /অভিনয় পরিহার করতে হবে।

তাঁবু জলসায় আগুন জ্বালানো

স্কাউট ক্যাম্পে স্কাউটরা আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশে বিভিন্ন প্রকার নাচ-গান, অভিনয় ও আনন্দ করে থাকে। অন্য দিকে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে চারদিক থেকে চারজন চারটি মশাল জ্বালিয়ে তাদের আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং একত্রে ক্যাম্প ফায়ারের অগ্নি প্রজ্জলন করা হয়।

তাঁবু জলসার লিডার

তাঁবু জলসা যিনি পরিচালনা করেন তিনি তাঁবু জলসা লিডার নামে অভিহিত হন। তাঁবু জলসা লিডারের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী লিডার মনোনীত করবেন ও দায়িত্ব ভাগ করে দিবেন। তাঁবু জলসা লিডারের নির্দেশিত সহকারী লিডারগণ সুষ্ঠুভাবে তাঁবু জলসা সমাপণ করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সে ক্যাম্প ফায়ারে আগুন প্রজ্জলনের বাধ্যবাধকতা নাই কিন্তু, স্কাউট প্রোগ্রামে এর আগুন প্রজ্জলনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

ইয়েল

ইয়েল শব্দের অর্থ উচ্চস্বরে আনন্দ ধ্বনি করে মনের উল্লাস প্রকাশ করা। এই আনন্দ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে স্কাউটরা তাদের উপস্থাপনা কৌশল এবং সৃজনশীলতা ও উপস্থিত বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়ে থাকে। এই কারণে স্কাউটিংয়ের শুরু থেকে ইয়েল ক্যাম্প ফায়ারের অংশ হিসেবে প্রচলন রয়েছে। বিভিন্ন কৌশলে নানা অংগভংগিতে ইয়েলকে আকর্ষণীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ করা দরকার।

শরীর চর্চা ও স্বাস্থ্য

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য: সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন-

১. স্বাস্থ্য রক্ষায় শরীর চর্চার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. বি পি পিটি কী, কেন এবং কীভাবে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
৩. বিপি পিটিতে শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাসের নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪. বিপি পিটিতে প্রার্থনার বিষয় বলতে পারবেন।
৫. স্কাউটদের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কৌশল জানতে ও বুঝাতে সমর্থ হবেন।
৬. খাদ্যের মূল উপাদানগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করবেন ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল'- এ প্রবাদবাক্যটি আমাদের সবার জানা থকলেও আমরা প্রায় সকলেই স্বাস্থ্যের প্রতি তেমন একটা যত্নবান হয়ে উঠতে পারি না। রোগের উৎপত্তি এবং তার প্রতিরোধ করার উপায় জানা থাকলে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যায়াম যেমন জরুরী তেমনি সুষম খাদ্য গ্রহণ অতি প্রয়োজন। নিয়মিত ব্যায়ামগুলো করলে অল্প সময়ে অতি সহজে সাধারণ রোগ-ব্যাধি যেমন, মাথা ব্যাথা, ঘাড়ে ব্যাথা, বাতের ব্যাথা, পেটের পীড়া ইত্যাদি রোগ থেকে ভাল থাকা যায়। ব্যায়ামের সাথে সাথে 'স্বাস্থ্য শিক্ষার' প্রতি নজর দিতে হবে। প্রকৃত স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তিরা সারা জীবন অনায়াসে নিরোগ থাকতে পারে।

খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন: স্বাস্থ্য রক্ষা এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিনের অবদান সম্পর্কে আমাদের ধারণা থাকা অপরিহার্য। আমাদের শরীরের জন্য খাদ্যপ্রাণ অত্যন্ত দরকারি, তবে এর প্রয়োজনের মাত্রা খুব কম। ভিটামিন 'বি' এবং 'সি' সমৃদ্ধ খাবার প্রত্যেকদিন কিছুনা কিছু খাওয়া উচিত। প্রয়োজনাতিরিক্ত ভিটামিন ঘাম ও প্রস্রাবের সাথে সবটাই বেরিয়ে যায় যা অন্য কোন ভিটামিনের মত শরীরে জমা থাকে না। ভিটামিন 'বি' এর অভাবে ক্ষুধার অভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য, চর্মরোগ, মানসিক অবসাদ, ঠোঁটের কোনায় বা মুখের মধ্যে ঘা ইত্যাদি দেখা দেয়। ভিটামিন 'বি' এর অনেকগুলো ভাগ রয়েছে। সবগুলো নিয়ে একত্রে বলা হয় ভিটামিন 'বি' কমপেক্স। ভিটামিন 'সি' এর অভাবে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমেই কমে আসে এবং সহজেই সর্দি-কাশি ও বিভিন্ন চর্ম রোগের প্রার্দূভাব ঘটে। ভিটামিন 'সি' ত্বকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

খাদ্য-পুষ্টি: যে খাদ্য কোন ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক চাহিদা পূরণ করতে পারে এবং তার প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট হয় তাকেই পুষ্টিকর খাদ্য বলা হয়। খাদ্যের মাত্রা বা পরিমাণ নির্ভর করে ব্যক্তির দৈহিক পরিশ্রম, শারীরিক অবস্থা, বয়স, পেশা বা মানসিক ইচ্ছার ওপর। পরিশ্রমী ব্যক্তির জন্য দরকার অধিক মাত্রায় আমিষ, শ্বেতসার ও শক্তি উৎপাদনকারী খাদ্য।

বি-পি পিটির গুরুত্ব: বি-পি স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে ছয়টি ব্যায়ামের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ ব্যায়ামগুলো হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস শক্তিশালী করে, রক্ত হতে দূষিত পদার্থ দূর করে, শরীর হতে খাদ্যের অবশিষ্টাংশ ও ময়লা দূর করার জন্য অন্ত্রকে সক্রিয় রাখে, দেহের সর্বাংশে রক্ত সঞ্চালনের জন্য পেশীগুলোকে চালিত করে এবং রক্তের জন্য পাকস্থলিকে কাজে ব্যস্ত রাখে।

বি-পি শারীরিক ব্যায়াম ও এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, "অনেকেই মনে করে যে, ব্যায়ামের উদ্দেশ্য হল বিপুল মাংসপেশী গঠন করা। কিন্তু সুস্থ ও সবল হতে হলে প্রথমেই শুরু করতে হবে দেহের ভিতর থেকে; যাতে দেহে নিয়মিত রক্ত-সঞ্চালন হয় এবং হৃৎপিণ্ড সঠিক কাজ করে। এসব স্বাস্থ্য গঠনের গূঢ় রহস্য আর দৈহিক ব্যায়ামের দ্বারাই সে রহস্য উদঘাটন করা যায়"।

যেভাবে রক্ত চলাচল সুগম হয় -

ক. হৃৎপিন্ডকে শক্তিশালী করলে দেহের সকল অংগ-প্রত্যংগে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সুচারুরূপে চলতে থাকবে যার দ্বারা মাংস, হাড় ও পেশীসমূহ সুগঠিত হয়ে থাকে। ব্যায়াম: ধ্বস্তাধস্তি এবং কব্জির যুদ্ধ।
খ. ফুসফুস শক্তিশালী হ'লে, রক্তে প্রচুর পরিমাণে টাটকা বায়ুর স্পর্শ দান করবে। ব্যায়াম: গভীর শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া
গ. রক্ত হতে দূষিত পদার্থ দূর করার জন্য শরীর ঘামাতে হবে। ব্যায়াম শেষে গোসল বা ভিজা গামছা দিয়ে শরীর মুছে ফেলা
ঘ. রক্তের পুষ্টির জন্য পাকস্থলিকে কাজ করাতে হবে। ব্যায়াম: শরীর বাঁকানো বা মোচড় দেয়া
ঙ. শরীর হতে খাদ্যের অবশিষ্টাংশ ও ময়লা দূর করবার জন্য অন্ত্রকে সক্রিয় রাখতে হবে। ব্যায়াম: শরীর বাকানো বা তলপেটে ঠাসানো। প্রচুর ঠাণ্ডা পানি পান করা। দৈনিক মলত্যাগ করা।
চ. দেহের সর্বাংশে রক্ত সঞ্চালনের জন্য পেশীগুলিকে চালিত করা। এতে দেহের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে ছয়টি ব্যায়াম ছোটই হউক আর দুর্বলই হউক প্রত্যেক বালকের পক্ষেই সবল ও সুস্থ হওয়া সম্ভবপর যদি খানিকটা কষ্ট করে প্রতিদিন কয়েকটা শারীরিক ব্যায়াম করে। এতে মাত্র দশ মিনিট সময় লাগবে।

১ নং পিটি। মাথা ও ঘাড়ের ব্যায়াম (For Head and Neck)

উদ্দেশ্য : এ ব্যায়াম করলে মাথা ও ঘাড়ের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

প্রথমে দুই হাতের তালু ও আঙ্গুল দিয়ে কয়েকবার মাথা, মুখমন্ডল এবং ঘাড় ঘসে নিতে হবে। তার পর আংগুলগুলো দিয়ে ঘাড় এবং গলার মাংশপেশী টিপে নিতে হবে। ঘুম ভাংগার পর বিছানায় বা ঘরেও এই পি-টি করা যেতে পারে। তার পরে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে, দাঁত ব্রাশ করে নাক মুখ ধুয়ে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি পান করে পরবর্তী পিটিগুলি করতে হবে। পিটি করার সময় সকল সঞ্চালন যতখানি সম্ভব ধীরে করতে হবে।

মাথার যত্নঃ মস্তিষ্ক দেহের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মস্তিষ্কের উপরিভাগ দুই ভাগে বিভক্ত। ডান পাশের অংশকে ক্রিয়েটিভ ব্রেন এবং বাম পাশের অংশকে লজিক্যাল ব্রেন বলে। ডান পাশের ব্রেনের শিরাগুলো ঘাড়ের উপরিভাগ দিয়ে দেহের বাম অংশে সংগে যুক্ত হয়েছে এবং বাম পাশের ব্রেনের শিরাগুলো দেহের ডান পাশের অংশের সংগে যুক্ত হয়েছে। সে জন্য দেহের যে পাশে ব্যাথা বা কোন অস্থির অবস্থার জন্য মাথার বিপরীত দিকের অংশে প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়। মাথার রোগ প্রতিরোধের জন্য ভিটামিন বি২ বা রিবোফ্লাবিন খুবই কার্যকর। এ ভিটামিন মস্তিষ্কের বিকাশ সাধনও করে থাকে। সাথে সাথে দাঁতের রোগ প্রতিরোধসহ মাড়ি মজবুত করে। সাধারণত দু'টি কারণে মাথা ব্যাথা করে থাকে (ক) সর্দি- কাশি জনিত এবং (খ) পেটের পীড়া জনিত কারণ।

চুলের যত্নঃ চুল মৃত কোষ দ্বারা সৃষ্টি। চুলের লোমকুপ ধুলো বালি লেগে যাতে বন্ধ না হয়ে যায় তার জন্য নিয়মিত সাবান/ স্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। চুলে তেল ব্যবহার করলে একই ধরণের তেল ব্যবহার করা উচিৎ।

চোখের যত্নঃ ঘুম থেকে উঠেই চোখ পরিষ্কার করা ভাল এবং চোখের কোণায় আংগুল দিয়ে চেপে দিতে হবে কারণ চোখের কোণে সরু নালী থাকে যা দিয়ে চোখের পানি আসা যাওয়া করে। নালীর রাস্তায় সামান্য ময়লা পড়লে চাপের সাথে পরিষ্কার হয়ে যায়। চোখ ওঠা রোগ হলে পানি ব্যবহার না করলেই অসুখ সেরে যাবে। অর্থাৎ পানি লাগালে রোগের বৃদ্ধি ঘটে।

কানের যত্নঃ সর্দি কাশির কারণে নাক ও কানে প্রদাহ হয়। সুতরাং সর্দি কাশি বন্ধ করতে পারলে কানের রোগ সচারাচর হয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্র ফাংগাস কানে ক্ষত সৃষ্ঠি করে।

নাকের যত্নঃ সর্দি কাশির প্রতিরোধের জন্য বিশেষ করে খাওয়ার পূর্বে জিহ্বায় সামান্য লবণ লাগাতে হবে। এতে হজমের যেমন উপকারীতা রয়েছে তেমনি লবনে মুখের ভিতর থাকা সকল প্রকার ব্যাকট্রিয়া মারা যায়। কাশি হলে লবন পানি গড়গড়া অত্যন্ত উপকারী।

মুখের যত্নঃ প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মুখ ধুতে হবে এবং সকালে নাস্তা ও রাতের আহার সেরে দাঁত ব্রাস করতে হবে কারণ দাঁতে লেগে থাকা খাদ্য কণায় ব্যাকট্রিয়ায় ডিম পাড়ে এবং এসিড নিগ্রত করে ফলে দাঁত ক্ষয় হতে আরম্ভ করে। দাঁতের ফাকে মিষ্টি জমলে ব্যাকট্রিয়া দ্রুত আক্রমণ করে।

২ নং পিটি। বুকের ব্যায়াম (For Chest)

উদ্দেশ্যঃ এ ব্যায়াম করলে হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

সোজা অবস্থা থেকে সামনের দিকে ঝুকে বাহু স্থির অবস্থায় সামনে নীচের দিকে এমনভাবে ঝুলিয়ে দিতে হবে যেন অগ্রবাহুর পিছন দিকটা পাশাপাশি অবস্থায় হাঁটুর সামনের দিকে থাকে। নিশ্বাস গ্রহণ করে ধীরে ধীরে হাত উপর দিকে উঠাতে হবে। এসময় নাক দিয়ে গভীরভাবে যতটুকু সম্ভব নিশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। এরপর হাত দুটো ক্রমান্বয়ে পিছন দিকে নিতে হবে এবং শব্দ করে দম ছাড়তে হবে। স্রষ্টার এই মুণ্ড বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে রণ্ড সঞ্চালনে সহায়ক হবে। মুখে উচ্চারণ করতে হবে ধন্যবাদ (স্রষ্টার উদ্দেশ্যে)। এর পর আবার সামনের দিকে পূবের ন্যায় ঝুঁকে পরে নিশ্বাস এমনভাবে ত্যাগ করতে হবে যেন সবটুকু মুখদিয়ে বাতাসই বের হয়ে যায়। এসময় যতবার এরূপ করা হলো সে সংখ্যা (বাংলা) উচ্চারণ করতে হবে। এই পিটি প্রত্যেক পিটি-র বেলায় বয়সের তারতম্য অনুসারে ১২ বার করতে হবে।

বুকের যত্নঃ ভোরে ঘুম থেকে ওঠেই এক গ্লাস পানি খেতে হবে। পানি খাওয়ার মূল উদ্দেশ্য হল ঘুমন্ত অবস্থায় শরীরের কিডনী, হার্ট এবং ফুসফুস ব্যতিত সকল অংগ নিষ্ক্রিয় থাকে। যেহেতু ঘুমের সময় কিডনী কাজ করে সুতরাং ঘুম থেকে ওঠা মাত্রই পানি পান করতে হয়। প্রতিদিন ভিটামিন ' সি' গ্রহণের ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে। হৃদযন্ত্রক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হলে হাতের তালু এবং পায়ের তলা ঘষলে অতি দ্রুত শ্বাসক্রিয়া চালু হয়। যেহেতু হার্ট বাম দিকে থাকে সুতরাং বাম হাত বেশী করে ঘষতে হয়।

৩ নং পিটি। পাকস্থলির ব্যায়াম (For Stomach)

উদ্দেশ্য ঃ এ ব্যায়াম করলে পাকস্থলির রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

এ পিটির সময় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আংগুলগুলো মুঙ রেখে দুই হাত সামনে প্রসারিত করতে হবে। তারপর কোমরের উপরিভাগ ধীরে ধীরে ডান দিকে ঘুরাতে হবে যেন পা অর্থাৎ কোমরের নিম্নভাগ না নড়ে। এভাবে যতটুকু পারা যায় ডান দিকে ঘুরাতে হবে। এসময় ডান হাত যতটুকু পিছনে নেয়া যায় ততটুকু নিতে হবে ও দুই বাহু এক বরাবর রাখার চেষ্টা করতে হবে যেন তা কাঁধের বরাবর থাকে। একই রকম করে আবার ডান দিকে থেকে ধীরে ধীরে বাম দিকে ঘুরতে হবে। এভাবে ডান থেকে বামে ও বাম থেকে ডানে ১২ বার করা আবশ্যক।

এ ব্যায়ামের ফলে অভ্যন্তরীন অংগসমূহ বিশেষ করে যকৃত ও অগ্নাশয় নড়াচড়া করে এবং তাদের কাজ সহজ করে দেয়। এছাড়াও পাঁজড় ও পাকস্থলির চারপাশের বাইয়ের মাংশপেশীকে সবল করে।

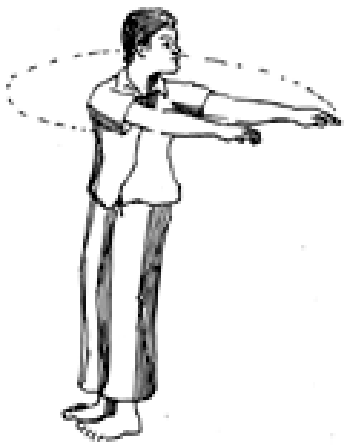

পাকস্থলির যত্ন ঃ কথায় আছে যার পেট ভাল তার সব ভাল। সুতরাং এ ব্যাপারে বিষদ আলোচনার দরকার বলে মনে করি। নিম্নে কিছু কিছু অতি সাধারণ বিষয়ের সম্যক ধারণা দেয়া হল।

ক) পরিবারের সকলেই প্রতি ৩/৬ মাস অন্তর কৃমিনাশক ঔষধ খেতে হয়। খ) শিশুকাল থেকে খাওয়ার মধ্যে পানি খেতে হবে, এতে করে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়। কারণ পানির উপর ভেসে থাকা খাবার সহজে হজম হয় না কিন্তু শিশু কাল থেকে অভ্যাস করলে হজম শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধির পায়। খাওয়ার পর পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হতে কমপক্ষে ২ ঘন্টা সময় লাগে। গ্যাসট্রিক রোগীদের ক্ষেত্রে খাবার মধ্যে পানি খাওয়া ক্ষতিকর। তাদের জন্য সকালে ঘুম থেকে জেগেই পেট ভরে পানি খেতে হবে এরপর কমপক্ষে ৪৫ মিনিট পর সকালের নাস্তা খেতে হবে এবং প্রতিবার আহারের ২ ঘন্টা পর পানি খেতে হবে। সন্ধ্যার সাথে সাথে রাতের আহার সম্পন্ন করলে গ্যাসট্রিক ভাল হয়। অন্যদিকে পাতলা পায়খানা দুভাবে হয়ে থাকে- ১) অতি ভোজন বা খাবার দূষণের কারণে ২) অধিক প্ররিশ্রম, অনিয়মিত জীবন যাপন, দুঃচিন্তা ইত্যাদি কারণে। দ্বিতীয় কারণের জন্য, স্যালাইনের পাশপাশি প্রয়োজনে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। পেটের যে কোন সমস্যায় ঠান্ডাপানি খুবই উপকারী। গ) কোষ্ঠ কাঠিন্য হলে শাকসব্জী বেশী এবং ভাত কম করে খেতে হয়। কোষ্ঠ কাঠিন্যতার কারণে পাইলসসহ নানাবিধ জটিল রোগ দেখা দিতে পারে। পাইলস হলে সকাল ও রাতে এন্টিফাংগাস জাতীয় ক্রীম ব্যবহার করলে উপকার হয়।

৪ নং পিটি। কোমর এবং মেরুদন্ডের ব্যায়াম (For Trunk)

উদ্দেশ্য: এ ব্যায়াম করলে কোমর ও মেরুদণ্ডের ব্যাথা ও রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর দিকে দুই হাত যতটুকু সম্ভব তুলে ধরে উভয় হাতের আংগুলগুলি সংযুক্ত করে ধরে পিছন দিকে ঝুঁকে দাঁড়াতে হবে। তারপর খুব ধীরে ধীরে বাহুসহ দেহের উপরিভাগ এমনভাবে ঘুরিয়ে আনতে হবে যেন দেহের চারদিক একটি প্রশস্ত বৃত্তাকারে ঘুরে আসে। কোমর থেকে দেহের উপরিভাগ একদিক থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে তারপর আবার অপর দিক দিয়ে পিছনে পূর্বের অবস্থানে যেতে হবে। এ পিটি কোমর এবং পাকস্থলীর পেশীর জন্য অত্যন্ত কার্যকর। একদিক দিয়ে ৬ বার আবার অন্যদিক দিয়ে ৬ বার এই ব্যায়াম করতে হবে। এরূপ করার সময় চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় তা দেখার চেষ্টা করতে হবে।

৫নং পিটি। দেহের নিম্নাংশ ও পায়ের পিছনের ব্যায়াম (For Lower Body and Back of Legs)

উদ্দেশ্য: এ ব্যায়াম করলে পেটের পেশীগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।অন্য পিটিগুলোর মত এই পিটির সাহায্যেও শ্বাস প্রশ্বাসের কারণে হৃদপিন্ড, ফুসফুসের উন্নয়ন ঘটে এবং রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া সুন্দর রাখে। এই পিটির জন্য সোজা হয়ে নিজেকে সর্বাধিক উঁচুতে তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে। দুই পা পরস্পর থেকে কিছুটা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে এবং চিত্রের মত করে দুই হাতের কনুই ভাজ করে আংগুলগুলি দিয়ে মাথার পেছনে দিকে স্পর্শ করে রাখতে হবে। সাথে সাথে দেহের উপরিভাগ পিছন দিকে নুইয়ে দিয়ে আকাশের দিকে তাকাতে হবে। তারপর পুনরায় হাত ওপরের দিকে দিয়ে হাটু সোজা রেখে মুখদিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামনের দিকে বাঁকা হতে হবে। এসময় হাতের আংগুলগুলো দিয়ে পায়ের আংগুল স্পর্শ করার চেষ্টা করতে হবে।

৬নং পিটি। পা, পায়ের তলা ও পায়ের আঙ্গুলের ব্যায়াম (For Legs, Feet and Toes)

উদ্দেশ্য: এ ব্যায়াম করলে উরু, পায়ের পাতার পেশী মজবুত হয় এবং একই সাথে এটা পাকস্থলীর জন্য উপকারী।খালি পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দুই হাত কোমরে রাখতে হবে। পায়ের অগ্রভাগের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে হাঁটু বাইরের দিকে ভাঁজ করে গোটা দেহ সোজা রেখে নীচের দিকে নামতে হবে। এই সময় পায়ের গোড়ালী মাটি থেকে উপরে থাকবে। এ পিটির সময় পায়ের গোড়ালী পশ্চাৎ দেশে সামান্য স্পর্শ করবে। আবার ধীরে ধীরে নীচে থেকে ওপরে উঠে পূর্বের ন্যায় দাঁড়াতে হবে। একে একে ১২ বার করতে হবে। নিচের দিকে নামার সময় মুখের সাহায্যে সংখ্যা গননা করতে করতে বাতাস ত্যাগ করতে হবে এবং উপরের দিকে উঠার সময় নাক দিয়ে বাতাস নিতে হবে।দেহের সমস্ত স্তর সকল সময় পায়ের অগ্রভাগে পড়বে। হাঁটু বাইরের দিকে ভাঁজ করে বসলে সহজে ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে।

উদ্বিগ্ন হওয়ার সাধারণ কিছু কারণ ও করণীয়

উদ্বিগ্ন হওয়ার সাধারণ কিছু কারণ: • প্রায়ই মাথাব্যাথা বা পিঠব্যাথা করে • প্রায়ই ডায়রিয়া বা কনস্ট্রিপেশনে আক্রান্ত হওয়া • ওজন খুব কমেছে বা বেড়েছে • ইদানীং বেশি বেশি বা কম খাওয়া • ছোটখাটো বিষয় নিয়ে খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে যাওয়া এবং চট করে রেগে যাওয়া • কোন কিছুতে বেশিক্ষণ স্থির থাকতে বা ধৈর্য ধরে রাখতে না পারা • খুব সহজেই হাল ছেড়ে দেয়া, উদ্যম হারিয়ে ফেলা • সারাক্ষণ প্রতিদ্বন্দিতার মানসিকতায় ভুগতে থাকা এবং নিশ্চয়তা অস্থিরতায় আক্রান্ত হওয়া • একাকিত্ব বা ডিপ্রেশনে ভোগা • পূর্বাপর বিবেচনা না করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলা • সব কিছুতেই নেগেটিভ চিন্তা, ভয় পাওয়া বা খুত খোঁজার চেষ্টা করা • সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা। উপরের এক বা একাধিক উপসর্গে আক্রান্ত হলে, তার কারণ হতে পারে যে কোন লোকের স্ট্রেস বা উদ্বেগ।

কী কী করা উচিৎ নয়: • মিথ্যা বলা। একটি মিথ্যা সহস্র মিথ্যার জন্ম দেয়, আপনাকে ভেতর থেকে দুর্বল করে ফেলে • কাউকে ছোট করা। অন্যকে ছোট করলে নিজেকেও ছোট হতে হয় • মানুষের উঁচু-নিচু ভেদাভেদ করা • কাউকে ঠকানোর চিন্তা করা • সামর্থ্যের বেশি বোঝা নেয়া • নিজের সম্পর্কে ভুল ধারণা দেয়া • নিজের যা পাওনা, তার চেয়ে বেশি পেলেও নেয়া।

কী কী করবেন: • নিজের সামর্থ্য বুঝতে পারা • প্রয়োজন কমিয়ে আনা • মানুষকে ভালোবাসতে পারা • আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করা • কথা ও কাজের মিল রাখা • ভুল স্বীকার করা • শিক্ষক নয়, ছাত্র হওয়ার মানসিকতা তৈরি করা।

তাঁবুকলা পরিদর্শন

তাঁবু পরিদর্শন তাঁবুবাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিদর্শনের মাধ্যমে সহজেই স্কাউটদের মাঝে নেতৃত্বের বিকাশ সাধন, শৃংখলা বোধের উন্মেষসহ সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো সম্ভব হয়ে থাকে। পরিদর্শনকারীকে অবশ্যই নিরপেক্ষ এবং মান যাচাইয়ে দক্ষ হতে হবে। পরিদর্শনকালে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ প্রস্তুত আছে কিনা এবং যথাযথ পোশাকে সকলে উপস্থিত আছে কিনা তা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

টার্ণআপ এন্ড স্মার্টনেস: পরিদর্শনে যথা সময়ে অর্থাৎ, পরিদর্শনের অন্ততঃ ০৫ মিনিট পূর্বে উপস্থিতি এবং পরিদর্শককে স্বাগত জানানোসহ উপদল নেতার নির্দেশ (কমান্ড) ঠিকমত হচ্ছে কিনা এবং তা সঠিকভাবে পালন হচ্ছে কিনা। কাবদের ক্ষেত্রে গ্র্যান্ড ইয়েল দেখতে হবে। স্মার্টনেস বলতে উত্তম নিয়মানুবর্তিতাকে বুঝানো হয়েছে। নিয়মানুবর্তিতা বলতে কোন ব্যক্তির বয়ঃজ্যেষ্ঠ, সংগী, এবং তার সংগঠনকে প্রকৃত শ্রদ্ধা ও নম্রতা জানানোর মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়। এ ধরণের নিয়মশৃংখলা কোন ব্যক্তি নিজের এবং তিনি যে সংগঠনে আছেন তার প্রতি শ্রদ্ধা ও গর্ববোধ থেকে সৃষ্টি হয়। গর্ববোধ কোন ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতির চাহিদা থেকে সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে কোন ব্যক্তিকে পর্যায়ক্রমিক অনেকগুলো ড্রিল ও কমান্ড বা মৌখিক নির্দেশনার মাধ্যমে নিয়মানুবর্তিতা শেখানো হয়। স্কাউটরা দ্রুত এবং প্রশ্নাতীতভাবে আইনের আনুগত্য শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে হুকুম পালন করে থাকে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য: চুল, দাঁত, নখ, গেঞ্জি, রুমাল ইত্যাদি পরিস্কার আছে কি না দেখতে হবে।
পোশাক: সঠিক এবং পরিপাটি পোশাক, জুতা, প্যান্ট, বেল্ট এবং সার্টে প্রয়োজনীয় ব্যাজ সঠিক স্থানে লাগানো আছে কিনা দেখতে হবে।
বিছানাপত্র: বিছানাপত্র পৃথক পৃথকভাবে ভাঁজ করে একই ধরনের জিনিস নির্দিষ্ট স্থানে সুন্দরভাবে যথাযথ স্থানে রাখা আছে কিনা।

হাড়িপাতিল: হাড়িপাতিল থালা গ্লাস ইত্যাদি পরিষ্কার করে উপুড় করে সঠিক স্থানে রাখা আছে কিনা। হাড়িতে রান্না করার পর ধুয়ে পিছনের অংশ কাদা দিয়ে প্রলেপ দিয়ে লাগানো আছে কিনা। হারিকেনের চিমনী পরিষ্কার করে রাখা আছে কিনা দেখতে হবে।

তাঁবুর যত্ন: তাঁবুর পর্দা গুটিয়ে রাখা আছে কিনা এবং সকালে তাঁবুর রশিগুলো শক্ত করে টেনে বাঁধা আছে কিনা। পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচল উপযোগী ব্যবস্থা আছে কি না দেখতে হবে।

পরিচ্ছন্নতা: তাঁবু এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা। রান্নার পর চুলার ছাই তুলে ফেলে কাদা দিয়ে লেপে রাখা আছে কিনা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য দা, কোদাল, ছুরি, বটি, শাবল, কুঠার ইত্যাদি যথাযথ পরিষ্কার করে নির্দিষ্ট গ্যাজেটে রাখা আছে কিনা তা লক্ষ্য করতে হবে।

গ্যাজেট: সকল জিনিসপত্র গ্যাজেটে সঠিকভাবে রাখা আছে কিনা এবং গ্যাজেটের সংখ্যা কত দেখতে হবে।

পরিদর্শনকালে উপদল নেতার ভূমিকা: তাঁবুর সামনে উপদল নেতার পিছনে দুই লাইনে স্কাউট আরামে দাঁড়াবে পরিদর্শক ১০ কদম দূরে থাকতে উপদল নেতা দলকে সোজা করবে এবং পরিদর্শককে সালাম করবে। পরিদর্শক কাছে এসে দাঁড়ালে উপদল নেতা বলবে "স্যার আমার 'ক' উপদল আপনার পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত"। পরিদর্শক ধন্যবাদ জানালে, উপদল নেতা সবাইকে আরামে দাঁড় করাবে। এরপর উপদল নেতা কেবল পরিদর্শকের নির্দেশ পালন করবে। তাঁবু পরিদর্শনকালে পরিদর্শকের সাথে উপদল নেতা ব্যতিত অন্য কোন স্কাউট থাকতে পারবে না। নিম্নে পরিদর্শনের একটি নমুনা ফরম দেয়া হ'ল (পরিদর্শন রিপোর্ট ফরম পরিশিষ্ট- ৪ দ্রষ্টব্য)। কাবদের ক্ষেত্রে যথানিয়মে গ্র্যান্ড ইয়েল দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে হবে।

পরিদর্শন রিপোর্ট ফরমের নমুনা

পূর্ণ মান : ১০০
তারিখ: আদর্শ মান : ৮০

ক্রমিক নম্বর	উপদল/ ষষ্ঠকের নাম	টার্ণআপ এ্যান্ড স্মার্টনেস/ গ্র্যান্ড ইয়েল (৫%+১০%)	ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পোশাক (৫%+১০%)	বিছানাপত্র ও হাড়িপাতিল (১০%+১০%)	তাঁবুর যত্ন ও পরিচ্ছন্নতা (৫%+৫%)	গ্যাজেট (৪০%)	মোট ১০০%	মন্তব্য

বিশেষ মন্তব্য:

পরিদর্শকের নাম ও স্বাক্ষর

স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহ
(Fundamentals of Scouting)

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য: সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন-

১. স্কাউট আন্দোলনের সংজ্ঞা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, মূলনীতি এবং স্কাউট পদ্ধতির বিশদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. স্কাউটিংয়ের নীতিসমূহের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩. স্কাউট পদ্ধতির উপাদানের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবেন।
৪. বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

পটভূমি

স্কাউটিংয়ের জনক রবার্ট স্টিফেনসন স্মিথ লর্ড বেডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল, যিনি বি-পি নামে খ্যাত (Robert Stephenson Smyth Lord Beden Powell of Gilwell)। বি-পি ১৯০৭ সালে ব্রাউন্সী দ্বীপে ২০ জন বালক নিয়ে পরীক্ষামূলক ক্যাম্পিং-এর মাধ্যমে ১১-১৬+ বছর বয়সী বালকদের নিয়ে স্কাউটিং শুরু করেন। তিনি এ পরীক্ষামূলক ক্যাম্পিং করে নিশ্চিত হন যে, মুক্তাংগণে বৈচিত্রময় কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে অতি সহজে বালকদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন করা যায়- যা তাদের দৈহিক (Physical), মানসিক/আবেগিক (Emotional), আধ্যাত্মিক (Spiritual), সামাজিক (Social) ও বুদ্ধিবৃত্তিক (Intellectual) উন্নয়ন ঘটিয়ে চরিত্রবান, দক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল আদর্শ নাগরিক রূপে গড়ে তোলার বিশেষ কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯১৬ সালে ৬-১০+ বৎসরের কিশোরদের নিয়ে কাবিং এবং ১৯১৮ সালে ১৭-২৫ বৎসরের যুবকদের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে রোভারিং শুরু করেন। ১৯১০ সালে সী স্কাউট এবং গার্ল-গাইডস প্রবর্তন করেন। স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহ কি তা বলতে স্কাউটিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ষ্টিফেনসন স্মীথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েলের মূল ধ্যান-ধারণাকে বুঝানো হয়ে থাকে। বি-পি Scouting for Boys বইতে বলেছেন- "By term Scouting is meant the work and attributes of backwoodsmen, explorers and frontiermen" অর্থাৎ স্কাউটিং বলতে আদি বনবাসী মানুষ, অন্বেষণকারী ও সীমান্তবাসীদের কাজ ও গুণাবলীকে বুঝায়।

বি-পি স্কাউটিংয়ের আদর্শ, চেতনা, ধারণার ক্রমাগত ব্যাখ্যা ও অনুশীলনের প্রয়োজনিয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁর চিন্তাধারার যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ক্রমাগতভাবে চলে আসছে যার ফলে বি-পির শিক্ষা আজও অম্লান ও গতিশীল। স্কাউটিংয়ে ব্যবহৃত "ফান্ডামেন্টালস" শব্দটি স্কাউটিং যেসব মৌলিক উপাদানের উপর নির্ভর করে আছে যেমন, স্কাউটিংয়ে উদ্দেশ্য- স্কাউটিংয়ের নীতিমালা এবং পদ্ধতি সে সবের দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এভাবে প্রত্যেক সমাজের চাহিদার নিরিখে স্কাউটিং বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধাঁচে পরিচালিত হলেও " ফান্ডামেন্টাল" হচ্ছে একটি সাধারণ মাত্রা যা সারা বিশ্বে স্কাউটিংকে একই সূত্রে গ্রথিত করেছে। স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহ হলো - **(ক) স্কাউটিংয়ের সংজ্ঞা** (Defination) **(খ) স্কাউটিংয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য** (Purpose) **(গ) স্কাউটিংয়ের নীতিমালা** (Principles) **এবং (ঘ) স্কাউট পদ্ধতি** (Method)।

স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহ স্কাউটদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে স্থির করা হয়েছে। মৌলিক বিষয়সমূহ অন্যান্য সংগঠন/আন্দোলনের সাথে এর পার্থক্য নির্ধারণ করেছে। বিশ্ব স্কাউট সংস্থার গঠনতন্ত্রের এক নম্বর অধ্যায়ে মৌলিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এটি স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব স্কাউট সংস্থার সদস্য সংগঠনের বৈশিষ্ট্য। বিশ্বব্যাপী বর্তমানে চালু মৌলিক বিষয়সমূহের বিষয়গুলো ১৯৭৭ সালে মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড স্কাউট কনফারেন্সের ২৬তম সভায় গৃহীত হয়। এটি বিশ্ব স্কাউট সংস্থার ১৭০টি সদস্য দেশকর্তৃক স্বীকৃত কর্তৃত্বব্যঞ্জক বিবৃতি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছে। স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল:

ক. সংজ্ঞা (Definition)

স্কাউট আন্দোলনকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে - 'স্কাউটিং যুব সম্প্রদায়ের জন্য একটি স্বেচ্ছামূলক, অরাজনৈতিক, শিক্ষামূলক আন্দোলন, যা প্রবর্তক কর্তৃক ধারণকৃত উদ্দেশ্য, নীতিমালা এবং পদ্ধতির সাথে সংগতি রেখে লিঙ্গ, উৎপত্তি, জাতি-কুল অথবা ধর্মমত নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত।' বিশ্ব স্কাউট সংস্থা এ আন্দোলনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে এভাবে "Scout Movement is defined as a voluntary non-political educational movement for and of young people, open to all without distinction of gender, origin, race or creed, in accordance with the purpose, principles and method conceived by the Founder, Robert Baden Powell.

সংজ্ঞায় ব্যবহৃত বিশেষ শব্দসমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নে দেয়া হ'ল-

আন্দোলন: স্কাউটিং একটি আন্দোলন। এটি একটি গতিশীল, নমনীয়, কাঠামোবদ্ধ, অভিযোজনীয় বিশ্ব আন্দোলন। নমনীয়তা ও পরিবর্তন যোগ্যতা এ আন্দোলনকে বিশ্বের বৃহত্তম অনুপম, অদ্বিতীয়, স্বেচ্ছাসেবী ও শিক্ষামূলক যুব আন্দোলনে পরিণত করেছে। **'আন্দোলন'** বলতে কোন লক্ষ্য অর্জন করার জন্য সুসংগঠিত ধারাবাহিক বহমান প্রচেষ্টাকে বুঝানো হয়ে থাকে এবং শিক্ষামূলক **'যুব আন্দোলন'** বলতে যুবদের চরিত্র গঠনে ধারাবাহিক স্কাউট প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে (প্রোগ্রাম) বুঝানো হয়েছে - অর্থাৎ, কাবস্কাউট থেকে রোভার স্কাউট পর্যন্ত (৬ - ২৫ বছর পর্যন্ত) বয়সীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে (ষষ্ঠক/উপদল) বিভক্ত করে ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে চরিত্রবান, দক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল আদর্শ নাগরিকরূপে গড়ে তোলার একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

শিক্ষামূলক: স্কাউটিং একটি শিক্ষামূলক আন্দোলন। **'শিক্ষা'** হল- বৃহত্তর জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের ধারণা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি দক্ষতার পরিপূর্ণ উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যরত একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। প্রবর্তকের নিজের ভাষায় " এখানেই স্কাউট প্রশিক্ষণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য নিহিত আছে- শিক্ষিত করে তোলা কেবলমাত্র নির্দেশ প্রদান নয়- স্মরণ রাখতে হবে, শিক্ষিত করে তোলা-যুবকদের নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী নিজেদের জন্য শিখতে উদ্বুদ্ধ করা, যা তাদের চরিত্র গঠনে সহায়তা করবে" এবং গড়ে তুলতে পারবে তাদের নিশ্চিত ভবিষ্যৎ। আর শিক্ষা শব্দটি সাধারণত স্কুল শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত - যা শিক্ষার কেবলমাত্র একটি ধারা। ইউনেস্কোর মতে শিক্ষার তিনটি ধারা বিদ্যমান। ১. আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (Formal Education) ২. অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Informal Education) ৩. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Nonformal Education)। স্কাউটিং হল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (Nonformal Education) - স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে সংগঠিত শিক্ষামূলক কার্যাবলী যা সুনির্দিষ্টভাবে শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে ও শিখতে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে সহায়তা করে। একজনকে সুনাগরিক হতে হলে উল্লেখিত সকল শিক্ষাই গ্রহণ করতে হয়। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত কোন বিষয় যেন প্রোগ্রামের অন্তর্ভূক্ত না হয়।

স্বেচ্ছামূলক: স্কাউটিং একটি স্বেচ্ছামূলক আন্দোলন। এখানে স্বেচ্ছামূলক বলতে কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন পছন্দ অনুযায়ী কার্য-সম্পাদন, দায়িত্বপালন ও অংগীকার সম্পন্ন করা বুঝায়। যে কেউ স্বাধীনভাবে স্কাউট আন্দোলনে যোগদান ও সদস্য পদ গ্রহণ করতে পারে। এ আন্দোলনে যোগ দেয়া ও আন্দোলন পরিত্যাগ করা সম্পূর্ণভাবে যুবদের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এখানে বয়স্ক নেতারাও স্বাধীন ও স্বেচ্ছায় নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী সেবাদান করে এবং সেবার বিনিময় গ্রহণ করেন না। এখানে প্রত্যক সদস্য স্কাউট নীতি, পদ্ধতি ও উদ্দেশ্যের প্রতি স্বাধীনভাবে অংগীকারবদ্ধ হয়।

ক) অরাজনৈতিক: স্কাউটিং একটি অরাজনৈতিক আন্দোলন। স্কাউট আন্দোলন এবং এ সংগঠন কোন রাজনৈতিক মত বিশ্বাস এর প্রতিনিধিত্ব করেনা। তবে তাই বলে এ আন্দোলন সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে না।

সবার জন্য উন্মুক্ত: স্কাউট আন্দোলন সবার জন্য উম্মুক্ত। এ আন্দোলন উৎপত্তি, জাতি-কুল অথবা ধর্মমত নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত। স্কাউটিং এর দ্বারা যে কোন সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম বিশ্বাস ও লিংগ ভেদে সকল যুব সম্প্রদায়ের জন্য অবারিত থাকে। এখানে উন্মুক্ত বলতে যারা এর উদ্দেশ্য মূলনীতি ও পদ্ধতির প্রতি অনুগত থাকতে ইচ্ছা পোষণ করে সে সব যুব সম্প্রদায়কে বুঝায়। এটি কোন বিশেষ শ্রেণীর আন্দোলন নয়। কোন অবস্থায় এটি কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে না। এ আন্দোলনে সকল যুব সম্প্রদায়কে আবশ্যিকভাবে যোগদান করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

খ) স্কাউট আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Purpose of Scouting)

লক্ষ্য: সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে বি-পি, স্কাউটিংয়ের লক্ষ্য নিম্নরূপ নির্ধারণ করেছেন ঃ (১) হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করা। (২) স্কাউটদের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং নৈতিক উন্নয়নের ওপর সমান জোর দিয়ে উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে উচ্চ আদর্শ, আত্মনির্ভরশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা, ধৈর্য ও মনোবল, আত্মসম্মান ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের শিক্ষা দেয়া। (৩) ইতিবাচক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা। উল্লেখিত গুণগুলো অর্জন করতে স্ব স্ব শাখার সিলেবাস (প্রোগ্রাম) যথাযথভাবে সম্পন্ন করে সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করা।

উদ্দেশ্য (Purpose)**:** কোন সংগঠনের অস্তিত্বের মধ্যে নিহীত আছে তার উদ্দেশ্য। এটি তার উদ্দেশ্যকে প্রতিনিধিত্ব করছে। স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল, যুববয়সীদের পরিপূর্ণ শারীরিক, মানসিক,আধ্যাত্মিক,বুদ্ধিমত্তা এবং সামাজিক সম্ভাব্য গুণাবলী অর্জনে স্থানীয়,জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। এককথায় স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে চরিত্র গঠন ও আত্মোন্নয়ন ঘটিয়ে আদর্শ নাগরিক তৈরি করা। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণীত হয়।

গ) মূলনীতিসমূহ (Principles)

স্কাউটিংয়ের মূলনীতি তিনটি- ১। সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্য ২। নিজের প্রতি কর্তব্য/আত্মোন্নয়ন ৩। অপরের প্রতি কর্তব্য পালন/ পরোপকার। এ মূলনীতিগুলো স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

১. **সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্য** (Duty to Allah)**:** আল্লাহর প্রতি কর্তব্য একজন স্কাউটের প্রাথমিক কৃতজ্ঞতা। নিজ ধর্মের প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস থাকে, স্কাউটদের স্ব-স্ব ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে অবশ্যই উৎসাহিত করতে হবে। সৃষ্টি কর্তার প্রতি বিশ্বাস না থাকলে স্কাউট আন্দোলনের সদস্যপদ লাভ করা যায় না অর্থাৎ নাস্তিকরা স্কাউট আন্দোলনের সদস্যপদ লাভ করতে পারে না।

২. **নিজের প্রতি কর্তব্য পালন** (Duty to Self)**:** স্কাউটরা হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও চরিত্র গঠন করে আত্ম নির্ভরশীল হয়ে উঠে। বৈচিত্রময়, উত্তেজনাপূর্ণ ও প্রতিযোগিতামূলক (চ্যালেঞ্জিং) কর্মসূচির মাধ্যমে চরিত্র গঠনসহ নানাবিধ কৌশল রপ্ত করে থাকে। এইভাবে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে। সাথে সাথে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়, জ্ঞানের প্রসার এবং নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

৩. **অপরের প্রতি কর্তব্য পালন** (Duty to Other)**:** চরিত্রবান, স্বাস্থ্যবান এবং স্কাউট কলায় দক্ষতা অর্জন ছাড়াও বিপি'র পরিকল্পনা অনুসারে স্কাউট কর্মসূচি ও প্রশিক্ষণ স্কাউটদের পরোপকার ব্রত শিক্ষা দেয়। দৈনিক কমপক্ষে একটি সৎকাজ (Good turn) অর্জনের মধ্য দিয়ে এবং ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে স্কাউট মূলমন্ত্র (মটো) সদা প্রস্তুত থাকার প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে স্কাউটরা অপরের সেবা (Service to Others) করার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করে। অর্থাৎ স্কাউটদের মূলমন্ত্রের (সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা) প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা। এটি যে কোন সমাজে সুনাগরিকত্ব শিক্ষার একটি পাঠ।

ঘ) স্কাউট পদ্ধতি (Scout Method)

স্কাউট আন্দোলনের মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল **প্রোগ্রাম** বাস্তবায়নের কৌশল হিসেবে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ কৌশল অবলম্বন করেন। অর্থাৎ মুক্তাঙ্গণে বৈচিত্রময় কর্মসূচিকেই স্কাউট পদ্ধতি বলা হয়। অন্যকথায় স্কাউট পদ্ধতিকে ক্রমোন্নতিশীল আত্ম-শিক্ষা ব্যবস্থা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে। স্কাউট পদ্ধতির ৮ টি উপাদান (Elements) রয়েছে, প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে এর সবগুলো উপাদান বিদ্যমান থাকবে - ১। প্রতিজ্ঞা ও আইন (Scout promise and Law) ২। হাতে কলমে শিক্ষণ (Learning by doing) ৩। টীম সিসটেম বা ষষ্ঠক / উপদল পদ্ধতি (Team System / Petrol System) ৪। ব্যক্তিগত ক্রমবৃদ্ধি (Personal progression) ৫। প্রতিকী কাঠামো (Symbolic Framwork) ৬। বয়স্ক নেতার সমর্থন (Adult support) ৭। প্রকৃতি (Nature) ৮। কমিউনিটি ইনভলমেন্ট (Community Involvement) । স্কাউট পদ্ধতি স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহের অন্যতম এবং যা অন্যান্য আন্দোলনের সাথে স্কাউটিংয়ের পার্থক্য নির্ধারণ করেছে। স্কাউট আন্দোলন যেহেতু নিজস্ব নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং ঐ সকল নীতির উপর ভিত্তি করে স্কাউট পদ্ধতি প্রয়োগ করা বাঞ্চনীয়। এ পদ্ধতি প্রয়োগ নৈপুন্যতার ওপর **প্রোগ্রাম** বাস্তবায়নের সফলতা নির্ভর করে। এক কথায় স্কাউটিংয়ে **প্রোগ্রাম হল,** স্কাউটদের সামগ্রীক উন্নয়নকল্পে প্রণীত সমগ্র কার্যক্রম।

১. প্রতিজ্ঞা ও আইন (Scout Promise and Law)

স্কাউট আন্দোলনে ভিত্তি হিসেবে **'স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন'** প্রতিষ্ঠিত। এর মাধ্যমে স্কাউটদের চরিত্র গঠন তথা দৃষ্টিভংগির (Attitude) উন্নয়ন এবং দেশাত্মবোধের উন্মেষ ঘটানো হয়ে থাকে। প্রতিজ্ঞা ও আইন মুখস্থ ও ব্যাখ্যা করে প্রতিজ্ঞা ও আইনের উপর ভিত্তি করে অভিনয় করিয়ে, গুডর্টান নট অভ্যাস করিয়ে, স্কাউটস ওন এর মাধ্যমে, জাতীয় সংগীত মুখস্থ ও সুন্দর করে গাওয়া অভ্যাস করিয়ে, জাতীয় পতাকা অংকন ইত্যাদির মাধ্যমে এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়।

কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে,

- আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করতে
- কাব স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

[কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা পাঠের সময় স্কাউট সালাম দিতে হয়]

Cub Scout Promise

I promise that, I will do my best

- To do my duty to Allah and my country
- to do good to others everyday and
- to obey the cub sout law.

কাব স্কাউট আইন

- বড়দের কথা মেনে চলা
- নিজেদের খেয়ালে কিছু না করা।

Cub Scout Law

- Obey the elders;
- Don't do anything whimsically.

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে,

- আল্লাহ্ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

Scout Promise

On my honour I promise that, I will do my best

- to do my duty to Allah and my country
- to help other people at all times
- to obey the scout law.

(অন্য ধর্মাবলম্বীরা 'নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসমতে সৃষ্টিকর্তার নাম উচ্চারণ করবে) স্কাউট প্রতিজ্ঞা পাঠের সময় অবশ্যই **স্কাউট চিহ্ন** প্রদর্শন করতে হয়। স্কাউটরা তাদের পরিচয় দানের জন্য ও **স্কাউট চিহ্ন** ব্যবহার করে থাকে।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল।

Scout Law

- A scout honour is to be trusted
- A scout is friend to all
- A scout is courteous and obedient
- A scout is kind to animals
- A scout is cheerful at all time
- A scout is thrifty
- A scout is clean in thought, word and deed.

কাব স্কাউটদের জন্য রয়েছে কাব স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন এবং স্কাউট, রোভার এবং বয়স্কদের জন্য রয়েছে স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন।

প্রতিজ্ঞা পাঠের মাধ্যমে স্কাউট আন্দোলনে যোগদান করতে হয়।

মটো (মূলমন্ত্র)

- **কাব স্কাউট** : যথাসাধ্য চেষ্টা করা
- **স্কাউট** : সদা প্রস্তুত
- **রোভার স্কাউট** : সেবা

Motto

- Cub Scout : Do your best
- Scout : Be prepared
- Rover Scout : Service.

[উল্লেখিত মটোগুলো একত্র করে বলা যায়, "**সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা**"]

স্কাউটদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে এ মটো প্রতিফলনের জন্য কাব, স্কাউট ও রোভারদের মধ্যে পৃথকভাবে ভাগ করা হয়েছে। এসব মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্কাউটরা নিজের জীবনকে গড়ে তোলায় ব্রতী হয়।

২. হাতে কলমে শিক্ষণ (Learning by Doing)

স্কাউট পদ্ধতির আরেকটি মৌলিক উপাদান হচ্ছে হাতে কলমে শিক্ষণ। এটি কার্যকরী শিক্ষার মৌল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং আধুনিক শিক্ষার 'কর্ণার স্টোন' হিসেবে স্বীকৃত। বি-পি তাঁর সকল লিখনিতে এ বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাঁর ভাষায় ' একজন বালক কোন বিষয়কে সম্পূর্ণ হৃদয়ংগম করার চেয়ে সম্পাদন করতে সদা প্রস্তুত থাকে। ('A boy is always ready to do rather than digest') স্কাউটিংয়ে শিক্ষণ অবশ্যই পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ব্যক্তিগত কর্মকান্ডের মাধ্যমেই হতে হবে। তাত্ত্বিক নির্দেশনার বিপরীতে এর মাধ্যমে সরাসরি অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে যুবদের উন্নয়ন ঘটানো হয়। এটি স্কাউটিংয়ে শিক্ষার ব্যবহারিক দিক প্রতিফলিত করে। এ উপায়ে সক্রিয়ভাবে একজন স্কাউট তার জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভংগির উন্নয়ন ঘটিয়ে থাকে। স্কাউটিংয়ে যে কোন প্রোগ্রাম এ ধারণার ভিত্তিতে সম্পাদিত হতে হবে। হাতে কলমে সম্পাদিত না হলে তা রোভার প্রোগ্রাম বলে বিবেচিত হবে না। স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের অন্যতম কৌশল হল হাতে কলমে শিক্ষণ। হাতে কলমে শিক্ষণ বা মুক্তাংগণ কর্মসূচিতে অন্যান্য সকল পদ্ধতি একত্রে বাস্তবায়ন করা হয়। মুক্তাংগণ কর্মসূচিকে শাখা ভেদে প্যাক মিটিং, ট্রুপ মিটিং ও ক্রু মিটিং বলা হয়।

৩. টিম সিস্টেম / পেট্রোল সিস্টেম (Team System / Petrol System)

স্কাউট পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্যমন্ডিত উপাদান হচ্ছে পেট্রোল সিস্টেম বা উপদল পদ্ধতি/ষষ্ঠক পদ্ধতি। ষষ্ঠক / উপদল পদ্ধতি স্থানীয় ইউনিটের মৌলিক সাংগঠনিক কাঠামো হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি স্কাউট আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামোর সর্বনিম্ন ধাপ। এটি স্কাউট সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল এবং বয়স্ক নেতৃত্বের সমন্বয়ে গড়ে উঠে। সাধারণত: ৬-৮ জন সদস্য নিয়ে একটি উপদল গঠিত হয়। প্রত্যেক উপদলে একজন সদস্য উপদল নেতা হিসেব নেতৃত্ব প্রদান করে। পেট্রোল সিস্টেম নেতৃত্বের বিকাশ সাধন, দক্ষতা বৃদ্ধি, দায়িত্ব সচেতনতা, একাত্ববোধ ও শৃংখলাবোধের উন্মেষ, কার্যমূল্যায়ন ক্ষমতা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা সৃষ্টির বিশেষ কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি যুবদের ব্যক্তিগত ও সামষ্ঠিক কর্মক্ষমতার বিকাশসাধন এবং নিজেদের পারস্পরিক ও বয়স্কদের সাথে গঠনমূলক সম্পর্কোন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। এর মাধ্যমে টিম স্পিরিট এবং গণতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত হয়। বি-পি বলেছেন যে, "স্কাউট প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হচ্ছে উপদল পদ্ধতি এবং অন্যান্য যুব সংগঠনের সাথে এটি স্কাউটিংয়ের একটি মৌলিক পার্থক্য।"

৪. ব্যক্তিগত ক্রমবৃদ্ধি (Personal progression)

ব্যক্তিগত ক্রমবৃদ্ধি স্কাউট পদ্ধতির অন্যতম উপাদান। এ উপাদান প্রত্যেক তরুণ তরুণীর ব্যক্তিগত উন্নয়নে তাদেরকে সচেতনভাবে ও সক্রিয়তার সাথে নিয়োজিত করতে সহায়তার করার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এর মাধ্যমে তরুণ/তরুণীকে তার নিজস্ব পথে অগ্রগতিতে সমর্থ করে তোলা হয়। এতে ব্যক্তিগত উন্নয়নের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে ঐ উদ্দেশ্য কিভাবে অর্জন করা যায় তার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ক্রমবৃদ্ধি ঘটাতে হয়। অবশেষে সংগঠিত অগ্রগতির মূল্যায়ন, স্বীকৃতি এবং তা স্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ক্রমোন্নতিশীল ব্যাজ পদ্ধতি এবং ইয়ুথ প্রোগ্রাম এ উপাদান বাস্তবায়নের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এ পদ্ধতির মাধ্যমে স্কাউটদের ধারাবাহিক ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য বয়সভেদে চাহিদা অনুসারে বৈচিত্রময় প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ আকর্ষণীয় ব্যাজ এবং অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। যে যত দক্ষতা অর্জন করবে, তার ততবেশী জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন হবে। উপদল পদ্ধতি নির্দেশ পালনের পিরামিড আকৃতির কাঠামো নয় বরং এটি হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক অংশীদারিত্ব। এখানে নেতৃত্ব দেয়া এবং মানার অনুশীলন করা হয়।

৫. **প্রতিকী কাঠামো** (Symbolic Framwork)

প্রতিকী কাঠামো স্কাউট পদ্ধতির একটি অন্যতম উপাদান। এ উপাদানের মাধ্যমে স্কাউটরা স্কাউটিংয়ের প্রতি আকৃষ্ট ও আগ্রহী হয়ে ওঠে। স্কাউট আন্দোলন এমন কিছু বৈশিষ্ট্য মন্ডিত যা অন্যান্য সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিকী কাঠামোর মাধ্যমে সহজেই পৃথক করা যায়। সিম্বল (Symbol) হল, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের অংকিত নকশা বা ভাবমূর্তি নির্দেশক। সিম্বল (Symbol) এর মাধ্যমে ঐ বিষয়ের উদ্দেশ্য, অবস্থা, ধারণা বা পদ্ধতি জানা যায়। স্কাউট মনোগ্রাম, রীফ নট, স্কাউট সালাম এবং 'স্কাউট শব্দ', লোগো, পোশাক, ইত্যাদি সিম্বল হিসেবে বিবেচিত। স্কাউটিংয়ে Symbolic Framwork হল, সমজাতীয় যেকোন বিষয়সমূহের ওপর পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা নিরিক্ষা করা। সিম্বোলিক ফ্রেমওয়ার্ক স্কাউটদের উদ্বুদ্ধ ও সাড়া জাগিয়ে থাকে,সমাজে স্কাউটিংয়ের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে, মূল্যবোধ তৈরিতে ইউনিট লিডারদের অনুপ্রাণীত করে থাকে, স্কাউটদের আগ্রহকে সক্রিয় রাখে ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনে এবং গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে, এর মাধ্যমে স্কাউটদের কল্পনার সামর্থতা, সৃজনশীলতা, সংহতি, পর্যবেক্ষণ, এডভেঞ্চার এবং উদ্ভাবন ক্ষমতার উন্নয়ন ঘটিয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। স্কাউট আন্দোলন এর 'স্কাউটিং' নামটিই প্রতিকী কাঠামোর অন্যতম উপাদান। বি-পি স্কাউটিং ফর বয়েজ গ্রন্থে স্কাউটিং শব্দটিকে ব্যাক উডসম্যান, আবিস্কারক, শিকারী, সী-ম্যান (নাবিক) বৈমানিক, পাইওনিয়ার এবং ফ্রন্টিয়রস'ম্যানদের কার্যক্রম ও প্রচেষ্টার প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া 'রীফনট' আন্দোলনের একতার (Unity) প্রতীক এবং 'স্কাউট সালাম', আইন প্রতিজ্ঞাকে প্রতিফলিত করে।

৬. **বয়স্কদের সমর্থন** (Adult Support)

বয়স্ক নেতৃত্ব, স্কাউট আন্দোলনের গোড়া থেকেই অন্যতম মূলনীতি ও অতি আবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে স্বীকৃত ও গৃহীত। আনুষ্ঠানিক স্কাউট দল গঠন ও পরিচালনা বয়স্ক নেতাদের দায়িত্ব। প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চালু রাখা, তদারকি করা, পরামর্শ দেয়া এবং পরিচালনা করা ইউনিট লিডারের কাজ এবং নেতা, বন্ধু, শুভানুধ্যায়ী ও শিক্ষক হিসেবে ইউনিট লিডার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আর এ দায়িত্ব পালন করতে ইউনিট লিডারকে বিষয়গুলো জানতে হবে, শিক্ষা দেয়ার ও দল পরিচালনা করার কৌশল আয়ত্ত্ব করতে হবে এবং দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এর জন্য দরকার উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের।

৭. **প্রকৃতি** (Nature)

স্কাউট আন্দোলনের গোড়া থেকেই প্রকৃতি এবং মুক্তাঙ্গণের জীবন স্কাউট কার্যাবলীর জন্য একটি আদর্শ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল স্বয়ং প্রকৃতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ''স্কাউটিং ফর বয়েজ'' বইতে তিনি স্কাউটিংকে বনকলার মাধ্যমে সুনাগরিকত্ব শিক্ষার প্রশিক্ষণ বলে অভিহিত করেছেন এবং বনকলাকে তিনি প্রাণী ও প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান বলে সংঙ্গায়িত করেছেন। এ অর্থে পৃথিবীকে ধরা হয় জ্ঞানের ভাণ্ডার এবং প্রকৃতি হল জ্ঞানের উপাদান। এ মুক্তাঙ্গণের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে প্যাক মিটিং, ট্রুপ মিটিং,ক্রু মিটিং, তাঁবুবাস, হাইকিং, সমাবেশ, জাম্বুরী ক্যাম্পুরী, মুট ইত্যাদি। এ মুক্তাঙ্গণের কর্মসূচির মাধ্যমে স্কাউটদের ক) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং কৌতুহলীর ফলে সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়। খ) ভৌগলিক জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে ধৈর্যশীলতা ও উদারতা বৃদ্ধি পায়। গ) আর্থ-সামাজিক অবস্থা জরিপের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বালকদেরকে দেশের উত্তম নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে স্কাউটিং প্রশিক্ষণ এর প্রয়োজন আছে এবং প্রকৃতির পাঠশালাই এর উপযুক্ত স্থান। প্রকৃতির বিরাট পাঠশালার জ্ঞানানুশীলনের চেষ্টা চালিয়ে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারি, শিখতে পারি। এ জানার শেষ নেই। প্রকৃতির অফুরন্ত ভান্ডারে মানুষের জানবার, শিখবার, তথ্য ও সম্পদের অভাব নেই। সে জন্যেই হয়ত বিখ্যাত ইংরেজ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন "Fields are my books and nature is my study." তাই স্কাউটিং এর সকল প্রোগ্রামই মুক্তাংগণে বাস্তবায়ন হওয়া আবশ্যক।

৮. **কমিউনিটি ইনভলমেন্ট** (Community Involvement)

এটি স্কাউট পদ্ধতির নতুন অর্ন্তভূক্ত উপাদান। আযারবাইজানে ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত ৪১তম ওয়ার্ল্ড স্কাউট কনফারেন্স এটি অনুমোদিত হয়।

কমিউনিটি বলতে একটি সামাজিক ইউনিটকে বুঝায় যেখানে তার সদস্যদের কিছু বিষয় সাধারণত একই (Common) হয়ে থাকে। একটি স্কাউট কমিউনিটিতে তার নিজের ইউনিট, উপজেলা, জেলা ও অঞ্চল অন্তর্ভূক্ত হয় অথবা স্কাউটিং-এর বাইরে যেমন পরিবার, স্কুল, কলেজ ও দেশ অন্তর্ভূক্ত থাকে। এটি স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক প্রকৃতিরও হতে পারে। কমিউনিটি ইনভলমেন্ট বলতে "Active exploration and commitment to communities and the wider world, fostering greater appreciation and understanding between people".

কমিউনিটিতে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে স্কাউটসরা বিভিন্ন শ্রেণির জাতি গোষ্ঠীর সাথে কাজ করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এভাবে সমাজে, বা সমাজের সাথে কাজ করে আন্ত:সাংস্কৃতিক বোধগম্যতা বৃদ্ধি পায় এবং সমাজের সাথে তাদের অধিকতর সম্পৃক্ততা সৃষ্টি হয়। একজন সক্রিয় ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে সমাজের প্রতি তার ভূমিকা কী হবে তা সে বুঝতে পারে।

স্কাউটিংয়ের মিশন (Mission of Scouting)

স্কাউটিং-এর মিশন হলো, স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ জাগ্রত করার প্রক্রিয়ায় যুবদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখা, যে প্রক্রিয়ায় একটি উন্নত বিশ্ব গড়ার কাজে সাহায্য করা; যেখানে প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সমর্থ হবে এবং সমাজে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে (The mission of Scouting is to contribute to the education of young people, through a value based system on the Scout promise and Law to help build a better world where people are self-fulfilled as individuals and play a constructive role in the society)।

ইয়ুথ প্রোগ্রামের সংজ্ঞা

স্কাউটিংয়ে ইয়ুথ প্রোগ্রাম বলতে যুবকদের শিক্ষার সুযোগের সামগ্রিকতাকে বোঝায়, যেখান থেকে স্কাউটিংয়ের উদ্দেশ্য পূরণে যা এবং যে কারণে কোন নতুন কিছু তৈরি করে এবং স্কাউটিং পদ্ধতির মাধ্যমে দক্ষ/অভিজ্ঞ হয়।

The Youth Programme in Scouting is the totality of the learning opportunities from which young people can benefit (WHAT), created to achieve the purpose of Scouting (WHY) and experienced through the Scout method (HOW).

স্কাউটিংয়ে ইয়ুথ প্রোগ্রাম বলতে বুঝায়, স্কাউটিংয়ের উদ্দেশ্য পূরণে (যা বা যে কারণে) কিছু নতুন সৃষ্টি করে বা তৈরি এবং তা স্কাউটিং পদ্ধতির মাধ্যমে অভিজ্ঞ হওয়া ও শিক্ষার সুযোগের সম্পূর্ণতা দেওয়াকে বা সামগ্রিকতাকে বোঝায়।

এই নীতি যুবকদের স্কাউটিং জীবনে অভিজ্ঞতার সামগ্রিকতাকে বোঝায় যা ইয়ুথ প্রোগ্রামর ধারণা সংযুক্ত করে এক ব্যাপক সংজ্ঞা যা অন্তর্ভুক্ত করে:

যা (What): সুগঠিত/সুসংগঠিত ও স্বত:স্ফুর্ততা উভয়ের অভিজ্ঞতা ও অবস্থাসমূহ যেখান থেকে যুবকরা কোন কিছু শিখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ/ শিক্ষার সুযোগ/সুবিধাসমূহ। ক্যাম্পিং, বহিরাংগণ কার্যাবলী, খেলাধূলা, অনুষ্ঠানাদি, প্যাট্রোল ও ট্রুপ মিটিং, উপার্জন সপ্তাহ পালন ইত্যাদি স্কাউটিং কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তবে খেয়াল রাখতে হয় যাতে প্রোগ্রামগুলো সংশ্লিষ্ট তরুণ বা যুবদের জন্য রোমাঞ্চকর ও আকর্ষণীয় হয়। শিক্ষামূলক যেসব কাজকর্ম স্কাউটদের জন্য ব্যবস্থা করা হয় সেগুলো 'যা' এর আওতায় পড়ে।

যেভাবে (How): যে পদ্ধতিতে এটা করা হয়। যেমন-স্কাউট পদ্ধতি। যেভাবে এটা করা হয় তাই স্কাউট পদ্ধতি। স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হয় স্কাউট পদ্ধতিতে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো স্কাউট পদ্ধতির আওতায় পড়ে, ক) আইন ও প্রতিজ্ঞা খ) হাতে কলমে শেখা গ) বয়স্ক লিডারের তত্ত্বাবধানে ছোট গ্রুপে (উপদল) বিভক্ত করে ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ প্রদান। এতে উৎকর্ষতা, দায়িত্ব গ্রহণ, স্বাভাবিক গতিতে চারিত্রিক উন্নয়ন, নির্ভরশীল সহযোগিতা গ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী বিকশিত হয়। ঘ) আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহের ভিত্তিতে খেলাধুলা, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ের দক্ষতা, সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের ক্রমোন্নতিশীল ও উদ্দীপনাময় কর্মসূচি। মুক্তাংগণের কার্যাবলীকে স্কাউট প্রোগ্রামে প্রাধান্য দেয়া হয়।

যে কারণে (Why): আন্দোলনের উদ্দেশ্যসমূহ ও নীতিসমূহের সাথে সাথে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যসমূহ। স্কাউটিং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্যপালন, অন্যের প্রতি, দেশের প্রতি, আন্দোলনের প্রতি এবং নিজের প্রতি কর্তব্য পালনে সক্ষম করে তোলা। সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণীত হয়। তরুণ ও যুবদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগীয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়ন প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের লক্ষ্য।

স্কাউট চেতনা (Scout Sprit): স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের জন্য স্কাউটরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকে। স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনের প্রতি আস্থাকে স্কাউট চেতনা বলা হয়।

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব (World Brotherhood): স্কাউটিং প্রথম অবস্থায় বিশ্বের সকল বালকদের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা নিয়ে শুরু হয়নি। বি-পি'র চিন্তাভাবনা ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি অতি দ্রুততার সাথে বিভিন্ন দেশে প্রসারিত হয়। সকলে বুঝতে শুরু করল যে, বালকদের নিকট স্কাউটিং যে আবেদন সৃষ্টি করে অন্য কোন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি তেমন পারে না। এভাবে স্কাউটিং বিশ্বের জনগণের মধ্যে আর একটি ঐক্যের সেতুবন্ধন সৃষ্টি করেছে। দীক্ষা গ্রহণের পর একজন স্কাউট সে ঐ ইউনিটের সদস্য হওয়ার সাথে সাথে সারা বিশ্বের একজন স্কাউট সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

স্কাউট সালাম: স্কাউটরা বিশেষ কায়দায় সালাম করে থাকে। ডান হাতের বৃদ্ধা আংগুল দ্বারা কনিষ্ঠা আংগুলের অগ্রভাগকে চেপে ধরে তিন আংগুলে সালাম করে থাকে। সালাম দিয়েই হাত নামিয়ে ফেলতে হয়। সালামের সময় তর্জুনী চোখের ভ্রুর কোণে সামান্য স্পর্শ করতে হয় এবং মধ্যমাকে উর্ধমুখী রাখতে হয়। একে অপরের সাথে দেখা হলেই সালাম দেয়া উচিৎ। যাঁকে সালাম দেয়া হয় তিনি হাত বাড়ালে করমর্দন করতে হয়। বিশ্বের অধিকাংশ স্কাউটরা একে অপরের সাথে বাম হাতে করমর্দন করে থাকে। বাংলাদেশসহ বেশ কিছু মুসলিম দেশের স্কাউটরা ডান হাতে একে অপরের সাথে করমর্দন করে থাকে। কুশলাদি বিনিময় করার পর এক কদম পিছনে গিয়ে পুনরায় সালাম করে প্রস্থান করতে হয়। স্কাউট প্রতিজ্ঞার তিনটি অংশ বিধায় স্কাউটরা তিন আংগুলে সালাম করে থাকে।

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন

স্কাউটদের জীবনে প্রতিজ্ঞা ও আইনের প্রতিফলন

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য: সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন-

১. স্কাউট আইন ও প্রতিজ্ঞার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. স্কাউট চেতনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩. স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন কিভাবে একজন স্কাউটের জীবনে প্রতিফলিত করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪. মিশন অব স্কাউটিং ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

স্কাউট আন্দোলনের মুল উদ্দেশ্য মূলত : স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে যুববয়সীদের দৈহিক (Physical), আবেগিক (Emotional), আধ্যাত্মিক (Spiritual), সামাজিক (Social) ও বুদ্ধিমত্তার (Intellectual) উন্নয়ন সাধন। স্কাউটিং স্কাউটদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে আদর্শ নাগরিক রূপে গড়ে তোলার একটি বৈজ্ঞানিক উপায় হিসাবে বিশ্বখ্যাত। আদর্শ নাগরিক বা যোগ্য ব্যক্তির মূলতঃ তিনটি গুণ থাকা আবশ্যক যথা, জ্ঞানবোধ ও দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি (চরিত্র)। স্কাউটিং একটি শিক্ষামূলক আন্দোলন অন্যান্য আনন্দদায়ক খেলাধূলার মতই স্কাউটিংও একটি বৈচিত্রময় খেলা/ক্রীড়া (Scouting is a game for the boys and job for the leaders) যা অবসর সময় মুক্তাংগণে বাস্তবায়ন করা হয়। বৈচিত্রময় এবং প্রতিযোগিতামূলক (Challenging) প্রোগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতা দিয়ে যেকোন কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় আর ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিজ্ঞা ও আইন বাস্তবায়ন করে মূল্যবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে প্রতিটি স্কাউট তার নিজস্ব মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সামর্থ হয় এবং সমাজে গঠনমূলক ভূমিকা পালন ও নেতৃত্ব দানে সক্ষম হয়ে ওঠে।

স্কাউটিংয়ে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনাকালে বি-পি সর্বদা চরিত্রের উপর বিশেষ জোর দিতেন। বি, পি, এ সম্পর্কে বলেছেন ভবিষ্যৎ বংশধরদের উন্নতি এবং তাদের মনে প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তোলার মাধ্যমে চরিত্র গঠন ও আত্মোন্নয়ন ঘটিয়ে আদর্শ নাগরিক তৈরি করা যায়। আমরা জানি যে, প্রতিজ্ঞা ও আইনের ওপর ভিত্তি করে স্কাউটিং তার আপন মহিমায় বিকশিত, কারণ হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রতিজ্ঞা ও আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে চরিত্র গঠন করা হয়ে থাকে। এমনকি পৃথিবীতে অন্য কোন সংগঠন স্কাউটিংয়ের মত হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে অতি সহজে চরিত্র গঠন করতে পারে না। এজন্যই একজন ইউনিট লিডারকে প্রতিজ্ঞা আইনের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উপর গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হবে ; সাথে সাথে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। দৃষ্টিভঙ্গি বলতে, বিভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতিতে একজন মানুষের দৈহিক এবং মানসিক প্রতিক্রিয়া বা চিন্তা চেতনা বা আচরণের প্রতিফলনকে তার স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে ধরে নেয়া হয়। মানুষের চিন্তা চেতনা (Thinking) থেকে বিশ্বাসের (Belief) জন্ম - আর বিশ্বাস থেকে প্রত্যয় বা আশার (Expectation) সঞ্চার এবং এই প্রত্যয় থেকেই দৃষ্টিভঙ্গির (Attitude) উৎপত্তি। দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশই হল, আচার-আচরণ বা স্বভাব (Behaviour) আর এই স্বভাব থেকে আসে কৃতিত্ব (Performance)। ধারাবাহিক কৌশল বা প্রশিক্ষণের দ্বারা দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি বা এর উন্নয়ন বা পরিবর্তন করা বেশ সহজ কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন বা পরিবর্তন না করে স্বভাবের (Behaviour) পরিবর্তন ঘটানো খুবই কঠিন।

স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে চরিত্র গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়। স্কাউটিংয়ের নবাগত হিসেবে ভর্তি হয়ে সর্বপ্রথম তাকে প্রতিজ্ঞা ও আইন সঠিকভাবে মুখস্থ করে সুন্দরভাবে বলা শিখতে হয় এবং নির্দিষ্ট সিলেবাস শেষ করে দীক্ষা অনুষ্ঠানে প্রতিজ্ঞা পাঠের মাধ্যমে স্কাউটিং জগতে প্রবেশ করতে হয়। এরপর শুরু হয় হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে চরিত্র গঠনসহ অন্যান্য দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম। প্রতিজ্ঞা ও আইনের অর্থসহ ব্যাখ্যা স্কাউটদের চরিত্রের উপর স্থায়ীভাবে রেখাপাত করে থাকে।

প্রতিজ্ঞা ও আইন: স্কাউট মূলনীতিসমূহের প্রধানতম অংশ এবং স্কাউট পদ্ধতির প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই উপাদানের মাধ্যমে স্কাউটদের চরিত্র গঠন তথা দৃষ্টিভঙ্গির (এটিচিউড) উন্নয়ন এবং দেশাত্মবোধের উন্মেষ ঘটানো হয়ে থাকে। প্রতিজ্ঞা ও আইন মুখস্থ ও ব্যাখ্যা করে, প্রতিজ্ঞা ও আইনের উপর ভিত্তি করে অভিনয় করিয়ে, গুডটান নট অভ্যাস করিয়ে, স্কাউট ওণ এর মাধ্যমে, জাতীয় সংগীত মুখস্থ ও সুন্দর করে গাওয়া অভ্যাস করিয়ে, জাতীয় পতাকা অংকন/ উত্তোলন, বহন, ভাঁজ, প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিজ্ঞা ও আইন প্রতিফলিত করা হয়।

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনের ব্যাখ্যা

আত্মমর্যাদা : স্কাউটদের আত্মমর্যাদার ওপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা পাঠ করতে হয় এবং প্রথম আইন হল, স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী। সুতরাং আত্মমর্যাদা একজন মানুষের সর্বাধিক মূল্যবান স্বত্ব যা মানুষের জীবনে সুনাম- সুখ্যাতি অর্জনের একমাত্র ধারক ও বাহক। সাধারণভাবে একজন মানুষের নিজের গৌরবময় দিককে তার আত্মমর্যাদা বুঝানো হয়ে থাকে। একজন ব্যক্তির সুন্দর নামটি, তার চারিত্রিক সরলতা ও চারিত্রিক অখণ্ডতা, মাধুরতা, শুদ্ধতা এবং সুনাম-সুখ্যাতি আত্মমর্যাদার অর্ন্তভুক্ত। প্রকৃত পক্ষে যখন কেউ স্কাউট প্রতিজ্ঞা পাঠের মাধ্যমে নিজের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হয় তখন ঐ ব্যক্তি তার জীবন পথ প্রতিজ্ঞার হিতোপদেশ অনুযায়ী চলার শপথ গ্রহন করে স্কাউটিংয়ে আত্মমর্যাদার গুরুত্বকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে কোমলমতি স্কাউটদের মনে সহজে দাগ কাটতে পারে। স্কাউটিংয়ে আত্মমর্যাদা শব্দের অর্থ হল, স্কাউটরা সর্বদা সৎ ও সত্যবাদী। প্রতিজ্ঞা গ্রহনের সময় দীক্ষা প্রর্থীকে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে, "তুমি আত্মমর্যাদা বুঝ? এর অর্থ কী?"। যেহেতু যত খারাপের মূলে রয়েছে মিথ্যা সুতরাং স্কাউটিংয়ের শুরু থেকে মিথ্যার ক্ষতিকারক দিক আলোচনা করা হয়েছে। হিন্দু ধর্মে রয়েছে মিথ্যা বলা মহা পাপ। অন্যদিকে পবিত্র কোরআনে রয়েছে পৃথিবী পরিভ্রমন কর এবং দেখ যারা সত্যকে অস্বীকার করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল আর আমাদের মহানবী (সঃ) বলেছেন, "মিথ্যা সকল পাপের মা"। অন্যদিকে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিরা নিরাহংকারী হয়ে থাকে। তার কথা, কাজে ও ব্যবহারে কেহ ব্যথা অনুভব করবে না অর্থাৎ, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা কখনোই অন্যকে ব্যঙ্গ, তুচ্ছ বা হেয় করতে চাইবেনা- সে যতই অযোগ্য বা সমালোচনার যোগ্যই হোক না কেন। হীনমন্য লোকেরা অন্যের ভিতর ত্রুটি ও অক্ষমতা খোঁজাতেই ব্যস্ত থাকে।

আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন: স্কাউটিং কেবলমাত্র আস্তিকের জন্য। যারা আল্লাহ্ বা সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে তারাই শুধু স্কাউট হতে পারে। আল্লাহ্ মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন কেবলমাত্র তাঁর এবাদতের জন্য। স্কাউটরা স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে কর্তব্য পালনে সচেষ্ট থাকবে।

দেশের প্রতি কর্তব্য পালন: পৃথিবীর সকল ধর্মেই নিজের দেশকে ভালবাসা, নিজের জাতির জন্য মঙ্গলকর কাজ করার তাগিদ রয়েছে। ইসলাম ধর্মে মাতৃভূমিকে ভালবাসার সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে।

প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করা: কাব স্কাউটরা প্রতিদিন পিতা-মাতার বিভিন্ন কাজে সহায়তা করার পাশাপাশি গুডটার্ণ নট অভ্যাসের মাধ্যমে প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করে থাকে।

সর্বদা অপরকে সাহায্য করা: স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা তাদের মেধা ও দক্ষতা দিয়ে মানুষের যে কোন সমস্যার মোকাবেলায় এগিয়ে আসে এবং সমস্যা সমাধানের যে কোন উপায় তারা বের করতে জানে বিধায় সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে। কাব স্কাউটরা প্রতিদিন কারো না কারো **উপকার** করে এবং স্কাউট ও রোভার স্কাউটরা সর্বদা অপরকে **সাহায্যে** করে কারণ **উপকার** এবং **সাহায্যের** মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান আছে অর্থাৎ, অসুবিধার জন্য বিনা পারিশ্রমিকে যে কাজটি করা হয় তাকে উপকার এবং সমস্যা নিরসনের জন্য যে কাজটি দক্ষতা/বুদ্ধি খাটিয়ে করা হয় তাকে সাহায্য বলা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অন্ধ লোককে পথ দেখিয়ে দেয়াকে উপকার বলা যায় এবং কারোর বাসায় বিদ্যুৎ লাইনের ত্রুটি মেরামত করা/ কাট-আউটের তার লাগিয়ে দেয়াকে সাহায্য বলা যায়।

যথাসাধ্য চেষ্টা করা: স্কাউট প্রতিজ্ঞায় যথাসাধ্য চেষ্টা করার কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে একজন স্কাউট যা কিছু করে তা সর্বোত্তমভাবে যথাসাধ্যভাবে সম্পাদন করে থাকে। যখন কোন কাজ নিজের যাবতীয় ক্ষমতাও কর্মশক্তি প্রয়োগ করে সম্পাদন করে- তখন সে কাজটি তার যথাসাধ্য চেষ্টার মাধ্যমে হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। যথা সাধ্য চেষ্টা করা একটি ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ। যখনই কোন কাজ করবে তখন তা প্রাণপনে চেষ্টা করে করবে।

স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী: আত্মমর্যাদা বোধই একজন মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে যা পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

স্কাউট সকলের বন্ধু: এই আইনের অর্থ হল,স্কাউটরা সহমর্মি। স্কাউটরা একে অপরের প্রতি সহমর্মিতাবোধে আবদ্ধ সুতরাং বিপদে ও সমস্যায় তারা পাশে এসে দাঁড়ায়। মা যেমন সন্তানের বড় বন্ধু, সন্তানের ক্ষতি হোক মা তা কখনও চাইবে না, তেমনি স্কাউটরা কখনও কারো ক্ষতির কথা চিন্তা করে না বরং বন্ধু হয়ে বিপদে তার পাশে দাঁড়াতে অভ্যস্থ হয়।

স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত: এই আইনের অর্থ হল, উপদল নেতার আদেশ বিনা বাক্যে পালন করা। স্কাউট অ্যাটিচিউড বলতে প্রথম আইনের পরেই এই আইনের বাস্তবায়নকেই প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। নেতার সমালোচনা বা তার সঙ্গে তর্কে লিপ্ত না হয়ে নেতার ভাল দিকগুলো উপলব্ধি করে।

স্কাউট জীবের প্রতি সদয়: এই আইনের অর্থ হল, স্কাউট সকল জীবের প্রতি সহানুভূতিশীল। স্কাউটরা সকল জীবের প্রতি এমনই সদয় থাকে যে, কোন জীবের প্রতি নির্দয় হতে গেলে নিজেকে ঐ পরিস্থিতিতে কল্পনা করলে কখনও সে নির্দয় হয়ে কোন কিছু করে না।

স্কাউট সদা প্রফুল্ল: এই আইনের অর্থ হল, স্কাউট প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষতা বা পারদর্শিতার প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। স্কাউটদের আদেশ করার সাথে সাথে তারা সে কাজটি দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে পারে বিধায় তাদের মুখে হাসি থাকে অর্থাৎ কোন কাজে তারা ভয় পায়না, তাদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধের উন্মেষ ঘটে। তৃতীয় আইনের ন্যায় এই আইনটি বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

স্কাউট মিতব্যয়ী: এই আইনের অর্থ হল, স্কাউটরা অপচয় করা থেকে যথারীতি বিরত থাকে। স্কাউটরা নিজের জিনিসের প্রতি যেমন যত্নবান হয় তেমনি, অপরের বা সরকারী সম্পত্তির প্রতি যত্নবান হয়। এই আইন বাস্তবায়নের ফলে স্কাউটরা যেমন মিতব্যয়ী হয়ে ওঠে তেমনি, দেশাত্ববোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল: এই আইনের অর্থ হল, স্কাউটরা ধৈর্যশীল ও সমস্যা সমাধানকারী। স্কাউটরা যেকোন সমস্যাকে দীপ্তমনে মোকবেলা করে কোন অবস্থাতেই বিচলিত হয়না। নির্ভিক চিত্তে সে স্থান, কাল, পাত্র ভেদে নিজেকে উপযোগী করে তুলতে পারে এবং সময়ের কাজ সময়ে করে ও কথা দিয়ে কথা রাখতে চেষ্টা করে। এখানে একটি বিষয় জেনে রাখা ভাল যে, যেকোন সমস্যাকে মোকাবেলা করতে হলে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা যেতে পারে, "প্রকৃতি, সময় এবং ধৈর্য"। বিষয়টির ব্যাখ্যা এইভাবে করা যায়, সমস্যাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক ধীরে ধীরে (সময় নিয়ে) দক্ষতার সাথে সমাধানের পথ (পরিবেশ) তৈরি করতে হবে। তৃতীয় আইনের ন্যায় এই আইনটি বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

মটো (মূলমন্ত্র): স্কাউটদের মধ্যে সুষ্ঠভাবে এই মটো প্রতিফলনের জন্য কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের মধ্যে পৃথকভাবে ভাগ করা হয়েছে। এইসব মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্কাউটরা নিজের জীবনকে গড়ে তোলায় ব্রতী হয়।

কাব স্কাউট মটো: যথাসাধ্য চেষ্টা করা (Do your best)। কাবেরা যেহেতু তাদের নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা কম বিধায় তারা যেকোন কাজে আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে।

স্কাউট মটো: সদা প্রস্তুত (Be Prepared)। স্কাউটরা যেহেতু তাদের নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে বিধায় তাদের দক্ষতার যথাযথ প্রয়োগের জন্য সদা প্রস্তুত থাকার চেষ্টা করে থাকে।

রোভার স্কাউট মটো: সেবা (Service)। রোভার স্কাউটরা তাদের পরিপক্ষ দক্ষতাকে সেবার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে জ্ঞান অর্জনসহ নেতৃত্বের বিকাশ সাধন করে থাকে।

উল্লেখিত মটোগুলো একত্র করে বলা যায়, **"সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা"**।

উপদল পদ্ধতি

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য: সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন।

১। উপদল পদ্ধতির তাৎপর্য ও কার্যকারিতা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২। উপদলের গঠন প্রনালীর উপাদানগুলো পৃথক পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে পারবেন।
৩। উপদলের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ ও কর্ম পরিকল্পনা তৈরি কৌশল আলোচনা করতে পারবেন।

স্কাউটিংয়ে নেতৃত্ব বিকাশের লক্ষ্যে একটি ইউনিটকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করে প্রোগ্রামসহ ইউনিটের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন/বাস্তবায়নের পদ্ধতিকে ষষ্ঠক/উপদল পদ্ধতি বলে। টিম/পেট্রোল সিস্টেম/ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত (Petrol System/Membership of small groups)- স্কাউট পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্যমন্ডিত উপাদান হচ্ছে পেট্রোল সিস্টেম বা ষষ্ঠক / উপদল পদ্ধতি। ষষ্ঠক/উপদল পদ্ধতি স্থানীয় ইউনিটের মৌলিক/মূল সাংগঠনিক কাঠামো হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি স্কাউট আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামোর প্রথম বা নিম্ন ধাপ। এটি যুব সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল এবং বয়স্ক নেতৃত্বের সমন্বয়ে গড়ে উঠে। কাব স্কাউট ইউনিটের ক্ষেত্রে ৬ জন কাব স্কাউট নিয়ে একটি ষষ্ঠক গঠিত হয় এবং ২-৪টি ষষ্ঠক নিয়ে একটি কাব স্কাউট ইউনিট গঠিত হয়। স্কাউট ইউনিটের ক্ষেত্রে ৬-৮ জন স্কাউট নিয়ে একটি উপদল গঠিত হয় এবং ২-৪টি উপদল নিয়ে একটি স্কাউট ইউনিট গঠিত হয় এবং রোভার স্কাউট ইউনিটের ক্ষেত্রে ৬ জন রোভার স্কাউট নিয়ে একটি উপদল গঠিত হয় এবং ২-৪টি উপদল নিয়ে একটি রোভার স্কাউট ইউনিট গঠিত হয়। প্রত্যেক ষষ্ঠক/উপদলে একজন সদস্য ষষ্ঠক/উপদল নেতা হিসেব নেতৃত্ব প্রদান করে থাকে। টীম সিস্টেম নেতৃত্বের বিকাশ সাধন, দক্ষতা বৃদ্ধি, দায়িত্ব সচেতনতা, একাত্মবোধ ও শৃংখলাবোধের উন্মেষ, কার্যমূল্যায়ন ক্ষমতা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা সৃষ্টির বিশেষ কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি যুবদের ব্যক্তিগত ও সামষ্ঠিক কর্মক্ষমতার বিকাশসাধন এবং নিজেদের পারস্পরিক ও বয়স্কদের সাথে গঠনমূলক সম্পর্কোন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। এর মাধ্যমে টীম স্প্রীট এবং গণতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত হয়।

উপদল পদ্ধতির গুরুত্ব: স্কাউট পদ্ধতির অন্যতম উপাদান হচ্ছে, উপদল পদ্ধতি বা টীম সিস্টেম। বি-পি তাঁর Aids to Scout Mastership বইয়ে উপদল পদ্ধতির বিষযটি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করেন, "একজন ইউনিট লিডারের কাছে উপদল পদ্ধতির কার্যকারিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটা দলের স্থায়ী জীবনীশক্তি ও সাফল্যের জন্য সর্বোত্তম জামানত। এটা ইউনিট লিডারের ছোটখাট নিয়মিত কাজের অনেকটা বোঝা কমিয়ে দেয়।

প্রধান ও প্রথম বিষয় : উপদল হল ব্যক্তি চরিত্রের গঠনের শিক্ষালয়। এটি উপদল নেতাকে দায়িত্ব ও নেতৃত্বের গুণাবলী চর্চার সুযোগ দেয়। স্কাউটদের দেয় সবার স্বার্থে নিজের অধীনতা, সহযোগীতা ও উত্তম বন্ধুত্বের দলীয় চেতনায় জড়িত হয়ে আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের সুযোগ। এই পদ্ধতি থেকে প্রথম শ্রেণীর ফলাফল আশা করলে আপনাকে বালকদের যথার্থ স্বাধীনতার দায়িত্ব দিতে হবে। যদি আপনি আংশিক দায়িত্ব দেন তাহলে আংশিক ফল পাবেন। এর প্রধান উদ্দেশ্যে বালকদের দায়িত্ব দিয়ে স্কাউট লিডারের কার্যভার কমানো, বরং এটাই চরিত্র গঠনের সর্বোত্তম উপায়।

যে ইউনিট লিডার সাফল্যের আশা করেন তিনি উপদল ব্যবস্থা ও তার পদ্ধতি সর্ম্পকে যা লেখা হয়েছে, তা কেবল পর্যালোচনাই করবেন। "কাজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে উপদল নেতা ও স্কাউটদের ক্রমাগত চর্চার দ্বারা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে। তিনি যত বেশি কাজ করতে দেবেন, তারা তত বেশি সাড়া দেবে, তারা তত বেশী সামর্থ্য ও চরিত্রগুণ অর্জন করবে"।

উপদল পদ্ধতি অধিকতর কার্যকর করার কৌশল: স্কাউট পদ্ধতির অনুসরণ করে একজন ইউনিট লিডার তাঁরা ইউনিট পরিচালনা করে থাকেন। ইউনিট পরিচালনায় স্কাউট পদ্ধতির সবগুলি উপাদানের সমানভাবে প্রয়োগ হলেও মূলত: উপদল পদ্ধতির মাধ্যমেই সবগুলি উপাদান কার্যকর হয় বিধায় স্কাউট পদ্ধতি মানেই 'উপদল পদ্ধতি' বলে সারা বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বি-পি বলেছেন "স্কাউট ট্রেনিংয়ের প্রয়োজনীয় মেথড হচ্ছে, উপদল পদ্ধতি এবং অন্যান্য যুব সংগঠনের সাথে স্কাউটিংয়ের মৌলিক পার্থক্য এটাই"। নেতৃত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে ষষ্ঠক/উপদল নেতাদের সর্বাধিক দায়িত্ব দিয়ে এই পদ্ধতির বাস্তবায়ন করে ইউনিট পরিচালনা করা হয়ে থাকে। উপদল নেতা পরিষদ/রোভার ইউনিট কাউন্সিলের মাধ্যমে উপদল নেতারা তাদের মতামত ও চিন্তাধারা বিনিময় করে ট্রুপ মিটিং/ক্রু মিটিং করে থাকে। কাব ইউনিটের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যাতিক্রম রয়েছে তা হ'ল, সংশ্লিষ্ট ইউনিটের কাব স্কাউট লিডার, সহকারী কাব স্কাউট লিডার, ষষ্ঠক নেতা এবং প্রয়োজনবোধে সহকারী ষষ্ঠক নেতাদের নিয়ে ষষ্ঠক নেতা পরিষদ গঠিত হয়। অভ্যন্তরীণ এবং কাব স্কাউট কার্যক্রমে পরিচালনার নেতৃত্ব দানের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ষষ্ঠক নেতা পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কাব স্কাউট লিডার এই পরিষদের সভাপতি ও সহকারী কাব স্কাউট লিডার এর সম্পাদক হবেন। এরই ধারাবাহিকতায় প্যাক মিটিং পরিচালনাকালে কাব লিডারই ষষ্ঠক নেতাদের প্রশিক্ষণ দিবেন এবং প্যাক মিটিংয়ে তিনিই সকলকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিবেন। ষষ্ঠক নেতারা শিখানো বিষয়গুলো ষষ্ঠক সদস্যদের অনুশীলন করাবে।

ইউনিট লিডারের দায়িত্ব : সুষ্ঠুভাবে ইউনিট পরিচালনায় ইউনিট লিডারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সঠিকভাবে উপদল পদ্ধতি প্রয়োগ করতে ইউনিট লিডারের সতর্ক ও গতিশীল নেতৃত্বের প্রয়োজন। নেতৃত্ব বিকাশের জন্য যোগ্য ইউনিট লিডারের ভূমিকা অপরিহার্য কারণ, সুচিন্তিত সকল ধ্যান-ধারণার উদ্ভাবক তিনিই। সুতরাং, ইউনিট লিডারকে স্কাউটদের প্রশিক্ষণ (প্রোগ্রাম) কার্যকরকরণ এবং তাদের আগ্রহ টিকিয়ে রেখে ইউনিটের কার্যাবলী সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সুযোগ করে দিবেন। এজন্য ইউনিট লিডারকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি দুরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে-

১। যুবদের নেতৃত্বের ধারাবাহিক বিকাশ ২। উপদল তৈরি ও উপদল নেতা বাছাই ৩। রোমাঞ্চকর উপায়ে স্কাউট কলা ব্যবহার পদ্ধতি ৪। স্কাউটদের আগ্রহ সৃষ্টি ৫। নিয়মিত ব্যাজ পরীক্ষা নেয়া ৬। পুণরানুশীলনের সুযোগ ৭। প্যাট্রোল ক্যাম্প, অভিযান, মিটিং ইত্যাদি।

নিম্নে নেতৃত্ব বিকাশের একটি চিত্র প্রদর্শন করা হল-

স্কাউটিংয়ে নেতৃত্ব বিকাশের চিত্র

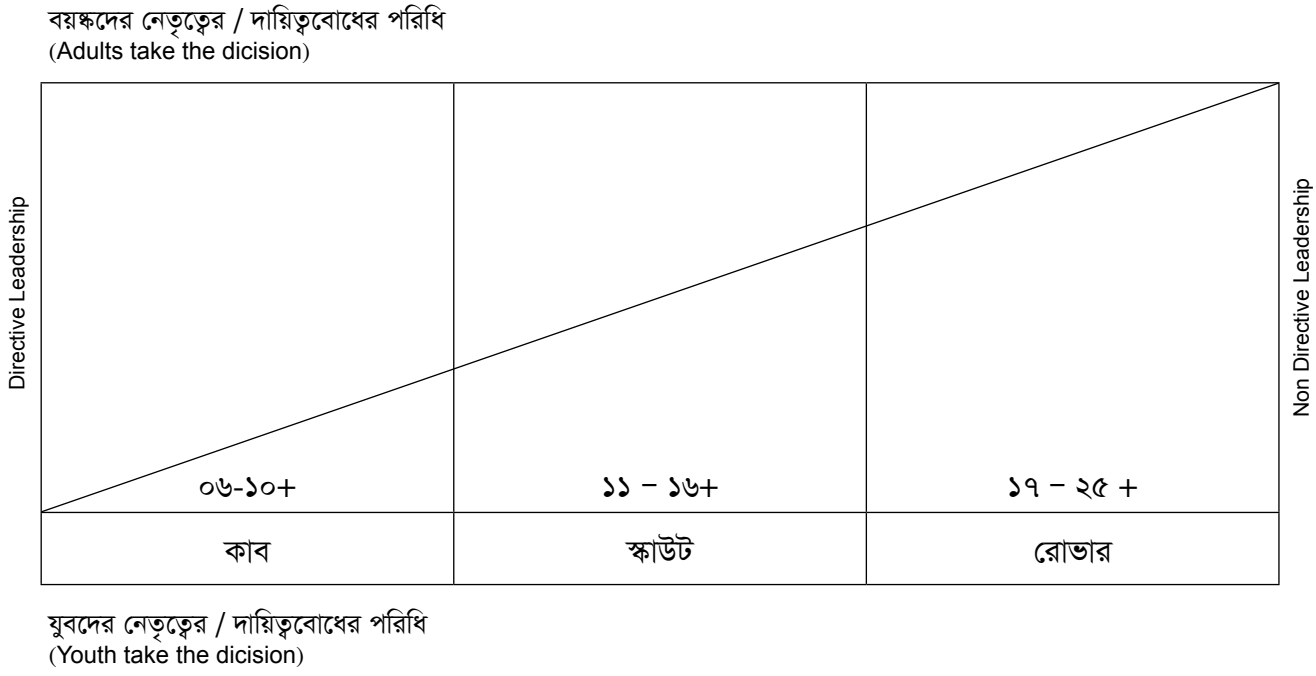

ওপরের চিত্র থেকে নেতৃত্ব/ দায়িত্ববোধ বিকাশের একটি ধারণা লাভ করতে পারা যায়। চিত্রের প্রদর্শিত রেখাচিত্রে ০১ –০৫+ বছর পর্যন্ত বয়সী শিশুদের কোন দায়িত্ববোধ থাকে না। ৬ বছর বয়স থেকে দায়িত্ব বোধের শুরু হয়। ৬ – ১০+ পর্যন্ত বয়সী শিশুরা কাব স্কাউট হিসেবে, ১১ – ১৬+ পর্যন্ত বয়সের ছেলে-মেয়েরা স্কাউট হিসেবে এবং ১৭ – ২৫ পর্যন্ত বয়সী ছেলে-মেয়েরা রোভার স্কাউট হিসেবে গন্য করা হয়। উপরোক্ত চিত্রে বয়স ভেদে পর্যায়ক্রমে দায়িত্ববোধবৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যায় কাব স্কাউট বয়সী থেকে দায়িত্ব শুরু হয়ে তা বৃদ্ধি পেয়ে রোভার স্কাউট বয়সী পর্যায়ে ২৫ বছরপূর্ণ হয়ে বয়স্ক নেতার পর্যায়ের দায়িত্ব পালনে উপযুক্ততা অর্জন করে তা বোঝানো হয়েছে। অন্য দিকে চিত্রের উপরের অংশে একজন বয়স্ক নেতা সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালনের বহি:প্রকাশ ঘটানো দেখানো হয়েছে। শাখা ভিত্তিক বয়স অনুসারে দায়িত্ব পালন পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পায় এবং তা শেষ পর্যায়ে যেয়ে বয়স্ক নেতার পর্যায়ের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন ও উপযুক্ততা অর্জন সম্ভব হয় অর্থাৎ, স্কাউটদের আত্মপ্রত্যয় স্কাউট কলা সম্পর্কে উপলব্ধিবোধ জাগিয়ে তোলে।

উপদল নেতার প্রতি স্কাউটদের আস্থা : স্কাউট বয়সীরা পরিবর্তনশীল ও চাঞ্চল্যতার সময় অতিবাহিত করে। ইউনিট লিডারকে এই অবস্থার কথা বিবেচনায় রেখে স্কাউটদের খামখেয়ালীপনার স্বীকার হওয়ার সম্ভাবনাকে অবশ্যই মেনে নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। শিক্ষাদান নহে প্রশিক্ষণ দানই ইউনিট লিডারের দায়িত্ব।

বি-পি'র মতে-

ক. স্কাউটার নতুন কৌশল প্রয়োগের সুযোগ করে দিবেন।
খ. স্কাউটদের সাফল্য লাভের স্বীকৃতি হিসেবে এবং সাথে সাথে ব্যাজ প্রদানের সুযোগ করে দেয়া।
গ. স্কাউটার বিভিন্ন খেলাধুলা, প্রতিযোগিতা, মুক্তাংগণ কার্যাবলীর ধারণাদানের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কাউট কলা সম্পাদন করে দিবেন।
ঘ. উপদলের কার্যাবলী ও মুক্তাংগণ কর্মসূচি (প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং) পরিচালনা সম্পর্কে নিয়মিত ধ্যান ধারণা দান।
ঙ. সংগঠনের সুযোগ সুবিধা দান।

উপদলের কার্যাবলী: উপদল পদ্ধতিতে উপদল নেতা পরিষদ/রোভার ইউনিট কাউন্সিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ (বি-পি এই পরিষদকে 'কোর্ট অব-অনার' নাম দিয়েছেন)। এটি একটি স্থায়ী কমিটি যার দায়িত্ব উপদলের প্রোগ্রাম এবং প্রশাসনিক কার্যাদি পরিচালনা করা।

প্রোগ্রামের মধ্যে যেমন উপদল প্রতিযোগিতা, শিবির বাস, ব্যাজ পরীক্ষা, আন্ত:উপদল পরিদর্শন ইত্যাদি আন্ত: উপদল প্রতিযোগিতা উপদল উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে, সারা বছর ব্যাপী প্রতিযোগিতায় ব্যবস্থা না করে ৩ অথবা ৬ মাস ব্যাপী সময় কালের জন্য প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। প্রতিযোগিতায় বিষয়সমূহ নির্ধারণ এবং পয়েন্ট বন্টন সকল উপদলের সমান সুযোগ সুবিধাকে মাপকাঠি করে নেয়া উচিৎ। প্রতিযোগিতার বিষয় নির্ধারণ করবে উপদল নেতা পরিষদ, প্রতিযোগিতার বিষয়াদির মধ্যে কয়েকটি হ'ল-

পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত, উপদলের কাজ, নটিং রীলে, পাইওনিয়ারিং প্রজেক্ট, প্রাথমিক প্রতিবিধান, আগুন নেভান, বয়স্কাউট বই থেকে পরীক্ষা, শিবির কলা, গুড টার্ন, প্যাট্রোল কর্নার সাজানো, গ্যাজেট তৈরি, কারুশিল্প, কৌতুক, ব্যাজ প্রাপ্তি ইত্যাদি।

প্রশাসনিক কাজের মধ্যে দলের কর্মসূচি প্রণয়ন, তাঁবুবাসের আয়োজন, পুরষ্কার নির্ধারণ, বিচার কার্য সম্পাদন বিভিন্ন দায়িত্ব বন্টন ইত্যাদি। স্কাউটিংয়ের নির্দেশনায় দলের প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলা বিষয়ে কাজ করে থাকে। এটা সদস্যদের মধ্যে আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতার আর্দশ,সেই সঙ্গে দায়িত্ববোধ ও কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিকাশ ঘটায় এবং বালকদের মধ্যে এর পদ্ধতিগত চর্চার ফলে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে ভবিষ্যৎ নাগরিকের মূল্যবান অভ্যাস গড়ে তোলে। রুটিন কাজ এবং দলের বিনোদন, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। অনেক সময় এই পরিষদে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে (সহকারী উপদল নেতা) সদস্য হিসেবেও গ্রহণ করলে সুবিধা হয়। তাদের সাহায্যে গ্রহণের ফলে কমিটির পদ্ধতি ও কাজে তাদের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়।

ব্যাডেন পাওয়েল বলেন- "আমি চাই প্রত্যেক উপদল নেতা নিজেই তার উপদলের স্কাউটদের শিক্ষা দিবে। আমার বিশ্বাস তোমাদের উপদলের প্রতিটি স্কাউটের দায়িত্ব গ্রহণ এবং তাদেরকে মানুষ করে তোলা তোমারই পক্ষে সম্ভব। তোমাদের কাজ হবে উপদলের সবাইকে সমান সুন্দরভাবে গড়ে তোলা। তোমাদের নিজেদের দৃষ্টান্তই এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ"।

ষষ্ঠক পদ্ধতি

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য: সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন

১. ষষ্ঠক পদ্ধতি ও তার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
২. ষষ্ঠক পরিষদ, ষষ্ঠক নেতা পরিষদ এবং তার কার্যাবলী সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন;
৩. ষষ্ঠক চেতনার উন্নয়নে ষষ্ঠক পদ্ধতির ভূমিকা আলোচনা করতে পারবেন।

ষষ্ঠক পদ্ধতির কার্যকারিতা : কাবিং এ সমবয়সীরা একত্রে কাজ করে। ফলে জীবনের প্রারম্ভেই তারা পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসার সুযোগ পায়। এতে তাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে গড়ে ওঠে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করার ফলে একে অপরকে ভালভাবে চেনার এবং জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়, তাদের মধ্যে খুব সহজেই সম্প্রীতি গড়ে ওঠে, নিজের কাজ কর্মে সাধীনভাবে, সুন্দর চিন্তা, মনোবল ও মতামত প্রকাশ করার সুযোগ ঘটে। স্বাভাবিকভাবে এ সবের মাধ্যমে তারা নিজেরাও সমাজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ছোট দলে কাজ করার ফলে তারা আত্মসচেতন হয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ পায়। এ সকল সুযোগ সুবিধা তাদের মত কোমলমতি বালক/বালিকাদের এমন একটি আদর্শ পরিবেশের মধ্যে বেড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি করে, যা তাদের পরবর্তীকালে যোগ্য নেতা একজন দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। বালক/বালিকাদের বেড়ে ওঠার এই মুহূর্তে এরূপ অনুকুল পরিবেশ তাদের চরিত্র গঠনে খুবই সহায়ক হয় এবং তারা যোগ্য, আত্মসচেতন ও সৌহার্দ সম্প্রীতির মাধ্যমে নেতৃত্ব দান ও নেতৃত্ব গ্রহণে উভয়বিধ মনোভাবাপন্ন হয়ে গড়ে উঠে। কর্মময় জীবনে এ ধারায় অভ্যস্ত থাকে।

ষষ্ঠক পদ্ধতি শুধুমাত্র তখনই কার্যকর হবে যখন কাব লিডার -

* কাব স্কাউটদের কর্মশক্তির উপর আস্থা রাখবেন
* কাব স্কাউট শাখার কার্যাবলী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হবেন
* ষষ্ঠক নেতাদের সাথে ঘন ঘন বৈঠকে মিলিত হবেন
* নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি আনুগত্য দেখাবেন
* প্রয়োজন ও সময় মত নেতৃত্ব দানের জন্য প্রস্তুত থাকবেন ও নেতৃত্ব প্রদান করবেন।

পরিচালনা পদ্ধতি : একটি ষষ্ঠকের ক্ষেত্রে সহকারী কাব স্কাউট লিডারের সহায়তায় ষষ্ঠক নেতার নেতৃত্বে ষষ্ঠক পরিচালিত হবে। সহকারী ষষ্ঠক নেতা ষষ্ঠক পরিচালনায় ষষ্ঠক নেতাকে সহায়তা করবে। ষষ্ঠকের প্রত্যেক সদস্য/ সদস্যা ষষ্ঠকের কোন না কোন দায়িত্ব পালন করবে। ষষ্ঠক নেতা নিজ ষষ্ঠকের প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে কাব স্কাউট লিডারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তার নির্দেশ ও পরামর্শ মোতাবেক কার্যাদি সম্পন্ন করবে। কাব স্কাউট লিডার ইউনিটের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ষষ্ঠক নেতাদের ডেকে আলোচনা করবেন ও প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান ও পরামর্শ দিবেন এবং ষষ্ঠক নেতাগণ নিজ ষষ্ঠকে সহকারী কাব স্কাউট লিডারের সহায়তায় কার্যাদি সম্পন্ন করবে। প্যাক মিটিংয়ে ইউনিট লিডার সকলকে একত্রে প্রশিক্ষণ দিবেন এবং ষষ্ঠক নেতা পরে ষষ্ঠক সদস্যদের অনুশীলন করাবে। প্রোগ্রাম পরিচালনায় ষষ্ঠকসমূহের মধ্যে সমন্নয় সাধান, ষষ্ঠক পর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান, প্রশাসনিক ও বিচার সংক্রান্ত কার্যাদি ষষ্ঠক নেতা পরিষদ সম্পাদন করে। ষষ্ঠক নেতা পরিষদের সিদ্ধান্তাবলী অনুমোদনের জন্য গ্রুপ স্কাউটার কাউন্সিলে প্রেরিত বিষয়ে গ্রুপ স্কাউটারস-এ অনুমোদনের জন্য গ্রুপ কমিটির মাধ্যমে গ্রুপ কাউন্সিলে সুপারিশ করবে ও অনুমোদন নিয়ে তা পরবর্তীতে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করবে।

ষষ্ঠক নেতা পরিষদের কাব লিডার ষষ্ঠক নেতাদেরকে আগামী প্যাক মিটিংয়ের বিষয়বস্তু শেখাবেন এবং ভালভাবে অনুশীলন করাবেন। অনুশীলনে সহকারী কাব লিডার সাহায্য করবেন। সহকারী কাব লিডার হিসেবে রোভার প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট প্রার্থীদের কাজে লাগানো যায়। বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রশিক্ষণ স্তরের রোভার স্কাউট দ্বারা সহকারী কাব লিডারের বিকল্প হিসেবে ইউনিটে সহায়তা করে থাকে।

প্যাক মিটিং/ ট্রুপ মিটিং/ক্রু মিটিং পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য: সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন-

১. প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং এর মৌলিক ধারণা (Basic Concept) ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
২. প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং এর গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন;
৩. প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং এর পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং একে আনন্দদায়ক, বৈচিত্রময় ও চ্যালেঞ্জিং করার কৌশল বলতে পারবেন।
৪. সঠিকভাবে একটি প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং পরিচালনা করতে পারবেন।

স্কাউট পদ্ধতির দ্বিতীয় এবং অন্যতম উপাদান হল, হাতে কলমে প্রশিক্ষণ বা প্যাক মিটিং/ট্রুপ মিটিং/ ক্রু মিটিং। এ উপাদানটি মুক্তাংগণ কর্মসূচি হিসেবেও পরিচিত। স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য সুবিধাজনক একটি নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে ৬০-৯০ মিনিট ব্যাপী, মুক্তাঙ্গণে সাপ্তাহিক স্কাউট কার্যক্রমকে প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং বলা হয়। এ মিটিং -এর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশলের ওপর স্কাউটদের মানোন্নয়ন নির্ভর করে। এর মাধ্যমে স্কাউট পদ্ধতির অন্যান্য সকল উপাদান বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। প্যাক/ট্রুপ/ ক্রু মিটিং-এর পরিকল্পনা ষষ্ঠক নেতা পরিষদ/উপদল নেতা পরিষদ/ রোভার স্কাউট ইউনিট কাউন্সিলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ মিটিং হচ্ছে স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্কাউট দক্ষতাকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দানের জন্য পরিচালিত স্কাউটদের সাপ্তাহিক সমাবেশ। এ মিটিংয়ের মাধ্যমে স্কাউটরা দক্ষ, আত্মনির্ভরশীল, নিয়মানুবর্তী, দায়িত্বশীল এবং যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ পায় এবং স্কাউটদের শারিরীক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধিত হয়। সাথে সাথে স্কাউটদের নেতৃত্ব বিকাশ সাধন, দক্ষতাবৃদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং এর উদ্দেশ্য : ইউনিটে ক্রমোন্নতিশীল স্কাউটিং চালু রাখতে স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের ভূমিকা অপরিসীম। সাধারণত নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যার্জনে এই উপাদানটি পরিচালিত হয়ে থাকে।

১. **ইউনিটের সকল স্কাউটদের দলগত উন্নয়ন:** একটি ইউনিটের সকল স্তরের সদস্যরা সপ্তাহে একবার মিলিত হবার সুযোগ পায় যেখানে তারা স্কাউট কলা এবং প্রোগ্রামের বিষয়সমূহ সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। এর মাধ্যমে ইউনিটের সদস্যদের দলগত উন্নয়ন, নেতৃত্বের বিকাশ, ঐক্য সম্প্রীতি ও সোহার্দ সৃষ্টি হয়।

২. **শক্তিশালী উপদল গঠন:** প্যাক/ট্রুপ/ ক্রু মিটিং-এর মাধ্যমে শক্তিশালী ষষ্ঠক/উপদল গড়ে উঠে। এর মাধ্যমে-
   ক. ষষ্ঠক/উপদল চেতনা ও উচ্চমানের কলা নৈপুণ্য প্রদর্শনের ক্ষমতা ও শক্তিমত্তা বৃদ্ধি পায়;
   খ. ষষ্ঠক/উপদল কার্যক্রম ও পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়
   গ. ষষ্ঠক/উপদল সদস্যেদের ক্রমোন্নতির পরিকল্পনা ও মনিটরিংয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়
   ঘ. ষষ্ঠক/উপদলে দায়িত্ব সচেতনতার উন্নয়ন ঘটে

৩. **স্কাউট কলা ও ব্যবহারিক বিষয়সমূহের প্রশিক্ষণ ও চর্চার সুযোগ :** গ্রুপের সকল সদস্য স্কউট কলা ও ব্যবহারিক বিষয়সমূহ হাতে কলমে শেখা ও চর্চার মাধ্যমে দক্ষ হয়ে উঠে।

৪. **নেতৃত্বের বিকাশ সাধন :** এ মিটিং এমনভাবে সম্পন্ন করতে হবে যাতে নেতৃত্বের বিকাশ সাধন ও চর্চার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য : প্রচলিত যে কোন মিটিং থেকে এ মিটিং আলাদা প্রকৃতির এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে দেয়া হ'ল-

১. **মুক্তাঙ্গন :** প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং এর সাধারণত মুক্তাঙ্গনে সম্পাদিত হয়। তবে বিশেষ এ মিটিং যে কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হতে পারে।

২. **পতাকা উত্তোলন :** প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং এর স্কাউট পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয় এবং পতাকা নামানোর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।

৩. **ষষ্ঠক/উপদল পদ্ধতি :** প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং এর এর সকল কার্যক্রম ষষ্ঠক/উপদল পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়। এতে উপদল নেতার নেতৃত্বে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

৪. **ব্যবহারিক বিষয়:** প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিংয়ে স্কাউট প্রোগ্রামের ব্যবহারিক বিষয় সমূহ সম্পর্কে (পাইওনিয়ারিং, প্রাথমিক প্রতিবিধান, কোড সাইফার, বনকলা, অনুমান, পর্যবেক্ষণ, বি-পি পিটি এবং প্রতিজ্ঞা ও আইন) প্রশিক্ষণ দিয়ে স্কাউটদের দক্ষ করে তোলা হয়।

৫. **অশ্ব খুরাকৃতি/মহাবৃত্ত:** এ মিটিং পতাকাকে সামনে নিয়ে স্কাউট/রোভাররা অশ্বখুরাকৃতিতে এবং কাবেরা মহাবৃত্তাকারে দন্ডায়মান হয়।

৬. **প্রশিক্ষক:** এ মিটিং এ উপদল নেতারাই মূল প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

৭. **প্রশিক্ষণ পদ্ধতি :** প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিংয়ে ব্যবহারিক বিষয়সমূহ ডেমোনেস্ট্রেশন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হয়।

৮. **বিনোদন কার্যক্রম :** প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং কার্যকর ও আকর্ষণীয় করতে এবং এক ঘেয়েমি ও ক্লান্তি দূর করা ও বৈচিত্রতা আনয়নে বিনোদন কার্যক্রম হিসেবে গান, খেলা ও স্কাউট কলা নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

৯. **পরিচালনা পদ্ধতি :** এ মিটিং পরিচালনার বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। এ মিটিং এর কিছু কমান্ড সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা/ সিনিয়র উপদল নেতা/ সিনিয়র রোভার মেটকে কিছু কমান্ড ইউনিট লিডার প্রদান করে থাকে। তাছাড়া প্যাক মিটিং গ্রান্ড ইয়েল দিয়ে শুরু হয় এবং গ্র্যান্ড ইয়েল দিয়ে শেষ হয়।

১০. **মূল্যায়ন সভা :** ট্রুপ/ক্রু মিটিং শেষে ইউনিট লিডার উপদল নেতা/রোভার মেটদের নিয়ে মূল্যায়ন সভায় মিলিত হন। এতে প্রশিক্ষণকালে তাদের ত্রুটিগুলো সংশোধন করে সঠিক বিষয়টি তাদের শিখিয়ে দেন।

প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং এর ভূমিকা : স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে যা প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের আসল হাতিয়ার/মূল চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে। নিম্নে প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে এর ভূমিকা আলোচনা করা হল:

১. **কার্যকর উপদল পদ্ধতি :** স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে ষষ্ঠক পদ্ধতি/উপদল পদ্ধতি কার্যকর করতে প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উপদল পরিষদ, উপদল নেতা, উপদল কর্ণার, উপদল চেতনা ইত্যাদি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু উপদল পদ্ধতিতে স্কাউট কার্যক্রম সম্পাদন হয়ে থাকে, সেহেতু এই মিটিং ছাড়া কোনভাবেই প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব নয়।

২. **ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন :** স্কাউট প্রোগ্রামের বিশাল অংশ জুড়ে আছে ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনের বিষয়। যেমন-পাইওনিয়ারিং, কম্পাস ও মানচিত্র পাঠ, গোপন বার্তা উদ্ধার, প্রাথমিক প্রতিবিধান, অনুমান ও পর্যবেক্ষন ইত্যাদি। এ মিটিং এর মাধ্যমেই এসব বিষয় স্কাউটরা দক্ষতা অর্জন ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে স্কাউটদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য অর্জনের দিকে নিয়ে যায়।

৩. **গুণগত মানউন্নয়ন/খেলা ও গানের ব্যবহার :** স্কাউটদের গুণগতমান উন্নয়নের প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে স্কাউটিংয়ে খেলা ও গানের ব্যবহার এই মিটিংয়ের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এতে স্কাউটদের নিয়মানুবর্তিতা, আনুগত্য, শৃঙ্খলা ও নিয়ম সম্বন্ধীয় ট্রেনিং লাভসহ সবল, স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, ধৈর্য্যশীল, উপায়ন্ত, পর্যবেক্ষক, আত্মনির্ভরশীল ও ধী-শক্তির উন্মেষ সাধিত হয়। খেলাধুলা, স্কাউট ট্রেনিং ও প্রোগ্রাম পরিচালনার অবিচ্ছেদ্য অংশ যা এই মিটিংয়ের মাধ্যমেই সম্পাদিত হয়।

৪. **পি এস/পিআরএস অর্জনে সহায়তা:** শাপলা কাব/ পি এস/পি আর এস অর্জনের লক্ষ্যে একজন কাব/স্কাউট/ রোভারকে স্তর অতিক্রম করতে বিভিন্ন ধরনের যোগ্যতা ব্যাজ অর্জন করতে হয়। স্তর অতিক্রমের রেকর্ড হিসেবে মাই প্রোগ্রেস বই এবং লগ বুক সবচেয়ে দরকারি। প্রোগ্রামের ব্যাজ অর্জন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় এ মিটিংই এ বিষয়ে একমাত্র পাথেয় হিসেবে কাজ করে।

৫. **সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন :** স্কাউট প্রোগ্রামে বর্তমানে যে বিষয়টির সবচেয়ে বেশী জোর দেয়া হয় তা হলো সমাজ সেবা, সমাজ উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ। বিশেষ প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিংয়ের মাধ্যমে এ সব প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

৬. **অনুষ্ঠানাদি ও দিবস পালন :** স্কাউট প্রোগ্রামে কিছু কিছু বিষয় আছে যা বিশেষ প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিংয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। যেমন-দীক্ষা অনুষ্ঠানে, ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠান, উদ্ধার কাজ, বি-পি দিবস ইত্যাদি।

সফল প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিংয়ের উপাদন : একটি সফল প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিংয়ের আবশ্যকীয়ভাবে নিম্নোক্ত ৩টি উপাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

১. **প্রশিক্ষক দল :** যে সকল বিষয় শেখানো হবে সেগুলো প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং শুরুর পূর্বে প্রশিক্ষক দল উপদল নেতা/রোভার মেটদের হাতে কলমে শিক্ষা দেবেন। উপদল নেতা/রোভার মেটরা পূর্বাহ্নে বিষয়গুলো যথাযথভাবে শিখে মিটিং চলাকালীন সময়ে নিজ উপদল সদস্যদের সুন্দরভাবে শেখাবে। ইউনিট লিডার, সহকারী ইউনিট লিডার, ইনস্ট্রাক্টর ও বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা প্রশিক্ষণ দল গঠিত হয়। প্রশিক্ষক দল না থাকলে ইউনিট লিডার নিজে ষষ্ঠক নেতা/উপদল নেতা /রোভার মেটদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রশিক্ষক দল গঠনের চেষ্টা করবেন।

২. **আকর্ষণীয়, বৈচিত্রময় ও রোমাঞ্চকর কর্মসূচি :** স্কাউটরা আকর্ষনীয়, বৈচিত্রময় ও রোমঞ্চপূর্ণ কার্যক্রম পছন্দ করে এবং তা উপভোগ করার জন্য স্কাউট আন্দোলনে যোগদান করে। কোন প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিংকে সফল করে তোলার জন্য এবং ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিংয়ের কর্মসূচী এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যার মধ্যে থাকবে আগ্রহ বজায় রাখার মত আকর্ষণীয়, বৈচিত্রময় ও রোমাঞ্চকর কাযক্রম। যার ফলশ্রুতিতে প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং স্কাউটদের চাহিদার পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

৩. **প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ :** প্রশিক্ষণ উপকরণের সরবরাহ থাকলে স্কাউটরা হাতে-কলমে ব্যবহারিক কাজ করার সুযোগ পায়। ফলে সেই বিষয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এখানে যে সব ব্যবহারিক বিষয় শেখান হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ ইউনিটে পর্যাপ্ত পরিমাণে সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিংয়ের ধাপসমূহ : প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং বিভিন্ন ধাপে বা পর্যায়ে সম্পন্ন করা হয়। একটি পূর্ণাংগ সফল মিটিংয়ের বিভিন্ন ধাপ নিম্নে আলোচনা করা হল-

১. **প্রাক-প্রারম্ভিক** (Pre Opening)**:** প্রাক-প্রারম্ভিক প্রস্তুতির পর্যায়ে ইউনিট লিডার আগত স্কাউট ও উপদল নেতাদের (ষষ্ঠক নেতা/ উপদল নেতা /রোভার মেট) সাথে সাক্ষাৎ প্রদান, ভাব বিনিময়, মিটিং সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও খোঁজ-খবর নিয়ে থাকেন। এ সময় সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা/উপদল নেতা /রোভার মেট মিটিংয়ের স্থান নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ, পতাকা দন্ড ও পতাকাসহ প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পাদন করে থাকে।

২. **প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান** (Opening)**:** এ সময় স্কাউটরা উপদল ভিত্তিক/ মহা বৃত্তে পতাকা দন্ডের সামনে দাড়িয়ে থাকবে। ইউনিট লিডার কর্তৃক পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের মাধমে আনুষ্ঠানিকভাবে মিটিং আরম্ভ হয়ে থাকে। এ অনুষ্ঠান অবশ্যই সংক্ষিপ্ত, অনাড়ম্বর সাদামাটা ও আকর্ষণীয় হতে হবে।

৩. **সাধারণ কার্যক্রম:** এ পর্যায়ে প্রার্থনা সংগীত, উপস্থিতি, পরিদর্শন, চাঁদা আদায়, রিপোর্ট পেশ প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া প্রয়োজনীয় ঘোষণা ও দিকনির্দেশনা এ সময় প্রদান করা হয়।

৪. **স্কাউট কলা প্রশিক্ষণ:** এ পর্যায়ে স্কাউট কলা যেমন দড়ির কাজ ও পাইওনিয়ারিং, প্রাথমিক প্রতিবিধান, অনুমান, কম্পাস, গ্যাজেট, পতাকা, ইত্যাদি বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দেয়ার কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়। প্রথমে পুরাতন পাঠের অনুশীলন এবং পরে নতুন পাঠের অনুশীলন করা হয়।

৫. **বিনোদন কার্যক্রম :** এ ধাপে একঘেয়েমি ও ক্লান্তি দূর, বৈচিত্রতা প্রণয়ন এবং বিনোদন প্রদানে গান ও খেলাধুলার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া স্কাউট কলায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায়।

৬. **সমাপনী অনুষ্ঠান :** ইউনিট লিডার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, ঘোষনা ও পতাকা নামানোর মাধ্যমে মিটিংয়ের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

৭. **মূল্যায়ন সভা :** এ পর্যায়ে ইউনিট লিডার উপদল নেতাদের নিয়ে মূল্যায়ন সভায় মিলিত হন। তাছাড়া পরবর্তী মিটিংয়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কৌশল নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিংকে প্রতিযোগিতামূলক, আকর্ষণীয় ও রোমাঞ্চকর করার উপায় (How to have challenging Pack/ Crew / Troop meetings)

স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিংয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ মিটিং অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক, আকর্ষণীয় ও রোমাঞ্চকর হতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইউনিট লিডারকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে :

১. প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং পরিকল্পনা সকল স্কাউট সদস্যদের নিকট অবশ্যই আকর্ষণীয় হতে হবে।

২. প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং সংক্রান্ত দায়িত্ব সদস্যদের সুনির্দিষ্টভাবে বন্টন করে দিতে হবে।

৩. প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং থেকে প্রত্যেক সদস্য যেন নতুন কিছু শিখতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মিটিংয়ের সকল কার্যাবলী পর্যায়ক্রমিকভাবে সম্পন্ন করতে হবে, যেন বিরক্তিকর ও একঘেঁয়ে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের কিছু বিষয়ের ব্যাখ্যা

পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান মূলত: আনুষ্ঠানিক উপায়ে স্কাউট কার্যক্রম আরম্ভ করা। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল, স্কাউটদের মনোযোগ তৈরি এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়।

প্রার্থনা সংগীত

প্রার্থনা সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা/ সিনিয়র উপদল নেতা/ সিনিয়র রোভার মেটের। তাদেরকে অবশ্যই সঠিকভাবে এবং সুন্দর করে প্রার্থনা সংগীত গাইতে পারদর্শী হতে হবে।

উপস্থিতি (turn up)

সঠিক সময়ের কমপক্ষে ০৫ মিনিট পূর্বে হাজির থাকতে হয়। সময়ানুবর্তীতার উপর জোর দিতে হবে কারণ সময়ানুবর্তীতার মাধ্যমে মনোযোগ তৈরি হয়।

চাঁদা আদায়

চাঁদা আদায়ের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিট লিডার চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করে বিভিন্ন ধরণের মুদ্রায় নির্ধারিত পরিমাণ চাঁদা প্রদান করার কথা বলবেন। স্কাউটরা সপ্তাহ ধরে নির্দিষ্ট ধরণের মুদ্রা সংগ্রহ করবে। এই প্রক্রিয়া অনুসরনের মাধ্যমে স্কাউটদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। চাঁদা আদায় করে হিসাব সংরক্ষণ করে ইউনিট লিডারের কাছে জমা দিবে। ইউনিট লিডার ব্যাংকে তার হিসেবে উত্তোলিত টাকা জমা করবেন। অর্থাৎ তিনি ব্যাংকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

প্যাক /ট্রুপ/ ক্রু মিটিং বাস্তবায়নে বিবেচ্য বিষয়

প্যাক /ট্রুপ/ ক্রু মিটিং বাস্তবায়ন করতে কিছু বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হয় যেমন, ক) স্কাউটদের যথাসময়ে উপস্থিত নিশ্চিত করতে হবে খ) শুরু এবং শেষ আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে সম্পন্ন করা গুরুত্বপূর্ণ গ) প্রথম খেলাটি পর্যাপ্ত দৈহিক কসরতপূর্ণ এবং চরম উত্তেজনাপূর্ণ হওয়া বাঞ্চনীয় ঘ) প্যাট্রোল কর্ণারের কাজ অবশ্যই উপদল পদ্ধতির মাধ্যমে সম্পন্ন করবে এবং উপদল নেতা/রোভার মেট বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করতে পারছে কিনা ইউনিট লিডার লক্ষ্য রাখবেন ঙ) ইউনিট লিডারের গল্পবলা শুধু ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণের ওপর সীমাবদ্ধ থাকবে না- দলের সকল বিষয়ের ওপর থাকবে যাতে স্কাউটদের সাথে তাঁর সম্পর্ক মধুর হয় চ) সমাপ্তি অনুষ্ঠানের পূর্বে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা যথাযথ হয়েছে কিনা লক্ষ করা এবং সময়মত বাসায় ফেরা নিশ্চিত করতে হবে।

প্যাক/ট্রুপ/ ক্রু মিটিং পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল

স্কাউট পদ্ধতির দ্বিতীয় এবং অন্যতম উপাদান হল, হাতে কলমে প্রশিক্ষণ বা প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং। এই উপাদান কে মুক্তাংগণ কর্মসূচি হিসেবেও পরিচিত। প্যাক/ট্রুপ/ ক্রু মিটিং -এর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশলের ওপর স্কাউটদের মানোন্নয়ন নির্ভর করে। প্যাক /ট্রুপ/ ক্রু মিটিং এর মাধ্যমে স্কাউট পদ্ধতির অন্যান্য সকল উপাদান বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। প্যাক/ট্রুপ/ ক্রু মিটিং-এর পরিকল্পনা ষষ্ঠক নেতা/উপদল নেতা পরিষদ/ রোভার ইউনিট কাউন্সিলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

বিশেষ প্যাক/ ট্রুপ/ক্রু মিটিং

স্কাউট-এর সকল প্রোগ্রাম প্যাক/ ট্রুপ/ক্রু মিটিং -এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু স্কাউটিংয়ের এমন কিছু অনুষ্ঠান যা প্যাক/ ট্রুপ/ক্রু মিটিং -এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এ ধরণের আনুষ্ঠান বিশেষ প্যাক/ ট্রুপ/ক্র মিটিং-য়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্যাক/ ট্রুপ/ক্রু মিটিং ব্যতিত স্কাউটিংয়ের সকল মুক্তাংগণ কর্মসূচিকে (প্রোগ্রাম) এক কথায় বিশেষ প্যাক/ ট্রুপ/ক্রু মিটিং বলা যায়। যেমন, দীক্ষা অনুষ্ঠান,ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠান, স্কাউটস ওন, ক্যাম্পিং-হাইকিং, অভিযান, কার্ণিভাল, সমাবেশ ইত্যাদি। বিশেষ ট্রুপ মিটিং-য়ের কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা থাকে না।

স্কাউট দক্ষতা
দড়ির কাজ ও পাইওনিয়ারিং

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য: সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন-

১. দড়ির কাজ ও পাইওনিয়ারিং কী এবং কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. স্কাউট দক্ষতা প্রশিক্ষণে বেইস পদ্ধতি ও ডেমোনেস্ট্রেশন পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল প্রদর্শন করতে পারবেন
৩. দড়ির কাজ ও পাইওনিয়ারিং বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে তা বাস্তবায়ন করতে পারবেন
৪. দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে দড়ির কাজ ও পাইওনিয়ারিং কিভাবে ব্যবহার কতে হয় তা বুঝতে সক্ষম হবেন এবং বর্ণনা করতে পারবেন।

দড়ি ও লাঠি স্কাউট পোশাকের অংশ হিসেবে বিদ্যমান। রশি স্কাউটদের ভাল বন্ধু (A rope is a good Friend of Scout) এবং তাদের এ বন্ধু সম্পর্কে ভালভাবে জানা দরকার। স্কাউটরা রশির নানাবিধ ব্যবহার করে থাকে। তবে স্কাউটিং কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের গেরো বাঁধতে রশির বহুল ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। স্কাউটরা তাদের বিভিন্ন কার্যক্রমে গেরো ব্যবহার করে। দড়ির কাজের মাধ্যমে যেমন সহজে দক্ষতা বৃদ্ধি করা তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে দড়ির ব্যবহার প্রচুর যাতে করে প্রশিক্ষণের চর্চা ঘটে ফলে জ্ঞানের বিকাশ তরান্বিত হয়। গেরো শিখতে গেলে সাধারণ কিছু শব্দের সাথে পরিচিত হওয়া দরকার।

দড়ি : দড়ি সাধারণত পাট, শন, নারিকেলের ছোবড়া, ম্যানিলা, নাইলন, স্টীল, লোহা, তামা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা হয়। দড়ি প্রধানত তিন প্রকার।

১. **হসার লেড রোপ** (Hawser Laid Rope): এই দড়ি তিনগুন ওয়ালা যা বাম দিক হতে ডান দিকে পেঁচিয়ে তৈরি করা হয়
২. **শ্রাউড লেড রোপ** (Shroud Laid Rope): এই দড়ি পাঁচগুন ওয়ালা এবং বাম দিক হতে ডান দিকে পেঁচিয়ে তৈরি করা হয়। এই দড়ি তৈরি করার সময় একটি গুন মাঝখানে থাকে ও অন্য চারটি ঐ গুনের ওপর দিয়ে বাম দিক হতে ডান দিকে প্যাঁচানো থাকে।
৩. **ক্যাবল লেড রোপ** (Cable Raid Rope)**:** এই দড়ি তিন গুনওয়ালা এবং তিনটি হসার লেইড রোপ দিয়ে তৈরি।

দড়ির বিভিন্ন অংশ : একটি দড়ির দু'টি অংশ থাকে। যে প্রান্ত দিয়ে কাজ করা হয় তাকে চলমান প্রান্ত (Running Part) এবং যে প্রান্ত ব্যবহার করা হয় না তাকে স্থির প্রান্ত (Standing Part) বলে।

লুপ: দড়ির এক প্রান্তকে মূল দড়ির ওপর রাখলে তা হবে লুপ। লুপ তৈরির সময় দড়ির চলমান অংশ দড়ির স্থির অংশের উপর অথবা নিচে থাকতে পারে (চিত্র) অনেক গেরো আছে যা বাঁধার আগে লুপ তৈরি করে লুপের উপর গেরো বাঁধতে হয়।

বাইট: দড়ির কোথাও যদি অর্ধবৃত্ত অথবা সোজা চলতে চলতে কোথাও বাঁকা হয়ে যায় অথবা যদি দড়ির এক প্রান্ত কে দড়ির অপর অংশের পাশাপাশি রেখে, দড়ির এই প্রান্তে যদি লুপের মত তৈরি করা হয় তখন তাকে বাইট বলে।

টার্ণ: কোন দড়ি দিয়ে কোন খুঁটিতে যদি একটি প্যাঁচ দেয়া হয়। তখন তাকে টার্ন বলে। যেমন- ওয়ান টার্ন এন্ড টু হাফ হিচেচ।

রাউন্ড: কোন দড়ি দিয়ে যদি কোন খুঁটিতে একটি পূর্ণ প্যাঁচ দেয়া হয় (এই রাউন্ড দেয়ার ফলে দড়ির চলমান অংশ এবং স্থির অংশ একত্রে পরস্পরের সাথে মিলিত হবে। টার্ন দেয়ার সময় দড়ির চলমান অংশ এবং স্থির অংশ পরস্পর একত্রে মিলিত হবে না) তখন তাকে রাউন্ড বলে।

রাউন্ড টার্ন: কোন খুটিতে যদি দড়ির চলমান প্রান্ত দিয়ে একবার রাউন্ড এবং একবার টার্ন দেয়া হয় তখন তাকে রাউন্ড টার্ন বলে। যেমন - রাউন্ড টার্ন এন্ড টু হাফ হিচেস।

পাইওনিয়ারিং: যারা বনে জংগলে পার্বত্য পথে পশ্চাতবর্তীদের বন জংগল পরিস্কার, ব্রীজ পুল তৈরি ও তথ্য প্রদান করে অগ্রগামী হয় তাদেরকে বলা হয় পাইওনিয়ার এবং তাদের কার্যক্রমকে বলা হয় পাইওনিয়ারিং। এক্ষেত্রে পাইওনিয়ারদের বন জংগল পরিস্কারে কুঠার ব্যবহার, সেতু নির্মানে ট্রাসেল, ভেলা, দড়ি সেতু, টাওয়ার, প্রভৃতিতে দক্ষ ও কুশলী হতে হয়। স্কাউটদের এসব কাজে বিভিন্ন ধরণের গেরো, ল্যাশিং এবং স্পাইস সঠিক নিয়মে বাঁধতে ও নির্মান শৈলীতে পারদর্শি হতে হয়। স্কাউটিংয়ে পাইওনিয়ারিং বলতে গেরো, ল্যাশিং এবং স্পাইস সবকিছু দড়ির কাজকে একত্রে বুঝানো হয়ে থাকে অর্থাৎ, গিরো,দড়ির কাজ, হিচ, স্পাইস ইত্যাদি দ্বারা পাইওনিয়ারিং প্রজেক্ট তৈরি করে অগ্রগামী ইউনিট বিভিন্ন বাধাঁ অতিক্রম করার উপায় তৈরি করে থাকে।

দড়ির যত্ন : পাইওনিয়ারিং বা অন্য কোন কাজে দড়ি ব্যবহারের পরে ভাল ভাবে পরিষ্কার করে রাখতে হয়। কোন দড়িটি কতটুকু লম্বা তা একটি কার্ডে লিখে ঐ দড়িতে যদি বেঁধে রাখা হয় তবে প্রয়োজনের সময় নির্দিষ্ট মাপের দড়িটি খুঁজে পাওয়া সহজ হয়। দড়ি সাধারণত পেঁচিয়ে ঝুলিয়ে রাখতে হয়।

গেরো (Knot) **:** সাধারণতঃ গেরো (Knot) বলতে একটি রশিতে গিরো দেয়া বা জড়ানোকে বুঝায়। (Knot is a interweving of one rope only) বেন্ড দুটো রশিকে জোড়া বা সংযুক্ত করে। (a bend joins two ropes) আর হিচ কোন বস্তুতে শক্তভাবে বাঁধতে ব্যবহৃত হয় (a hitch makes fast a rope to something else) তবে ব্যতিক্রম হচ্ছে জেলে গেরো (Fisherman's Knot) কিন্তু আসলে বেন্ড আবার ফিসারম্যানস বেন্ড কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক প্রকার হিচ। স্কাউটিং কার্যক্রমে যে সব গেরো ব্যবহার করা হয় তা প্রধানত পাঁচ ধরনের হয়ে থাকে।

১. **ছিপি গেরো** (Stopper Knots)**:** এ ধরনের গেরো হাত থেকে রশি বেরিয়ে যেতে বা পিছলিয়ে যেতে বাধা দেয়। তাছাড়া রশির নিক্ষিপ্ত প্রান্তে ভারযুক্ত করতে এ ধরনের গেরো ব্যবহৃত হয়। ক্রাউন নট, ম্যানকিসফিস্ট, ডায়মন্ড নট এ ধরনের গেরোর উদাহরণ।

২. **বন্ধন গেরো** (Binding Knots)**:** কোন বস্তু দৃঢ়ভাবে বা শক্তভাবে বাঁধা, আঁটসাট করা, ব্যান্ডেজ এবং জাহাজ, নৌকা, পাল ইত্যাদি বাঁধতে এ ধরণের গেরো ব্যবহার করা হয়। যেমন ডাক্তারী গেরো, বড়শী গেরো ইত্যাদি।

৩. **বেন্ডস** (Bends)**:** একই ধরনের বা বিভিন্ন ভারের দুটো রশি সংযুক্ত করতে এ ধরণের গেরো ব্যবহার করা হয়। যেমন-পাল গেরো, জেলে গেরো, কেরিক বেন্ড ইত্যাদি।

৪. **হিচ** (Hitches)**:** কোন দন্ড বা রিং এ রশি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে, রক্ষা করতে বা নিরাপদ রাখতে এবং পশু বন্ধনের রজ্জু হিসেবে এ ধরনের গেরো ব্যবহার করা হয়। সাধারণত হিচ দ্রুত খুলে নেয়া বা আলগা করা যায়। যেমন- গুড়িটানা গেরো, রোলিং হিচ, কাউ হিচ, শীপ শ্যাঙ্ক ইত্যাদি।

৫. **ফাঁস** (Loops)**:** এ ধরনের ফাঁস বা গেরো কোন বস্তুর মধ্যে নিক্ষেপ করা, কোন রিং এর মধ্য দিয়ে চালনা করা এবং কব্জি বা কোমর বাঁধার জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন, জীবন রক্ষাকারী গেরো, গুনটানা গেরো এবং এ্যাংলারস লুপ ইত্যাদি।

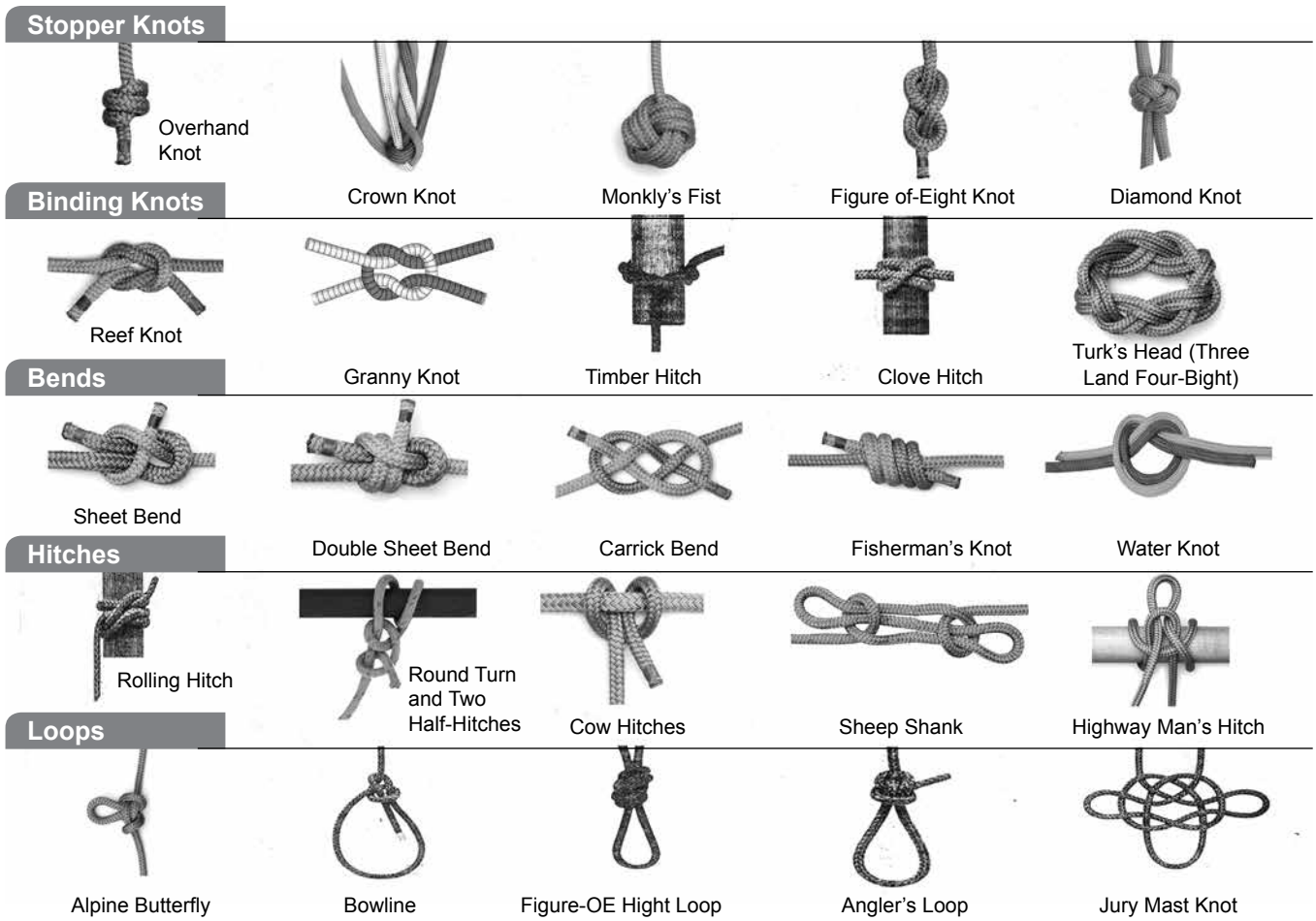

হুইপিং (Whipping): রশির মুখ খুলে গিয়ে গুনগুলো যাতে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য দড়ির মুখকে কোন সরু সুতা দিয়ে বেঁধে রাখার নাম হুইপিং। স্কাউটিংয়ে তিন ধরনের হুইপিং ব্যবহার করা হয়ে থাকে (১) সাধারণ হুইপিং (Common Whipping) (২) সেইল মেকার হুইপিং (Sailmaker's Whipping) এবং (৩) ওয়েষ্ট কান্ট্রি হুইপিং (West Country Whipping):

(১) **সাধারণ হুইপিং**- (Common Whipping):

ব্যবহার: একাধিক গুনের রশির মুখ বাধানোর জন্য
উপকরণ: রশির প্রান্ত ও একহাত পরিমাণ লম্বা সুতা

তৈরি কৌশল: সুতার এক প্রান্তে এক ইঞ্চি পরিমাণ বাইট তৈরি করে বাইটের অংশটি রশির মাথার কিছুটা উপরে রেখে দড়ির নিচে স্থির প্রান্তের উপর আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে রশির উপরের দিকে আধা ইঞ্চি পরিমাণ সুন্দরভাবে পেচিয়ে এই প্রান্তটি বাইটের ভিতর পরিয়ে দিতে হবে। এবং সুতার স্থির প্রান্ত টেনে সাধারণ হুইপিং তৈরি করতে হয়।

নোট: রশির প্রান্ত যখন ভাজ করে রাখা হয় তখন এই ভাজ করা অংশকে বাইট বলা হয়। আর যখন একটি অপরটির ওপর ক্রস করবে তখন তাকে লুপ বলে।

২। **রীফ নট** (Reef Knot):

ব্যবহার: দুটি একই মাপের মোটা রশির প্রান্ত জোড়া দেয়ার জন্য।
উপকরণ: সমান মোটা দুটি রশির চলমান প্রান্ত।

তৈরি কৌশল: উভয় হাতে রানিং পার্ট এমনভাবে ধরতে হবে যাতে সামনে সামনে বাড়তি থাকে বাম হাতের প্রান্ত ডান হাতের উপর রেখে ডান হাত দিয়ে প্রান্তকে নিচের রশিতে ডানদিক একটি প্যাচ দিয়ে উঠিয়ে বাম হাতের প্রান্তের উপর ডান প্রান্ত দিয়ে পূর্বেরমত পেচ দিয়ে ডাক্তারী গেরো দেয়া হয়। ইংরেজীতে তৈরির কৌশল ভালভাবে মনে রাখা যায়। (Left to the Right & Right to the Left)।

৩। **ক্লোভ হিচ** (Clove Hitch):

ব্যবহার: যে কোন দন্ডে রশি বাধা ও শেষ করার জন্য।

উপকরণ: একটি লাঠি বা দন্ড এবং একটি রশি।
তৈরির কৌশল: ডান হাতে চলমান প্রান্ত ধরে ঘড়ির কাটার উল্টা দিকে দন্ডে পেচ দিয়ে স্থির অংশের নিচে দিয়ে এনে আবার উপর দিয়ে পেচিয়ে রানিং পার্টের মাথা সামনে এনে স্থির অংশের উপর দিয়ে ঐ রানিং পার্টের লুপের ভিতর পরিয়ে দিতে হবে।

৪। **রাউন্ড টার্ন এ্যান্ড টু হাফ হিচেস** (Round Turn & Two half Hitches):

ব্যবহার: রশিকে সহজে টেনে এবং সহজে ঢিলা করে বাধার জন্য।
উপকরণ: একটি দন্ড/পেগস/খুটি এবং তাঁবুর রশির প্রান্ত।

তৈরি কৌশল: দন্ডের সংগে রশিকে ঘড়ির কাটার দিকে দু'টি পেচ দিয়ে স্থির অংশর উপর দু'টি অর্ধপেচ দিয়ে তাঁবুগেরো দিতে হয়। আমরা পেগের সংগে তাঁবুর গাই লাইন ও গাই রোপ এই গেড়ো ব্যবহার করে থাকি যাতে সকালে টেনে এবং সন্ধ্যায় ঢিলা করে দিতে পারি।

নোট: তাঁবুর সামনের ও পিছনের লম্বা রশিকে গাই লাইন এবং দু'পাশের খাট রশিকে গাই রোপ বলা হয়।

৫। **শীট ব্যান্ড** (Sheet Bend):

ব্যবহার: একটি মোটা রশির সাথে চিকন রশি জোড়া দেয়ার জন্য।
উপকরণ: একটি মোটা রশির চলমান প্রান্ত এবং একটি চিকন রশির চলমান প্রান্ত।

তৈরি কৌশল: মোটা রশির প্রান্ত বাম হাতের উপর ধরে ঘড়ির কাটার উল্টো দিকে একটি বাইক তৈরি করতে হবে। চিকন রশির চলমান প্রান্ত ডান হাতে ধরে বাইটের নীচ দিয়ে উপরে উঠায়ে ঘড়ির কাটার দিকে অর্ধ পেচদিয়ে ঐ পেচের স্থির অংশের ভিতর দিয়ে পরিয়ে দিলে পাল গেরো দেয়া হয়।

৬। **টিম্বার হিচ** (Timber Hitch):

ব্যবহার: এক বা একাধিক দন্ডের সাথে অতি সহজে রশি বাঁধা ও খোলা যায় এবং রশি টানার সাথে সাথে বাঁধন শক্ত হওয়ার জন্য।
উপকরণ: এক বা একাধিক দন্ড এবং একটি লম্বা রশি।

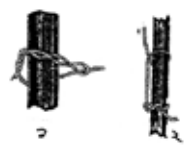

তৈরি কৌশল: দড়ির চলমান প্রান্ত ডান হাতে ধরে দন্ড/দন্ডগুলোকে ঘড়ির কাটার উল্টো দিকে একটি পেচ দিয়ে স্থির অংশের নিচ দিয়ে এনে তার উপর দিয়ে চলমান প্রান্তকে বিপরীত দিকে নিয়ে নিজ দড়ির সংগে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ৫-৭ বার পেচ দিয়ে পরিয়ে গুড়ি টানা গেরো দেয়া হয়।

৭। **বোলাইন** (Bowline)

ব্যবহার: উদ্ধার কাজ সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ করে রোগীকে ওপর থেকে নিচে নামাবার বা নিচ থেকে ওপরে তোলা বা পানি থেকে টেনে বা আগুন থেকে উদ্ধারের জন্য।
উপকরণ: একটি লম্বা রশি।

তৈরি কৌশল: রশির চলমান প্রান্ত ডান হাতে ধরতে হবে। বাম হাতের তালু উপরে দিয়ে সামনে যতদূর সম্ভব প্রসারিত করে তালুর উপর দিয়ে রশিটির স্থির অংশ রেখে ডান হাত ডান দিকে উপরে প্রসারিত করে চলমান প্রান্ত ছেড়ে দিয়ে বাম হাতের ওপর রশির অংশ মধ্যমার ওপর রেখে বৃদ্ধা আংগুল দিয়ে চেপে ধরতে হবে এবং ঐখানেই চলমান প্রান্তের অংশ দিয়ে ঘড়ির উল্টোদিকে ঘুরিয়ে একটি লুপ তৈরি করতে হবে এবং স্থির অংশ তর্জুনীর উপর রাখতে হবে। এবার ডান হাতে চলমান প্রান্ত ধরে লুপের নিচ দিয়ে ওপরে উঠিয়ে স্থির প্রান্তের নিচ দিয়ে ওপরে উঠিয়ে আবার লুপের ভিতর দিয়ে রশির সাথে একত্রে ডান হাত দিয়ে ধরতে হবে এবং বাম হাত দিয়ে স্থির প্রান্ত টান দিলে জীবন রক্ষা গেরো তৈরি করতে হয়। এই গেরো কোমরে দিয়েও অনুশীলন করা যায়।

৮। **বোলাইন অন দি বাইট** (Bowline on the Bight)

ব্যবহার: উদ্ধার কাজে রোগীকে উপরে উঠানো ও নামানোর জন্য।
উপকরণ: লম্বা একটি রশি।

তৈরি কৌশল: সম্পুর্ণ রশিকে দু'ভাঁজ করে প্রান্তদ্বয়ের বিপরীত দিকের প্রান্ত (যেদিকে বাইট আছে) নিজের শরীরের দিকে রেখে প্রান্ত দু'টিকে নিজের সামনের দিকে রাখতে হবে। দড়ির যে অংশের উপর লুপ তৈরি করতে হবে সে পরিমাণ দড়িকে নিজের শরীরের দিকে টেনে আনতে হবে। শরীরের দিকে দড়ির যে প্রান্ত আছে তাকে চলমান প্রান্ত এবং শরীরের সামনের দিকে যে অংশ আছে তাকে স্থির প্রান্ত বলে। এরপর রশির যে অংশে লুপ করতে হবে সে অংশকে বাম হাতের আঙ্গুলের ওপর রেখে একটি লুপ তৈরি করে চলমান অংশের প্রান্তকে (যে দিকে বাইট আছে) ঐ লুপের মধ্যে পরিয়ে দিতে হবে। চলমান অংশ লুপের নিচ থেকে ওপরের দিকে উঠবে এরপর বাইটের ওপর দিক দিয়ে বাইটের মধ্যে হাত পরিয়ে লুপের মধ্যে দড়ির যে চারটি অংশ আছে তাকে বাইরে টেনে আনতে হবে। বাইটের মধ্য দিয়ে দড়ির যে চারটি অংশ বাইরে টেনে আনা হয়েছে তার ডান দিকের অংশে দড়ির যে দুটি অংশ আছে তাকে ডান হাতে ধরে এবং বাম হাত দিয়ে দড়ির স্থির প্রান্ত ধরে আস্তে আস্তে টানলে বোলাইন অন দি বাইট তৈরি হয়ে যাবে।

৯। **ক্যাটস প** (Cats Paw)

ব্যবহার: সাধারণত হুকে লাগানোর জন্য ক্যাটস প ব্যবহার করা হয় যাতে করে ঢিলা অবস্থায় হুকের সাথে যুক্ত থাকে এবং সহজে খোলা এবং দেয়া যায়।
উপকরণ: একটি লম্বা রশি।

তৈরি কৌশল: বাম হাতের আংগুলগুলো উপর দিক করে তালু সামনে রেখে ডান হাত দিয়ে রশির চলমান প্রান্ত ধরে বৃদ্ধা আংগুলের সামনে দিয়ে ডানে নিয়ে বিপরীতভাবে ডান হাতের আংগুলে একইভাবে পেচ দিতে হবে। এবার তর্জুনী মধ্য দিয়ে রশিকে নিচের দিকে ঘুরিয়ে 'ক্যাটস প' তৈরি করা সহজ।

১০। **ডবল শীট বেন্ড** (Double Sheet Bend)

ব্যবহার: মোটা রশির সাথে বেশী চিকন রশির জোড়া দেয়ার জন্য।
উপকরণ- একটি মোটা রশি ও একটি বেশী চিকন রশি।

তৈরি কৌশল: পালগেরো দেয়ার পর বাইটের সংগে সরু রশির চলমান প্রান্ত দ্বারা আরও একবার পেচ দিয়ে ডাবল শিটবেন্ড তৈরি হয়।

১১। **শ্লিপারী শীট বেন্ড** (Slipary Sheet bend)

ব্যবহার: ভিজা অবস্থায় মোটা রশির সাথে সরু রশির জোড়া দেয়ার জন্য।
উপকরণ: ভিজা ১টি মোটা এবং একটি সরু রশি।
তৈরি কৌশল: পাল গিরো দিতে শরু রশিটির প্রান্ত ভাঁজ করে পরিয়ে দিলে শিপারী শীট বেন্ড তৈরি হয়।

১২। **ফায়ার ম্যানস চেয়ার নট** (Fire Mans Chair Knot)

ব্যবহার: উদ্ধার কাজে রশির মাঝে লুপ তৈরি করে রোগীকে সেখানে বসিয়ে উপরে উঠানো এবং নামানো হয়।
উপকরণ: একটি লম্বা রশি।

তৈরি কৌশল: রশির দুই প্রান্ত একত্র করে এক ভাঁজ করে বাইট অংশে উভয় হাতের উপর ঘড়ির কাটার উল্টা দিকে ঘুরিয়ে দুটি লুপ তৈরি করে ডান হাতের লুপটি বাম হাতের লুপের নিচেই মাঝামাঝি রাখতে হবে। বাম হাতের লুপের ডান পাশ্ব ডান হাতের মাধ্যমার উপর বৃদ্ধা আংগুল এবং বাম পাশে বাম হাতের বৃদ্ধা আংগুল দিয়ে চেপে ধরতে হবে। এবার ডান হাতের বৃদ্ধা আংগুল দিয়ে নিচের দিকে এবং বাম হাতের মধ্যমা দিয়ে উপরের দিকে নিয়ে দুই হাতে দুটি বাইট তৈরি করতে হবে। উভয় বাইটের রশি ডান হাতটির ডানে এবং বাম হাতটির বামে টেনে বড় করতে হবে যাতে একজনের অনায়াসে প্রেবশ করতে পারে। এবার ডান হাতের স্থির অংশ নিচের লুপ তৈরি করে ডান পার্শ্বের বাইটটি লুপের নিচ দিয়ে উপরে উঠাতে হবে এবং বাম পাশের বাইটটি লুপের নিচ দিয়ে উপরে উঠালে ফায়ার ম্যানস চেয়ার নট তৈরি হয়।

১৩। ম্যান হারনেস নট (Manherness Knot):

ব্যবহার: একাধিক লূপ তৈরি করে লূপের ভিতর লাঠি ঢুকিয়ে অথবা হাত ঢুকিয়ে একাধিক লোকে কোন ভারী জিনিস টেনে নেয়ার জন্য।
উপকরণ: একটি লম্বা রশি।

তৈরি কৌশল: রশি সামনে রেখে রশির চলমান প্রান্ত ডান হাত দিয়ে হাত উপরে প্রসারিত করে মাটিতে স্থির অংশ পা দিয়ে চেপে ধরতে হবে। বাম হাত দিয়ে বুকের কাছে স্থির অংশ ধরে চলমান প্রান্ত নিচে ফেলে লুপ তৈরি করতে হবে। যাতে করে প্রান্তটি ডান দিকে মুখ করে থাকে। বাম হাতের লুপের অংশ ডান হাতের উপর একভাজ দিয়ে নিচে স্থির অংশের উপর ফেলে বাম পার্শ্বের রশি টেনে এনে ম্যানহারনেস নট তৈরি করা যায়।

১৪। মারলাইন স্পাইক হীচ (Marline Spike Hitch):

ব্যবহার: সিড়ি তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।
উপকরণ: একটি রশি ও লাঠি।

তৈরি কৌশল: দড়ি দিয়ে একটি লুপ তৈরি করে চলমান প্রান্তটির মাঝামাঝি রেখে লুপটির উপর চলমান প্রান্তটি নিচ দিয়ে একটি দন্ড ঢুকিয়ে দিলে মারলাইন স্পাইক হীচ তৈরি হয়।

১৫। ড্র হিচ (Draw Hitch):

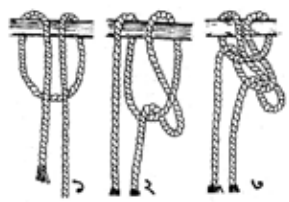

ব্যবহার: গাছের ডালে রশি পেচিয়ে ঝুলে খাল বা নালা পার হওয়া।
উপকরণ: একটি লম্বা মোটা রশি ও গাছের ডাল।

তৈরি কৌশল: লম্বা রশির উভয় প্রান্ত একত্র করে ভাজ করে উভয় প্রান্তকে বাম হাতে ধরে তার বিপরীত অথ্যাৎ বাইট অংশ গাছের ডালের উপর দিয়ে ছুড়ে নিজের দিকে এনে ডান হাতে ধরতে হয়। বাইটের মধ্যে হাত দিয়ে বাম হাতের একটি রশির অংশ ধরে বাহিরে এনে যে লুপটি তৈরি করতে হবে। ঐ লুপের ভিতর আবার হাত দিয়ে বাম হাতের অবশিষ্ট রশির অংশ ধরে এনে আর একটি লুপ তৈরি করতে হবে। এবার ডান হাতের লুপের একটি রশি নিচের দিকে টানতে থাকতে হবে। (বাম হাতের মুষ্টি থেকে প্রান্তদ্বয় ছেড়ে দেওয়া যাবে না। এইভাবে ড্রহিচ দেওয়া হয়।

১৬। ফিসার ম্যানস নট (Fishermans Knot):

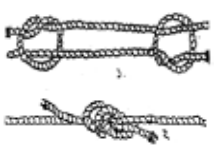

ব্যবহার: ভিজা অবস্থায় সমান মোটা দুটি রশিতে জোড়া দেয়ার জন্য।
উপকরণ: দু'টি সমান মোটা রশি।

তৈরি কৌশল: দুটি মোটা রশির প্রান্তকে পাশাপাশি রেখে একটি প্রান্ত দিয়ে অপর প্রান্তের সাথে পরস্পর থাম নট দিয়ে ফিসারম্যানস নট তৈরি করা হয়।

১৭। সেইল মেকার হুইপিং (Sailmakers Whipping):

ব্যবহার: তিনগুন বিশিষ্ট পিচ্ছিল বা শক্তরশির মুখ বাধার জন্য এই হুইপিং দেয়া হয়।

উপকরণ: তিন তারের রশির মুখ এবং একহাত পরিমাণ সুতা।
তৈরি কৌশল: দড়ির মাথার কিছু অংশের পাক খুলে বাম হাতে ধরতে হবে। যেন গুনগুলো পাশাপাশি থাকে। সুতার এক প্রান্ত একটি লুপ তৈরি করে মাঝখানের গুনের ভিতর পরিয়ে দিতে হবে। এবং সুতার সকল অংশ স্থির প্রান্তের দিকে রেখে বাম হাত দিয়ে চেপে ধরতে হবে। এবার সুতার লম্বা অংশ উপরের দিকে সাধারণ হুইপিং এর মত পেচিয়ে আনতে হবে। সুতার কিছু

অংশ থাকতে শেষ করতে হবে। এবার লুপটি নিচের দিক থেকে উপরের দিকে ঘুরিয়ে দুই প্রান্তে ডাক্তারী গেরো দিয়ে সেইল মেকার হুইপিং তৈরি করতে হবে।

১৮। ওয়েষ্ট কানর্ট্রি হুইপিং (West Country Whipping)

ব্যবহার: নরম প্রকৃতি বা অধিক গুনের রশি মুখ বাধতে সাধারণত: এই হুইপিং দেয়া হয়।

উপকরণ: একটি অধিক গুনের রশি এবং একহাত সুতা।

তৈরি কৌশল: প্রায় একহাত মোটা সুতা নিয়ে মুল দড়ির শেষ প্রান্তের আধা ইঞ্চি নিচে সুতার মধ্যভাগ মুল দড়ির উপর পর্যায়ক্রমে একবার সামনের দিকে এবং একবার পিছরে দিকে অর্ধেক গেরো বাধতে বাধতে নিচের দিক থেকে উপরের অংশে যেয়ে ডাক্তারী গেরো দিয়ে শেষ করতে হবে।

১৯। স্কয়ার বো (Square Bow)

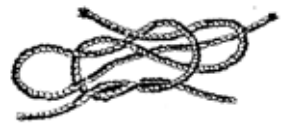

ব্যবহার: একই রশি দিয়ে কোন কিছু বেধে শেষ করার জন্য যার উভয় প্রান্ত টান দিয়ে খোলা যায় এবং প্রান্ত ভাজ করে খাটো করে রাখা যায়।

তৈরি কৌশল: দুই প্রান্ত একত্র করে ডাক্তারী গেরোর মত প্রথম পর্ব শেষ করে দ্বিতীয় পর্যায় উভয় প্রান্তকে সমান দুভাবে ভাজ করে শেষ করলে স্কয়ার বো তৈরি হবে।

২০। ক্রাউন নট অর টার্ক হেড (Crown Knot or Turkshead)

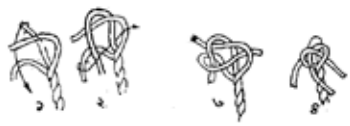

ব্যবহার: তিন গুনের রশির মুখ যাতে খুলে না যায়। **উপকরণ:** তিনগুনের একটি রশি।

তৈরি কৌশল: দড়ির কিছু অংশের পাক খুলে ফেলে প্রথম গুনটি দ্বিতীয় গুনের উপর দ্বিতীয় গুনটি তৃতীয় গুনের উপর এবং তৃতীয় গুনটি প্রথম গুনের তৈরি লুপের ভিতর দিয়ে পরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে তিনটি গুন টেনে গেরো শক্ত করতে হবে।

ল্যাশিং :

২১। স্কয়ার ল্যাশিং

ব্যবহার: মাটির উপর খাড়াভাবে রাখা একটি বাঁশ বা দন্ডকে তার উপর আড়াআড়িভাবে বা প্রায় আড়াআড়িভাবে রেখে বাঁধার জন্য স্কয়ার ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়।

উপকরণ: রশি একটি এবং বাঁশ বা দন্ড ০২টি।

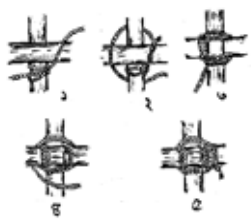

তৈরি করার কৌশল: একটি বাঁশ বা দন্ডকে মাটির উপর খাড়াভাবে রাখুন। অপর একটি বাঁশ বা দন্ডকে আগের বাঁশ বা দন্ডের উপর আড়াআড়িভাবে রাখুন। যে বাঁশ বা দন্ডকে মাটির উপর খাড়াভাবে রাখা হয়েছে সেটি হচ্ছে 'পোল' এবং পোলের

উপরে যে বাঁশ বা দন্ডকে আড়াআড়িভাবে রাখা হয়েছে সটি হচ্ছে 'বার'।এবার 'পোল' এবং 'বার' যেখানে মিলিত হয়েছে তার নিচের অংশের পোলে একটি ক্লোভ হিচ বা বড়শী গেরো বাঁধ। এবার ঐ দড়ির চলমান অংশকে'বারের' উপর দিয়ে 'পোলকে' পিছন দিক থেকে পেঁচিয়ে আবার 'বারের' উপর রাখতে হবে। এরপর দড়ির চলমান অংশকে আবার 'পোলকে'পিছন দিক থেকে পেঁচিয়ে আবার 'বারের' উপর রাখতে হবে।এভাবে অন্তত:পক্ষে ৮- ১০ বার আগের বর্ণনা অনুযায়ী দড়ির চলমান অংশ দিয়ে 'পোল' এবং 'বারকে' জড়িয়ে প্যাঁচাতে হবে। 'পোলকে' প্যাঁচানোর সময় দড়িকে 'পোলের' নিচে এবং উপরের প্রথমে যে দু'টি প্যাঁচ দেয়া হয়েছিলো পরবর্তী পেঁচগুলি এই দু'টির মধ্যে রাখতে হবে।যাতে আস্তে আস্তে 'পোলের' এই অংশের ফাঁক বন্ধ হয়ে যায়। বর্ণনা অনুযায়ী 'পোল' এবং 'বারকে' ৮-১০ বার প্যাঁচান শেষ হলে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে 'পোল এবং 'বারের' মাঝে যে দড়ি আছে তাকে শক্ত করে অন্তত:পক্ষে ৩-৪ বার পেঁচিয়ে যাও। দড়ির এই অংশকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে পেঁচানকে ফ্রাপিং (FRAPPING) বলে। ফ্রাপিং যত শক্ত হবে ল্যাসিং তত মজবুত বা শক্ত হবে। ফ্রাপিং (FRAPPING) দেয়া শেষ হলে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে 'বারে' ক্লোভ হিচ বা বড়শী গেরা বেঁধে ল্যাশিং শেষ করতে হবে।

২২। ডায়গোনাল ল্যাশিং (Diagonal Lashing)

ব্যবহার: একটি বাঁশ বা দন্ডকে অপর একটিবাঁশ বা দন্ডের উপর কোনাকুনিভাবে বা প্রায় কোনাকুনিভাবে রেখে বাঁধার জন্য ডায়াগোনাল ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়।

উপকরণ: রশি একটি এবং বাঁশ বা দন্ড ০২টি।

তৈরি করার কৌশল: একটি বাঁশ বা দন্ডকে অপর একটি বাঁশ বা দন্ডের উপর কোনাকুনিভাবে বা প্রায় কোনাকুনিভাবে(গুনন চিহ্নের মত) অবস্থায় রাখুন। এভাবে রাখার ফলে দু'টি বাঁশ বা দন্ড যেখানে একত্রিত হবে সেখানে দু'টি বাঁশ বা দন্ডকে একত্র করে একটি টিম্বার হিচ বা গুড়িটানা গেরো বাঁধুন। এবার দড়ির চলমান অংশের দিক পরিবর্তন করে অর্থাৎ দড়ির চলমান অংশকে বাইটের দিক নিয়ে দুই বাঁশ বা দন্ডকে একত্র করে ৫-৭ বার প্যাঁচ দিন। এরপর যে দিক থেকে আগে পেঁচিয়েছেন তার বিপরীত দিক থেকে দুই বাঁশ বা দন্ডকে একত্র করে আগের মত ৫-৭ বার প্যাঁচ দিন। এভাবে দু'দিক দিয়ে প্যাঁচান শেষ হলে বাঁশ বা দন্ডের মাঝে দড়ির যে অংশ আছে তাকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে শক্ত করে অন্তত:পক্ষে ৩-৪ বার প্যাঁচ দিন।দুই বাঁশ বা দন্ডের মাঝখানের দড়িকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে প্যাঁচানকে ফ্রাপিং (FRAPPING) বলে। ফ্রাপিং যত শক্ত হবে ল্যাশিং তত মজবুত বা শক্ত হবে। ফ্রাপিং দেয়া শেষ হলে যে কোন একটি বাঁশ বা দন্ডের সাথে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে ক্লোভ হিচ বা বড়শী গেরো বেঁধে ডায়গোনাল ল্যাশিং শেষ করতে হবে।

২৩। পোল এন্ড শিয়ার ল্যাশিং (Pole & Sheer Lashing)

দুটি বাঁশ বা দন্ডকে একত্রে বেঁধে তাকে পায়া হিসেবে ব্যবহার করার জন্য অথবা একটি বাঁশ বা দন্ডকে অপর একটি বাঁশ বা দন্ডের সাথে বেঁধে তাকে লম্বা করার জন্য এই ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। যখন দু'টি বাঁশ বা দন্ডকে মাথার দিকে একত্রে বেঁধে তাকে পায়া হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে শিয়ার লেগ বলে এবং যখন একটি বাঁশ বা দন্ডকে অপর একটি বাঁশ বা দন্ডের সাথে একত্র বেঁধে তাকে লম্বা করা হয় তখন তাকে পোল বলে। মূলত: শিয়ার লেগ এবং পোল তৈরির জন্য একই ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। শিয়ার লেগ বা পোল তৈরির জন্য একই ল্যাশিং ব্যবহার করা হলেও এদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেটি হচ্ছে শিয়ার লেগ তৈরির জন্য ফ্রাপিং দিতে হয় এবং পোল তৈরির জন্য ফ্রাপিং দিতে হয় না।

২৪। শিয়ার লেগ তৈরি (Sheer Leg Making)

ব্যবহার: দুটি বাঁশ বা দন্ডকে একত্রে বেঁধে তাকে পায়া হিসেবে ব্যবহার করার জন্য।

উপকরণ: বাঁশ বা দন্ড ০২টি এবং লশি ০১টি।

তৈরি কৌশল: দু'টি বাঁশ বা দন্ডের নিচের অংশ সমান্তরাল রেখায় রেখে দু'টি বাঁশ দন্ডকে একত্র করে উপরের যে কোন একটি বাঁশ বা দন্ডে দড়ির স্থির প্রান্ত দিয়ে একটি ক্লোভ হিচ বা বড়শী গেরো বাঁধুন। ক্লোভ হিচ বা বড়শী গেরো বাঁধার পর দড়ির স্থির প্রান্তের যে বাড়তি অংশ থেকে যাবে তাকে দড়ির চলমান অংশের সাথে পেঁচিয়ে দাও। এবার দড়ির চলমান অংশ দিয়ে দু'টি বাঁশ বা দন্ডকে একত্র করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নিচ থেকে উপরে চলে যান। লক্ষ্য রাখবেন যেন দুই বাঁশ বা দন্ডের সাথে প্যাঁচানোর সময় একটি দড়ি যেন অপর দড়ির সাথে লেগে থাকে,একটি দড়ি যেন অপর একটি দড়ির উপরে উঠে না যায় এবং সেখানে যেন কোন ফাঁক না থাকে। ৮-১০ বার প্যাঁচান শেষ হলে দুই বাঁশ বা দন্ডের মাঝখানে দড়ির যে অংশ আছে তাকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে শক্ত করে অন্তত:পক্ষে ৩/৪ বার পেঁচিয়ে দিন। দুই বাঁশ বা দন্ডের মাঝখানের দড়িকে দড়ির চলমান অংশ দিয়ে প্যাঁচানকে ফ্রাপিং বলে। ফ্রাপিং যত শক্ত হবে ল্যাশিং তত মজবুত বা শক্ত হবে।ফ্রাপিং দেয়া শেষ হলে প্রথমে যে বাঁশ বা দন্ডে ক্লোভ হিচ বা বড়শী গেরো দিয়ে ল্যাশিং শুরু করেছিলেন তার বিপরীত বাঁশ বা দন্ডে ক্লোভহিচ বা বড়শী গেরো বেঁধে ল্যাশিং শেষ করুন। এভাবে শেয়ার লেগ তৈরি করার জন্য পোল এন্ড শেয়ার ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। অনেকে এই ল্যাশিংকে কেবলমাত্র শেয়ার ল্যাশিং বলে।

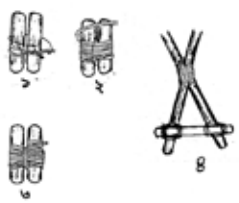

পোল তৈরি (Pole Lashing)

ব্যবহার: একটি বাঁশ বা দন্ডকে অপর একটি বাঁশ বা দন্ডের সাথে বেঁধে তাকে লম্বা করার জন্য এই ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়।

উপকরণ: বাঁশ বা দন্ড ০২টি এবং রশি ০২টি।

তৈরি করার কৌশল: একটি বাঁশ বা দন্ডের মাথায় ২০ সে.মি. নিচে এবং অপর একটি বাঁশ বা দন্ডের নিচের অংশ রেখে বাঁশ বা দন্ডকে পাশাপাশি স্থাপন করে নিচে রাখা বাঁশ বা দন্ডটি যেখানে উপরের বাঁশ বা দন্ডের সাথে মিলিত হয়েছে তার ৪-৫ সে.মি. ওপরে দু'টি বা দন্ডকে একত্রিত করে সেখানে রশির স্থির প্রান্ত দিয়ে একটি বড়শী গেরো বাঁধতে হবে। বড়শী গেরো বাঁধার পর রশির বাড়তি অংশ দিয়ে দুই বাঁশ বা দন্ডকে একত্র করে নিচ থেকে উপরের দিকে পেঁচিয়ে যান। ৮-১০ বার প্যাঁচান হয়ে গেলে বাঁশ বা দন্ডকে একত্র করে ক্লোভহিচ বা বড়শী গেরো বেঁধে ল্যাশিং শেষ করতে হবে। এরপর নিচের বাঁশ বা দন্ডটি ওপরের বাঁশ বা দন্ডের সাথে যেখানে মিলিত হয়েছে এবং যেখানে নিচের বাঁশ বা দন্ড শেষ হয়েছে তার ৪-৫ সে.মি. নিচ থেকে দুই বাঁশ বা দন্ডকে একত্র করে পূর্বের মত ল্যাশিং বাঁধতে হবে।

এভাবে পোল তৈরি করার জন্য পোল এন্ড শেয়ার ল্যাশিং বাঁধতে হয়। এক বা একাধিক বাঁশ বা দন্ডকে একত্রে জোড়া দিয়ে লম্বা করার জন্য পোল এন্ড শেয়ার ল্যাশিং ব্যবহার করা হয়। এই ল্যাশিংকে পোল ল্যাশিংও বলা হয়ে থাকে।

পাইওনিয়ারিং প্রজেক্ট

পতাকা দন্ডসহ ট্রাইপড

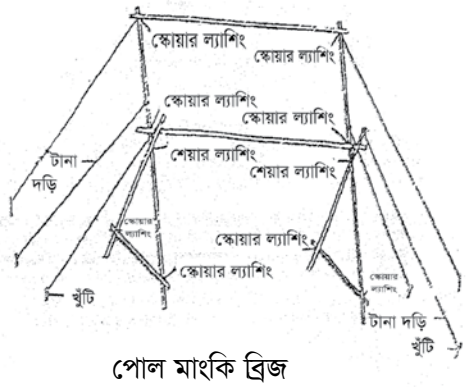

পোল মাংকি ব্রিজ

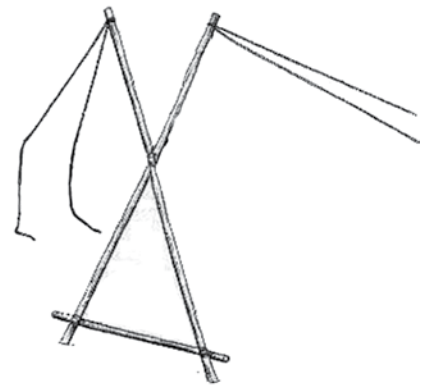

ট্রান্সপোর্টার

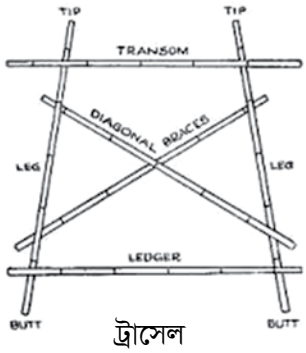

ট্রাসেল

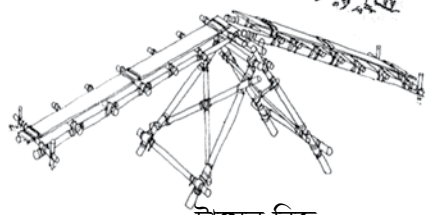

ট্রাসেল ব্রিজ

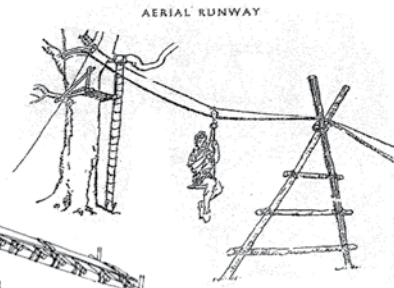

এরিয়াল রানওয়ে

কমান্ডো ব্রিজ

ট্রান্সপোর্টার

বোল স্ট্যান্ড

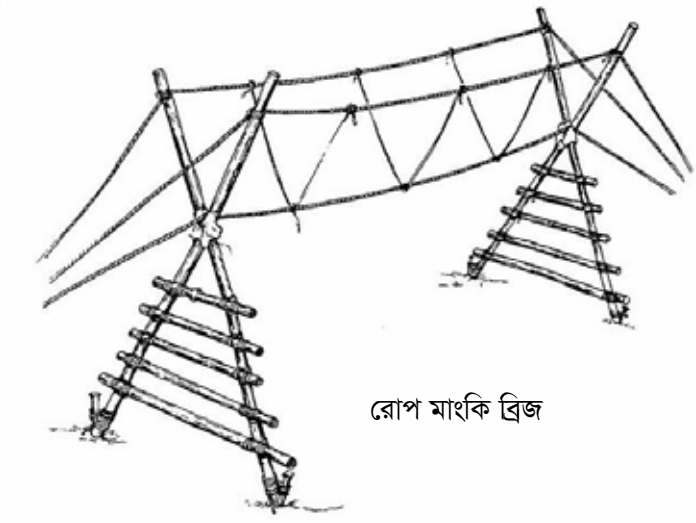

রোপ মাংকি ব্রিজ

স্কাউট দক্ষতা

বৃত্ত গঠন, কাবের ডাক, বাঁশির সংকেত, হস্ত সংকেত

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য: সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন।

১। বৃত্ত গঠন, কাবের ডাক, বাঁশির সংকেত, হস্ত সংকেত সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করবেন।

২। বৃত্ত গঠন, কাবের ডাক, বাঁশির সংকেত, হস্ত সংকেতের ব্যবহারিক কৌশল আয়ত্ব করতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং নিজ ইউনিটে তা প্রয়োগ করতে সামর্থ হবেন।

কাবদের বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে প্যাক মিটিং পরিচালনা করা হয়। সুতরাং কাবদের বৃত্ত গঠনে কৌশলী হতে হয়। কাবিং এ তিনভাবে বৃত্ত গঠনের পদ্ধতি রয়েছে। বি-পি কর্তৃক প্রনীত "The Wolf cubs hand book" বই এ বৃত্তসমূহের গঠন নিম্নরূপভাবে বর্ণিত ও চিত্রায়িত রয়েছে।

১. **শিলা সভা** (Rock Council)
২. **শিলা বৃত্ত** (Rock Circle)
৩. **মহাবৃত্ত** (Parade Circle or wide Circle)

১. **শিলা সভা** (Rock Council)**:** এই বৃত্তের কেন্দ্রে কাব লিডার একটি উচু শিলায় উপবিষ্ট থাকেন। কাবেরা তাঁর চার পাশে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বৃত্তাকারে ঘিরে দাড়ায়।

২. **শিলা বৃত্ত** (Rock Circle)**:** মহাবৃত্ত তৈরি করার পর শিলাবৃত্ত তৈরি করতে হয়। কাবেরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কোমরে হাত রেখে কনুই দুটো পাশে ছড়িয়ে রেখে শিলা বৃত্ত তৈরি করা হয়। বৃত্ত তৈরি হওয়ার সাথে সাথে কোমর থেকে হাত নামিয়ে নিতে হয়।

৩. **মহাবৃত্ত** (Parade Circle or wide Circle)**:** যখন কাব লিডার প্যারেড সার্কেল গঠনের নির্দেশ দিবেন তখন দলের সকল কাব প্রত্যেকে দু হাত প্রসারিত করে একে অপরের হাত ধরে মহাবৃত্ত তৈরি করতে থাকে। দুই হাতের আংগুল নিচের দিকে মাথায় তালু স্পর্শ করে সকল কাবদের ডাকার সংকেত একটানা বারবার উচ্চারণ করলে সকল কাব প্যাক, প্যাক শব্দ করে দৌড়ে নেতাকে ঘিরে প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাত ধরে মহাবৃত্ত তৈরি করবে এবং পরস্পরের হাত ছেড়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে।

কাবের ডাক

ক. আকেলা অনেকবার প্যাক-প্যাক-প্যাক উচ্চারণ করার সাথে সাথে কাবেরা প্যাক.....ক উচ্চারণ শেষ করে মহাবৃত্তাকারে (Parade Circle) দাঁড়াবে।

খ. যদি আকেলা একবার প্যাক উচ্চারণ করেন তবে তার অর্থ- সকলে চুপ করবে, পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রস্তুত হবে।

গ. যদি দুইবার প্যাক প্যাক বলে প্যাক.....ক উচ্চারণ করেন তখন সিনিয়র ষষ্ঠক নেতাকে ডাকা হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

ঘ. যদি তিনবার প্যাক প্যাক বলে প্যাক.....ক উচ্চারণ করেন তখন ষষ্ঠক নেতাকে ডাকা হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

কতিপয় বাঁশী সংকেত, হস্ত সংকেত ও স্কাউট নির্দেশসমূহ

বাঁশীর সংকেত

১। একটি দীর্ঘ ধ্বনি - 'চুপ কর' 'সতর্ক হও', 'পরবর্তী সংকেতের জন্য অপেক্ষা কর'।

২। পর পর অনেকগুলো ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ ধ্বনি- 'একত্রিত হও' 'নিকটবর্তী হও' 'লাইন করে দাঁড়াও'।

৩। তিনটি হ্রস্ব ধ্বনির পর একটি লম্বা ধ্বনি- উপদল নেতা / রোভার মেট কাছে এস।

৪। দু'টি হ্রস্ব ধ্বনির পর একটি লম্বা ধ্বনি - সিনিয়র উপদল নেতা / সিনিয়র রোভার মেট কাছে এস।

৫। পর্যায়ক্রমে বারংবার ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ ধ্বনি- 'বিপদ' 'সতর্ক হও' শংঙ্কা কেন্দ্রে লক্ষ রাখ।

৬। পর পর কয়েকটি দীর্ঘ অথচ মন্থর ধ্বনি- 'বাহিরে যাও' 'আরও দূরে যাও' 'ছড়িয়ে পড়'।

হস্ত সংকেত

১. **লাইনে দাড়ানো :** সোজা হয়ে দাড়িয়ে দুই হাত দুই পাশে প্রশস্ত অবস্থায় দেখানো, হাত যে দিকে নিচু করা থাকবে ক্রমানুসারে ছোট থেকে বড়রা দাঁড়াবে। ষষ্ঠক/উপদল নেতার পিছনে পাশাপাশি লাইন দিয়ে দাঁড়াবে (চিত্র-১)। এই অবস্থায় থেকে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করলে পিছনের সারির সদস্যরা সামনের ষষ্ঠক/উপদল নেতার বাম পাশে অথবা ষষ্ঠক/উপদল নেতা স্ব স্ব সারির ডান পাশে দাঁড়াবে (চিত্র-২)।

২. **ফাইলে দাড়ানো:** সোজা হয়ে দাড়িয়ে হাত সামনের দিকে প্রশস্ত অবস্থায় রাখা হাত উচু বা নিচু করে উচ্চতানুসারে দাঁড় করানো। এক হাত উচু করলে ছোট থেকে বড় আকারে দাড়ানো বুঝাবে (চিত্র-৩)।

৩. **অশ্ব খুরাকৃতিতে দাড়ানো:** সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কোমর পর্যন্ত হাত উচু করে ডান হাত বাম হাতের উপর দিয়ে পরস্পর ডানে বায়ে ঘুরালে (চিত্র-১)।

৪. **বৃত্তাকারে দাড়ানো:** দুই হাতের আংগুলি নিচের দিকে মাথার তালু স্পর্শ করলে। (চিত্র-৪)

৫. **অর্ধবৃত্তাকারে দাড়ানো:** সোজা হয়ে দাড়িয়ে ডান হাতের আংগুলি নিচের দিকে মাথার তালু স্পর্শ করলে (চিত্র-৫)।

৬. **রক সার্কেল/শিলাবৃত্ত:** কোমরে দু'হাত রেখে দাড়ানো (চিত্র-৬)।

৭. **"U" আকারে দাড়ানো:** উভয় বাহু সমকোণী আকারে ভাঁজ করে ও দুইপাশে উচু করলে (চিত্র-৭)।

৮. **একত্রিত হওয়া:** ডান হাত মাথার উপর তুলে বাম থেকে ডানে বৃত্তাকারে ঘুরালে (চিত্র-৮)।

৯. **থাম:** ডান হাতের তালু সোজা রেখে হাত ভাজ করে অগ্রবাহু শরীরের সাথে সমান্তরাল রাখা (চিত্র-৯)।

১০. **অগ্রসর হওয়া:** কাঁধের নিচে, হাত পিছন দিক হতে সামনের দিকে দুলায়ে পর পর কয়েকবার দেখালে।

১১. **ডবল মার্চ দৌড়ে কাছে এস):** হাত মুষ্টিবদ্ধ করে কাঁধ বরাবর হতে উরু পর্যন্ত স্থানে ওপর হতে নিচের দিকে এবং নিচ হতে ওপরের দিকে কয়েকবার দেখালে (চিত্র-১০)।

১২. **কাছে এসো:** দুই হাত পর্যায়ক্রমে বুকের দিকে দুলালে (চিত্র-১১)।

১৩. **বর্গাকারে দাড়ানো:** দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ সামনে সমান্তরাল করলে্।

১৪. **তাড়াতাড়ি এসো:** হাত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় বুক পর্যন্ত উচু নিচু করতে থাকলে (চিত্র-১২)।

১৫. **ধীরে এসো:** দুই হাত মুষ্টি খোলা অবস্থায় ওপর থেকে বুক পর্যন্ত নিচু করতে থাকলে (চিত্র-১৩)।

১৬. **ছড়িয়ে পড়া:** দুই হাত তালু নীচের দিক রেখে দুই পাশে প্রসারিত করে নীচু থেকে ওপর দিক করলে (চিত্র-১৪)।

১৭. **এ দিকে যাও:** হাতের তর্জুনী নির্দেশিত দিকে যেতে হয় (চিত্র-১৫)।

১৮. **আমাকে ঘিরে একত্রিত হও:** ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করে মাথার ওপর রাখলে (চিত্র-১৬)।

১৯. **নেতার পিছনে পরপর দাড়ানো:** দুইহাত সামনে প্রসারিত (তালু মাটির দিকে) করলে।

২০. **কলাম আকারে দাড়ানো:** উভয় হাত পাশে কিছুটা প্রসারিত করে হাতে তালু নিচের দিকে রাখলে (চিত্র-১৭)।

২১. **বক্স আকারে দাড়ানো:** দুই হাত বুক পর্যন্ত উঠিয়ে এক হাত অন্য হাতের কনুই ধরে উচু করে রাখা (চিত্র-১৮)।

২২. **দলগত বৃত্তাকারে দাড়ানো:** উভয় হাত পাশে কিছুটা প্রসারিত করে হাতে তালু নিচের দিকে করে সামনে থেকে পিছনের দিকে দোলালে (চিত্র-১৯)।

২৩. **ষষ্ঠক/উপদলের মুক্ত লাইন:** উভয় হাত সামনের দিকে ভাঁজ করে ওপরের দিকে রাখলে (চিত্র-২০)।

২৪. **ষষ্ঠক/উপদলের পৃথক লাইন:** উভয় হাত সামনের দিকে ভাঁজ করে ওপরের দিকে মুষ্টিবদ্ধ রাখলে (চিত্র-২১)।

২৫. **অনুসরণ কর/চলে যাও/ঘোরাফেরা করতে পার:** এক হাত ওপর থেকে নিচে ভুমির সমান্তরাল করলে (চিত্র-২২)।

২৬. **ছুটি/সমাপ্তি:** দুই হাত সামনে রেখে এক হাত অন্য হাতের উপর দিয়ে দোলানো (চিত্র-২৩)।

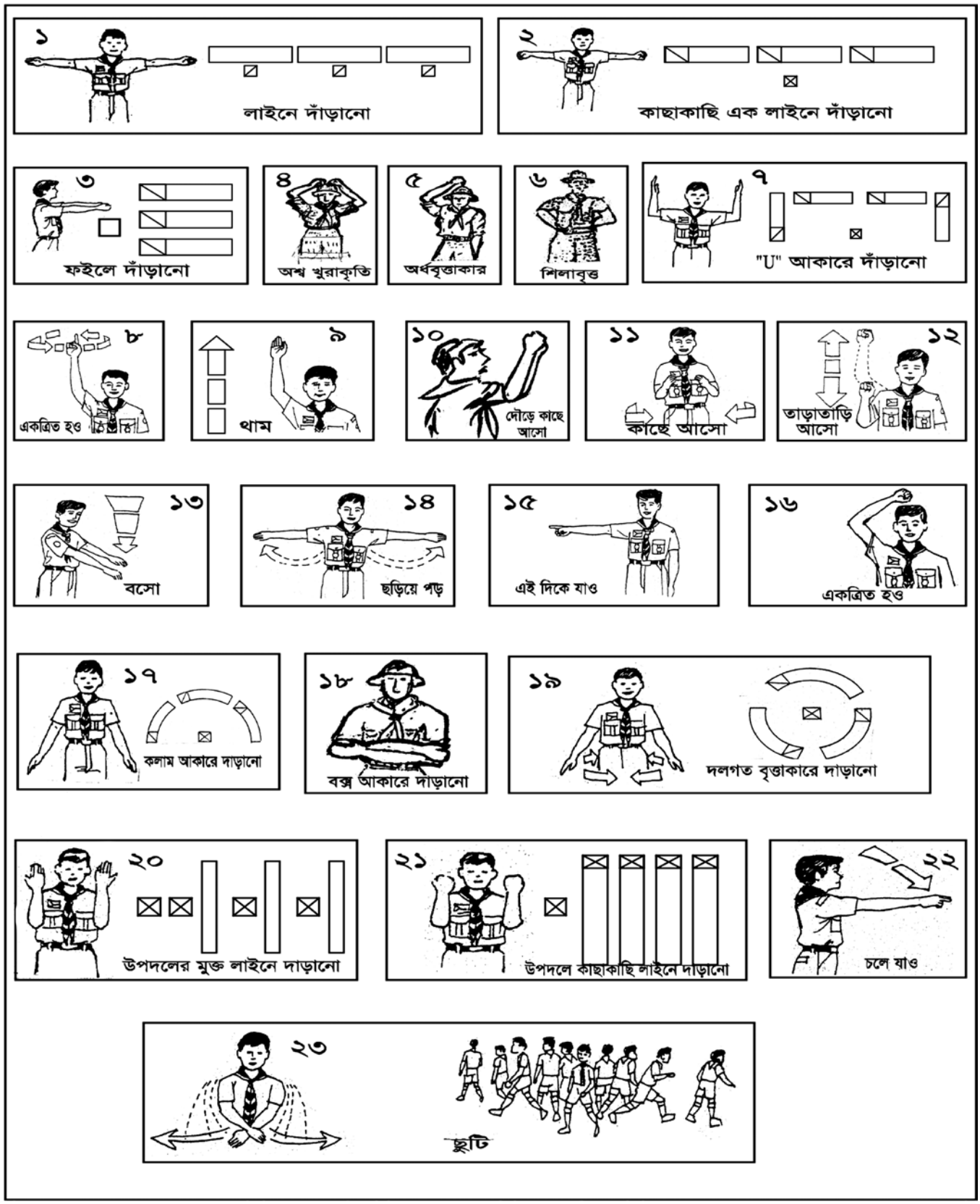

কমান্ড (নির্দেশ) সমূহ:

১। দল সোজা হও (২) দল আরামে দাড়াও (৩) দল উল্টা দিকে ঘুর (৪) দল পায়ে তাল রাখ (৫) দল সামনে চল (৬) দল এবার থাম (৭) দল পতাকাকে সালাম কর (৮) দল হাত নামাও (৯) প্রার্থনা সংগীত (১০) প্রার্থনার জন্য প্রস্তুত (১১) দল যেমন ছিলে (১২) পরিদর্শন (১৩) দল ছু----------টি।

ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ

ব্যাজ পদ্ধতি

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষ শিক্ষার্থীগণ নিম্নের উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন

১. ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

২. ব্যাজ পদ্ধতির উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ এবং যুবদের ব্যক্তিগত উন্নয়নে ব্যাজ পদ্ধতি কিভাবে সহায়তা করে তা বর্ণনা করতে পারবে।

৩. দক্ষতা বা এফিসিয়েন্সি ব্যাজ ও পারদর্শিতা বা প্রতিযোগিতা ব্যাজ অর্জনের কৌশল আয়ত্ব করতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৪. শাপলা কাব/পি,এস/পি,আর,এস অ্যাওয়ার্ড অর্জনের সাধারণ বিষয়সমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন এবং তা ইউনিটে প্রয়োগ করতে সামর্থ হবেন ও তা আলোচনা করতে পারবে।

স্কাউট আন্দোলনের কাংখিত লক্ষ্য হল শিশু, কিশোর ও যুবদেরকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যম আত্মনির্ভরশীল ও যোগ্য মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা। অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে বৈচিত্র্যময় কর্মসূচির মাধ্যমে একজন স্কাউটকে পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ দিয়ে ক্রমান্বয়ে যোগ্যতর করে গড়ে তোলার ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ বলে। স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বি, পি-যুব বয়সীদের মৌলিক চাহিদা, এগিয়ে যাওয়ার আকাংখা, পদ ও পদমর্যাদার প্রতিক প্রাপ্তি, দক্ষতা ও যোগ্যতার পুরষ্কার প্রভৃতির স্বীকৃতি প্রদানের নিমিত্তে ক্রমোন্নতিশীল ব্যাজ পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। যুব বয়সীদের এ স্বাভাবিক চাহিদা পুরণে ব্যাজ পদ্ধতি স্কাউট আদর্শ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিশেষ অনুপ্রেরণা ও প্রাণোদনার ভূমিকা পালন করে এবং চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। এটি স্কাউট আন্দোলনের একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এবং স্কাউট প্রশিক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংগ।

ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য বয়স ভেদে চাহিদানুসারে আনন্দমুখর স্কাউট প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর দক্ষতা অর্জনের স্বীকৃতি স্বরূপ অনুমোদিত ব্যাজ এবং অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে। এই জন্য ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণকে ব্যাজ পদ্ধতিও বলা হয়ে থাকে। অ্যাওয়ার্ড অর্জনে নির্দিষ্ট সিলেবাস ছাড়াও অন্যান্য সাধারণ জ্ঞানের ওপর ধারণা রাখতে হবে অর্থাৎ বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী স্কাউটদেরকেই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে।

ধারাবাহিক ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ/ব্যাজ পদ্ধতির সাধারণ নীতিমালা

* অগ্রগতি ও স্বীকৃতি- স্কাউট কার্যক্রমে স্কাউটদের অংশগ্রহণের স্বাভাবিক পরিণতি। একটি দল/ উপদলের সকল কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যাজ অর্জনে অগ্রগতির প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে।

* ব্যাজ এর মাধ্যমে মৌলিকভাবে স্কাউটরা যেসব কার্যক্রম সম্পাদনে সক্ষম হয় তার স্বীকৃতি দেয়া হয়। এটা তার কার্যক্রমের পুরষ্কার নয়।

* ব্যাজ কোন উদ্দেশ্যার্জন এবং স্কাউটদের ব্যাক্তিত্বের উন্নয়নের মাধ্যম। এটি নিজ থেকে কোন পরিণতি নয়।

* হাতে কলমে প্রশিক্ষণ স্কাউট পদ্ধতির অন্যতম উপাদান। স্কাউট কলা শিক্ষণের নিমিত্তে যেসব স্কাউট কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে তা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী, দক্ষতা ও অভ্যাসের উন্নয়নের কারণ হিসেবে কাজ করে।

* অগ্রগতি হচ্ছে সেবার জন্য প্রস্তুতি। সঠিক জ্ঞানার্জন, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী ও দক্ষতার উন্নয়ন এবং সঠিক সুঅভ্যাস গঠন শুধুমাত্র স্কাউটদের ব্যক্তিগত উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য নহে; বরং এগুলো তাদেরকে আল্লাহ, দেশ এবং অন্যদের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবা প্রদানের জন্য সুসজ্জিত করে গড়ে তোলে।

* ক্রমোন্নতি বা অগ্রগতি একটি আন্তঃপ্রণোদনা, তা কখনও বাহির থেকে হয়না। স্কাউটরা নিজের প্রয়োজন এবং অভিপ্রায়ে নিজের জন্য শিখবে।

* ক্রমোন্নতি বা অগ্রগতি স্কাউটদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হয় যা একটি অপরিহার্য উপাদান।

* ক্রমোন্নতি প্রমাণ করে যে, স্কাউটরা তাদের জীবনের লক্ষ্য, সময় ও সামর্থ অনুযায়ী নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হয়।

ব্যাজ পদ্ধতির উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ

মানুষের চাওয়া ও পাওয়ার ইচ্ছা চিরন্তন। স্কাউটিংয়ে প্রাপ্তির ইচ্ছা একটু ভিন্ন আংগীকে পূরণ করা হয়ে থাকে। স্কাউটদের নিজ নিজ ইচ্ছা বা পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করে থাকে। দক্ষতা অর্জনের সাথে সাথে স্বীকৃতি স্বরূপ ব্যাজ প্রদান করা হয়ে থাকে। স্কাউটদের ব্যাজ প্রদান খুবই আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে যাতে করে স্কাউটদের অতি সহজে মনযোগী করে তোলা যায়।

যুবদের ব্যক্তিগত উন্নয়নে ব্যাজ পদ্ধতি কিভাবে সহায়তা করে

ব্যাজ পদ্ধতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ফলে-

* কাব বয়সীরা দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জতা রেখে প্রতিদিন কারো না কারো উপকার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকে। এই চেষ্টার ফলে সে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে। একইভাবে স্কাউট ও রোভার বয়সীরা সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকে। এক্ষেত্রে, এইভাবে বলা যায়, কাবেরা নিজেদের সাধ্যমত শ্রম ও চেষ্টার মাধ্যমে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করে উপকার বা কারোর অসুবিধা/কষ্ট দূর করার চেষ্টা করে থাকে অপর দিকে স্কাউট ও রোভার বয়সীরা তাদের মেধা ও দক্ষতা খাটিয়ে একজনের অসুবিধা ও সমস্যা উভয়ই সমাধান করার চেষ্টা করে থাকে।
* স্কাউটরা ব্যাজ প্রাপ্তির মাধ্যমে স্কাউটিংয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় এবং পর্যায়ক্রমে যোগ্যতা বৃদ্ধির সাথে বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে চলার কৌশল রপ্ত করে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে ফলে দৃষ্টিভংগীর উন্নয়ন ঘটে।

শাপলা কাব/পি,এস/পি,আর,এস অ্যাওয়ার্ড অর্জনের সাধারণ বিষয়সমূহ

দক্ষতা বা এফিসিয়েন্সি ব্যাজ অর্জন

এই ব্যাজ অর্জনের মাধ্যমে স্কাউটদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির (এটিচিউড) উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব। হাতে কলমে প্রশিক্ষণ (প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং) পদ্ধতিতে এই ব্যাজ অর্জনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়।

পারদর্শিতা ব্যাজ বা প্রফিসিয়েন্সি ব্যাজ অর্জন

স্কাউটদের আগ্রহের তারতম্য অনুসারে এই ব্যাজ অর্জনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দক্ষতা বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এফিসিয়েন্সি ব্যাজের দ্বিতীয় স্তর থেকে পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করতে হয়। পারদর্শিতা ব্যাজ একজন স্কাউটকে কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী করে তুলে। পারদর্শিতা বলতে কোন বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান ও দক্ষতাকে বুঝায় (A Proficience is a particular Area of Knowledge and Skill)। কোন বিষয়ে পারদর্শী হতে হলে একজন স্কাউটকে নিবেদিত প্রাণ এবং অধ্যয়ন ও অনুশীলনে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হবে। পারদর্শিতা ব্যাজ দক্ষতা ব্যাজের পরিপূরক হিসেবে বিবেচিত। স্কাউট প্রোগ্রাম অনুযায়ী একজন স্কাউটকে বিভিন্ন স্তরে নির্ধারিত গ্রুপ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করতে হয়।

মাই প্রোগ্রেস বই

একজন স্কাউট নবাগত হিসেবে ইউনিটে যোগদানের পর থেকে তার ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ, ইউনিটে যোগদানের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুমতি ও অনুমোদন গ্রহণ এবং স্কাউট প্রোগ্রামের বর্ধিত কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ গ্রহণ, পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন ও বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনসহ বিভিন্ন স্তর অতিক্রমের রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণের জন্য আমার স্কাউট রেকর্ড (My Progress) বই সংরক্ষণ করতে হয়। ইউনিটে ভর্তির পর একজন স্কাউট আমার স্কাউট রেকর্ড বই সংগ্রহ এবং তা যথাযথভাবে পূরণ করে নিজের কাছে সংরক্ষণ করবে। রোভার প্রোগ্রামের বিষয়সমূহ এর উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও মূল্যায়ণের উত্তীর্ণের পর ঐ বিষয়ের পরীক্ষক/বিশেষজ্ঞের নিকট থেকে নির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর গ্রহণ করবে। আমার স্কাউট রেকর্ড বই একজন স্কাউটের স্কাউটিং জীবনে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করার মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

লগ বইয়ের ধারণা

লগ বই হল স্কাউট জীবনের সংক্ষিপ্ত ডায়রী বা জীবন চিত্র। অন্য কথায় একজন স্কাউট সে তার স্কাউট জীবনে প্রবেশের পর থেকে বিভিন্ন স্কাউট অনুষ্ঠান যেমন, দীক্ষা অনুষ্ঠান,ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠান, তাঁবু বাস, সমাবেশ, হাইকিং, সমাজ সেবা, সমাজ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের তারিখ ও স্থান উল্লেখ পূর্বক ধারাবাহিক বিবরণ লগ বইয়ে লিপিবদ্ধ করবে। এই বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় কেবল একটি ঘটনার বর্ণনা থাকা ভাল। প্রতি পৃষ্ঠার শেষে স্কাউট তার নাম ও স্বাক্ষর দিবে এবং বাম পাশে ইউনিট লিডারের প্রতি

স্বাক্ষর থাকবে। লগ বই সকলের জন্য প্রযোজ্য যেমন, ইউনিট লিডারের, ইউনিটের বা সকল ক্ষেত্রে লগ বই সংরক্ষণ খুবই প্রয়োজন। লগ বই সংরক্ষণ স্কাউটদের রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি করে থাকে।

পি আর এস অ্যাওয়ার্ড লগ বই

পি আর এস অ্যাওয়ার্ড অর্জনে একজন রোভারকে আমার স্কাউট রেকর্ড বই এর আলোকে পি আর এস অ্যাওয়ার্ড লগ বই তৈরি ও সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। বস্তুত লগ বই একজন রোভারের স্কাউট জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন চিত্র। লগ বই এক জন রোভারের রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম ও ব্যাজ অর্জনসহ তার রোভার কার্যক্রমে সংক্ষিপ্ত চিত্র ধারাবাহিকভাবে তারিখ অনুযায়ী সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয়। সঠিক নিয়মে লগ বই তৈরি পি আর এস অ্যাওয়ার্ড অর্জনের অন্যতম শর্ত। পি আর এস অ্যাওয়ার্ড লগ বই লেখার নমুনা দেয়া হলো–

পি আর এস অ্যাওয়ার্ড লগ বই (নমুনা)

১। বড় করে কভার পৃষ্ঠায় "পি আর এস অ্যাওয়ার্ড লগবুক" কথাটি লেখা।

২। একটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় কভার পৃষ্ঠা থাকলে ভাল হয়।

৩। প্রথম পৃষ্ঠায় ব্যক্তিগত পরিচিতি থাকবে (স্কাউট পোশাক পরিহিত পাসপোর্ট সাইজ ফটোসহ)।

৪। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সূচীপত্র (বিষয় ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখসহ) দিতে হবে।

৫। তৃতীয় পৃষ্ঠা হতে ধারাবাহিকভাবে স্তর ভিত্তিক (সহচর, সদস্য স্তর, প্রশিক্ষণ স্তর ও সেবা স্তর) বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ছবি অংকন করে দেয়া যেতে পারে এবং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের ছবি সংযুক্ত করা যেতে পারে।

৬। প্রতিটি স্তরে রোভার লিডারের অনুমোদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গ্রুপ সভাপতি, জেলার সম্পাদক ও কমিশনারের সীলসহ স্বাক্ষর) নিতে হবে।

৭। প্রতি স্তরের শেষে ও স্তরের আনুসাংগিক বিষয়ের অনুমোদনের কাগজপত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।

৮। সংযোজন (আলাদা ফাইলে তালিকা অনুযায়ী সার্টিফিকেট ও রিপোর্ট জমা দিতে হবে)।

৯। সর্বশেষে রোভার নেতা ও গ্রুপ কমিটির সভাপতির অনুমোদন এক পৃষ্ঠায়।

১০। জেলা রোভার লিডার, জেলা সম্পাদক এবং জেলা কমিশনারের অনুমোদন এক পৃষ্ঠায়।

১১। অঞ্চলের অনুমোদন এক পৃষ্ঠায় (খালি থাকবে)।

১২। জাতীয় সদর দফতরের অনুমোদন এক পৃষ্ঠায় (খালি থাকবে)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: জাতীয় সদর দফতরের নির্ধারিত প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ফরমে আবেদন করতে হবে। ৫টি ফরম প্রয়োজন হবে।

স্ক্রাপ বুক

স্ক্রাপ বুক হ'ল স্কাউট জীবনের এ্যালবাম বা খণ্ড চিত্র সংগ্রহ। স্ক্রাপ বুকে স্কাউটরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সেখান থেকে সংগ্রহকৃত আলোকচিত্র, বিরল/ঔষুধী গাছের পাতা,ছাল (বাকল), পশু-পাখির পাখনা বা আকর্ষণীয় দ্রব্যের নমুনা সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করে থাকে। স্ক্রাপ বুকে পেপার কাটিং, স্মারক ডাক টিকিট, নিজের আঁকা ছবি,অটোগ্রাফ, ইত্যাদিও সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। সংগ্রহকৃত বিষয়ের বিবরণ, সংগ্রহ স্থল ও তারিখ অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।

প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষ শিক্ষার্থীগণ নিম্নের উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন।

১. শিক্ষার্থীগণ বাস্তবতার নিরিখে প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণের মধ্যে সম্পর্কের বিশ্লেষণ করতে পারবে।
২. ইয়ুথ প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণের করণীয় সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং তা বর্ণনা করতে পারবে।
৩. প্রশিক্ষণ ও প্রগ্রাম সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

ইয়ুথ প্রোগ্রামের সংজ্ঞা

স্কাউটিংয়ে ইয়ুথ প্রোগ্রাম বলতে যুবকদের শিক্ষার সুযোগের সামগ্রিকতাকে বোঝায়, যেখান থেকে স্কাউটিংয়ের উদ্দেশ্য পূরণে যা এবং যে কারণে কোন নতুন কিছু তৈরি করে এবং স্কাউটিং পদ্ধতির মাধ্যমে দক্ষ/অভিজ্ঞ হয়।

The Youth Programme in Scouting is the totality of the learning opportunities from which young people can benefit (WHAT), created to achieve the purpose of Scouting (WHY) and experienced through the Scout method (HOW).

স্কাউটিংয়ে ইয়ুথ প্রোগ্রাম বলতে বুঝায়, স্কাউটিংয়ের উদ্দেশ্য পূরণে (যা বা যে কারণে) কিছু নতুন সৃষ্টি করে বা তৈরি এবং তা স্কাউটিং পদ্ধতির মাধ্যমে অভিজ্ঞ হওয়া ও শিক্ষার সুযোগের সম্পূর্ণতা দেওয়াকে বা সামগ্রিকতাকে বোঝায়।

এই নীতি যুবকদের স্কাউটিং জীবনে অভিজ্ঞতার সামগ্রিকতাকে বোঝায় যা ইয়ুথ প্রোগ্রামর ধারণা সংযুক্ত করে এক ব্যাপক সংজ্ঞা যা অন্তর্ভুক্ত করে:

সামগ্রিক ব্যাপ্তি (Totality)

একজন তরুণ বা যুবকের সমুদয় স্বাভাবিক চাহিদাও অভিজ্ঞতার আলোকে স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণীত হয়। স্কাউট প্রোগ্রাম ৬ থেকে ২৫ বছর বয়সীদের জন্য এমন একটি পর্যায়ক্রমিক সামগ্রিক কার্যাবলী যা শিক্ষার একটি আধুনিক পদ্ধতি এবং আনন্দপূর্ণ কাজের মাধ্যমে আত্মোন্নতির শিক্ষা দেয়।

যা (What)

সুগঠিত/সুসংগঠিত ও স্বত:স্ফুর্ততা উভয়ের অভিজ্ঞতা ও অবস্থাসমূহ যেখান থেকে যুবকরা কোন কিছু শিখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ/ শিক্ষার সুযোগ/সুবিধাসমূহ। ক্যাম্পিং, বহিরাংগণ কার্যাবলী, খেলাধূলা, অনুষ্ঠানাদি, প্যাট্রোল ও ট্রুপ মিটিং, উপার্জন সপ্তাহ পালন ইত্যাদি স্কাউটিং কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তবে খেয়াল রাখতে হয় যাতে প্রোগ্রামগুলো সংশ্লিষ্ট তরুণ বা যুবদের জন্য রোমাঞ্চকর ও আকর্ষণীয় হয়। শিক্ষামূলক যেসব কাজকর্ম স্কাউটদের জন্য ব্যবস্থা করা হয় সেগুলো 'যা' এর আওতায় পড়ে।

যেভাবে (How)

যেভাবে এটা করা হয় তাই স্কাউট পদ্ধতি। স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়িত হয় স্কাউট পদ্ধতিতে। নিম্নলিখিত ৮টি উপাদানগুলো হলো: ১) প্রতিজ্ঞা ও আইন ২) হাতে কলমে শিক্ষা ৩) টীম সিস্টেম/উপদল পদ্ধতি ৪) ব্যক্তিগত ক্রমবৃদ্ধি ৫) প্রতিবন্ধী কাঠামো ৬) বয়স্কদের সমর্থন ৭) প্রকৃতি ৮) কমিউনিটি ইনভলমেন্ট। এতে উৎকর্ষতা, দায়িত্ব গ্রহণ, স্বাভাবিক গতিতে চারিত্রিক উন্নয়ন, নির্ভরশীল সহযোগিতা গ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলী বিকশিত হয়। ঘ) আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের আগ্রহের ভিত্তিতে খেলাধুলা, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ের দক্ষতা, সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের ক্রমোন্নতিশীল ও উদ্দীপনাময় কর্মসূচি। মুক্তাংগণের কার্যাবলীকে স্কাউট প্রোগ্রামে প্রাধান্য দেয়া হয়।

যে কারণে (Why)

আন্দোলনের উদ্দেশ্যসমূহ ও নীতিসমূহের সাথে সাথে শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যসমূহ। স্কাউটিং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার প্রতি কর্তব্যপালন, অন্যের প্রতি, দেশের প্রতি, আন্দোলনের প্রতি এবং নিজের প্রতি কর্তব্য পালনে সক্ষম করে তোলা। সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণীত হয়। তরুণ ও যুবদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগীয় এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়ন প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের লক্ষ্য।

স্কাউট প্রোগ্রামের দু'টি অংশ: ১. অভ্যন্তরীণ অংশ: এটি অপরিবর্তনীয় স্কাউট আদর্শ। যেমন স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালন, দেশপ্রেম, পরোপকার ইত্যাদি। সমগ্র পৃথিবীতে এই আদর্শ এক এবং অপরিবর্তনীয়। ২. বহিরাংশ: এটি যুগের চাহিদা, সমাজের প্রয়োজন এবং দেশের ভৌগলিক ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী সময় সময় পরিবর্তনশীল।

প্রশিক্ষণ

স্কাউট ইউনিটে বয়স্ক লিডারের নেতৃত্ব হচ্ছে স্কাউট আন্দোলনের অন্যতম মূলনীতি। অতএব বয়স্ক লিডার ছাড়া স্কাউটিং হতে পারে না। প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চালু করা, তদারকি করা, পরামর্শ দেয়া এবং পরিচালনা করা ইউনিট লিডারের কাজ এবং নেতা হিসেবে, বন্ধু হিসেবে, শুভানুধ্যায়ী হিসেবে, শিক্ষক হিসেবে ইউনিট লিডার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। আর এ দায়িত্ব পালন করতে ইউনিট লিডারকে বিষয়গুলো জানতে হবে, শিক্ষা দেয়ার ও ইউনিট পরিচালনা করার কৌশল আয়ত্ত এবং দক্ষতা অর্জন করতে হবে। এর জন্য দরকার উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণ এবং প্রোগ্রামের সম্পর্ক

স্কাউটিংয়ে প্রশিক্ষণ হচ্ছে বয়স্ক লিডারদের জন্য এবং প্রোগ্রাম হচ্ছে স্কাউটদের জন্য। স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যেই স্কাউটিংয়ে বয়স্ক লিডারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। স্কাউট পদ্ধতির ৮টি উপাদানের সবগুলো একত্রে প্রয়োগ করে স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করতে হয় অপরদিকে বয়স্ক লিডারদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ পদ্ধতির যে কোন এক বা একাধিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। স্কাউট আন্দোলনকে চলমান ও গতিশীল রাখার জন্য যে প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সর্বদা ক্রিয়াশীল তা অর্থাৎ যা শেখানো হয় এবং যেভাবে শেখানো হয় তাকেই যথাক্রমে প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ বলা যেতে পারে। বয়স্ক লিডারদের প্রশিক্ষণের অন্যান্য বিষয়ের সাথে স্কাউট পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যা স্কাউটদের আত্মোন্নতিতে সর্বাধিক সহায়তা করতে সক্ষম। অন্যান্য বিষয়ের সাথে স্কাউট প্রোগ্রামের বিষয়ে বয়স্ক লিডারদের প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে একজন ইউনিট লিডারকে স্কাউটদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষম করে তোলা। কাজেই প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ একে অপরের পরিপূরক।

প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে বিভিন্ন নিয়ম কানুন মেনে চলার ওপর বাধ্যবাধকতা রয়েছে যেমন, তাঁবু জলসা'র অনুষ্ঠানে আগুন জ্বালানোর প্রথা বিদ্যমান কিন্তু প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এর বাধ্যবাধকতা গৌণ। স্কাউট পদ্ধতির উপাদানসমুহ প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে অর্থাৎ স্কাউট পদ্ধতি হলো প্রশিক্ষণের বিষয় যার প্রশিক্ষণার্থীরা সবাই সর্ব নিম্ন ১৮ বছর বয়সী হতে হয়। প্রশিক্ষণের ভিত্তি হচ্ছে প্রোগ্রাম। আবার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। পূর্বে বর্ণিত পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ এবং পরিকল্পিত প্রোগ্রাম পর্যালোচনা করলে উভয়ের সম্পর্ক আরো স্পষ্ট হয়। উভয় বিষয়ের নিজস্ব কর্মক্ষেত্র রয়েছে। আবার কিছু বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রামের যৌথ ভূমিকা ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে -

বিশ্বস্ত: স্কাউটিং এর মূলনীতি ও পদ্ধতির প্রতি একান্ত বিশ্বাস স্কাউট আন্দোলনের শুরু থেকে চলে আসছে।

উপকারী: সমাজের চাহিদা পূরণে সক্ষম তথা সংশ্লিষ্ট সমাজের জন্য উপকারী ও প্রয়োজনীয়।

আধুনিক: স্কাউটদের বর্তমান চাহিদার সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম।

স্কাউটিং এর উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে প্রোগ্রাম হচ্ছে স্কাউটিং এর আরম্ভ স্থল। বৃহত্তর পরিসরে প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তাই লিডারদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করে।

প্রোগ্রামের দায়িত্বের ক্ষেত্র হল -

ক) সমাজ ও যুবদের চাহিদা বিশ্লেষণ করা, খ) শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য নির্ণয় করা, গ) ঐ সব উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আকর্ষণীয় কর্মসূচি তৈরি করা।

প্রশিক্ষণের দায়িত্বের ক্ষেত্র হল -

ক) ওপরে বর্ণিত দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপণ।, খ) বিষয়সমূহ রপ্ত করানোর লক্ষ্যে পাঠক্রম ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নিরূপণ।, গ) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তৈরি করা।

প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণের উভয়ের সাধারণ ক্ষেত্র হচ্ছে

ক) লিডারদের ভূমিকা বিশ্লেষণ।, খ) লিডারদের প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ।, গ) প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা মূল্যায়ন।

প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ সমন্বয়

প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে স্কাউট কার্যক্রম দীর্ঘ সময় ধরে সার্থকভাবে চলছে। নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বন করলে প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয় সম্ভব :

ক) উপরে বর্ণিত পরিকল্পিত প্রোগ্রাম পদ্ধতিতে প্রোগ্রাম প্রণয়ন ও পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নির্ধারণ।

খ) প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণের সাথে সংযুক্ত ব্যক্তিদের একই প্রকার প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রদান।

গ) পরিকল্পিত প্রোগ্রাম প্রণয়ন ও প্রোগ্রামের উন্নয়ন পদ্ধতি সকল ইউনিট লিডার বেসিক ও অ্যাডভান্সড্ কোর্সের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে ইউনিট লিডার সমাজ ও যুবদের চাহিদার সাথে স্কাউট প্রোগ্রামকে খাপ খাওয়াতে পারেন।

ঘ) প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রামের লক্ষ্য এবং তা বাস্তবায়ন পদ্ধতি মূল্যায়নের সাথে সাথে সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিষয়সমূহের উপযোগিতা বা প্রয়োজনিয়তা মূল্যায়ন।

প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ

একজন বয়স্ক লিডারকে যথার্থ প্রশিক্ষণ দিতে হলে প্রথমে জানা প্রয়োজন তার চাহিদা কি এবং সেই চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক কথায় বলা যায় যে, বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক নির্ধারিত যে সমস্ত দায়িত্ব একজন লিডারকে পালন করতে হয় সে জন্য যতটুকু জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন তার প্রশিক্ষণ চাহিদা ঠিক তাই। প্রশিক্ষক, অংশগ্রহণকারী লিডার এবং উপজেলা ও জেলা কমিশনারের ওপর প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণের দায়িত্ব বর্তায়। একজন লিডারকে যত উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় উক্ত লিডার তত দক্ষ ও সক্রিয়ভাবে তার প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করতে পারেন। সেজন্য প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণে উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণদানকারী কোর্স লিডারের দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে কমে যায়। প্রশিক্ষণের পূর্বে বা প্রশিক্ষণ শুরুর সময় প্রশিক্ষণ চাহিদা পরিপূর্ণভাবে নিরূপণ করা যাবে এটা সকল সময় সত্য নয়। প্রশিক্ষণ একজন মানুষের চিন্তার পরিসরকে বিস্তৃত করে দেয়, সেই সাথে তার নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তিনি চিহ্নিত করতে পারেন। অর্থাৎ তাঁর প্রশিক্ষণ চাহিদার তালিকায় নতুন বিষয়বস্তু যোগ হয়। আবার প্রশিক্ষণের সময় কোন বিষয়বস্তু তাঁর কাছে অপ্রয়োজনীয় মনে হলেও পরবর্তীতে গভীর বিশ্লেষণ এবং অভিজ্ঞতার আলোকে উক্ত বিষয়বস্তুর প্রয়োজনয়তা উপলব্ধি করতে পারেন।

বনকলা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ
Wood Craft & Nature Study

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন।

১. প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কী এবং কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. প্রকৃতির উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবে।
৩. বনকলা কী এবং এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবে।
৪. বনকলা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ অভিযান পরিচালনা করতে পারবে।

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ (Nature Study): আভিধানিক অর্থে প্রকৃতি বলতে বাইরের জগত, নিঃসর্গ, স্বভাবজাত, বৃক্ষ, পর্বতাদি ও জড় প্রকৃতিকে বুঝায়। এক কথায় বিশ্বভ্রমান্ডে যা কিছু আছে তাই প্রকৃতি। প্রকৃতির প্রধান উপাদান ৫টি।

১। মাটি : পাহাড়, পর্বত, সমতল ভূমি, মরুভূমি ইত্যাদি।
২। পানি : ঝর্ণা, খাল-বিল,নদী-নালা,সাগর, উপসাগর, মহাসাগর, নোনা পানি, মিঠা পানি, ভিন্নরূপে বরফ ইত্যাদি।
৩। বায়ু : শীতল, উষ্ণ, নাতিশীতোষ্ণ, টর্ণেডো, সাইক্লোন, টাইফুন, হারিকেন ইত্যাদি।
৪। গাছপালা : লতা, গুল্ম, বৃক্ষ(বনজ, ফলজ), উদ্ভিদ, শস্য,ফুল,ফল ইত্যাদি।
৫। জীব- জন্তু : কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি,জলচর,স্থলচর, উভচর, সরীসৃপ ইত্যাদি।

মানুষ এ প্রকৃতিরই অংশ। প্রকৃতির সবকিছু উপভোগ করার জন্য স্রষ্টা মানুষকে বুদ্ধি ও জ্ঞান দিয়েছেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার মত মন দিয়েছেন। যুগে-যুগে, কালে- কালে মানুষ প্রকৃতি থেকে শিক্ষা লাভ করছে। প্রকৃতির সাথে তাল মিলিয়ে জীবন ধারণ করছে। প্রকৃতি সম্পদ আহরণ করে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছেন। তাইতো মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি।

বনকলা (Wood Craft)**:** Wood Craft এর আভিধানিক অর্থ বন ও বনে শিকার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান। বি-পির ভাষায় "বনের পশু-পাখি,গাছ-পালা ও লতাপাতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করাই বনকলা।"

বিভিন্ন প্রকার পশু সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চুপি চুপি যতটা সম্ভব নিকটে যেতে হবে। অতঃপর তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় দেখতে পাবে এবং তাদের চাল-চলন, রীতিনীতি বুঝতে পারবে।

শিকারের ষোল আনা আনন্দ বনকলার গোপন গতির সাহায্যে বন্যপ্রাণি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের মধ্যে, তাদের বধ করার ভিতর নয়। নিছক হিংসা প্রবৃত্তির খাতিরেই কোনো স্কাউট কখনো কোন জন্তুকে বধ করে না। কেবলমাত্র যখন খাদ্যের অভাব হয় তখনই তাদের বধ করে থাকে, নতুবা নয়। তবে যেসব জন্তু মানুষের ক্ষতিকর তাদের বধ করা অন্যায় নয়। মুক্ত বন- পশুদের পর্যবেক্ষণ করতে করতে তাদের এত ভাল লাগে যে হত্যা করার কথা মনে উঠে না। বন্যপ্রাণির পদচিহ্ন ও অন্যান্য সংকেত পর্যবেক্ষণ ছাড়া তাদের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা, যেমন জন্তুটি দ্রুত কিংবা ধীর পদক্ষেপে চলছিল, এটি ভীত-সন্ত্রস্ত কিংবা সহজ শান্ত অবস্থায় ছিল - এ সব বন কলার শামিল। এর দ্বারা শিকারীরা অনায়াসেই বনে ও মরুতে পথ চিনে চলতে পারে। কোন বন্য ফল-মূল তাদের উপযোগী খাদ্য এবং কোনটা বন্য পশুর প্রিয় খাদ্য এবং ওদের প্রলুব্ধ করতে সক্ষম তাও বনকলার সাহায্যে জানা যায়।

এরূপে জনপদে মানুষের পদচিহ্ন, ঘোড়ার খুরের দাগ, সাইকেল, মটর গাড়ি ইত্যাদির চাকার ছাপ দেখে বলে দেয়া যায় কি সব ঘটনা ঘটছে। ক্ষুদ্রতম সংকেত লক্ষ্য করতে শিখবে- যথা গাছের উপরে পাখীগুলো হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল, কাউকেও না দেখে বুঝতে পাবে যে ধারে কাছে নিশ্চয়ই কেউ নড়াচড়া করছে।

বনে বিচরণকালে প্রতি মূহুর্তে লতা, গুল্ম, গাছ-পালা, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি দেখা যায়। এদের জীবন ধারা যেমন- কি রকম শব্দ করে, কত উঁচুতে বাস করে, কিভাবে বাসা করে, ডিমগুলো কেমন, একসাথে কতটি বাচ্চা দেয়, কি ধরণের খাবার খায় অথবা পশুগুলো কিভাবে চলাফেরা করে, কেমন জায়গায় বিচরণ করে, কখন হিংস্র হয়ে উঠে।

লতা, গাছপালার পত্র বিন্যাসের ভিন্নতা, গুনাগুন, কোন ধরণের গাছ বিষাক্ত বা কোনটি ক্ষতিকর নয়, কোন গাছের পাতা বা ফল আহার করা যায় বা ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, কোন গাছের মূল খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায় ইত্যাদি।

এরূপ বিচরণকালে কোথাও দেখা যায় একই ধরণের লতা, গুল্মের আধিক্য আবার কোথাও এর কোন অস্তিত্ব খুঁজে পায় না। বৃক্ষ, কীট-পতঙ্গের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এরূপ আধিক্যই প্রমাণ করে কোন এলাকার পরিবেশ কার জন্য অধিক উপযোগী। এভাবে ছোট-খাট বিষয় পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমান্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্যবেক্ষণ করা যায়।

বনকলার প্রয়োজনীয়তা

১. **স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায়:** স্রষ্টার সৃষ্টির অসীম ক্ষমতার বৈচিত্রতা দেখে যেমন, প্রতিটি গাছ লতা, গুল্ম, ফুল,ফল, তৃণের পত্র বিন্যাস, ফুলের ভিন্ন ভিন্ন আকর্ষণ ক্ষমতা ও বিন্যাস, ভিন্ন গুণাগুণ ইত্যাদি দেখে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায়। ঝর্ণা, নদী, সাগর এর গতিধারা, বিশালতা এবং এর ভেতরে সম্পদ দেখে পশু-পাখি-পালা,,কীট-পতঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন গড়ন, স্বভাব, আচরণ ও জীবন ধারণের তারতম্য দেখে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

২. **তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা:** আচরণ জীবন ধারণের তারতম্য দেখে মনোযোগ সহকারে সবকিছুর অবস্থান, গুণাগুণ, আচরণ/স্বভাব ও বিন্যাস পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।

৩. **বিশ্লেষণ ও বিচার ক্ষমতা:** পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সবকিছুর বিশ্লেষণ এবং বিচার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৪. **মানসিক একাগ্রতা বৃদ্ধি:** একাগ্রচিত্তে কাজ না করে কখনই পর্যবেক্ষণ করা যায় না বিধায় এর মাধ্যমে কাজের প্রতি একাগ্র হওয়ার অনুশীলন ঘটে।

৫. **দৃঢ় প্রত্যয়ী করে তোলে:** অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে একাগ্রচিত্তে বিচার - বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্পাদিত কাজে দৃঢ় প্রত্যয়ী করে তোলে।

স্কাউটিং শিশু, কিশোর ও যুব বয়সীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ধর্মভীরু, কর্মঠ, আত্মনির্ভরশীল, আত্মপ্রত্যয়ী ও বিচক্ষণ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বিধায় স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল মুক্তাঙ্গনের কার্যাবলীর মধ্যে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও বনকলার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত বই "স্কাউটিং ফর বয়েজ" এ উল্লেখ করেছেন-

- ❖ Scouting is a training in citizenship through wood craft.
- ❖ Wood craft means knowledge of animal and nature.
- ❖ বিখ্যাত ইংরেজ কবি ইউলিয়াস ওয়ার্ডস ওয়ার্থ বলেছেন- Fields are my books and nature is my study.
- ❖ কবি সুনির্মল বসু লিখেছেন- "বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর সবার আমি ছাত্র"।

যুগে যুগে কালে কালে কত ভাষায় কতভাবে বরেন্য ব্যক্তিগণ প্রকৃতি সম্পর্কে প্রকৃতি পাঠের কথা উল্লেখ করেছেন যা সকলকে অনুপ্রাণিত করে।

স্কাউট দক্ষতা

ফাস্ট এইড ও উদ্ধার কাজ

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবে।

১. প্রাথমিক প্রতিবিধান ও উদ্ধার কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করবেন এবং ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২. প্রাথমিক প্রতিবিধান ও উদ্ধার কাজ সম্পর্কে প্রাথমিক প্রতিবিধান ও উদ্ধারকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করবেন এবং ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩. রোগী বহন পদ্ধতির প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবে।
৪. কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং তার ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করবে।

প্রাথমিক প্রতিবিধান

দুর্ঘটনা কবলিত মানুষের প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী হিসেবে স্কাউটদের ব্যাজ অর্জন করা একান্ত দরকার। দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিকে ডাক্তারের সাহায্য পাওয়া কিংবা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে যে সেবা শুশ্রূষা আরোগ্যের পথ সুগম করে এবং আর যাতে অবনতি না হয় তাকেই প্রাথমিক প্রতিবিধান বলে। যিনি প্রাথমিক প্রতিবিধান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন তিনিই প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী।

প্রাথমিক প্রতিবিধানের উপকরণ ও তার প্রয়োগ পদ্ধতি

- **ড্রেসিং:** কোন ক্ষতস্থানে যে আবরণ বা আচ্ছাদন দেয়া হয় তাকে ড্রেসিং বলে। যেসকল কারণে ড্রেসিং ব্যবহার করা হয় তা হলো ক) রক্তক্ষরণ বন্ধ করা। খ) ক্ষতস্থানে আবার যাতে আঘাত না লাগে তার ব্যবস্থা করা। গ) ক্ষতস্থানে যাতে বাইরের কোন দূষিত কিছু না লাগে তার ব্যবস্থা করা।

- **লিন্ট:** লিন্ট হলো ঔষধযুক্ত ও জীবাণুমুক্ত একখন্ড কাপড়। ক্ষতস্থান ভাল করে পরিস্কার করে নিয়ে ক্ষতস্থানে এমনভাবে লিন্ট স্থাপন করতে হবে যাতে ক্ষতস্থান সম্পূর্ণ ঢেকে থাকে।

- **প্যাড:** ক্ষতস্থানকে আরামপ্রদ রাখার জন্য প্যাড ব্যবহার করতে হয়। প্যাড তুলা বা পরিস্কার জীবাণুমুক্ত নরম কাপড়ের হতে পারে।প্যাড ব্যবহারের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সম্পূর্ণ ক্ষতস্থান জুড়ে তা অবস্থান কর।

- **স্প্লিন্ট:** অস্থি ভঙ্গ হলে স্প্লিন্ট বা চটি ব্যবহার করা হয়। ভগ্নাস্থির আকৃতির উপর ভিত্তি করে স্প্লিন্ট এর সাইজ নির্ণয় করতে হয়। পাতলা কাঠ, হার্ডবোর্ড বা বাঁশের চটা দিয়ে স্প্লিন্ট তৈরি করা যায়।

- **ব্যান্ডেজ:** ড্রেসিং যাতে না পড়ে যায় বা সরে যায় তার জন্য যে কাপড় ব্যবহার করে জড়িয়ে বা পেচিয়ে রাখা হয় তাকে ব্যান্ডেজ বলা হয়। লিন্ট, প্যাড বা স্প্লিন্ট যথাস্থানে রাখা এবং ভগ্নাস্থি স্থির করে রাখার জন্য ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়। ব্যান্ডেজ ব্যবহারের সময় খেয়াল রাখতে হবে ক্ষতস্থানের ঠিক ওপরে যাতে ব্যান্ডেজের গেরো না পড়ে। রক্তক্ষরণ বন্ধ, স্ফীতি রোধ, রোগী বহনের সুবিধা ইত্যাদি কারণেও ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়।

ব্যান্ডেজের প্রকারভেদ: ব্যান্ডেজ সাধারণত: দুই ধরনের: ১) রোলার ব্যান্ডেজ ২) ত্রিকোণী ব্যান্ডেজ।

১. **রোলার ব্যান্ডেজ** (Roller Bandage)**:** কাপড়ের গোল করে জড়ান যে ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয় সেটাকে রোলার ব্যান্ডেজ বলে। রোলার ব্যান্ডেজ সাধারণত: ১ ইঞ্চি থেকে ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত চওড়া হয়। পাতলা কাপড়ের সাহায্যে রোলার ব্যান্ডেজ তৈরি করা হয়। এই ব্যান্ডেজ সাধারণত দোকানে বিক্রয় হয় এবং ডাক্তাররা এগুলো ব্যবহার করে থাকে। আহত অঙ্গের সাইজ এবং ক্ষতস্থানের আকৃতির উপর ভিত্তি করে রোলার ব্যান্ডেজের সাইজ নির্ধারণ করা হয়।

২. **ত্রিকোণী ব্যান্ডেজ** (Triangular Bandage): প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী এবং স্কাউটগণ এই ধরণের ব্যান্ডেজ ব্যবহার করে থাকে। কারণ এ ধরণের একটা ব্যান্ডেজকে প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন সাইজে রূপান্তর করা যায়। ৩৮ ইঞ্চি বা প্রায় এক মিটার দৈর্ঘ্য - প্রস্থের একখন্ড কাপড় কোনাকুণিভাবে কাটলে ০২টি ত্রিকোণী ব্যান্ডেজ পাওয়া যায়।

শ্লীং (Sling): আহত স্থানকে আরামপ্রদ রাখার জন্য শ্লীং ব্যবহার করা হয়। দেহের উর্ধ্বাংগ ভংগের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ শ্লীং ব্যবহার করা হয়। শ্লীং কয়েক ধরণের হতে পারে। যেমন-

ক)- আর্ম শ্লীং (Arm Sling)**:**

অগ্রবাহু আরামে ঝুলিয়ে রাখার জন্য শুধু এই শ্লীং ব্যবহার করা হয়। একটি ভাঁজ ছাড়া ত্রিকোণী ব্যান্ডেজ নিয়ে তার এক প্রান্ত সুস্থ দিকে কাঁধের উপর রাখতে হবে। ঐ প্রান্তটিই ঘাড়ের পেছন দিয়ে ঘুরিয়ে আহত দিকের কাঁধের উপর আনতে হবে। অপর প্রান্তটি বুকের সম্মুখ ভাগে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এবার ব্যান্ডেজের মাঝখানে আহত হাতটি এমনভাবে রাখতে হবে যাতে শীর্ষ কনুই এর পেছন দিকে থাকে এবং অগ্রবাহু ও বাহুর মধ্যে ৯০ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয়। এবার দ্বিতীয় প্রান্তটি অগ্রবাহুর উপর দিয়ে নিয়ে প্রথম প্রান্তটির সাথে বাঁধতে হবে এবং শীর্ষটি কনুই পর্যন্ত এনে সেফটিপিন দিয়ে ব্যান্ডেজের সামনের দিকে এঁটে দিতে হবে।

খ) কলার এন্ড কাফ শ্লীং (Collar & Cuff Sling)**:**

উর্ধ্ববাহু আহত হলে সাধারণতঃ এই ধরনের স্লীং ব্যবহার করা হয়। নিম্ন বাহুর নড়াচড়া বা ঝুলিয়ে রাখা আহত উর্ধ্ববাহুর জন্য ক্ষতিকর বলেই এ ধরণের স্লীং এর ব্যবহার আবশ্যক। এই স্লীং ব্যবহার করতে প্রথমে আহত হাতটি এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে আহত হাতের আংগুলগুলি অপর কাধ স্পর্শ করতে পারে। একটি সরু ব্যান্ডেজ নিয়ে তার মাঝামাঝি জায়গায় আহত হাতের কব্জিতে ক্লোভহিচ দিতে হবে। এবার ব্যান্ডেজের প্রান্ত দুটি গলার দুই পাশ দিয়ে নিয়ে আহত বাহুর দিকে বেঁধে দিতে হবে।

গ) ত্রিকোণ শ্লীং (Triangular Sling)**:**

আহত দিকের হাতটি এমনভাবে বুকের উপর রাখতে হবে যাতে আংগুলগুলি অপর পার্শ্বের কণ্ঠাস্থি স্পর্শ করে এবং তালু বুকের উপর মেলানো অবস্থায় থাকে। এবার একটি ভাঁজ বিহীন ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ নিয়ে এমনভাবে বুকের উপর স্থাপন করতে হবে

যাতে শীর্ষ আহত ভাঁজ করা হাতের কনুই বরাবর একটু বাইরের দিকে থাকে, এক প্রান্ত বুকে রাখা হাতের আংগুলের উপরে থাকে এবং অপর প্রান্ত সোজাসুজি সামনের

দিকে ঝুলে থাকে। এবার আহত বাহুর নীচ দিয়ে ঝুলন্ত প্রান্তটি পিছন দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে কাঁধের উপর অন্য প্রান্তের সাথে বেঁধে দিতে হবে। তারপর হাত দিয়ে শীর্ষসহ ব্যান্ডেজের বাড়তি অংশ ব্যান্ডেজ ও বাহুর মধ্যবর্তী কাঁধে সুন্দরভাবে ভাঁজ করে প্রবেশ করাতে হবে। এতে যে ভাজটির সৃষ্টি হবে তা একটু টেনে বাহু সংলগ্ন ব্যান্ডেজের সাথে সেফটিপিন দিয়ে এঁটে দিতে হবে।

ক্ষতস্থানে ড্রেসিং ও ব্যান্ডেজ বাঁধা: কোন ক্ষত বা আহত স্থানের উপর যে আবরণ বা আচ্ছাদন দেয়া হয় তাকে ড্রেসিং বলা হয়। ক্ষত স্থান বা আহত স্থানকে বাহিরের দুষিত পদার্থ এবং জীবাণু মুক্ত রাখার জন্যই প্রধানতঃ ড্রেসিং এর ব্যবহার রক্তপাত বন্ধ এবং আঘাত যাতে না লাগতে পারে তার জন্যও এর ব্যবহার হয়ে থাকে। ড্রেসিং এর জন্য জীবাণু শূন্য গর্ত বা লিন্ট সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ড্রেসিং। ড্রেসিংকে দুইভাগ করা হয়ে থাকে। যে ড্রাই বা শুষ্ক ড্রেসিং যে ওয়েট বা আদ্র বা শীতল ড্রেসিং। প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে কিছু না পাওয়া গেলে এক টুকরা পরিষ্কার কাপড় বা রুমাল ব্যবহার ড্রেসিং হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ক্ষত বা আহত স্থানের যন্ত্রণা লাঘব বা রক্তপাত বন্ধ করার জন্য গজ- পরিষ্কার কাপড় বা রুমাল ভাঁজ করে ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে সেখানে চেপে ধরতে হবে। এই ধরণের ড্রেসিংকে ভিজা ড্রেসিং কলে।

সাধারণ অস্থি ভংগ নির্ণয় করতে পারা: অস্থি ভংগের স্থানের উপর অথবা তার কাছে বেদনা অনুভব, আহত স্থানের চারদিকে স্ফীতি,আহত স্থানে স্বাভাবিকভাবে নড়াচড়া করা সম্ভব হয় না,অংগের বিকৃতি এবং হাড় স্থানচ্যুত হয়,অস্থির অসমতা হস্ত স্পর্শে অনুভব করা যায়,অস্থি অংগের কাছে শব্দ শোনা যায় এবং অস্থি ভংগের স্থানে অস্বাভাবিক সঞ্চালন লক্ষণীয়।

ব্যান্ডেজ বাঁধার পদ্ধতি

মাথার ব্যান্ডেজ: একটি ত্রিকোণী ব্যান্ডেজ নিয়ে ভুমিতে একটি ভাজ করে আহত ব্যক্তির পিছনে দাড়িয়ে ব্যান্ডেজটি মাথার উপর এমন ভাবে স্থাপন করতে হবে যেন ভাজটি কপালের উপর পড়ে। ব্যান্ডেজের প্রান্ত দুটি কানের উপর দিয়ে মস্তকের চতুর্দিকে ঘুরিয়ে কপালের উপর বেঁধে দিতে হবে। শীর্ষ উল্টায়ে মাথার উপর এনে আলপিন দিয়ে ব্যান্ডেজের সাথে সংলগ্ন করতে হবে।

হাতের ব্যান্ডেজ: ভাঁজ বিহীন একটি ব্যান্ডেজ হাতের নীচে রেখে ব্যান্ডেজের ভুমি বরাবর ভাজ করতে হবে। কব্জি এ ভাঁজের উপর রেখে শীর্ষটি আংগুলগুলি ঢেকে সামনের কব্জির উপর এনে প্রাপ্ত দুটি দ্বারা কব্জিকে জড়িয়ে বাধতে হবে।

হাটুর ব্যান্ডেজ: হাটু সমকোণী করে বাকিয়ে ভুমিতে ভাঁজকৃত ব্যান্ডেজের শীর্ষ উরুর উপরে এবং ভুমির মধ্যভাগ জানুর ঠিক নিম্নদেশে স্থাপন করতে হবে। প্রান্ত দুটি প্রথমে জানুর পশ্চাতে বিপরীত দিক হতে নিয়ে পরে উহা বেষ্টন করে বাঁধতে হবে। শীর্ষ উল্টিয়ে

ব্যান্ডেজের সাথে পিন দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে।

কুনুইয়ের ব্যান্ডেজ: আহত কনুই সমবেশনী করে বাকিয়ে ভুমিতে এক বা একাধিক ভাজ করা ব্যান্ডেজ এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন শীর্ষ উর্ধ্ববাহুর মধ্যভাগ পার হয়ে থাকে এবং প্রান্ত দুটি নিম্নবাহুর মধ্যভাগ ও উর্ধ্ববাহুর মধ্যভাগ জড়িয়ে উভয় প্রান্ত উর্ধ্ববাহুতে বাঁধতে হবে। শীর্ষ টেনে নীচের দিকে উল্টিয়ে পিন দিয়ে আটকিয়ে দিতে হয়।

রোলার ব্যান্ডেজ বাঁধা: যে অংগে ব্যান্ডেজ বাঁধা হবে তার সর্বত্র যদি সমান স্থুল হয় তখন সরল পাক ব্যান্ডেজ ব্যবহার করা হয়। যেমন আংগুল কব্জি ও তার উপরে অগ্রবাহুর কতকাংশ। ব্যান্ডেজটি পাক দিয়ে চর্তুদিকে সরলভাবে জড়ানো হয়। বাম হস্ত বা পায়ে যখন ব্যান্ডেজ বাধা হবে কখন ব্যন্ডেজের শীর্ষাদেশ ডান হাত দিয়ে ধরতে হবে এবং হাত বা পায়ে ব্যান্ডেজ বাধার সময় বাম হাতে ব্যান্ডেজের শীর্ষ ধরতে হবে।

মাথার খুলির ব্যান্ডেজ: একটি ভাঁজ বিহীন ত্রিকোন ব্যান্ডেজের ভুমিতে একটু চওড়া ভাঁজ করতে হবে। এবার আহত ব্যক্তির পেছনে দাড়িয়ে

ব্যান্ডেজটি তার মাথার উপর এমনভাবে রাখতে হবে যেন ভুমির উক্ত ভাঁজ তার কপালের ভুরুর ইষৎ উপরে থাকে এবং শীর্ষ মাথার পিছন দিকে ঝুলে থাকে। ব্যান্ডেজের দুই প্রান্ত পরস্পর বিপরীত দিকে কানের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে কপালে এনে বাঁধতে হবে। তারপর ব্যান্ডেজের শীর্ষ নীচের দিকে ভাল করে টেনে উল্টিয়ে মাথার উপরের দিকে সেফটিপিনের সাহায্যে আটকিয়ে দিতে হবে।

উরুর অস্থি ভংগ: বয়স্ক ব্যাক্তিদের সামান্য আঘাতেই উরুর অস্থি ভংগ হতে দেখা যায়। উরুর যে কোন স্থান ভঙ্গঁ হতে পারে। উরুর অস্থি ভঙ্গঁ অনেক সময় মারাত্মক আকার ধারণ করে। কারণ এতে আশেপাশের অদ্ভুত রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকে এবং স্নায়ুবিক আঘাত দেখা দেয়।

প্রতিবিধান:

ক. আহুত উরুর বাইরের দিকে বগল থেকে পা পর্যন্ত লম্বা একটি স্পিন্ট স্থাপন করতে হবে, এরপর অপর একটি স্পিন্ট দু'পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করতে হবে।
খ. স্পিন্টে অবশ্যই ভাল করে প্যাড জড়িয়ে দিতে হবে এবং দু'পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে ভাল করে প্যাড দিয়ে নিতে হবে।
গ. স্পিন্ট সহ দু'পা জড়িয়ে ফিগার অব এইট দিতে হবে।
ঘ. সর্বমোট ৭টি ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে -

১। বগলের ঠিক নীচে বুক জড়িয়ে ২। বস্তিদেশে, জংঘা সন্ধির সমান্তরালে ৩। পা ও গোড়ালির কাছে পায়ে ৪। অস্থি ভংগের ঠিক উপরে দুই উরু নিয়ে ৫। অস্থি ভংগের ঠিক নীচে উভয় উরু নিয়ে ৬। উভয় পা জড়িয়ে ৭। উভয় পায়ের হাঁটু জড়িয়ে (একটি চওড়া ব্যান্ডেজ)।

ধমণী ও শিরা হতে রক্তপাত বন্ধের কৌশল: হৃদপিন্ড সঞ্চালনের ফলে সেখান থেকে রক্তপ্রবাহ ধমনী দিয়ে দেহের সর্বত্র সঞ্চলিত হয়। ধমনীর রক্তপাত বন্ধ করার জন্য ক্ষত স্থান থেকে হৃদপিন্ডের দিকে ক্ষত স্থানের নিকটতম প্রেসার পয়েন্টে চাপ প্রদান করতে হবে। এতে রক্তপাত বন্ধ না হলে টুর্নিকেট(বরাবরে নল বা রুমাল বা কোন কাপড়ের টুকরা) ব্যবহার করে প্রেসার পয়েন্টে চাপ প্রয়োগ করলে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে। ধমনীর রক্ত উজ্জ্বল লাল এবং ফিনকি দিয়ে বের হয়। শিরা হতে নির্গত রক্ত কালচে রংয়ের হয়ে থাকে স্রোতের ন্যায় অবিশ্রান্ত এবং ধীর গতিতে নির্গত হয়। ধমনী দিয়ে যে রক্ত দেহের সর্বত্র সঞ্চালিত হয় শিরা দিয়ে তা আবার হৃদপিন্ডে ফিরে আসে সুতরাং শিরার রক্ত বন্ধ করার জন্য ক্ষত স্থান থেকে হৃদপিন্ডের দুরতম স্থানে এবং ক্ষত স্থানের নিকটতম শিরার উপর জোরে চাপ দিলে রক্তপাত বন্ধ হয়।

বিভিন্ন শকের প্রাথমিক প্রতিবিধান করতে পার: দেহের গুরুত্বপুর্ণ যন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের ভিষণভাবে হ্রাস পেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে স্নায়ুবিক আঘাত বা শক (শক) বলে। বেশী শক পেলে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। শকের লক্ষণ যেমন-মুর্ছাভাব, শীতশীত, বমনেচ্ছা, পান্ডুরতা, অচেতনতাবস্থা ও বমি করা ইত্যাদি। এই অবস্থায় রোগীর সাথে সান্তনা প্রদান বার্তার সাথে উৎসাহ সুচক কথা বলা। রোগীকে একপাশ ফিরিয়ে শোয়াতে হবে। মাথাও ঘাড় উচু করে রাখতে হবে। রোগীর বুক, কোমর ও গলার কাপড় ঢিলা করে দিতে হবে। শরীর গরম কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। রোগী তৃষ্ণার্তবোধ করলে ঠান্ডা পানি, চা, কফি ইত্যাদি দিতে হবে। রোগী কে তাপ দেয়া বা নড়াচড়া করা যাবে না।

নাক দিয়ে রক্তপাত বন্ধ করা: রোগীকে খোলা বাতাসের দিকে মুখ করিয়ে মাথা সামনের দিক ঝুকিয়ে বসাতে হবে, রোগীর পায়ের জুতা মুজা খুলে দিতে হবে, মুখ দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে বলতে হবে, রোগীকে নাক, নাড়াতে মানা করতে হবে, নাকের শক্ত অংশের নীচে

দুই আংগুল দিয়ে চেপে ধরতে হবে, রোগীর নাক কোন কিছু দিয়ে বন্ধ করা উচিত নয় এবং রোগীর গায়ের আট সাট পোশাক ঢিলা করে দিতে হবে।

ক্ষতস্থানে ড্রেসিং ও ব্যান্ডেজ বাঁধা

কোন ক্ষত বা আহত স্থানের উপর যে আবরণ বা আচ্ছাদন দেয়া হয় তাকে ড্রেসিং বলা হয়। ক্ষত স্থান বা আহত স্থানকে বাহিরের দুষিত পদার্থ এবং জীবাণু মুক্ত রাখার জন্যই প্রধানতঃ ড্রেসিং এর ব্যবহার রক্তপাত বন্ধ এবং আঘাত যাতে না লাগতে পারে তার জন্যও এর ব্যবহার হয়ে থাকে। ড্রেসিং এর জন্য জীবাণু শুণ্য গর্ত বা লিন্ট সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ড্রেসিং। ড্রেসিংকে দুইভাগ করা হয়ে থাকে। যে ড্রাই বা শুষ্ক ড্রেসিং যে ওয়েট বা আদ্র বা শীতল ড্রেসিং। প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে কিছু না পাওয়া গেলে এক টুকরা পরিষ্কার কাপড় বা রুমাল ব্যবহার ড্রেসিং হিসেবে ব্যবহার করা যায়। ক্ষত বা আহত স্থানের যন্ত্রণা লাঘব বা স্থতি কথা বার রক্তপাত বন্ধ করার জন্য গজ পরিষ্কার কাপড় বা রুমাল ভাঁজ করে ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে সেখানে চেপে ধরতে হবে। এই ধরণের ড্রেসিংকে ভিজা ড্রেসিং কলে।

সাপে কাটার প্রতিবিধান

সব সময় মনে রাখতে হবে যে সব সাপই বিষধর নয়। বিষধর সাপ কামড়ালে ক্ষত স্থানে পাশাপাশি দুটা গর্ত করলে ভালোভাবে দেখা যাবে। বিষধর সাপে কামড়ালে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ নিতে হবে-

- ডাক্তার ডেকে আনার ব্যবস্থা করতে হবে এবং হৃদপিন্ডের দিকে ক্ষতস্থানের নিকটতম স্থানে টুর্ণিকেট বা দড়ি দিয়ে জোরে বেধে মোড়াতে হবে।
- ২০ মিনিট পর বাঁধন ঢিলা করে আবার বাঁধতে হবে, ক্ষতস্থানে জীবানুমুক্ত বেড দিয়ে সাড়ে চার ইঞ্চি গভীর করে চিরে ফেলে পটাসিয়াম পারমাংগানেট এর পানি ধুয়ে ফেললে দুষিত রক্ত বের হয়ে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাবে।
- রোগীকে গরম চা, কফি বা দুধ খেতে দিতে হবে।
- রোগীর দেহ গরম রাখতে হবে।
- নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াকে স্বাভাবিক করে আনতে হবে।
- রোগীকে ঘুমিয়ে পড়তে দেয়া যাবে না।

উদ্ধার কাজ ও রোগী বহন পদ্ধতি

যে কোন দুর্ঘটনার কবল থেকে পরিত্রাণ করার কৌশল কে উদ্ধার কাজ বলা হয়। স্কাউটদের উদ্ধার কাজে পারদর্শী করে তোলার জন্য বিশেষ করে আগুন ও পানি থেকে উদ্ধার করার কৌশল আয়ত্ব করানো হয়ে থাকে।

কোন ব্যক্তিকে পানি থেকে উদ্ধার করার পদ্ধতি

কোন ব্যক্তি জলমগ্ন অবস্থায় পানিতে থাকলে তাকে উদ্ধার করতে হলে পানিতে ডুব দিয়ে তার পিছনে গিয়ে উঠতে হবে। জলমগ্ন ব্যক্তি বেশী শক্তিশালী হলে প্রথমে তাকে নাকে ঘুষি মেরে এবং দুই তিনবার পানিতে চুবানী দিয়ে দুর্বল করে চিত করতে হবে এবং বোগলে অথবা গলায় হাত দিয়ে ধরে সাঁতরিয়ে টেনে আনতে হবে। রোগীকে উপরে উঠিয়ে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস করাতে হবে এবং তারপর গায়ের কাপড় চোপড় খুলে ফেলতে হবে, মুখের ভিতর ময়লা থাকলে তা বের করে ফেলতে হবে।

আগুন থেকে কোন ব্যক্তিকে উদ্ধার

আগুনে আবদ্ধ ব্যক্তিকে উদ্ধার করার বিভিন্ন কৌশল রয়েছে নিম্নে ২টি কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আগুনের ভিতর প্রবেশ কৌশলের বর্ণনা দেয়া দরকার। আগুনের মধ্যে প্রবেশ করতে গেলে মাথা মেঝের যতটা কাছাকাছি পারা যায় রেখে দেয়ালের পার্শ্ব দিয়ে রোগীর কাছে যেতে হবে এবং নাকে ভিজা রুমাল দিয়ে আবৃত্ত করতে হবে।

আমেরিকান ক্রল

রোগী অজ্ঞান হয়ে গেলে রশির উভয় প্রান্তে বোলাইন দিয়ে রোগীকে চিত করে এক পান্ত বুকে পরিয়ে দিতে হবে। দড়ির গিরো রোগীর মাথার নিচে থাকবে এবং অপর প্রান্তের বোলাইন নিজের গলায় পরে টেনে আনতে হবে।

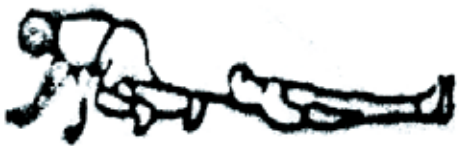

মানকি ক্রল

রোগীর যখন জ্ঞান থাকে বা অজ্ঞান হয়ে পড়ে তখন এই পদ্ধতিতে রোগীকে চিত করে তার হাতের কব্জি দুটি একত্রে বেঁধে দু'হাতের ফাঁকে মাথা ঢুকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে টেনে আনতে হয়।

রোগী বহন

রোগীকে স্থানান্তরিত করা বা বহন করা প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সুতরাং, প্রাথমিক প্রতিবিধানকারীকে অবশ্যই রোগী বহন পদ্ধতি জানতে হয়। প্রাথমিক প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অসুবিধাজনক ব্যাপার হলো কোথায়, কি অবস্থায় কি ধরণের রোগী পাওয়া যাবে আর হাতের কাছে কি ধরণের বাহন ব্যবস্থা থাকবে তা কেউ বলতে পারে না। তাই একজন প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী স্কাউটকে হতে হবে অত্যন্ত দক্ষ। অবস্থার নিরীখেই তাকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আঘাতের ধরণ বা রোগীর অবস্থা আঘাতের গুরুত্ব, কতজন নির্ভরযোগ্য সাহায্যকারী পাওয়া যাবে, ঘটনাস্থল থেকে যেখানে স্থানান্তরিত করা হবে তার দুরত্ব, পথের অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বহন পদ্ধতি নিরুপন করতে হবে। নিম্নে রোগী বহনের সহজ এবং সাধারণ কয়েকটি নিয়ম বা পদ্ধতি দেয়া হলো।

১। ক্রেডল (Cradle) **বা পাঁজা কোলা**

অল্প বয়স্ক শিশুর ক্ষেত্রে যদি সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হয় সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। এক হাত রোগীর দুই উরুর নীচে রেখে এবং অন্য হাত দিয়ে তার পিঠে জড়িয়ে ধরে উঠিয়ে পাজা কোলা করে বহন করতে হয়।

২। হিউম্যান ক্রাচ (Human Cratch)

রোগীর আহত পায়ের পাশে দাঁড়িয়ে এক হাতে রোগীর কোমর পেচিয়ে ধরতে হবে এবং রোগীর হাত ঘাড়ের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে বুকের উপর এনে নিজের খালি হাত দিয়ে ভাল করে তার কব্জিতে ধরতে হবে। এভাবে রোগী তার দেহের অর্ধেক তার নিজের সুস্থ পার্শ্বে এবং আহত পাশের অর্ধেক ভার বহনকারীর ওপর দিয়ে অগ্রসর হতে পারবে।

৩। পিক এ ব্যাক (Pick-a-Back)

রোগী যদি অচেতন অবস্থায় না থাকে তাহলে তাকে পিঠে করে বহন করতে পার। এক্ষেত্রে রোগী বহনকারীকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে থাকবে। বহনকারী দু'হাতে রোগীর দুই উরু জড়িয়ে ধরে থাকবে।

৪। ফায়ার ম্যান্স লিফট এন্ড ক্যারী (Fire Men's lift and Carry**):**

রোগী যখন অচেতন অবস্থায় থাকে এবং অনায়াসে তুলে নেয়া যায় এ ক্ষেত্রে রোগীকে টেনে দাঁড় করিয়ে রোগীর ডান হাতের কব্জি তোমার বাম হাত দিয়ে ধর এবং রোগীর তলপেটে তোমার ডান কাঁধের উপর স্থাপন কর আর তার ছড়ানো বাহুর মাঝ দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে ডান হাত দিয়ে রোগীর পা জড়িয়ে ধরে এবার সোজা দাঁড়িয়ে ডান হাত দিয়ে রোগীর ডান হাতের কব্জি শক্ত করে ধরে অগ্রসর হতে হয়।

৫। দুই হাতের আসন (Hook Grip**):**

যদি দেখা যায় যে, রোগী তার হাত দিয়ে বাহককে ধরতে পারছে না সেক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা করতে হবে। রোগীর দুই পাশে দু'জন বাহক পরস্পর মুখোমুখি হয়ে পায়ের পাতায় ভর করে বসবে। এক হাত দিয়ে রোগীর কাধের একটু নীচ দিয়ে উভয়েই জড়িয়ে ধরতে হবে অথবা প্যান্ট পরা থাকলে কোমরের বেল্ট শক্ত করে ধরতে হবে। তারপর রোগীর উরুর মধ্যভাগের বরাবর নিচ দিয়ে অপর হাত প্রবেশ করাতে হবে। রোগীর বাম পাশে অবস্থানকারী তার হাত চিৎ করে রাখবে আর ডান পার্শ্বের বাহক অপর জনের হাতের উপর হাত উপুড় করে রাখবে। এরপর উভয়ে এক সাথে হাত মুষ্টিবদ্ধ করবে। এবার উভয় বাহক এক সাথে দাঁড়াবে এবং অগ্রসর হবে।

৬। তিন হাতের আসন (Three Hand Grip**):**

রোগী তার উভয় বাহু বা এক হাত দিয়ে যখন বহনকারীদের সাহায্য করতে পারে তখন এই পদ্ধতিতে রোগী বহন করা হয়। বহনকারীদ্বয় রোগীর পিছনে মুখোমুখী দাঁড়াবে এবং একজন তার নিজের ডান হাত দিয়ে নিজের বামহাত শক্ত করে ধরবে। অন্যজন ডান হাত দিয়ে তার ডান হাতের কব্জি ধরবে। প্রথম ব্যক্তি অন্য বাহকের কব্জি ধরবে। যে বাহকের হাত খালি সে রোগীর আহত পা ধরবে।

৭। চার হাতের আসন (Four Hand Grip**)**

দুইজন বহনকারীর ক্ষেত্রে রোগী তার দুই বাহু এমনকি এক বাহু দিয়েও যদি বহনকারীকে ধরে রাখতে পারে কেবল সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়। যে দুই জন বাহকের কাজ করবে তারা প্রথমে পরস্পর মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে নিজেদের ডানহাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরবে। তারপর বাম হাত দিয়ে পরস্পরের ডান হাতের কব্জি ধরবে দেখবে এতে সুন্দর চৌকোণা একটি আসন তৈরি হয়েছে। এবার আসনটির ওপর রোগীকে বসিয়ে এবং রোগীর দুহাত দিয়ে দুই বাহকের কাঁধ জড়িয়ে ধরবে। এভাবে আসনে বসিয়ে অনায়াসে রোগীকে স্থানান্তরিত করা যায়।

৮। দ্যা ফোর এড এফট মেথড (The Four and Aft Method**)**

রোগীকে হাতের আসনে বসাতে অসুবিধা পরিলক্ষিত হলে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। রোগীর দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে পায়ের দিকে মুখ করে একজন বাহক দাঁড়াবে। অপর বাহক রোগীর পিছনে দাঁড়িয়ে তার বগলের নিচ দিয়ে ধরবে। প্রথম বাহত এবার রোগীর হাটুর নীচ দিয়ে বাইরের দিক থেকে জড়িয়ে ধরবে এবং উভয়ে এক সাথে রোগীকে ওঠাবে। এক্ষেত্রে উভয় বাহককে একসাথে চলতে হবে।

কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া

প্রাথমিক প্রতিবিধানে কোন এক বিশেষ মুহূর্তে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পুনঃ সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। একটা বিষয় পূর্বাহ্নে জানা দরকার। যখন উপলব্ধি হবে যে, এখন কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তখন আর কোন ক্রমেই সময় নষ্ট করা যাবে না। এ সময় প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যে সব পদ্ধতি রয়েছে তন্মধ্যে মুখ থেকে মুখ, মুখ থেকে নাক, হলজার নেলসন, শেফার্স এবং সিলভেষ্টার পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। নিম্নে তা আলোচনা করা হল–

ক. মুখ থেকে মুখ পদ্ধতি

কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের একটি সহজ পদ্ধতি হলো 'মুক থেকে মুখ পদ্ধতি'। এই পদ্ধতিতে ফুসফুসে অনেক বেশী বাতাস প্রবেশ করানো যায়। এই পদ্ধতি খুবই সহজ এবং পরিশ্রম কম হয়। অল্প বয়স্করাও অনায়াসে এই পদধতি ব্যবহার করতে পারে। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস আনার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সবার আগে প্রয়োগে উদ্যোগ নেয়া উচিৎ। যদি নাকে বা মুখে আঘাত থাকে বা অন্য কোন অসুবিধা দেখা যায় কেবল তবেই সিলভেস্টার হলজার নেলসেন এবং শেফার্স পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত।

এই পদ্ধতি পদ্ধতি ব্যবহারের প্রথমে রোগীর মুখের ভিতর ময়লা আবর্জনা বা কোন পদার্থ থাকলে তা দ্রুত সরিয়ে বায়ু পথ পরিস্কার করে নিবে এবং রোগীর গলা টান অবস্থায় চিৎ করে শোয়াবে। প্রয়োজন হলে কাঁধের নিচে কাপড় ভাঁজ করে একটু উঁচু করে দিবে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে গলা টান করবে–

১. **শিশু কিশোরদের ক্ষেত্রে:** এক হাত রোগীর ঘাড়ের নিচে রেখে ধীরে ধীরে উপরের দিকে টানতে হবে। অপর হাত তার মাথায় রেখে পিছন দিকে বাড়িয়ে দিতে হবে।

২. **প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে:** দুই হাত এমনভাবে ধরতে হবে যেন আঙ্গুলগুলো দিয়ে চোঁয়ালের কোন আটাকানো যায়। মাথা পিছনের দিকে বাড়ানোর সময় চোয়ল উপর দিকে চেপে দিতে হবে।

খ. কৃত্রিম শ্বাস পদ্ধতি

১. **শিশুদের ক্ষেত্রে:** এক হাতে রোগীর মাথা চেপে ধরতে হবে, অন্য হাতে ভার নিম্ন চোঁয়াল ধরে মুখ ফাঁক করে নিজের মুখ খুলে যতখানি সম্ভব পুরো শ্বাস গ্রহণ করতে হবে এবং রোগীর মুখ ও নাক নিজের মুখের মধ্যে নিয়ে ঠোট দিয়ে আটকিয়ে ধরতে হবে স্বাভাবিকভাবে বাতাস প্রবেশ করাতে হবে। যখন দেখা যাবে যে রোগীর বুক ফুলে উঠেছে তখন নিজের মুখ সরিয়ে নিতে হবে এবং পুনরায় বাতাস প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে মিনিটে ২০ বারের মতো প্রয়োগ করতে হবে।

২. **প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে:** রোগী বয়স্ক হলে তার মুখ এবং নাক একসাথে নিজের মুখের মধ্যে প্রবেশ করানো যাবে না। তাই এই ক্ষেত্রে রোগীর মুখ ও ঠোট দিয়ে আটকানোর পর এক হাতে রোগীর নাক বন্ধ করে আগের মত করে বাতাস প্রবেশ করাতে হবে এবং ছেড়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে মিনিটে ১০ বার করে বুক ফুলানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

গ. মুখ থেকে নাক পদ্ধতি

যদি রোগীর মুখ খুলতে অসুবিধা হয় অথবা স্নায়বিক আঘাত প্রাপ্ত হয় সেক্ষেত্রে মুখ থেকে নাক পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। পূর্বের ন্যায় রোগীর পাশে গিয়ে গলা টান করতে হয়। নিজের মুখ খুলে পূর্ণ বাতাস গ্রহণ করে এবং নিজের মুখের মধ্যে রোগীর নাক রেখে নিজের ঠোঁট দিয়ে আটকে ধরতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন তার নাকে কোন বাঁধা সৃষ্টি না হয়। এবার অপর হাত দিয়ে রোগীর ঠোঁট চেপে ধরে ও ধীরে ধীরে বাতাস প্রবেশ করাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে এতে যদি বুক ফুলে কোনরূপ বাধা দেখা দেয় তা হলে প্রতিবার বাতাস প্রয়োগ পর তার মুখ থেকে হাত সরিয়ে নিতে হবে।

যদি কখনও মুখ থেকে মুখ বা মুখ থেকে নাক পদ্ধতিতে বাতাস প্রবেশ করানো সম্ভব না হয় অর্থাৎ বুক ফুলিয়ে তোলা সম্ভব না হয় তাহলে মনে করতে হবে যে, বায়ু পথ বন্ধ রয়েছে। এক্ষেত্রে সাথে সাথে মুখের মধ্যে হাত দিয়ে বাইরের কিছু থাকলের তা পরিষ্কার করার চেষ্টা করতে হবে। এভাবে সফল না হলে নিম্নরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

১. **শিশুদের ক্ষেত্রে:** শিশুরা মাথা নিচের দিকে করে হাঁটুর উপর শোয়ায়ে তার দুই কাঁধের মাঝ বরাবর একটু জোরে চোয়াল বরাবর কাপড় অথবা ছোট শিশুর ক্ষেত্রে এক হাতে দু'পা ধরে উপর দিকে ঝুলিয়ে ধরতে হবে এবং দুই কাঁধের মাঝ বরাবর চোয়ালে কাপড় দিতে হবে। এতে মুখের ভিতরে কোন পদার্থ থাকলে তা বের হয়ে আসবে।

২. **প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে:** প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে তাকে পাশ ফিরে শোয়াতে হবে এবং মুখ একদিকে কাত করে তার দুই কাঁধের মধ্যভাগে জোরে চোয়াল বরাবর কিল দাও তারপর মুখের ভিতর হাত দিয়ে বাইরের জিনিস বের করে ফেলতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের পর পুনরায় বুকে বাতাস প্রবেশ করানো ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ. বিকল্প ব্যবস্থা

যদি দেখা যায় যে, মুখ থেকে মুখ বা মুখ থেকে নাক পদ্ধতি ব্যভহার করেও কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না তখন কেরোটিভ আর্টারী স্পন্দন অনুভব করার চেষ্টা করতে হবে। যদি স্পন্সর অনুভব না করা যায় তবে সাথে সাথে পুনরায় মুখ থেকে মুখ বা নাক পদ্ধতিতে বাতাস প্রবেশ করাতে থাকবে। এরপর রোগীকে সমতল জায়গায় টেবিল, বেঞ্চ বা মেঝেতে শোয়াবে।

১. **শিশুদের ক্ষেত্রে:** প্রতিবার বাতাস প্রবেশ করানোর সময যখন বুক ফুলে উঠবে তখন সেকেণ্ডে একবার করে চাপ দিতে হবে। এভাবে ছয় থেকে আটবার চাপ দিতে হবে।

২. **প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে:** বুকের নীচের অংশ এক হাতের তালুর উপর অপর হাত রেখে ফুসফুস প্রতিবার ফুলে উঠার পর সেকেণ্ডে একবার এরূপ ছয় থেকে আটবার চাপ দিতে হবে।

এরূপ অবস্থায় যদি অন্তত আর একজন সাহায্যকারি পাওয়া যায় তবে তাকে দিয়ে কোরোটিভ আর্টারী পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং বুকে চাপ দেয়ার কাজে লাগাতে হবে।

সিলভেষ্টার পদ্ধতি (Silvester's Method)

১. রোগীর মুখ বা নাকে যদি কোন ময়লা বা শ্বাস-প্রশ্বাসের অসুবিধা ঘটতে পারে এমন কিছু থাকে তবে তা পরিষ্কার করে নিতে হবে।

২. রোগীকে চিৎ করে শোয়াতে হবে। কাঁধের অংশে একটু কাপড় ভাঁজ করে দিয়ে উঁচু করার ব্যবস্থা করতে। এবার রোগীর গলা টান করে রাখতে হবে এবং গায়ের জামা খুলে দিতে হবে।

৩। রোগীর মাথার কাছে হাঁটু গেঁড়ে বসতে হবে ও তার কবজির কাছে ধরে উপর দিক দিয়ে দু পায়ের কাছে টেনে আনতে হবে এবং সেখান থেকে নিয়ে তার বুকের শেষ হাড় বরাবর রেখে চাপ দিতে হবে।

চিত্র : সিলভেস্টার পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়

৪. মিনিটে বার বার এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এক একবার অর্থ্যাৎ এক এক চাপে পাঁচ সেকেন্ডের মত সময় লাগবে। হাত ঘুরাতে ৩ সেকেন্ড এবং বুকে চাপ দুই সেকেন্ড। রোগীর নাকের কাছে একটা হালকা কাগজ বা তুলা ধরে দেখতে হবে শ্বাস পড়ছে কিনা, তা বুঝার জন্য শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটি চালাতে হবে।

শেফার পদ্ধতি (Shafer's Method)

১. রোগীর মুখে বা নাকে যদি কোন ময়লা বা শ্বাস প্রশ্বাসে অসুবিধা ঘটতে পারে এমন কিছু থাকে তবে তা পরিষ্কার করে নিতে হবে।

২. রোগীকে উপুড় করে শোয়াতে হবে। হাত দুটি মাথার দু'পাশে ছড়িয়ে দিতে হবে। মাথা একপাশ করে দিতে হবে, যাতে তার নাক ও মুখ মাটিতে ঠেকে শ্বাস প্রশ্বাসে অসুবিধার সৃষ্টি করতে না পারে।

৩. রোগীর মাথার দিকে মুখ করে কটি সন্ধির সমান্তরালবর্তী হয়ে এক পাশে দুই হাঁটু গেড়ে বসতে হবে।

৪. এরপর রোগীর কোমরের দু'পাশে আড়াআড়ীভাবে ছড়িয়ে নিজের হাত দু'টি এবং কুনই ঠিক সোজাভাবে রাখতে হবে।

৫. এবার কনুই বাঁকিয়ে কটিদেশ সোজা ও দৃঢ় রেখে ধীরে ধীরে সম্মুখের দিকে ঝুঁকে রোগীকে চাপ দিতে হবে। এই চাপের ফলে রোগীর পেটের সমস্ত অন্ত্রে চাপ পড়বে এবং ফুসফুসের বায়ু বেরিয়ে যাবে।

৬. চাপ দেয়া ও চাপ ছাড়া কাজ দু'টি ৫ সেকেন্ডে শেষ করতে হবে। চাপ দেয়া দুই সেকেন্ডে এবং চাপ ছেড়ে থাকা ৩ সেকেন্ডে। যতক্ষণ না শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয় ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

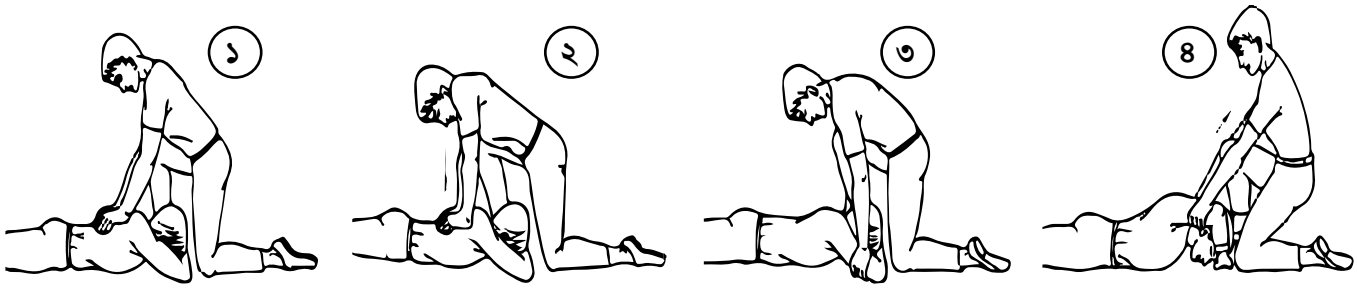

চিত্র : শেফার পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়

হলজার নেলসন পদ্ধতি (Holger Nelson Method)

প্রস্তুতি: রোগী যদি চিৎ হয়ে থাকে তবে তাকে উপুড় করে শোয়াতে হবে। আর এই উপুড় করে শোয়ানোর জন্য প্রথমে পা দু'টি সোজা করে এক পায়ের উপর অপর পা রাখতে হবে যাতে একপাশে কাত হয়ে নীচের দিকে থাকে। এবার আহত ব্যক্তির মাথার দিকে বাম হাঁটু গেড়ে আর ডান পা রোগীর পাশে মাটিতে রাখতে হবে। এবার রোগীর হাত দু'টি তার মাথার উপর বিপরীত পাশে ঘুরিয়ে দিতে হবে। এ সময় অপর হাত দিয়ে রোগীর মুখমন্ডলে যাতে আঘাত লাগতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে রোগীকে ডান বা বাম উভয় পাশ দিয়ে ঘুরান যাবে।

এভাবে উপুড় করে সমতল স্থানে রোগীকে শোয়াতে হবে। রোগীর মাথা একদিকে কাত করে রাখতে হবে এবং তার মাথার নীচে এক হাতের উপর অপর হাত মিলিয়ে রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন নাক ও মুখ মুক্ত থাকে।

আহত ব্যক্তির মাথা বরাবর ৬ থেকে ১২ ইঞ্চি দূরে এক পায়ে হাঁটু গেড়ে বসতে হবে এবং অপর পা রোগীর কনুই বরাবর রেখে পায়ের গোড়ালীতে ভর রেখে অবস্থান করতে হবে। এরপর রোগীর পিঠে দুই হাত এমনভাবে রাখতে হবে যেন প্রতিবিধানকারীর হাতের তালুর গোড়ার অংশ রোগীর কাঁধের উপর থাকে এবং আংগুলগুলো নিম্নমুখী হয়ে পাঁজরের হাড়ের উপর অবস্থান করে।

সঞ্চালন-১

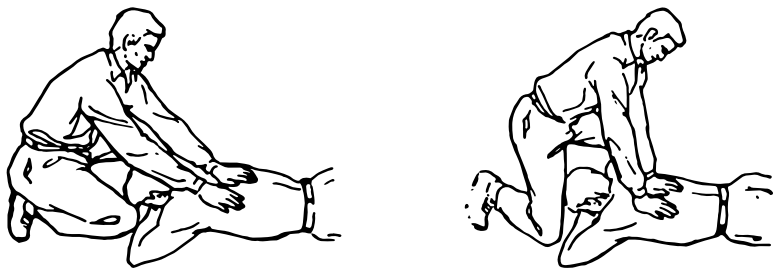

বাহু দু'টি সোজা ও শক্ত রেখে আস্তে আস্তে সামনের দিকে এমনভাবে ঝুঁকতে যেন প্রতিবিধানকারীর দেহের ভার রোগীর পিঠে পড়ে। এক্ষেত্রে আবার বেশী জোর দেয়ার প্রয়োজন নেই। এভাবে আনুমানিক দুই সেকেন্ড থাকবে। সময় নিরূপনের জন্য মনে মনে এক দুই গুণতে হবে। এরূপ চাপের ফলে রোগী শ্বাস ত্যাগ করবে।

সঞ্চালন-২

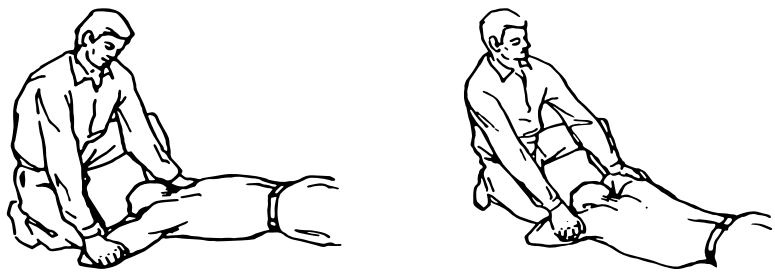

প্রতিবিধানকারী এখন রোগীর উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে এক সেকেন্ডের জন্য সোজা হবে। এ অবস্থায় প্রতিবিধানকারী মনে মনে তিন পর্যন্ত গুণতে পারে এবং রোগীর কাঁধের উপর দিয়ে দুই হাত দিয়ে রোগীর দুই হাতের কনুইয়ের উপরাংশে ধরবে।

প্রতিবিধানকারী এখন রোগীর উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে এক সেকেন্ডের জন্য সোজা হবে। এ অবস্থায় প্রতিবিধানকারী মনে মনে তিন গুণতে পার এবং রোগীর কাঁধের উপর দিয়ে নিয়ে দুই হাত দিয়ে রোগরি দুই হাতের কনুইয়ের উপর অংশ ধরতে হবে। দুই সেকেন্ডের জন্য কনুই দু'টি টেনে উপর দিকে তুলতে হবে। এই উঠানোর সময় আবার মনে মনে 'চার' 'পাঁচ' গুণতে হয় (তবে লক্ষ রাখতে হবে মাটি থেকে রোগীর বুক যেন উঠে না আসে) এরপর আবার ছয় গুণে রোগীর বাহু মাটিতে নামিয়ে আবার আগের মত করে রোগীর পিঠে হাত রাখতে হবে।

এভাবে এক এক বারে কাজ শেষ হতে ৬ সেকেন্ড সময় লাগবে। মিনিটে ১০ থেকে ১২ বার এরূপ করতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চারিয়ে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, কাঁধের জয়েন্ট বা কাছাকাছি কোথাও অস্থিরভংগ বা সন্ধিভংগ থাকলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে না।

১. **শিশুদের ক্ষেত্রে:** হলজার-নিলসন পদ্ধতিতে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় বয়সের সাথে সাথে চাপ প্রয়োগের তারতম্য ঘটবে। পাঁচ বছরের বেশী বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আংগুলের অগ্রভাগের চাপ প্রয়োগই যথেষ্ট। মিনিটে ১২ বার এরূপ প্রয়োগ করতে হবে।

   আবার পাঁচ বছরের বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে বাহু দু'টি পাশে রেখে শিশুর মাথার নীচে কোন কিছুর ঠেস দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর কাঁধের ওপর বৃদ্ধাংগুলি রেখে বাকী আংগুলগুলো নীচের দিকে নিয়ে কাঁধ ধরতে হবে। এবার শ্বাস ত্যাগের জন্য বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে দুই সেকেন্ড চাপ দিতে হবে এবং শ্বাস গ্রহণের জন্য দুই সেকেন্ড সময় কাঁধ তুলে ধরতে হবে এভাবে মিনিটে ১৫ বার করতে হবে।

সাবধানতা

ক. যদি রোগীর বুকে আঘাত থাকে তবে কখনো চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। এক্ষেত্রে বাহু ধরে উঠানো নামানোর ব্যবস্থা করলেই যথেষ্ট।

খ. বাহুতে যদি গুরুতর আঘাত থাকে সেক্ষেত্রে বাহুদ্বয় দেহের পাশে রেখে রোগীর কাঁধের নীচে হাত দিয়ে উঠানো এবং নামানোর কাজ করতে হবে।

গ. এই পদ্ধতিতে চাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যেন কোনক্রমেই মাত্রাতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ না করা হয়।

গ্রুপ সংগঠন

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন।

১. গ্রুপ সংগঠন সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করে বাস্তবে প্রয়োগ করার কৌশল আয়ত্ব করতে পারবেন।
২. গ্রুপ পরিচালনার কৌশল ও পরিচালনা বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন।
৩. গ্রুপের কার্যক্রম অধিকতর কার্যকরভাবে পরিচালনার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন

গ্রুপ: একটি কাব স্কাউট ইউনিট, একটি স্কাউট ইউনিট ও একটি রোভার স্কাউট ইউনিট সমন্বয়ে একটি পুর্ণাঙ্গ স্কাউট গ্রুপ গঠিত হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে কোন শাখায় এক বা একাধিক ইউনিট নিয়েও স্কাউট গ্রুপ গঠিত হতে পারবে। আমাদের দেশে কোন শাখার এক বা একাধিক ইউনিট নিয়ে গঠিত গ্রুপের সংখ্যাই বেশী। আবার বিভিন্ন মুক্তদলে শাখা ভিত্তিক ইউনিট নিয়েও গ্রুপ গঠিত হয়েছে।

গ্রুপের প্রকৃতি: স্কাউট গ্রুপ দু'ধরণের - ১ নিয়ন্ত্রিত স্কাউট গ্রুপ, ২ মুক্ত স্কাউট গ্রুপ।

গ্রুপ কাউন্সিল: ইউনিটের সদস্যদের মাতা-পিতা, পুরাতন স্কাউট, স্কাউট আন্দোলনের সমর্থক, দরদী বন্ধু ও নিয়ন্ত্রণকারীদের সমন্বয়ে গ্রুপ কাউন্সিল গঠিত হবে।

গ্রুপ কমিটি: গ্রুপ কমিটি নিম্নরূপ হয়ে থাকে-

১. গ্রুপ কাউন্সিলের কার্যাবলী সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কাউন্সিল সদস্যদের মধ্য থেকে সভাপতি/নিয়ন্ত্রণকারী, সহ সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, গ্রুপ স্কাউট লিডার, শাখা স্কাউট লিডারগণ ও নির্বাচিত সংখ্যক সদস্য প্রতিনিধি নিয়ে গ্রুপ কমিটি গঠিত হবে।
২. নিয়ন্ত্রিত দলের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং মুক্ত দলের ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্মানিত কোন ব্যক্তি দলের গ্রুপ সভাপতি হবেন।
৩. সাধারণভাবে এ কমিটি নিয়মিত মাসিক অধিবেশনে মিলিত হয়ে স্কাউট গ্রুপের যাবতীয় কার্যাবলীর রিপোর্ট গ্রহণ করবে এবং পরবর্তী কার্যক্রমের মাসিক /ত্রৈমাসিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজন হলে কমিটি যে কোন সময় অধিবেশনে মিলিত হয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

গ্রুপ স্কাউটারস কাউন্সিল: নিম্নরূপে গ্রুপ স্কাউটারস কাউন্সিল গঠিত হয়ে থাকে-

১. দুই বা ততোধিক শাখা বিশিষ্ট স্কাউট গ্রুপের সকল স্কাউটার ও সহকারী স্কাউটারদের নিয়ে গ্রুপ স্কাউটারস কাউন্সিল গঠিত হবে।
২. গ্রুপ স্কাউট লিডার গ্রুপ স্কাউটারস কাউন্সিলের সভাপতি এবং পরবর্তী সিনিয়র স্কাউটার সম্পাদক হবেন।
৩. সাধারণভাবে এ পরিষদ মাসিক নিয়মিত অধিবেশনে মিলিত হয়ে গ্রুপের প্রশিক্ষণ কার্যাবলী সুষ্ঠু বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে পরিষদ যে কোনো সময়ে অধিবেশনে মিলিত হতে পারবে।

গ্রুপ তহবিল: গ্রুপ তহবিল নিম্নরূপে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে-

ক. স্কাউট গ্রুপ/ইউনিটের তহবিলের সমুদয় অর্থ যে কোন সিডিউল ব্যাংকে জমা রাখতে হবে এবং কাউন্সিল/কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত দু'জন সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালিত হবে।

খ. স্কাউট গ্রুপের নিরীক্ষিত হিসেবের রিপোর্ট প্রতি বছরে নিয়মিততাবে নিজ-নিজ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে হবে।

ইউনিট নবায়ন/ পরিসংখ্যান: ইউনিট লিডার প্রতিবছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে দলের রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করবেন এবং প্রতি বৎসর গ্রুপ রেজিষ্ট্রেশন নবায়ন ফরমের সাথে গ্রুপের স্কাউটদের তালিকাসহ ক্রমোন্নতিশীল পদমর্যাদা অনুযায়ী পরিসংখ্যান উপস্থাপন করতে হয়। পরিসংখ্যানের জন্য পৃথক রেজিস্টার ও ফাইল সংরক্ষণ করবেন - যা ক্রমোন্নতিশীল রেজিস্টার ও ফাইল নামে পরিচিত।

রিপোর্টিং: গ্রুপ/ইউনিটের সারা বৎসরের কার্যক্রমের প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষাকৃত হিসাব গ্রুপ কমিটির মাধ্যমে গ্রুপ কাউন্সিলে অনুমোদনপূর্বক পরিসংখ্যান রিপোর্টসহ উপজেলা স্কাউটসে/ জেলা রোভার স্কাউটসে বৎসর শেষে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রেরণ করতে হয়। এছাড়াও বিভিন্ন কার্যক্রমের রিপোর্ট তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করা যেতে পারে। সেই সাথে বিভিন্ন কার্যক্রমের রিপোর্ট বাংলাদেশ স্কাউটসের মাসিক অগ্রদূতে প্রকাশের জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে।

ইউনিট পরিচালনার অভিজ্ঞতা বিনিময়: কোন গ্রুপে একাধিক ইউনিট থাকলে গ্রুপ স্কাউটারস কাউন্সিলে ইউনিট লিডারগণ তাদের ইউনিট পরিচালনা ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারেন। বিশেষ করে কাব, স্কাউট এবং রোভাররে প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে নিজ নিজ দক্ষতা কিভাবে কাজে লাগাচ্ছেঁন এবং যার ফলে স্কাউটিংয়ের উদ্দেশ্য অর্জন হচ্ছে সে অভিজ্ঞতার বিনিময় দলের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। উপজেলা পর্যায়ে ইউনিট লিডার রাউন্ড টেবিলের ব্যবস্থা করে ইউনিট লিডারগণের অভিজ্ঞতা

বিনিময় করার সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। একইভাবে জেলা পর্যায়ে ইউনিট লিডারস কনফারেন্স, প্রোগ্রাম ওয়ার্কশপ, ইন্দাবা ইত্যাদি ফোরামের ব্যবস্থা করেও আন্ত:ইউনিট লিডারগণের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উপজেলা স্কাউট কমিশনার, উপজেলা স্কাউট লিডার, জেলা স্কাউট কমিশনার এবং জেলা স্কাউট লিডারদের ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর।

অধিক কার্যকরভাবে গ্রুপের কার্যক্রম পরিচালনা কৌশল: গ্রুপের কার্যক্রম পরিচালনার মূল দায়িত্ব গ্রুপ স্কাউট লিডার কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত। গ্রুপ কাউন্সিল বার্ষিক সাধারণ সভায় গ্রুপ পরিচালনার নীতি নির্ধারণ করবে। গ্রুপ কমিটি সেই নীতি অনুসারে গ্রুপের কার্যক্রম প্রণয়ন এবং তা পরিচালনার জন্য পরামর্শ দান করবে। আর গ্রুপ স্কাউটারস কাউন্সিল সেই পরামর্শ মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সুতরাং গ্রুপ স্কাউটারস কাউন্সিল যত বেশী সক্রিয় থাকবে সে দলের কার্যক্রম ততবেশী সফলভাবে সম্পাদিত হবে। গ্রুপের বার্ষিক প্রোগ্রাম প্রণয়ন এবং ইউনিটের বার্ষিক প্রোগ্রাম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা গ্রুপ কমিটির গুরু দায়িত্ব। অবশ্য এক্ষেত্রে গ্রুপ স্কাউটারস কাউন্সিল কৌশলগত সহযোগিতা প্রদান করবেন।

গ্রুপের কার্যক্রম পরিচালনায় একমাত্র কৌশল হিসেবে স্কাউট পদ্ধতির সার্বিক প্রয়োগকে উল্লেখ করা যেতে পারে। সে গ্রুপে স্কাউট পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসৃত হয় সে দলের কার্যক্রম তত নিখুঁতভাবে পরিচালিত হয়। স্কাউট পদ্ধতির কোন বিকল্প নেই। আর এই পদ্ধতির মৌলিক বিষয়গুলো হলো:

গ্রুপের রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্রুপে যে সকল বিষয়ের উপর কার্যক্রম চলে তার বর্ণনাসহ বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যথাযথভাবে রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ না করলে দলের কাযক্রম দীর্ঘ মেয়াদী ধরে রাখা সম্ভব হয় না। দল খোলার সাথে সাথে প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করলে পরবর্তীতে দায়িত্ব প্রাপ্ত ইউনিট লিডার দলের কার্যক্রম পরিচালনায় বাঁধা প্রাপ্ত হয়ে হতাশাগ্রস্থ মনে ইউনিটের দায়িত্ব পালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করে থাকেন। একটি গ্রুপে নিম্নোক্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করা দরকার।

লগ বই: লগবই হল ইউনিট, গ্রুপ বা ষষ্ঠক/ উপদলের/স্কাউটদের সংক্ষিপ্ত ডায়রী। এই বইটি সংশ্লিষ্ট সম্পাদক সংরক্ষণ করবেন। সংক্ষিপ্ত বিবরণের সাথে আলোকচিত্র রাখা ভাল। নিম্নে লগ বইয়ের একটি ছক দেয়া হল:

ক্রমিক	তারিখ	স্থান	বিষয়/শিরোনাম	বিস্তারিত বিবরণ	সংখ্যা	মন্তব্য

স্ক্রাপ বই: স্ক্রাপ বই হল, ইউনিটের/স্কাউট জীবনের এ্যালবাম বা খন্ড চিত্র সংগ্রহ। স্ক্রাপ বইয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনের সচিত্র প্রতিবেদন প্রতিফলিত হয়। এই বইয়ে সংগ্রহকৃত ছবি, বিরল ও আকর্ষণীয় বস্তু সংরক্ষণ করে থাকে যেমন, স্কাউটিং সম্পর্কীয় সংবাদের পেপার কাটিং, স্মারক ডাক টিকিট,নিজের অংকিত ছবি,অটোগ্রাফ, গাছের পাতা, পাখির পালক ইত্যাদি। সংগ্রহের বিবরণ থাকতে হবে।

ক্রমোন্নতিশীল রেজিস্ট্রার: স্কাউটদের ভর্তির পর থেকে সর্বোচ্চ ব্যাজ অর্জন পর্যন্ত সকল ব্যাজ প্রাপ্তির তারিখ এই রেজিস্ট্রারে ইউনিট লিডারের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। এই রেজিস্ট্রারে কখন কোন পারদর্শিতা ব্যাজ পেয়েছে তারও উল্লেখ থাকতে হবে।

নিচে ক্রমোন্নতিশীল রেজিষ্ট্রারের একটি নমুনা ছক দেয়া হলো

ক্রমি.	নাম	ভর্তির তারিখ	জন্ম তারিখ	দীক্ষা গ্রহণের তারিখ	২য় স্তরের ব্যাজ অর্জনের তারিখ	৩য় স্তরের ব্যাজ অর্জনের তারিখ	৪র্থ স্তরের ব্যাজ অর্জনের তারিখ	৫ম স্তরের ব্যাজ অর্জনের তারিখ	মন্তব্য

স্কাউটস ওন
(Scouts' Own)

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন

১। স্কাউটস ওন এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা ও তার গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবেন।

২। মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে স্কাউটস ওনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩। স্কাউটস ওনের কর্মসূচি তৈরি আয়োজন ও পরিচালনার কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।

বস্তুগত শিক্ষার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক শিক্ষা মানুষকে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষিত করে তোলে। আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাধ্যমে স্কাউটদের নৈতিকতার উন্নয়ন তথা মানবিক গুণাবলী ও চরিত্রের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। স্কাউটিংয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনাকালে বি-পি, সর্বদা আধ্যাত্মিক ও চরিত্রিক উন্নয়নের ওপর জোর দিতেন। চরিত্র হলো - উচ্চ আদর্শ, আত্মনির্ভরশীলতা, কর্তব্য পরায়নতা ও ধৈর্য্যের সমষ্টি। এ প্রসঙ্গে বি-পি বলেন,"ধর্মীয় প্রশিক্ষণের জন্য একটি সেবা কর্মসূচি বা ক্লাস হতে পারে – তার নাম স্কাউটস ওন। এটা স্রষ্টার উপাসনা এবং স্কাউট আইন ও প্রতিজ্ঞা পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য স্কাউটদের সমাবেশ। তা নিয়মিত ধর্মীয় ক্রিয়া কর্মের সহায়ক মাত্র – বিকল্প নয়।" স্কাউটদের উন্নত চরিত্রে বা স্কাউট চেতনায় (Scout spirit) উদ্বুদ্ধ করার কৌশল হিসেবে স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন একটি গুরুত্বপূর্ন স্থান দখল করে আছে। এ কারণেই প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন কৌশল হিসেবে স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হয়। স্কাউটস ওন স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন উপলব্ধি করার অন্যতম কৌশল। দলীয় তাঁবু বাসের সময় স্কাউটস ওনের আয়োজন বেশ ফলদায়ক হয়।

স্কাউটস ওন: ওন (Own) শব্দের অর্থ হচ্ছে উপলব্ধি। স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য এ অনুষ্ঠান। এটি স্কাউটদের একান্ত নিজস্ব অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মীয় মহাপুরুষগণের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা,স্মরণীয় বাণী বা উপাখ্যান আলোচনা করা হয়। তাঁদের ঘটনাবহুল জীবন হতে কাব ও স্কাউট আইন এবং প্রতিজ্ঞার মিল রয়েছে এমন বিষয় উপস্থাপন করা হয়। এতে তারা বুঝতে পারে যে, সকল ধর্মের মনীষীগণের জীবনের সাথে স্কাউটিং এর মৌলিক বিষয়সমূহের মিল রয়েছে। স্কাউট আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুত স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি এবং ব্যক্তি জীবনে চর্চার ধারাবাহিক অভ্যাস গড়ে তোলায় স্কাউটস ওন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ ভাবে আধ্যাত্মিক ও মূল্যবোধের উন্মেষ ঘটিয়ে স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনকে অনুসরণ করানো এবং তার জীবনে প্রতিফলিত করে চরিত্র গঠন সম্ভব। ফলে স্কাউটরা অনুগত,সৎ- চরিত্রবান তথা আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। পবিত্র দেহ মন ও পোশাক পরে এ অনুষ্ঠানে যোগদান করা উচিত।

স্কাউটস ওনের পরিচালনা পদ্ধতি: একজন দক্ষ স্কাউটার কর্তৃক পরিচালিত স্কাউট ইউনিটে স্বাভাবিকভাবে বৎসরে অন্ততঃ একবার স্কাউট গ্রুপের সকল স্কাউট নির্ধারিত সময়ে পুত পবিত্র হয়ে নিজ নিজ ধর্মীয় পোশাক পরিধান করে স্কাউটস ওন-এ উপস্থিত হয়ে থাকেন। সাধারণতঃ স্কাউট,স্কাউটার, গ্রুপ কমিটির সদস্যগণ, স্কাউট অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ এতে যোগদান করে থাকেন। স্কাউটস ওন পরিচালনার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

১. স্কাউটস ওন পরিচালনার জন্য কর্মসূচি প্রণয়ন ও পরিচালক নির্ধারণ করতে হবে।

২. বিভিন্ন ষষ্ঠক/উপদল হতে ওনের বিষয় সংগ্রহ ও বাছাই করে চূড়ান্ত করতে হবে।

৩. স্কাউটস ওনের সভাপতি, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও সদস্যদের আসন গ্রহণের পর পরিচালক সভাপতির অনুমতি নিয়ে স্কাউটস ওন শুরু করবে।

৪. সাধারণত পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ থেকে তেলওয়াতের মাধ্যমে ওনের কর্মসূচি শুরু হয়।

৫. প্রতিজ্ঞা পাঠ, মূল্যায়ন ও নিরব প্রার্থনার মাধ্যমে ওনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

৬. স্কাউটস ওন শেষে মিষ্টি মুখ করা যেতে পারে তবে তা অপরিহার্য নয়।

স্কাউটস ওনের বিবেচ্য বিষয়

* পরিবেশ অনাড়ম্বর ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ হতে হবে।
* মহাপুরুষের জীবনী থেকে যে ঘটনা উল্লেখ করা হবে তা অবশ্যই সত্য ও কল্যাণমূলক (ইতিবাচক) হতে হবে।
* পূর্বাহ্নে বিষয়গুলো সম্পর্কে পূর্ব প্রস্তুতি নেয়া বাঞ্চনীয়।
* কোন ভূমিকা ছাড়াই বিষয় উপস্থাপন করতে হবে এবং সর্বোচ্চ তিন মিনিট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে।
* স্কাউটস ওন এক থেকে দেড় ঘন্টা সময়ের বেশী হবে না।

স্কাউটস ওন এর নমুনা কর্মসূচি

বিষয়	দায়িত্ব
অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ	
ভূমিকা/ বক্তব্য– তাৎপর্য ব্যাখ্যা	ইউনিট লিডার
পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত	
(বাংলা অনুবাদসহ হলে ভালো হয়)	
গীতা, ত্রিপটক, বাইবেল পাঠ	স্কাউট
(বাংলা অনুবাদসহ হলে ভালো হয়)	
হামদ এবং নাতে রসুল (স.)	
শ্লোক / ভিন্ন ধর্মের সঙ্গীত / শ্যামা সঙ্গীত	স্কাউট
উপাখ্যান	স্কাউট
স্কাউট আইন পাঠ	স্কাউট
গজল, ভক্তিমূলক গান ইত্যাদি	স্কাউট
স্কাউট প্রতিজ্ঞা পাঠ	ইউনিট লিডার
মূল্যায়ন	ইউনিট লিডার
নিরব প্রার্থনা	ইউনিট লিডার
সমাপ্তি	ইউনিট লিডার
মিষ্টি মুখ (ঐচ্ছিক)	স্কাউট

অনুষ্ঠানাদি

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন

১. স্কাউটিংয়ের অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. অনুষ্ঠানাদির বৈশিষ্ট্য, উদ্দেশ্য ও প্রকার ভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।
৩. একটি আদর্শ অনুষ্ঠানের উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪. একটি দীক্ষা অনুষ্ঠান/ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিচালনা পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

যে কোন ব্যক্তির জীবন তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানের সাথে প্রথাগতভাবে একত্র বিজড়িত। এসব অনুষ্ঠানাদির মধ্যে রয়েছে, জন্ম, জন্মদিন, সমাবর্তন, বিবাহ, অন্তোস্টিক্রিয়া ইত্যাদি। তেমনিভাবে স্কাউটিংয়ে ও রয়েছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি যেমন দীক্ষা অনুষ্ঠান, ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানাদি যদি সুপরিকল্পিত হয় এবং বাস্তবায়ন আকর্ষনীয় নাটকীয় ও মনের উপর দীর্ঘ স্থায়ী ছাপ ফেলে তখন তা সার্থক ও সফল অনুষ্ঠান হিসেবে গণ্য হয়। একটি আকর্ষনীয় বৈচিত্রময় অনুষ্ঠান সব সময়ে স্কাউটিংয়ের প্রচার ও প্রসারের একটি সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হয়।

অনুষ্ঠানাদির উদ্দেশ্য

১. যে কোন আনুষ্ঠানিক সভা এবং কার্যক্রম আরম্ভ এবং সমাপ্ত করতে
২. নতুন সদস্যদের বরণ, নবনির্বাচিত সদস্যদের অভিষেক ও শপথ গ্রহণ উপলক্ষে অনুষ্ঠান
৩. কোন নতুন অফিস, প্রতিষ্ঠান বা শাখা খোলা উপলক্ষে অনুষ্ঠান
৪. কোন পুরষ্কার, অ্যাওয়ার্ড ও স্বীকৃতি প্রদান উপলক্ষে অনুষ্ঠান।

স্কাউটিংয়ে অনুষ্ঠানাদির প্রকারভেদ

প্রথাগতভাবে যে সব অনুষ্ঠান স্কাউটিংয়ে পরিচালিত হয় সে সবের কয়েকটির বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

১. উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান

স্কাউটিংয়ের বেশিরভাগ অনুষ্ঠান শুরু এবং সমাপ্তিতে যথাক্রমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং সমাপ্তি অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের নমুনা কর্মসূচি

সময়: সকাল ১০-০০ টা

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি দু'টি পর্বে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম পর্বটি মুক্তাংগনে এবং দ্বিতীয় পর্বটি ঘরের মধ্যে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

প্রথম পর্ব

* পতাকা উত্তোলন
* প্রার্থনা সংগীত।

দ্বিতীয় পর্ব

* শিক্ষার্থীগণের আত্ম পরিচয় দান
* কোর্স লিডার কর্তৃক কোর্স স্টাফগণের পরিচয় প্রদান
* কোর্স লিডারের স্বাগত বক্তব্য
* কোর্স লিডার কর্তৃক প্রধান অতিথি মহোদয়কে বক্তব্য প্রদান এবং উদ্বোধনী ঘোষণার অনুরোধ
* উপস্থাপক কর্তৃক পরবর্তী নির্দেশনা
* ফটো সেশন

বি. দ্র. দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে মুক্তাংগণে প্রথম পর্ব আয়োজন করা সম্ভব না হলে সেশন হলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাবে।

সমাপনী অনুষ্ঠানের নমুনা কর্মসূচি

সময় : দুপুর ১২-৩০ মিনিট

সমাপনী অনুষ্ঠানটিও দু'টি পর্বে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম পর্বটি ঘরের মধ্যে এবং দ্বিতীয় পর্বটি মুক্তাংগনে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

প্রথম পর্ব	**দ্বিতীয় পর্ব**
* পবিত্র ধমীয় গ্রন্থ থেকে পাঠ	* পতাকা দন্ডের নিকট সমবেত
* প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য	* প্রতিজ্ঞা পাঠ
* কোর্স স্টাফদের বক্তব্য	* নিরব প্রার্থনা
* সার্টিফিকেট বিতরণ	* পতাকা নামানো
* কোর্স লিডারের বক্তব্য	* কোর্স লিডার কর্তৃক সমাপ্তি ঘোষণা

২. দীক্ষা অনুষ্ঠান (Investiture Ceremony)

এটি স্কাউটিংয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। দীক্ষা অনুষ্ঠান একজন নবাগতর জন্য স্কাউট জীবনের প্রবেশদ্বার। সে স্কাউট আদর্শ অনুপ্রাণিত হয় স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন তার দৈনন্দিন কর্মজীবন বাস্তবায়নে অভ্যস্ত হতে আরম্ভ করলেই এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাকে বিশ্বব্যাপী স্কাউট ভ্রাতৃত্বের একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে বরণ করে নেয়া হয়।

৩. ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠান

সদস্য ব্যাজের পরবর্তী স্তরের দক্ষতা ও পারদর্শিতা ব্যাজ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। বাাজ প্রদান অনুষ্ঠানে দীক্ষাদান অনুষ্ঠানের মতো গ্রুপ স্কাউট লিডার অন্যান্য ইউনিট লিডারদের নিয়ে দাঁড়াবেন। পতাকা দন্ড গ্রুপ স্কাউট লিডার ও কাব/স্কাউট/রোভার স্কাউট লিডারের মাঝে থাকবে। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ লিডারগণের পিছনে নির্ধারিত আসনে বসবেন। পতাকা পূর্বে উত্তোলন করে রাখতে হবে।

গ্রুপ স্কাউট লিডার অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে কাব স্কাউট লিডারকে অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করবেন। কাব/স্কাউট/রোভার স্কাউট লিডার সংকেত দিয়ে সকলকে সোজা করে দাঁড় করাবেন, যে সকল কাব ব্যাজ পরীক্ষা পাশ করেছে তাদেরকে এক সংগে ৩/৪ জন তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়ার আহবান জানাবেন। যাদের নাম ডাকা হবে সে সকল স্কাউট সদস্যরা দৌড়ে ইউনিট লিডারের সামনে গিয়ে সারিবদ্ধভাবে পাশাপাশি দাঁড়াবে।

কি কি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করায় তাঁদের ব্যাজ প্রদান করা হবে ইউনিট লিডার তা ব্যাখ্যা দিয়ে এবং ভবিষ্যতে দক্ষতা অর্জন করতে পারলে কি কি ব্যাজ পাবে তা বুঝিয়ে দিবেন। অতঃপর ব্যাজ অর্জনকারী কাবদের প্রতিজ্ঞা পাঠ করাবেন। প্রতিজ্ঞা পাঠ শেষে ইউনিট লিডার তাঁদের দক্ষতা ব্যাজ/ পারদর্শিতা ব্যাজ শার্টের নির্ধারিত স্থানে পরিয়ে দিয়ে সালাম বিনিময় করবেন। ইউনিট লিডার এক কদম পিছনে সরে গেলে ক্রমান্বয়ে গ্রুপ স্কাউট লিডার, সহকারী ইউনিট লিডারগণ ব্যাজ পরিহিত স্কাউটদের সাথে সালাম ও করমর্দন করে নিজ জায়গায় ফিরে যাবেন।

ইউনিট লিডার তাঁর জায়গায় ফিরে এসে ব্যাজ প্রাপ্ত কাবদের উল্টা ঘুরতে বললে তারা উল্টে ঘুরবে। দলের সকলকে সালাম দেয়ার জন্য ইউনিট লিডার আদেশ দিলে তারা সকলকে সালাম দিবে প্রতি উত্তরে ইউনিটের সকলে সালাম দিবে। ইউনিট লিডার ব্যাজ প্রাপ্তদের ষষ্ঠকে/উপদলে ফিরে যেতে বলবেন, তারা স্ব স্ব স্থানে ফিরে যাবে। কাব স্কাউট ইউনিটের ক্ষেত্রে এর পর সিনিয়র ষষ্ঠক নেতার নেতৃত্বে সবাই গ্রান্ড ইয়েলে অংশগ্রহণ করবে। গ্রান্ড ইয়েল শেষে কাব লিডার সকল কাবকে বসার নির্দেশ দিলে সবাই বসে পড়বে।

একই সংগে একাধিক কাবকে ব্যাজ প্রদান করা যায়। এক বা একাধিক ব্যাজ অর্জনকারীদের পৃথকভাবে ব্যাজ প্রদান করা সমীচীন। প্রত্যেক ব্যাজ অর্জনকারী কাবকে কাব লিডার পৃথক পৃথক ব্যাজ পরিয়ে দিবেন। ব্যাজ প্রদান শেষে স্কাউটরা বিচিত্রা অনুষ্ঠান করতে পারে। অভিভাবকদের এবং অতিথিবৃন্দের সংক্ষিপ্ত বওব্য রাখার ব্যবস্থা রাখলে কাবেরা অনুপ্রাণিত হবে।

৪. উৎরে যাওয়া অনুষ্ঠান

একটি স্কাউট গ্রুপের কাব ইউনিট ও স্কাউট ইউনিট থাকলে এবং কোন কাব যখন স্কাউট বয়সে পদার্পন করবে তাকে "উৎরে যাওয়া অভিষেক" এর মাধ্যমে একই গ্রুপের স্কাউট শাখায় ভর্তি করে নিতে হয়। এরূপ অভিষেক অনুষ্ঠান স্কাউট গ্রুপের নিজস্ব অনুষ্ঠানে আনন্দদায়ক পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। অভিষেক অনুষ্ঠানের পূর্বে উৎরে যাওয়া কাব, উপদলনেতা, কাব লিডার, সহকারী লিডার, কাব

ইন্সট্রাক্টর, গ্রুপ স্কাউট লিডার, স্কাউট লিডার, সহকারী স্কাউট লিডারদের করণীয় বিষয়গুলো ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে; যাতে মুল অনুষ্ঠান চলাকালীন কোন প্রকার ত্রুটি না হয়। উৎরে যাওয়া অনুষ্ঠান সহজ অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ হবে।

এ অনুষ্ঠানে কাব স্কাউটদের মাতাপিতা অভিভাবকদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে। যাতে তাঁরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ অবলোকন করে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেন। অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সমতল মাঠের মাঝ বরাবর চুন দিয়ে/মাটিতে দাগ কেটে/দড়ি টেনে একটি সীমারেখা অংকন করে নিতে হবে। সীমা রেখার এক পার্শ্বে কাবেরা মহাবৃত্তে এবং বিপরীত পার্শ্বে স্কাউটরা অশ্বখুরাকৃতিতে দাঁড়াবে।

গ্রুপ স্কাউট লিডার দুই পতাকার মাঝখানে দাঁড়াবেন। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ তার পিছন দিকে নির্ধারিত আসনে বসবেন। স্কাউট লিডার অশ্বখুরাকৃতির মুখে মাঝখানে মহাবৃত্তের দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন। উৎরে যাওয়া কাব যে উপদলে দেয়া হবে সে উপদলের দায়িত্ব প্রাপ্ত সহকারী স্কাউট লিডার এবং উপদলনেতা স্কাউট লিডারের যথাক্রমে এক কদম ডানে ও বায়ে দাঁড়াবে।

কাব লিডার মহাবৃত্তের দিকে মুখ করে স্কাউট লিডারের বিপরীত দিকে দাঁড়াবেন। উৎরে যাওয়া কাব তার সম্মুখে বৃত্তের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। সহকারী কাব লিডার ও ইনস্ট্রাক্টরগণ বৃত্তের পিছন দিকে স্কাউট ইউনিটের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে। অন্যান্য উপদলনেতা, ষষ্ঠক নেতা, কাব স্কাউটরা স্ব স্ব অবস্থানে দাঁড়াবে।

গ্রুপ স্কাউট লিডার উভয় দলকে " সোজা হও" আদেশে সোজা করবেন। তিনি অভ্যাগত অতিথিদের উদ্দেশ্যে "উৎরে যাওয়া অনুষ্ঠানের" উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবেন এবং অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য কাব লিডারকে অনুরোধ জানাবেন। অতঃপর তিনি সামনের দিকে সীমারেখা ধরে অগ্রসর হয়ে উভয় ইউনিটের মাঝখানে এসে দাঁড়াবেন।

কাব লিডার উৎরে যাওয়া কাবকে শেষ বারের মতো গ্রান্ড ইয়েল দিতে বলবেন। উৎরে যাওয়া কাব শেষ বারের মত গ্রান্ড ইয়েল দিয়ে কাব লিডারের সামনে এসে দাঁড়াবে, কাব লিডার একজন দক্ষ কাব হিসেবে তার দক্ষতা কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে ভবিষ্যতে স্কাউট জীবনে ক্রমোন্নতি কামনা করে আর্শিবাদ করবেন। উৎরে যাওয়া কাবকে প্রতিজ্ঞা পাঠ করতে বললে সে পাঠ করবে।

কাব লিডার তাকে নিয়ে সীমা রেখার কাছে অপেক্ষমান গ্রুপ স্কাউট লিডারের হাতে তুলে দিবেন। গ্রুপ স্কাউট লিডার দক্ষ স্কাউট তৈরির প্রত্যাশায় তাকে স্কাউট লিডারের হাতে তুলে দিবেন। তখন উৎরে যাওয়া কাব এক লাফে সীমারেখা অতিক্রম করে স্কাউট লিডারের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। স্কাউট লিডার তাকে সহকারী স্কাউট লিডারের হাতে দিয়ে তার স্কাউট জীবনের পর্যায়ক্রমিক উন্নতির জন্য প্রশিক্ষণ দানের অনুরোধ করবেন। সহকারী স্কাউট লিডার অতঃপর তাকে উপদলনেতার হাতে দিলে উপদল নেতা তার উপদলে নিয়ে যাবে। (যদি সহকারী স্কাউট লিডার না থাকে তাহলে স্কাউট লিডার নিজে সহায়তা করবেন)

উৎরে যাওয়া কাব উপদলে অবস্থান নেয়ার পর সিনিয়র উপদলনেতা স্বাগত ইয়েল দিয়ে তাকে বরণ করে নিবে। স্কাউট লিডার, সহকারী স্কাউট লিডার ও কাব লিডার স্ব স্ব ইউনিটের পিছনে গিয়ে দাঁড়াবেন। গ্রুপ স্কাউট লিডার তার পূর্ব স্থানে ফিরে এসে উভয় দলকে বসে পড়ার জন্য নির্দেশ দিবেন। অতঃপর বক্তৃতা ও বিচিত্রা অনুষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

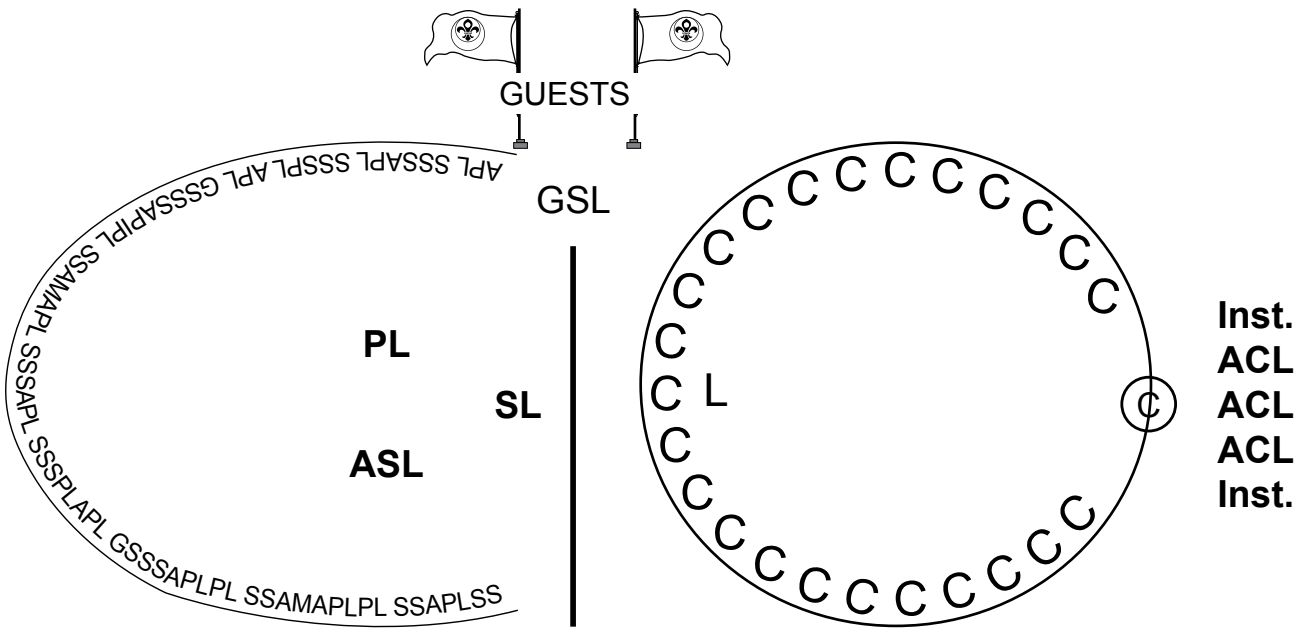

উৎরে যাওয়া অনুষ্ঠানের ছবি

প্রোগ্রাম পরিকল্পনা

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন-

১. প্রোগ্রাম পরিকল্পনা কি এবং কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. প্রোগ্রাম পরিকল্পনার গুরুত্ব এবং এর বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করতে পারবেন।
৩. বাস্তবতার নিরিখে প্রোগ্রাম পরিকল্পনা তৈরির কৌশল আয়ত্ব করতে পারবেন।
৪. ইউনিটের জন্য স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘ মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রনয়নে দক্ষতা অর্জন করে বিস্তারিত কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ইস্পিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য পূর্ব নির্ধারিত ধারাবাহিক সুবিন্যাস্ত কর্মসূচীকে পরিকল্পনা বলে। পরিকল্পনা ছাড়া লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আর হালছাড়া নৌকা চালানো একই কথা। পরিকল্পনা লিখিত বা অলিখিত হতে পারে। প্রকারভেদ: পরিকল্পনা মূলত: তিন প্রকার যেমন (১) স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা (১ দিন থেকে ১ বৎসর পর্যন্ত) (২) দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা (১-৫ বৎসর পর্যন্ত) (৩) দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (৫-২০ বৎসর পর্যন্ত)।

প্রোগ্রাম পরিকল্পনা: পরিকল্পনা লক্ষ্য/উদ্দেশ্য অর্জনের প্রধান হাতিয়ার। একে ভবিষ্যতের কর্মসূচি বিষয়ক অগ্রীম নীল-নকশা বা মানসিক প্রতিচ্ছবিও বলা হয়। রোভার/স্কাউট/কাব প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে বাৎসরিক, ত্রৈমাসিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম পরিকল্পনা লক্ষ্যার্জনের প্রধান হাতিয়ার। যে কোন গ্রুপের সফলতা একটি সুচিন্তিত, কার্যকর, ভারসাম্যপূর্ণ প্রোগ্রাম পরিকল্পনার নির্ভরশীল। একটি গ্রুপে প্রোগ্রামের উপর যে কর্মসূচির পরিকল্পনা তৈরি করা হয় তাকে প্রোগ্রাম পরিকল্পনা বলা হয়। প্যাক /ট্রুপ/ক্রু মিটিং ও বিশেষ প্যাক /ট্রুপ/ক্রু মিটিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ/প্রজেক্ট ওয়ার্কের বিষয়সমূহ নিয়ে একটি ইউনিটের বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। একটি সুবিণ্যাস্ত ও কার্যকর প্রোগ্রাম পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের ওপর নির্ভরশীল-

১. এমন একজন ইউনিট নেতা যিনি প্রোগ্রাম পরিকল্পনা প্রক্রিয়া অনুধাবন করতে পারেন এবং এ প্রক্রিয়ায় যাঁর আস্থা রয়েছে।
২. এমন উপদল নেতা যে এধরনের পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।
৩. সর্বোপরি এমন একটি ইউনিট/গ্রুপ কমিটি, প্রতিষ্ঠান এবং স্কাউটদের পিতামাতার সার্বক্ষণিক উৎসাহ ও আন্তরিক সমর্থন রয়েছে।

প্রোগ্রাম পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ (Part of the Program Planning)**:** একটি আদর্শ প্রোগ্রাম পরিকল্পনা এমনভাবে প্রনয়ন করতে হবে যাতে গ্রুপের লক্ষ্যার্জনে তা সমর্থ হয়। পরিকল্পনা প্রনয়নে গ্রুপের সকল সদস্যের চাহিদা বিশ্লেষণ এবং গ্রুপের লক্ষ্যকে প্রাধান্য দিতে হবে। একটি সুপরিকল্পিত প্রোগ্রাম পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশ নিম্নে দেয়া হলো:

১. **উদ্দেশ্যসমূহ** Objectives)**:** যে কোন বিষয়ের উদ্দেশ্যের অবশ্যই সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, বাস্তবসম্মত এবং নির্দিষ্ট সময় সীমায় সম্পাদনযোগ্য হতে হবে।

   ক. **ফলপ্রসূতা** (Effectivity)**:** কত সময় ও কত তারিখের মধ্যে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে।

   খ. **অগ্রগতি** (Advancement)**:** গ্রুপের কত জন বা কত শতাংশ সদস্যের উন্নতি ঘটবে এবং কতজন সদস্য বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে উন্নত স্তরে যাবে তাও নির্ধারণ করতে হবে।

   গ. **কার্যক্রম** (Activities)**:** গ্রুপ কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করবে এবং কত সময়ে তা গ্রহণ করবে তা ঠিক করতে হবে।

   ঘ. **সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন:** গ্রুপ কোন ধরনের এবং কত সংখ্যক সমাজসেবামূলক কার্যক্রম এবং সমাজ উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করবে তা নির্ধারণ করবে।

   ঙ. **সাজ-সরঞ্জাম ও মালামাল** (Equipment & Supply)**:** প্রোগ্রাম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কি কি সাজ-সরঞ্জাম ও মালামাল কি পরিমানে প্রয়োজন তা ঠিক করা।

   চ. **অর্থায়ন** (Finance): উপরে উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হবে এবং তা কোন উৎস থেকে পাওয়া যাবে উল্লেখ করতে হবে।

২. **থিম** (Theme)**:** উদ্দেশ্য নির্ধারনের পর পরিকল্পনার একটি থিম নির্ধারণ করতে হবে। গ্রুপের গন্তব্য স্থান নির্ধারণে থিম নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। এটি সরল ও সহজে বোধগম্য হতে হবে এবং থিমের বিষয় যেন বালকদের মধ্যে রোমাঞ্চকর ও আনন্দদায়ক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এটি বালকদের দ্বারা স্বত:প্রণোদিতভাবে নির্বাচিত হতে হবে। কোন থিম কখনই চাপিয়ে দেয়া যাবে না।

৩. **উপদল কার্যক্রম** (Patrol Activities)**:** এসব হচ্ছে বিভিন্ন উপদল কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প যা উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত হয়েছে। এসব কার্যক্রম উপদল নেতৃবৃন্দ উপদল সদস্যদের সাথে আলোচনা করে স্বাধীনভাবে গ্রহণ করে।

৪. **অগ্রগতির প্রয়োজন মিটানো** (Advancement requirement): গ্রুপের বিভিন্ন সদস্যের স্তর ভিত্তিক অগ্রগতির নিরিখে এ অংশে অগ্রগতির বিভিন্ন বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয় যা সদস্যদের উন্নতির প্রয়োজন মিটাতে সাহায্য করে।

৫. **গ্রুপ কার্যক্রম হাইলাইট** (Group Activity High Light)**:** এসব হচ্ছে ঐসব কার্যক্রম বা প্রকল্প যা একটি গ্রুপের সামগ্রীক কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হয় যা উদ্দেশ্যার্জনে ভূমিকা পালন করে। যেমন-একটি গ্রুপের ক্যাম্প, দীক্ষা অনুষ্ঠান, সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি।

৬. **উপদল নেতা প্রশিক্ষণ** (Patrol Leaders Training)**:** একটি উপদলের সদস্যদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব উপদল নেতৃবৃন্দের। তাই উপদল নেতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে উপদল নেতৃবৃন্দকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ করে গড়ে তুলতে হবে।

প্রোগ্রাম পরিকল্পনা গ্রহণের পদক্ষেপসমূহ:

১. **উদ্দেশ্য নির্ধারণ:** প্রোগ্রাম পরিকল্পনার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে উদ্দেশ্য নির্ধারণ। ভবিষ্যৎ সমস্যা ও প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা বিবেচনাপূর্বক সর্বপ্রথম মুখ্য উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। উদ্দেশ্য অবশ্যই বাস্তবোচিত, আদর্শভিত্তিক এবং স্পষ্ট হতে হবে।

২. **তথ্য-উপাত্ত ও সম্পদ সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ:** সাধারণত বাস্তব ঘটনা, পূর্ব রেকর্ড, বিভিন্ন প্রকাশনা, দলের লগ বই, জেলা, অঞ্চল হতে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করতে হয়।

৩. **সর্বোত্তম কর্মপন্থা নির্ধারণ:** প্রোগ্রাম পরিকল্পনার পটভূমি রচনা, বিকল্প কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে সর্বোত্তম কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে।

৪. **উপদল নেতাদের প্রশিক্ষণ:** উপদল নেতাদের মাধ্যমে প্রোগ্রাম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। তাই পরিকল্পনার আলোকে উপদল নেতা প্রশিক্ষণ আবশ্যক যাতে তারা সঠিকভাবে প্রোগ্রাম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে। তাছাড়া তাদের পরিকল্পনা প্রনয়ণের দায়িত্বও প্রদান করতে হবে।

৫. **কার্যারম্ভের সময় ও কার্যক্রম নির্ধারণ:** সময়ীকরণ ও কার্যক্রম প্রত্যেকটি কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব, শুরু ও সমাপনের নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্দেশ করে। এসব পরিকল্পনাকে বাস্তব ও পরিচ্ছন্ন রূপ দান করে।

৬. **স্বত:স্ফূর্ত সাড়া:** যেহেতু প্রোগ্রাম পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন উপদল নেতাদের দ্বারা হয়ে থাকে। তাই পরিকল্পনা তাদের নিকট বোধগম্য হয় এবং তা বাস্তবায়নে স্বতঃপ্রনোদিত সাড়া পাওয়া যায়।

প্রোগ্রাম পরিকল্পনা প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

প্রোগ্রাম পরিকল্পনা প্রনয়নের সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে-

১। **পটভূমি:** বিষয়ের গুরুত্ব বা তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হবে।
২। **স্থান:** কোন স্থানে বাস্তবায়ন হবে তা নির্দিষ্ট করে স্থান প্রস্তুত করতে হবে।
৩। **সময়কাল:** তারিখ এবং মেয়াদ উল্লেখ থাকতে হবে।
৪। **সম্পদ:** জনবল, অর্থ, এবং উপকরণ নির্দিষ্ট করতে হবে।
৫। **কার্যক্রম:** কি, কে, কখন, কোথায় এবং কিভাবে করতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ থাকতে হবে।
৬। **বাজেট:** প্রস্তাবিত আয় এবং ব্যয় (খাত ওয়ারী) থাকতে হবে।
৭। **বিকল্প পদ্ধতি:** ব্যবহারিক এবং জরুরী উভয় পদ্ধতি নিরুপন করতে হবে।

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে ইউনিট লিডারের ভূমিকা: একজন ইউনিট লিডারকে দলের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করতে হলে শুরুতেই তাকে তার করণীয় ও দায়িত্ব সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকতে হবে। নিম্নে তা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হলো।

১। **পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ও গুরুত্ব অনুধাবন করা:**

ক. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য সম্পাদন করতে হলে, তথা স্তর ভিত্তিক বিষয়সমূহের প্রশিক্ষণ দিয়ে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে পরিকল্পনা করে কখন, কোথায়, কে, কোন কাজটি, কিভাবে করা হবে এবং যোগ্যতা অর্জন কতদিনের মধ্যে সম্ভব হবে তার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। অন্যথায় ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ ব্যর্থ হবে। সময়মত কাজ তথা প্রোগ্রামগুলি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না।

খ. ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ তথা ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। যদি না পরিকল্পনা করে কার্য সম্পাদনে উদ্যোগ গ্রহণ করা না হয়। ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করতে হলে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। আর এ জন্য পরিকল্পনা তৈরি করে কাজ করার কোন বিকল্প নাই।

গ. নির্দিষ্ট সময়ে যথাযথ ব্যাজ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। আর এজন্য পরিকল্পনানুসারে কবে, কখন, কত তারিখে অর্জিত ব্যাজ প্রদান করবেন। তা পরিকল্পনানুসারে টার্গেট নির্ধারণ করতে হবে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে এবং পরিকল্পনানুসারে নির্ধারিত সময়ে ব্যাজ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. **পরিকল্পনার প্রকারভেদ সম্পর্কে ধারণা:** স্বল্প মেয়াদী, দীর্ঘ মেয়াদী ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। স্কাউটদের জন্য কোন পর্যায়ে বা কোন কাজের জন্য কোন প্রকারে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে তার পরিস্কার ধারণা একজন ইউনিট লিডারের থাকা আবশ্যক।

ক. স্বল্প মেয়াদী ঃ একঘন্টা বা একদিন থেকে এক বছর পর্যন্ত মেয়াদী যে কার্যক্রম রয়েছে তা স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা। যেমন- প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং, স্কাউটস ওন, তাঁবু জলসা, হাইকিং, ডে ক্যাম্প, তাঁবু বাস, সদস্য থেকে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড স্তরের কাজসমূহ ইত্যাদি প্রোগ্রাম সর্মূহ আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি স্তরের স্কাউটদের জন্য বাস্তবায়ন করতে যথাক্রমে স্তর অনুসারে ৩, ৪,৬/৯ মাসের পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে। যা স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা।

খ. দীর্ঘ মেয়াদী: একবছরের উর্দ্ধে ও পাঁচ বছর পর্যন্ত মেয়াদী যে কার্যক্রম তা দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা। যেমন- প্রতিটি স্কাউট এর আলাদা আলাদাভাবে সদস্য থেকে প্রেসিডেন্টস স্কাউট অ্যাওয়ার্ড স্তর পর্যন্ত কাজসমূহ টার্গেট নির্ধারণ করে পর্যায়ক্রমে নিম্নে পচিশ মাস থেকে সর্বোচ্চ চৌত্রিশ মাস পর্যন্ত মেয়াদী পরিকল্পনা নির্ধারণকে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বলে।

গ. প্রেক্ষিত: পাঁচ বছরের উর্দ্ধে হতে ১৫/২০ বছর পর্যন্ত মেয়াদী পরিকল্পনাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে। যেমন- প্রতিটি স্কাউট গ্রুপের আগামী ১৫ বা ২০ বছরের মধ্যে কতটি দল বৃদ্ধি করা হবে, কতজন পিএস সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে, ইউনিট লিডার কতজন বৃদ্ধি করা হবে, কতজন ছেলে/মেয়েকে স্কাউটিং এ সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে-ইত্যাদি ধরণের পরিকল্পনাকে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বলে।

৩. পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপাদান সম্পর্কে ধারণা:

ক. ট্রেনিং টিম গঠন: ইউনিট লিডার স্তর ভিত্তিক বিষয়সমূহ বাস্তবায়নে যে বিষয়টি তিনি নিজে বিশেষজ্ঞ নন সে বিষয়গুলি যিনি জানেন তাঁদেরকে সম্পৃক্ত করে বছরের কার্যক্রম শুরুর প্রারম্ভেই ট্রেনিং টীম গঠন করতে হবে।

খ. বিশেষজ্ঞ নির্বাচন: বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ বা এক্সপার্টকে দিয়ে শিখাতে হবে। এজন্য সরকারী, বেসরকারী, এনজিও, স্বায়াত্ব শ্বাসিত সংস্থা, এক্স স্কাউট, ছেলে-মেয়েদের অভিভাবক এমন-সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা কতে হবে।

গ. কর্মী নির্বাচন: দলীয় ক্যাম্প, হাইকিং, সমাবেশ, তাঁবু জলসা ইত্যাদি কি ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন এবং সেখানে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন ধরণের জনবল বা কর্মী বাহিনীর প্রয়োজন হবে। আবার কি ধরণের লোক বা কর্মী নির্বাচন বা যোগাড় করতে হবে তা পরিমাপ করে পরিকল্পনানুসারে ব্যবস্থা নিতে হবে। বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণে, বিভিন্ন ধরণের এক্সপার্ট প্রয়োজন, অবজারভেশন কর্মী, আর্থিক সহায়তাদানের সামর্থ আছে এমন ব্যক্তির আর্থিক সহায়তা, শ্রমমূলক কাজের জন্য শ্রম দিতে পারে এমন ব্যক্তির সহায়তা ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে সহায়ক কর্মী নির্বাচন করে রাখা আবশ্যক।

ঘ. অর্থের যোগান: অর্থ যদিও অনর্থের মুল তথাপি অর্থ ব্যতিত কোন কাজ করা তথা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। উপকরণ ক্রয় থেকে শুরু করে প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য বটে। এ ক্ষেত্রে স্কাউট আইন মিতব্যয়িতা অনুসরণ ও অনুশীলন আবশ্যক।

ঙ. উপকরণ নিশ্চিতকরণ: প্যাক/ট্রুপ/ক্রু মিটিং কার্যকর করতে হলে, ব্যবহারিক বিষয় শিখাতে হলে, পারদর্শিতা ব্যাজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হলে উপকরণ সংগ্রহ অথবা বিকল্প ব্যবস্থা বা ক্রয় করে উপদলের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করে সংরক্ষণ ও কার্যক্রমের সময় নিশ্চিত করতে হবে।

চ. যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পূর্ব অনুমোদন গ্রহণ: "ক" থেকে "ঙ" পর্যন্ত বর্ণিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের পূর্বে গ্রুপ কমিটির অনুমোদন ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্র বিশেষে পূর্বানুমতির প্রয়োজন। সেই সাথে সকল বিষয়ের যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

৪। পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে দায়িত্ব ও করণীয়:

ক. কি করা হবে: ট্রুপ মিটিং, হাইকিং, দীক্ষা অনুষ্ঠান, পারদর্শিতা ব্যাজের প্রশিক্ষণ, তৃতীয় বিষয় ইত্যাদি যে কাজটি করা হবে, তা বাস্তবায়নে পরিকল্পনা তৈরি ও সে অনুসারে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রম ০১ থেকে ০৩ পর্যন্ত বর্ণিত বিষয়গুলি বিবেচনায় রেখে কাজ করতে হবে।

খ. কখন করা হবে: সময় ও তারিখ যথানিয়মে নির্ধারণ ও অনুমোদন পূর্বক সে অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

গ. কোথায় করা হবে: নির্ধারিত প্রশিক্ষণ বা কাজটি বাস্তবায়নের ভেন্যু নির্ধারণ ও অনুমোদন পূর্বক বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঘ. কে করবে: কার্যক্রম অনুসারে বিশেষজ্ঞ বা ট্রেনিং টিমের সদস্যদের সহায়তায় দায়িত্ব নির্ধারণ ও বন্টন করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঙ. কিভাবে করবে: সিডিউল প্রস্তুত, দায়িত্ব বন্টন এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের কৌশল/পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক উপকরণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি বিবেচনায় এনে সে অনুসারে সহায়কদের নিয়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৫। **পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পদ্ধতি:** ইউনিট লিডার প্রণীত পরিকল্পনা স্কাউট পদ্ধতিতেই বাস্তবায়ন করবেন।

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর স্ট্রাটেজিক প্লান

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর স্ট্রাটেজিক প্লান ২০১৫ সালে প্রনীত হয়। স্কাউটিং এর মিশনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর ভিশন-২০২১ গৃহীত হয়। আর বাংলাদেশ স্কাউটস-এর ভিশন-২০২১ অর্জনের জন্য মোট ছয়টি স্ট্রাটেজিক প্রাইওরিটি গ্রহণ করে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সেই মোতাবেক বাংলাদেশ স্কাউটস কাজ করে যাচেছ। এখানে স্কাউটিং-এর মিশন, বাংলাদেশ স্কাউটস এর ভিশন-২০২১ এবং ছয়টি প্রাইওরিটি এরিয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

স্কাউটিং-এর মিশনের মূল ইংরেজী বিবৃতি নিম্নরূপ

The mission of Scouting is to contribute to the education of young people, through a value system based on the Scout Promise and Law to help build a better world where people are self-fulfilled as individuals and play a constructive role in society.

This is achieved by :

- involving them throughout formative years in a non-formal educational process
- using a specific method that makes each individual the principal agend in his or her development as a self-reliant, supportive, responsible and committed person
- assisting them to establish a value system based upon spiritual social and personal principles as expressed in the Promise and Law.

মিশনের পটভূমি নিম্নরূপ -

১৯০৭ সালে স্কাউটিং প্রবর্তিত হওয়ার পর এটি একটি আন্দোলনে রূপ নেয় এবং বিশ্বজুড়ে এই আন্দোলনের দ্রুত প্রসার লাভ করে।

১৯২০ সালে ইংল্যান্ডের অলিম্পিয়ায় প্রথম বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্স অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ও মহতি আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা নির্মিত হয়। ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সে স্কাউটিং-এর সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও পদ্ধতি গৃহীত হয়। স্কাউট আন্দোলনের বিশ্ব সংগঠনের সংবিধানের উপর ভিত্তি করে স্কাউটিং এর ভূমিকা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৯৯ সালে ডারবানে অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সে স্কাউটিংয়ের মিশন বিবৃতি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়। বলতে গেলে এই বিবৃতি বিশ্ব স্কাউট সংগঠনের গৃহীত সর্বশেষ মাইল ফলক। মূল বিবৃতির অনুবাদ নিম্নরূপ:

স্কাউটিং এর মিশন হলো স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ জাগ্রত করার প্রক্রিয়ার যুবদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখা, যে প্রক্রিয়ায় একটি উন্নত বিশ্ব গড়ার কাজে সাহায্য করা ; যেখানে প্রতিটি মানুষ তার নিজস্ব মানবিক গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সমর্থ হবে এবং সমাজে গঠনমূলক ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

স্কাউটিং-এর মিশন অর্জন করার জন্য অর্থাৎ যুবদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে নিম্নলিখিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়

ক. যুবদেরকে তাদের জীবনগঠনের পুরো সময় স্কাউটিং এর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রক্রিয়ায় জড়িত রাখা।

খ. স্কাউটিং এর সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রয়োগ করা যার ফলে প্রত্যেক যুবকে আত্মনির্ভরশীল, প্রচেষ্টাবান, দায়িত্বশীল এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ করা যায়।

গ. যুবদেরকে স্কাউট প্রতিজ্ঞা এবং আইনের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে একটি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা যোগানো।

স্কাউটিং এর মিশন বিবৃতির মধ্যে কয়েকটি পদবাচ্যের ব্যাখ্যা প্রদান করা হল:

মিশন: আমরা অর্থাৎ স্কাউট সংগঠনে জড়িত সবাই যে মহৎ কাজ করতে চেষ্টা করছি সেই কাজ।

অবদান: যুব উন্নয়নে আমরাই একমাত্র অবদান রাখছি না। অর্থাৎ যুবকদের জীবনকে উজ্জীবিত করার জন্য আমাদের প্রভাব ছাড়াও অন্যান্য পারিপার্শিক প্রভাব বিদ্যমান।

শিক্ষা: এই শিক্ষা কেবলমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়। এই শিক্ষা যুবদের জীবন ব্যাপি শিক্ষা প্রক্রিয়া।

যুব: যুব বলতে সব যুবককেই বোঝানো হয়েছে। সকল ছেলে ও মেয়ে নিয়ে যুব সম্প্রদায় গঠিত।

মূল্যবোধ: মূল্যবোধ বলতে আমরা যে নৈতিকতা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এবং সেই নৈতিকতাবোধ শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে জীবনের পথে চলতে চেষ্টা করি তাকেই বোঝায়।

প্রতিজ্ঞা ও আইন: স্কাউটিংয়ে যে মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তার অনুধাবন এবং বহিঃপ্রকাশ।

সাহায্য করা: অন্য সবাইকে সাথে নিয়ে যুবদের সাহায্য করা।

উন্নততর বিশ্ব: ভাল থেকে ভাল মানুষ নিয়েই উন্নততর বিশ্ব গড়া সম্ভব।

পরিপূর্ণ বিকাশ: ব্যক্তিগত বিষয়। অর্থাৎ মানুষের নিজ নিজ গুণাবলী বিকাশের মাধ্যমে আত্মতৃপ্তির অনুভুতি জাগানো।

গঠনমূলক ভুমিকা: সামাজিক বিষয়। অর্থাৎ যুবগণ কর্মতৎপর হবে এবং সাহায্য সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে।

সমাজ: সমাজ বলতে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজকে বোঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর ভিশন-২০২১ যা ইংরেজিতে লেখা হয়-

Vision of Bangladesh Scouts: By 2021, Bangladesh Scouts envisions to grow quality membership to 2.1 million by offering educational challenging programs for young people to be active citizens towards creating positive changes in the community.

ভিশন-২০২১ অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত ছয়টি প্রাইওরিটি এরিয়া ঠিক করা হয় -

১। যুব গোষ্ঠী/ (Young People): এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়
   ক. ইয়্যথ প্রোগ্রাম
   খ. তরুনদের সম্পৃক্ততা

২। অ্যাডাল্টস ইন স্কাউটিং (Adults in Scouting): এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়
   ক. প্রশিক্ষণ
   খ. মূল্যায়ন
   গ. স্বীকৃতি

৩। গভার্নেস এবং ফাইনেন্স (Governance & Finance): এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়
   ক. সংগঠন
   খ. ব্যবস্থাপনা
   গ. সম্পদসমূহ
   ঘ. আর্থিক ব্যবস্থাপনা
   ঙ. গবেষণা ও মূল্যায়ন
   চ. স্কাউট ফাউন্ডেশন।

৪। স্কাউট প্রোফাইল (Scout Profile): এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়
   ক. যোগাযোগ
   খ. জনসংযোগ ও মার্কেটিং
   গ. ইমেজ এবং ব্রান্ডিং

৫। সমাজ উন্নয়ন (Community Development): এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়
   ক. অংশীদারীত্ব
   খ. মেসেঞ্জার অব পীস

৬। মেম্বারশিপ বৃদ্ধি (Membership Growth): এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়
   ক. কমিউনিটি
   খ. জনসংযোগ ও মার্কেটিং
   গ. ইমেজ এবং ব্রান্ডিং

ক্যাম্পিং ও হাইকিং

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন

১. ক্যাম্পিং ও হাইকিং সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. হাইক এর কর্মসূচি প্রণয়ন করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩. হাইক রিপোর্ট লিখন জ্ঞান অর্জন করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

স্কাউটিং কর্মসূচিতে ক্যাম্পিং ও হাইকিং-য়ের গুরুত্ব ব্যাপক। প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য চূড়ান্ত অনুশীলন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ক্যাম্পিং করা হয় এবং ক্যাম্পিং সম্পন্ন করতে হাইকিং করা হয়। স্কাউট আন্দোলনের গোড়া থেকেই প্রকৃতি এবং মুক্তাঙ্গনের জীবন স্কাউট কার্যাবলীর জন্য একটি আদর্শ কাঠামো বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল স্বয়ং প্রকৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। "স্কাউটিং ফর বয়েজ" বইতে তিনি বনকলার মাধ্যমে সুনাগরিকত্ব শিক্ষার পুস্তিকা বলে নামকরণ করেছেন এবং বনকলাকে তিনি প্রাণী ও প্রকৃতি সম্পকীয় জ্ঞান বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এ অর্থে পৃথিবীকে ধরা হয় জ্ঞানের বই এবং প্রকৃতি হল জ্ঞানের মাল-মসলা। ক্যাম্পিং বা তাঁবুবাসের মাধ্যমে বি-পির এই প্রত্যাশা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে।

ক্যাম্পিং: স্কাউট প্রোগ্রামের বহিরাংগণ কর্মসূচি মুক্তাংগনে বাস্তবায়ন করাকে ক্যাম্পিং বলে। ক্যাম্পিং বলতে সাধারণভাবে তাঁবুবাস বুঝায়। কিন্তু প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের দিক থেকে ক্যাম্পিংয়ের সাথে তাঁবুর সম্পর্ক অত্যন্ত গৌন। তাঁবুর পরিবর্তে বিকল্প ব্যবস্থা করা য়েতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে স্থায়ী ভবনেও ক্যাম্পিং এর আয়োজন করা হয়। ইউনিটের মান বৃদ্ধি, স্কাউটদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ- বিশেষ করে উপদল পদ্ধতি কার্যকারিতা, প্রোগ্রামের অনুশীলন, স্কাউটদের মান যাচাই, ইত্যাদির লক্ষ্যেই ক্যাম্পিং করা হয়ে থাকে। ক্যাম্পে গিয়ে পূর্ণ পরিকল্পিত কার্মসূচী সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হয় এবং ক্যাম্প শেষে তাঁবু গোটানো পরিদর্শন, রিপোর্টিংসহ প্রত্যেকের খাতা ও নোট বুক পরীক্ষা করতে হয়। জমির মালিক এবং ক্যাম্প করতে যারা সাহায্য ও সহায়তা করেছেন তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানানো এবং যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করতে হয়।

বিপি তাঁর স্কাউটিং ফর বয়েজ বইতে বলেন, "তাঁবু বাস স্কাউট জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় অধ্যায়"। প্রকৃতির মুক্ত আকাশ তলে, গাছপালা, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, পশু-পক্ষী পরিবেষ্টিত নির্জন আনন্দ ও স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে-নিজের ছোট্ট তাঁবুটি খাটিয়ে, নিজের হাতে রান্না করে খাওয়া এবং আবিস্কারের জন্য।

স্কাউটরা প্রায়ই আনন্দ-ভ্রমণে যায়। প্রতিদিন নতুন নতুন অচেনা জায়গায় আবিষ্কার ভ্রমণ করা বাস্তবিকই গৌরবময় অভিযান। এতে তাদের দেহ-মন বলিষ্ঠ হয় এবং তারা ঝড়-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম সবকিছু উপেক্ষা করতে পারে। তারা হাসিমুখে যে কোনো অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে এবং এ আত্ম-বিশ্বাস তাদের মনে জন্মে যে, পরিণামে তাদের জয় হবেই।

কিন্তু তাঁবু জীবন ও আনন্দ ভ্রমণ প্রকৃতরূপে উপভোগ করতে হলে ওসবের কলা-কৌশল আগেই আয়ত্ত করা দরকার। তাদের জানা দরকার-কিভাবে তাঁবু খাটাতে হয়, কিরূপে অল্প সময়ে নিজের জন্য কুটীর তৈরি করতে হয়, কি করে আগুন জ্বেলে রান্না করতে হয়, কি করে টুকরা কাঠ একত্রে বেধে পুল কিংবা ভেলা তৈরি করতে হয়, আঁধার রাতে অচেনা জায়গায় কি করে পথ চিনে নিতে হয় ইত্যাদি আরো অনেক কিছু। যারা সুসজ্জিত স্থানে বাস করে তাদের অনেকেই এসব জানে না। কারণ, তাদের বাসের জন্য আরামপ্রদ গৃহ এবং নিদ্রার জন্য কোমল শয্যা থাকে। তাদের খাদ্য অপরে তৈরি করে দেয় এবং পথ জানতে হলে তারা পুলিশের বা স্থানীয় লোকের শরণাপন্ন হয়। যখন তারা স্কাউটিং অথবা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বাড়ির বাহিরে যায় তখন বেশ মুশকিলে পড়ে। তাদের অবস্থা হয় অসহায়।

যে কোনো "বীর" খেলোয়াড়কে এনে তাঁবুবাসে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোনো লোকের সাথে বলে ছেড়ে দিলে বুঝতে পারবে তাদের মধ্যে কে অনায়াসে চলতে পারে। শুধু খেলার দক্ষতা কাজে লাগে না সেখানে। সে তখন "কচিকদম" মাত্র।

ক্যাম্পিং এর উদ্দেশ্য: ক্যাম্পিং বা তাঁবু বাস এবং তাঁবু জীবন স্কাউটদের চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। এতে আছে মুক্তাংগনের জীবন, বন্য প্রকৃতির স্বাদ, রান্নার বিশেষ ব্যবস্থা, বনজংগলে বা মাঠে ময়দানে খেলাধুলা, চিহ্ন অনুসরণ, পথ খুঁজে বের করা, অভিযাত্রা, যৎকিঞ্চিৎ কষ্ট এবং আমোদে ভরা তাঁবু জলসার গান। এসব বড় উদ্দেশ্য সাধন ছাড়াও এ ধরনের শিবিরের দ্বিগুণ মূল্য রয়েছে। সেটা বয়স্ক নেতা ও কর্মকর্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা পালন করে। সেখানে তাঁরা তাঁবু কলা ও প্রকৃতি পাঠের প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন এবং সর্বোপরি তাঁরা মুক্তাঙ্গনের তথা বনকলার ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা আত্নস্থ করতে পারেন। নিম্নে ক্যাম্পিং এর উদ্দেশ্যসমূহ দেয়া হ'ল:

১. মুক্তাঙ্গণ ব্যবহারিক দক্ষতা ও স্কাউট কলা শিক্ষণের সর্বোত্তম স্থান।
২. ক্যাম্পিংয়ের মাধ্যমে স্কাউটরা অন্যদের সাথে একসাথে জীবনযাপন করার কৌশল রপ্ত করে। এক সাথে চলাফেরা, রান্না করা, খাওয়া,

দাওয়া ঘুমানো প্রভৃতি বিষয়ে তারা ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করে।

৩. ক্যাম্পিং উপদল নেতাদের নেতৃত্বের প্রশিক্ষণের উপযুক্ত স্থান। ক্যাম্পে সৃষ্ট বিভিন্ন ধরণের সমস্যা মোকাবিলার মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ও উন্নয়ন সম্ভব হয়।

৪. ক্যাম্পিং কার্যক্রমের মাধ্যমে স্কাউটসরা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, বনকলা, বন্যজীবন ও প্রাকৃতিক জগত তথা সাগর, নদী, পাহাড় ইত্যাদির সাথে পরিচিত হতে পারে এবং জীবন ও জগৎকে উপলব্ধি করতে পারে।

৫. ক্যাম্পিং এডভেঞ্চার ও চ্যালেঞ্জিং কার্যক্রম যেমন, পর্বতারোহন, রক ক্লাম্বিং, বোটিং, র‍্যাফটিং, ব্যাক উডসম্যান কুকিং, জঙ্গল নাইট, নদীতে সাঁতার, উদ্ধার কাজ প্রভৃতি শিক্ষা ও চর্চার প্রকৃত পাঠশালা।

৬. ক্যাম্পিং এ স্কাউটসরা মুক্তাঙ্গণের কার্যাবলীর মাধ্যমে স্রষ্টার সৃষ্টি, ক্ষমতা, বিশালতা ও সৌন্দর্য অবলোকন ও অনুধাবন করতে পারে।

৭. আনন্দদায়ক অবকাশ যাপন, স্কাউটদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সাধন ও চারিত্রিক উন্নয়নে ক্যাম্পিং এর ভূমিকা অপরিসীম।

৮. স্কাউটসদের চাহিদা, প্রয়োজন, সামর্থ ও দূর্বলতা জানা এবং অভিভাবকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে ক্যাম্পিং বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৯. স্কাউটিংয়ের প্রচার ও সম্প্রসারণ ও গণমুখী করার ক্ষেত্রে ক্যাম্পিং অন্যতম মাধ্যম।

১০. ইউনিট লিডারের সাথে স্কাউটদের সম্পর্ক উন্নয়ন, প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন, উপদল চেতনা বৃদ্ধি এবং শারিরিক সামর্থ বৃদ্ধিতে ক্যাম্পিং অন্যতম কৌশল।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্যাবলীর আলোচনায় দেখা যায় যে, ক্যাম্পিং স্কাউটসদের জীবনগঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। আলেকজান্ডার ড্যুমার ভাষায়, "এতে তাদের শরীর শক্তিশালী হবে, বোঝার জন্য বুদ্ধি বাড়বে, আত্মায় সঞ্চারিত হবে কবিত্বের প্রেরণা এবং মনের মধ্যে জাগবে কৌতুহল। শিক্ষার জন্য সারা বিশ্বের ব্যাকরণ বইয়ের চেয়ে তা বেশী মূল্যবান।"

ক্যাম্পিং পরিকল্পনা: যে কোন কার্যক্রম সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। ক্যাম্পিংয়ের মান সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পনার উপর নির্ভর করে। পরিকল্পনা প্রণয়নে পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং উপদল পরিষদের সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে কাজে লাগাতে হবে। নিম্নে আদর্শ ক্যাম্পিং পরিকল্পনার বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হলোঃ

১. **ক্যাম্পিং এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ:** ক্যাম্পিং এর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে যাতে বালক বালিকাদের চাহিদার পুরনে ক্যাম্পিং সার্থক ভূমিকা পালন করতে পারে। ক্যাম্পিং কার্যাবলী ও কর্মসূচি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হয় যাতে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যার্জনে সমর্থ হয়।

২. **কর্মসূচি প্রণয়ন:** ক্যাম্পিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে ক্যাম্পিং কর্মসূচি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কর্মসূচি প্রণয়ন এমনভাবে করতে হবে যেন তা সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য, বাস্তবসম্মত হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা যায়। কর্মসূচি প্রণয়নে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে হবে। চূড়ান্ত কর্মসূচি প্রণয়ন করে তাতে যথাযথ কতৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৩. **প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা:** ক্যাম্পিং প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও দক্ষতা সম্পন্ন প্রশিক্ষক, কোয়ার্টার মাস্টার, প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী নিয়োগ করতে হবে।

৪. **সরঞ্জাম ও মালামাল সরবরাহ:** ক্যাম্পিং এর উদ্দেশার্জনে এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে যে সব সরঞ্জাম ও মালামাল প্রয়োজন তার যোগান ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের মজুদ ও প্রাপ্তি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

৫. **জ্বালানী ও খাদ্য:** যে কোন ক্যাম্পে খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। ক্যাম্পে সুষম খাদ্য তালিকা প্রণয়ন, বাজেট প্রস্তুত এবং পর্যাপ্ত জ্বালানী কাঠ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. **যানবাহন:** ক্যাম্পিং এ যানবাহন বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ক্যাম্পিং এলাকায় যাতায়াতে পর্যাপ্ত সংখ্যক যানবাহনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। যাতায়াত ব্যবস্থা নিরাপদ, ঝুঁকিমুক্ত ও আরামদায়ক করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭. **অর্থায়ন:** ক্যাম্পিং কর্মসূচি বাস্তবায়নে অর্থায়ন বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে একটি সুষম বাজেট প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে যথাযথ পদক্ষেপ ও তদারকি বিশেষ প্রয়োজন। বাজেট প্রণয়নে অবশ্যই মিতব্যয়ীতার নীতি অবলম্বন করতে হবে।

৮. **অংশগ্রহণকারীদের যোগ্যতা:** ক্যাম্পিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের যোগ্যতা ও গুনাবলী পূর্বাহ্নেই নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে স্কাউটদের পথ সংকেত (ট্র্যাকিং সাইন), কম্পাস রিডিং, মানচিত্র অংকন ও পঠন, তাঁবু খাটানোর কৌশল, রান্না করা, সাঁতার, পাইওনিয়ারিং, প্রাথমিক প্রতিবিধান, উদ্ধার কাজ, রাস্তাচলার নিয়ম ও অন্যান্য স্কাউট দক্ষতা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

ক্যাম্পিং নীতিমালা: ক্যাম্পিং কার্যক্রম মুক্তাঙ্গনে সম্পাদিত হয়। এ কার্যক্রম পরিচালনায় নিম্নোক্ত নীতিমালা বিশেষভাবে অনুসরণ করতে হবে:

১. স্কাউট ক্যাম্প সাধারণত তাঁবু বা বিকল্প তাঁবুতে আয়োজন করতে হয়। তবে বিশেষ অবস্থায় স্থায়ী ভবনেও তাঁবু বাসের আয়োজন করা যেতে পারে।
২. স্কাউটরা নিজেরা উপদল পদ্ধতিতে রান্না বান্নার কাজ সম্পাদন করবে।
৩. স্কাউটরা নিজেরাই নিজদের মালামাল ও সাজসরঞ্জাম বহন করবে।
৪. ক্যাম্পে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বয়স্ক নেতার যোগান দিতে হবে।
৫. স্কাউটদের নেতৃত্বে ক্যাম্পিং কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
৬. ক্যাম্পিং কার্যক্রমে স্কাউটদের বাছাই ও পিতামাতার লিখিত অনুমতি অত্যাবশ্যক। স্কাউটদের স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট থাকা বিশেষ প্রয়োজন।
৭. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ও সমর্থন ছাড়া কোন দল ক্যাম্পিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেনা।
৮. ক্যাম্পিং প্রোগ্রাম অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত হতে হবে।

আদর্শ ক্যাম্প এলাকা নির্বাচন: ক্যাম্পিং কার্যক্রম সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে উত্তম ক্যাম্প এলাকা নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শ ক্যাম্প স্থান নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ নিম্নে দেয়া হল:

১. **অবস্থান** (Location)**:** ক্যাম্প স্থান অবশ্যই বিপদ ও ঝুঁকিমুক্ত হতে হবে। এটি রৌদ্রময়, ছায়াযুক্ত, শুষ্ক ও বিষাক্ত কীট পতংগ মুক্ত হতে হবে। তাছাড়া কর্মসূচি বাস্তবায়নে উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ, দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার বিকল্প আশ্রয়স্থল ইত্যাদি সকর্ততার সংগে বিবেচনা করতে হবে।

২. **পানি** (Water)**:** ক্যাম্প এলাকায় প্রচুর পরিমাণে নিরাপদ সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাছাড়া গোছল ও সাঁতার কাটার জন্য পুকুর, জলাশয় বা দীঘির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩. **কাঠ** (Wood)**:** ক্যাম্পে রান্না ও গ্যাজেটের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ শুকনো কাঠ ও বাঁশের প্রয়োজন হয়। তাই ক্যাম্পের স্থান নির্বাচনে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৪. **খাদ্য** (Food)**:** সুষ্ঠু খাদ্য ব্যবস্থাপনা ক্যাম্পিং কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই বাজারের নৈকট্য, প্রচুর সরবরাহ ও সহজলভ্যতা আদর্শ ক্যাম্প স্থান নির্বাচনে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করতে হবে।

৫. **পারিপার্শ্বিক অবস্থা** (Surroundings)**:** আদর্শ ক্যাম্প এলাকা নির্বাচনে পারিপাশ্বিক অবস্থা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে। তাঁবু এলাকায় যাতে স্কাউট কলা, অনুষ্ঠানাদি, খেলাধুলা, বনকলা, গোসল, পায়খানা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়সমূহ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য খোলা মাঠ বা পর্যাপ্ত স্থানের ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় কাঠামো থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

হাইকিং: হাইকিং শব্দের অর্থ উদ্দেশ্যমূলক পরিভ্রমণ। প্রধানত: কোন প্রয়োগিক ব্যবহারিক বিষয়সমুহের প্রশিক্ষণ শেষে ভ্রমণের মধ্য দিয়ে তা হাতে কলমে অনুশীলন ও মান যাচাই করা। যে কোন পথ নির্দেশিকা অনুসরণ করে নির্দিষ্ট গন্তব্যের উদ্দেশ্যে স্কাউটরা পায়ে হেটে ভ্রমন করবে এবং ভ্রমন কালে পথিমধ্যে আশেপাশের পরিবেশ ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষন করবে। হাইকিংয়ের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন, বহির্জগৎ সম্পর্কে জ্ঞানবৃদ্ধি, স্কাউটিংয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিসহ সৃষ্টি রহস্য জানার উৎসাহ বৃদ্ধি পায় ফলে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। সাধারণত: একাকী, দু'জন অথবা একটি উপদল হাইকে অংশগ্রহণ করতে পারে। হাইক ওভার-নাইট অথবা একাধিক রাত্র যাপন হতে পারে। হাইকের মাঝে মাঝে প্রতিবন্ধকতা বা ষ্টেশন করে স্কাউট কলার প্রশিক্ষণ বা অুশীলন করা যায়। হাইকিংয়ের মাধ্যমে বিশেষ করে প্রকৃতি পর্যবেক্ষন, মানচিত্র অংকন ও পঠন, অনুসরক চিহ্ন, কম্পাস স্থাপন ও পঠন, ফিল্ড বুক তৈরি কোড এন্ড সাইফার, আর্থ-সামাজিক জরিপ, রান্না, তাঁবু জলসা ও অন্যান্য প্রায়োগিক বিষয়সমূহ, রিপোর্টিং শিখানো বা অনুশীলন করা হয়। নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে তাঁবু খাটানো, রান্না, খাওয়া, সামাজিক জরিপ, তাঁবু জলসা, নিদ্রা যাওয়া এবং হাইক শেষে জায়গার মালিকের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে ক্যাম্পে পৌঁছে রিপোর্ট করতে হয়। হাইকিংয়ের জ্ঞাতব্য বিষয় নিম্নরূপ-

হাইকিংয়ের দুরত্ব:

১। স্কাউট ৪ কি. মি. থেকে ৬ কি. মি.
২। রোভার ৫ কি. মি. থেকে ৭ কি. মি.]

ইউনিট লিডারের পূর্ব প্রস্তুতি:

১। সিদ্ধান্ত গ্রহণ
২। সময় নির্ধারণ
৩। দায়িত্ব বন্টন
৪। উপকরণ প্রস্তুত/সংগ্রহ করা যাত্রা প্রস্তুতি
৫। বনকলা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ

৬। বাধা অতিক্রমের সাহস বৃদ্ধি
৭। মানসিক জড়তা দূরীকরণ
৮। স্কাউটিং এর ব্যবহারিক বিষয়ের প্রয়োগ
৯। সাধারণত: রাত্রিযাপন করতে হয়
১০। দল ভিত্তিক
১১। অনুমতি গ্রহণ
১২। হাইক রুট তৈরি
১৩। কোড ও সাইফার তৈরি
১৪। নির্দেশনা প্রস্তুত করা
১৫। প্রস্তুতি মূল্যায়ন

হাইকারের পূর্ব প্রস্তুতি:

১। শারিরীক ও মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ
২। রাত্রি যাপনের জন্য হালকা বিছানা পত্র
৩। উপদলের সদস্যদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন
৪। হাইকিংয়ের জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান
৫। পরিপাটি স্কাউট পোশাক পরিধানের নিশ্চয়তা (হাটার জন্য উপযুক্ত জুতাসহ)
৬। উপকরণসমূহ ও রেশন সংগ্রহ
৭। হাইকিংয়ের নির্দেশনা সংগ্রহ
৮। যাত্রা পুর্ব মূল্যায়ন

হাইকিংয়ে যাওয়ার মাধ্যম:

১। অনুসরক চিহ্ন
২। মানচিত্র
৩। কবিতা নির্দেশনা
৪। ফিল্ড বুক
৫। কম্পাস
৬। মৌখিক নির্দেশনা

হাইকারের জ্ঞাতব্য বা জানার বিষয়:

১। অনুমতি গ্রহণ
২। স্থান গ্রহণ
৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন
৪। গণসংযোগ স্থাপন
৫। রান্নার ব্যবস্থাকরণ
৬। তাঁবু জলসার আয়োজন
৭। স্থানটির গুরুত্ব অনুধাবন
৮। স্থানটির ইতিহাস
৯। স্থানটির পরিচিতি
১০। ভৌগলিক অবস্থান
১১। আবহাওয়া
১২। কৃষিপণ্য
১৩। শিক্ষা ও সংস্কৃতি
১৪। প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য
১৫। আর্থ সামাজিক জরীপ
১৬। লোক সংখ্যা
১৭। ভাষা
১৮। তাঁবু বাসের নিয়ম অনুসরণ
১৯। সতর্কতা

হাইক শেষে:

১। রিপোর্ট তৈরি করা
২। কোন চিহ্ন থাকবে না।
জায়গা পূর্বের চেয়ে ভাল করে রাখা
৩। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ
৪। নির্ধারিত সময়ে ফিরে আসা

হাইকিং/ক্যাম্পিংএ সাধারণতঃ যেসব জিনিসপত্র ব্যক্তিগতভাবে সাথে নেয়া হয়ে থাকে তার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হ'ল-

সাধারণ ব্যবহারের জন্য:

১। স্কাউট ইউনিফর্ম	১ সেট
২। টি শার্ট	২টি
৩। শার্ট	২টি
৪। ফুল প্যান্ট	১টি
৫। হাফ প্যান্ট	১টি
৬। লুংগি	২টি
৭। পাঞ্জাবী	১টি
৮। মোজা	২ সেট

ঘুমানোর জন্য:

১। সিংগেল বিছানার চাদর	১টি
২। পাম্প বালিশ	১টি

খাবারের জন্য:

১। থালা	(কাঁচের নয়)
২। মগ	(কাঁচের নয়)
৩। চা চামচ (সাধারণ)	১টি
৪। কাটা চামচ	১টি
৫। ছোট চাকু	১টি

হাইকিং/ক্যাম্পিংএ সাধারণত: যেসব জিনিসপত্র ব্যক্তিগতভাবে সাথে নেয়া হয়ে থাকে তার একটি তালিকা নিম্নে দেয়া হ'ল-

প্রাত্যহিক ব্যবহারের জিনিস:

১। সাবান
২। দাঁতের ব্রাশ
৩। পেস্ট
৪। চিরুনী
৫। টাওয়াল/গামছা
৬। কোল্ড ক্রিম
৭। স্যান্ডেল
৮। জুতা পালিশ
৯। হ্যাংগার ৩টি
১০। সেভিং, কিটস (প্রয়োজন হলে)
১১। টর্চ লাইট
১২। পানির বোতল ১টি
১৩। নেইল কাটার

রিপিয়ার এবং দুর্ঘটনার জন্য:

১। সূঁচ- সুতা
২। সেফটি পিন
৩। প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিসপত্র
৪। ঔষধপত্র
৫। প্রোগ্রামের জন্য নোট খাতা/ডায়েরি
৬। কলম (কমপক্ষে ২টি)
৭। পেনসিল (কাটারসহ) ১টি
৮। ইরেজার ১টি
৯। স্কেল ১টি
১০। কম্পাস ১টি
১১। দড়ি (কমপক্ষে ৬ ফুট লম্বা) ২টি
১২। স্কাউট লাঠি ১টি
১৩। ত্রিকোনী ব্যান্ডেজ
১৪। স্কসটেপ

অতিরিক্ত:

১। প্রার্থনার জিনিসপত্র
২। হাত ঘড়ি

উপদলের জন্য:

১। রান্নার জিনিসপত্র
২। ফাস্ট এইড ও উদ্ধার কাজের জন্য
৩। প্রয়োজনীয় ব্যান্ডেজ ও রশি
৪। টেবিল চামচ ৩টি
৫। প্রজেক্ট ওয়ার্কের জন্য নানা ধরণের লাঠি
৬। ডাস্টার
৭। প্লাস্টিক শিট
৮। আঠা
৯। স্ট্যাপলার, পিন
১০। পিন, কার্বন
১১। মার্কার কলম
১২। এন্টিকাটার
১৩। প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিসপত্র
১৪। স্টাম্প প্যাড
১৫। সীল

হাইক কার্যক্রম: যে কোন হাইক কার্যক্রম তিনভাগে বিভক্ত। এগুলো হচ্ছে হাইকের উদ্দেশ্যে যাত্রা পথের কার্যক্রম, হাইক গন্তব্য স্থানের কার্যক্রম এবং হাইক হতে প্রত্যাবর্তনকালীন কার্যক্রম। নিম্নে এসব কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হ'ল-

১. **যাত্রা পথের কার্যক্রম:** হাইক যাত্রাপথের প্রথম গাইড হচ্ছে ফিল্ডবুক। যে পথে হাইক করা হবে সে পথের দূরত্ব ডিগ্রী এবং কদম উল্লেখ করে ফিল্ড বুক তৈরি করা হয়। কম্পাসের সাহায্যে ডিগ্রী নির্নয় করে কদম গননা করে স্কাউটরা গন্তব্য স্থলের দিকে পথ অতিক্রম করে। ফিল্ড বুক ছাড়াও ট্রাকিং সাইন, ইঙ্গীত ধর্মী ছড়া/কবিতা ও কোড সাইফারে ব্যবহার করা হয়। যাত্রাপথে কয়েকটি স্টেশন থাকে যেখানে স্কাউট লিডারগণ হাইকারদের প্রাথমিক প্রতিবিধান, পাইওনিয়ারিং এবং অনুমানের পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। হাইক পথ অতিক্রম কালে স্কাউটরা বিশেষ উদ্দীপনামূলক সংগীত, নতুন ফিল্ডবুক তৈরি সিগনালিং, স্কেচিং, প্রভৃতি বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে। তাছাড়া পথ চলাকালে আশেপাশের পরিবেশ ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষন করে থাকে।

২. **গন্তব্য স্থলের কার্যক্রম:** এটি হাইক পথের শেষ প্রান্ত। এখানে স্কাউটরা অনুমতি গ্রহণ, বিকল্প তাঁবু তৈরি, রান্নাবান্না, হাইক রিপোর্ট তৈরি, মানচিত্র অংকন, আর্থ সামাজিক জরীপ, তাবু কলা প্রতিযোগিতা, গুপ্ত বার্তা খোঁজা, তাবু জলসা প্রভৃতি কার্যক্রম সম্পাদন করে। তাছাড়া খেলাধুলা, এলাকা পরিদর্শন, গোসল, সাঁতার কাটা প্রভৃতি কার্যক্রমও এখানে সম্পাদিত হতে পারে। অনেক সময় এস্থলে রাত্রিযাপন করা হয়।

৩. **প্রত্যাবর্তনকালীন কার্যক্রম:** প্রথমে হাইক এলাকাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে এবং স্থানটি যেমন পেয়েছিল তার চেয়ে উন্নত করতে হবে। অতপর কর্তৃপক্ষ বা জায়গার মালিকের নিকট থেকে বিদায় নেয়া এবং ধন্যবাদ

জ্ঞাপনের মাধ্যমে বেইজ ক্যাম্পে বা যাত্রাস্থলে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। একজন প্রশিক্ষক বা স্কাউট লিডার হাইক এলাকা পরিদর্শন করবেন যেন এলাকাটি সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। প্রত্যাবর্তনকালে কোন ধরণের বাধ্যবাধকতা ছাড়া হেঁটে বা যে কোন যানবাহন ব্যবহার করে যাত্রাস্থলে ফেরা যাবে। এখানে উপদল ভিত্তিক তৈরি রিপোর্ট উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা হয়। এভাবে একটি আনন্দময় উদ্দেশ্যমূলক ভ্রমন সম্পন্ন হয় যা অংশগ্রহণকারীদের মনে দীর্ঘদিন আনন্দময় স্মৃতি হিসেবে জাগরিত থাকে।

রিপোর্ট প্রণয়ন: সময় ও দূরত্বের ক্রমানুসারে বা পর্যায়ক্রমে পথে দেখা উল্লেখযোগ্য বিষয় বা ঘটনার

বর্ণনা রিপোর্টে থাকবে। রিপোর্ট পড়ে হাইকিং সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে।

হাইক রিপোর্ট ফরম (নমুনা)

কোর্স- .....

তারিখ- .....

স্থান-.....

বরাবর-.....

উপদল-.....

দায়িত্ব বণ্টন: ক).....

খ).....

গ).....

ঘ).....

ঙ).....

তারিখ :

সময় :

আবহাওয়া :

দূরত্ব :

বর্ণনা :

মন্তব্য :

স্কেচ :

সংযুক্তি :

সম্পাদক

সভাপতি

স্কাউট দক্ষতা

কম্পাস, ফিল্ডবুক, মানচিত্র পাঠ ও ব্যবহার

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য: সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন -

১. কম্পাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করে রিডিং ও সেটিং করার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পাবেন
২. মানচিত্র পাঠ, অংকন ও তর ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন ও তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
৩. ফিল্ড বুক সম্পর্কে ধারণা লাভ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন
৪. আর্থ সামাজিক জরিপ কৌশল ব্যাখ্যা করতে এবং নমুনা জরিপ সম্পাদন করতে পারবেন।

কম্পাসের বর্ণনা: কম্পাসের উপরিভাগ কতকটা ঘড়ির কাটার মত। এর উপরিভাগে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম লেখা এবং ডিগ্রী ভাগ করা থাকে। ঘড়ির কাটার মত মোটা ও সুচালো এবং রং করা দিকটা সর্বদা উত্তর দিক নির্দেশ করে।

কম্পাস সেটিং: কম্পাস হাতের ওপর রাখলে কম্পাসের উত্তর এবং পৃথিবীর উত্তর একই সমতলে স্থাপন করে কম্পাস সেটিং করতে হয়। কম্পাস সেটিংয়ে যে দু'টি দিকের কথা বলা হচ্ছে তা হল, কম্পাসের উপরিভাগ কতকটা ঘড়ির মত– এর উপরিভাগে উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম লেখা এবং ডিগ্রী ভাগ করা থাকে। কম্পাসের গায়ে লেখা উত্তর দিককে কম্পাসের উত্তর এবং চুম্বকের উত্তর দিককে পৃথিবীর উত্তর। কম্পাসের উত্তর কম্পাসের উত্তর দিক এবং পৃথিবীর উত্তর দিকের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। স্থানভেদে এই পার্থক্যের ভিন্নতা আছে।

দিকের বর্ণনা: ক. প্রধান চারটি দিককে (উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম) কার্ডিনাল পয়েন্ট বলা হয়, খ. কার্ডিনাল পয়েন্টগুলোতে কোনাকোনী ভাগ করলে সেগুলোকে সাব কার্ডিনাল পয়েন্টস বলা হয়। সাব কার্ডিনাল পয়েন্ট ৪টি যেমন, উত্তর-পূর্ব, উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম। গ. সাব কার্ডিনালের কোনগুলোকে মাঝখানে কোনাকোনী ভাগ করলে ৮টি সাব-সাব কার্ডিনাল পয়েন্ট পাওয়া যায় তা হ'ল, উত্তর, উত্তর-পূর্ব; উত্তর, পূর্ব-পূর্ব; উত্তর উত্তর-পশ্চিম; উত্তর, উত্তর-পশ্চিম; দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব; দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম; দক্ষিণ, পশ্চিম-পশ্চিম; দিকগুলা পাওয়া যায়। এ সকল দিকগুলোকে সাব-সাব কার্ডিনাল পয়েন্ট বলা হয়।

দিক ও ডিগ্রীর সম্পর্ক: কম্পাসের উত্তর দিকে ৩৬০° ডিগ্রী অথবা ০° ডিগ্রী, কম্পাসের পূর্ব দিককে ৯০° ডিগ্রী, দক্ষিণ দিককে ১৮০° ডিগ্রী এবং কম্পাসের পশ্চিম দিককে ২৭০° ডিগ্রী ধরা হয়।

পার্থক্য: প্রত্যেক কার্ডিনাল পয়েন্টস এর পার্থক্য ৯০° ডিগ্রী, কার্ডিনাল ও সাব কার্ডিনাল পয়েন্টের মধ্যে পার্থক্য ৪৫° ডিগ্রী এবং সাব কার্ডিনাল ও সাব-সাব কার্ডিনাল পয়েন্টের মধ্যে পার্থক্য ২২.৫০° ডিগ্রী।

স্কেল: ভূমিকা প্রকৃত দুরত্বের সাথে মানচিত্রের দুরত্বের যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাকেই 'স্কেল' বলে। স্কেলের ভিত্তিতে মানচিত্র প্রথমত, দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক্ষুদ্র স্কেল মানচিত্র ও বৃহৎ স্কেল মানচিত্র। ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্রে ছোট কাগজের উপর ব্যাপক এলাকাকে ছোট করে দেখান হয়। পক্ষান্তরে বৃহৎ স্কেলের মানচিত্রে অপেক্ষাকৃত বড় স্থান দেখানোর ফলে সবকিছু বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়ে থাকে।

স্কেলের পার্থক্য অনুসারে বিভক্ত কতিপয় মানচিত্র

ক্যাডাস্ট্রাল মানচিত্র (Cadastral Maps): ক্যাডাস্ট্রাল নামে একজন ইংরেজ ভূমি জরিপকারী এই মানচিত্রের প্রতিকৃত। তাঁর নামানুসারে এই মানচিত্রের নাম করণ করা হয়। দেশের প্রত্যেকটি গ্রামের ভুভাগ জরীপ করে বিভিন্ন ভুসম্পত্তি, কৃষিক্ষেত্র, বনভুমি, বাগান, এমনকি বাড়ীঘর, দালান কোঠা প্রভৃতির সীমানা চিহ্নিত করে এই মানচিত্র অংকন করা হয় বলে এগুলোকে ভুসম্পতি মানচিত্র /সম্পত্তি জরীপ মানচিত্র বলা হয়। আমাদের দেশের মৌজা মানচিত্রগুলো এই শ্রেণীর। ১৬ ইঞ্চি-১ বা ৩২ ইঞ্চি=১ কি.মি. বিশিষ্ট নানা প্রকার বৃহৎ স্কেলে অংকন করা হয় বলে এই মানচিত্রগুলোতে সম্ভাব্য সকল প্রকার তথ্য বিস্তারিতভাবে দেখান যায়।

ভুসংস্থানিক মানচিত্র (Topographical Maps): সুষ্ঠু ও নির্ভুল ত্রিভুজীকরণ জরিপের মাধ্যমে অংকন করা হয় বলে এরূপ বৃহৎ স্কেলের মানচিত্রে যে কোন খুটিনাটি তথ্য পাওয়া যায়। ০.২৫ ইঞ্চিতে ১ কি.মি.,০.৫০ ইঞ্চিতে ১ কি.মি. ও ০১ ইঞ্চিতে ১ কি.মি.অংকিত এরূপ মানচিত্রে সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে সমন্বীত রেখাগুলির বিন্যাস, প্রধান ভুমিরূপ, পানি নিষ্কাশন প্রণালী, জলাভুমি, বনভুমি, গ্রাম, শহর, খেয়াঘাট, পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও সাংকেতিক বিষয় দেখান হয়।

দেওয়াল মানচিত্র (Wall Maps): সমগ্র পৃথিবী, কোন একটি গোলার্ধ, মহাদেশ বা কোন দেশ স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য দেওয়াল মানচিত্র ব্যবহার করা হয়। শ্রেণী কক্ষ ছাড়াও বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী অফিসে এবং সামরিক দপ্তরে দেওয়াল মানচিত্র ব্যবহৃত হয়।

ভুচিত্রাবলীর মানচিত্র (Atlas Maps): এই মানচিত্রগুলো ক্ষুদ্র স্কেলে অংকন করা হয়। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের ভু-প্রকৃতি, জলবায়ু ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ চিত্র উপস্থিত করে। স্থান স্বল্পতার জন্য এসব মানচিত্রে কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ শৃংগসহ পাহাড় বা পর্বত শ্রেণী, উল্লেখযোগ্য নদী, প্রধান শহর ও নগর এবং প্রধান রেলপথগুলো দেখান যায়। জুয়েল মানচিত্র এবং মানচিত্র দেশ বিদেশ এই শ্রেণীর মানচিত্র।

উদ্দেশ্য বা প্রদর্শিত বিষয় মানচিত্রের শ্রেণী বিভাগ

প্রাকৃতিক মানচিত্র (Physical Maps): যে মানচিত্রে কোন নির্দিষ্ট এলাকায় মূল ভুখন্ডের উপর আনুসংগিক প্রয়োজনীয় তথ্য যেমন- স্থানের নাম, সীমারেখা, নদ-নদী, খাল-বিল, পাহাড়, পর্বত,হ্রদ, মরুভুমি, নিম্নভাগ, জলাভুমি ইত্যাদি সন্নিবেশিত করা হয় তাকে প্রাকৃতিক মানচিত্র বলে। প্রাকৃতিক মানচিত্র বিভিন্ন মানচিত্র বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যেমন- ভুতাত্তিক, ভু-প্রাকৃতিক, বন্ধুরতা, জলবায়ু, উদ্ভিদ, মৃত্তিকা, জ্যোতিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ক।

রাজনৈতিক মানচিত্র (Political Maps): একটি দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক এককের সীমা বা বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমা দেখান হয় এই মানচিত্রে।

সাংস্কৃতিক মানচিত্র (Cultural Maps): পৃথিবীর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ধারার বন্টন দেখান হয় এই মানচিত্রে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামরিক, ভুমি ব্যবহার, পরিসংখ্যান বা বন্টন মানচিত্র ছাড়াও শহর নক্সা, নৌচার্ট বিমান চালনা সংক্রান্ত চার্ট প্রভৃতি নানা প্রকার সাংস্কৃতিক মানচিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

সামাজিক মানচিত্র (Social Maps): সামাজিক সংঘ, গ্রোত্র, জাতি, উপজাতি, তাদের ভাষা, ধর্ম, রীতিনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা হয় সামাজিক মানচিত্রে।

অর্থনৈতিক মানচিত্র (Economic Maps): প্রধান কৃষিজ, খনিজ, বনজ, প্রাণীজ, ও শিল্পজ দ্রব্যের বন্টন এবং সেগুলো উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা দেখান হয় অর্থনৈতিক মানচিত্রে।

ঐতিহাসিক মানচিত্র (Historical Maps): অতীত দিনের ঘটনাবলী ও তৎকালীন রাজনৈতিক সীমানা দেখানো হয় ঐতিহাসিক মানচিত্রে।

সামরিক মানচিত্র (Military Maps): যে কোন দেশের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও যুদ্ধাক্ষেত্র সম্বন্ধে ধারণা জন্মায় সামরিক মানচিত্রে।

মানচিত্র অংকন

মানচিত্র অংকনের সময় ইংরেজী ০৪টি **'ডি'** এর সমন্বয় থাকলে তাকে আমরা পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র বলে ধরে নিতে পারি।

প্রথম 'ডি' - দিক নির্দেশনা (Direction): আমরা সকলেই জানি মানচিত্রে উপরের দিক উত্তর। এটা জানা সত্বেও মানচিত্র অংকনের সময় দিক নির্দেশ করতে হবে। নতুবা দিক নির্দেশহীন মানচিত্র দিয়ে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান যাবে না।

দ্বিতীয় 'ডি' - দুরত্ব (Distance): স্কেলের সাহায্যে এ দুরত্ব নির্দেশ করা হয়। এই দুরত্ব হচ্ছে মানচিত্রে প্রদর্শিত স্কেলে **১** ইঞ্চি বা **১** সে.মি. মূল ভু খন্ডের কতটুকু এলাকা প্রতিনিধিত্ব করছে।

তৃতীয় 'ডি' - বিস্তারিত (Details): যে ভুভাগের মানচিত্র অংকন করা হবে সে এলাকার ভুমির উপর যা আছে তা বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করতে হবে।

চতুর্থ 'ডি' - ভুমির বন্ধুরতা (Difference of height): মানচিত্রে ভুমির বন্ধুরতা দেখানো হয় ভুমির বন্ধুরতা নিরূপক লাইনের মাধ্যমে। মানচিত্রে ভুমির বন্ধুরতা নিরূপক লাইন ব্যবহার করা না হলে সেই মানচিত্র দেখে এ এলাকার ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে কোন ধারণা পাওয়া যাবেনা এবং ঐ ধরণের মানচিত্রকে পুর্ণাংগ মানচিত্র বলা যাবে না। মানচিত্রে ভূমির বন্ধুরতা প্রদর্শনের জন্য দু'ধরণের ভূমির বন্ধুরতা নিরূপক লাইন ব্যবহার করা হয়। একটি ব্যবহার করা হয় সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ভূমির উচ্চতা নিরূপনের জন্য। অপরটি ব্যবহার করা হয় সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ভুমির গভীরতা নির্ণয়ের জন্য।

কিভাবে মানচিত্র আকতে হয়

মানচিত্র আমরা বিভিন্নভাবে আকতে পারি। যেমন ছাপা পদ্ধতি, গ্রীড পদ্ধতি, ফিল্ড বুক, ইত্যাদির মাধ্যমে। আমরা হাইক রুটের গতি পথ মানচিত্রে প্রদর্শিত করতে পারি। এই পদ্ধতিকে ট্রেভার্স পদ্ধতি। ফিল্ড বুক ও কম্পাসের সাহায্যে এই মানচিত্র আকতে হয়। ফিল্ড বুকের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন কদমকে একটি একক হিসেবে ধরে স্কেল নির্ধারণ করতে হয়। যেমন ১ ইঞ্চি= ১০০ কদম বা ৫০০ কদম। একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আকা শুরু করা যায়। তারপর ফিল্ড বুকের ডিগ্রী থেকে কদমের দুরত্ব নির্ণয় করে সামনে আগাতে হবে। প্রতি ধাপে নতুনভাবে কম্পাস স্থাপন করে দুরত্ব বের করতে হবে। এভাবে সবশেষ ডিগ্রী পর্যন্ত আসতে হবে। এই পদ্ধতির আঁকা মানচিত্রকে স্কেচ মানচিত্রও বলা হয়। এই মানচিত্র ফিল্ড বুক ও কম্পাসের সাহায্যে যে কোন জায়গায় বসে অংকন করা যায়।

মানচিত্র পাঠ করার নিয়ম

মানচিত্র অংকন করতে হয় অপরের জন্য, আর পাঠ করতে হয় নিজের জন্য। মানচিত্রের একটি নিজস্ব ভাষা আছে। ভাষা বুঝতে হলে মানচিত্রে ব্যবহৃত প্রতীক চিহ্ন গুলো সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র মানচিত্রে সকল বিষয়ের নাম লিখে দেওয়া সম্ভব নয়। তা বিভিন্ন জিনিস বোঝানোর জন্য এই প্রতীক চিহ্ন বা সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই প্রতীক চিহ্ন বা কনভেনশনাল সাইনগুলো সকল দেশের সকল মানচিত্র ব্যবহার করা হয় বলে এদিরকে আন্তর্জাতিক সাইন বা প্রতীক চিহ্ন বলে পৃথিবীর সকল মানচিত্রের প্রতীক একই ধরণের।

ফিল্ড বুক তৈরি: মানচিত্র অংকন করার পূর্বেকোন নির্দিষ্ট স্থানের খুটি নাটি তথ্য যে বইয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে ফিল্ড বুক বলে। ফিল্ড বুক হাইকিং এর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যে পথে হাইক করার হবে ঐ পথের ফিল্ড বুক তৈরি করে নিরিবিলিতে বসে ঐ ফিল্ড বুকের সাহায্যে মানচিত্র তৈরি করতে হবে। ফিল্ড বুক কাগজের নিম্নভাগ থেকে শুরু করতে হয় এবং হাইক শুরুর স্থান থেকে কম্পাস সেট করে ফিল্ড বুক লেখা শুরু করতে হয়। ডিগ্রী পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত দুরত্ব ফিল্ড বুকে নোট করতে হয়। পরবর্তীতে যেখানে ডিগ্রীর পরিবর্তন তাও ফিল্ড বুকে লিখে রাখতে হয়। এই দুরত্ব স্কাউটরা কদম মেপে (১২০ কদম=১০০ গজ প্রায়) ফিল্ড বুকে লিখে থাকে। তাছাড়া কোন নির্দিষ্ট ডিগ্রীতে পথ অতিক্রমের সময় রাস্তার ডান ও বামের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফিল্ড বুকের ডানে ও বামে লিখে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে হাইকার যে দিকে অগ্রসর হবে কাগজের অংকিত ফিল্ড বুক তার পথেরই প্রতিকৃত। দুরত্ব অতিক্রমকালে যদি ডানে বা বামে কোন বিশেষ লক্ষ্যণীয় কিছু থাকে যেমন-রাস্তা, মসজিদ, মন্দির, বিদ্যালয়, কলকারখানা, হাসপাতাল, পানির কল ইত্যাদি তার উল্লেখ করতে হবে। এক্ষেত্রে কনভেনশনাল সাইন ব্যবহার করতে হয়। মনে রাখতে হবে যে, ফিল্ড বুক ব্যবহারের সময় নীচ থেকে শুরু করতে হয়।

ফিল্ড বুক (নমুনা)

শেষ
৩২৭ কদম ১২০ ডিগ্রী
৮০ কদম ৯০ ডিগ্রী
১৫০ কদম ০ ডিগ্রী
আরম্ভ

আর্থ সামাজিক জরিপ: আর্থ সামাজিক জরিপ হল, ক্যাম্পিং এলাকার সামগ্রিক অবস্থা/চিত্র সম্পর্কে এক নজরে তথ্য সংগ্রহ। এসব তথ্যের মধ্যে এলাকার আয়তন, এলাকার সীমানা, এলাকার লোকসংখ্যা, নারী-পুরুষ-শিশু, শিশু মৃত্যুহার, শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প কারখানা, ধর্মীয় উপসানালয়, এলাকার মানুষের মাথাপিছু আয়, গড় আয়ু, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পাকা পায়খানা, কাচা পায়খানা, টিউবওয়েল, পুকুর, দিঘী ইত্যাদি থাকবে।

জরীপ কৌশল: প্রতি উপদলের ২/৩ জন সদস্য এলাকার ৮/১০টি পরিবারে গিয়ে পরিবার প্রধান/জ্যেষ্ঠ সদস্যের নিকট থেকে আর্থ-সামাজিক জরিপ কাজ সম্পন্ন করবে। এইভাবে, একটি এলাকার ৪০ টি পরিবারের জরীপ কাজ সম্পন্ন করে ঐ এলাকার শিক্ষা,স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার একটি সম্যক চিত্র পাওয়া যায়।

কোন এলাকা জরিপ করার জন্য প্রথমে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিতে হবে। অর্থাৎ যে বিষয়সমূহ জরিপের আওতায় আসবে তা নির্দিষ্ট করা এবং সে বিষয়সমূহের কতটুকু গভীরে প্রবেশ করা হবে তাও ঠিক করে নেয়া। যেমন- পরিবার সদস্য সংখ্যা। এই তথ্যটি সরাসরিও জানা যেতে পারে, মোট সদস্য কত অথবা বিভিন্ন বয়সে ভাগ ভাগ করে কোন বয়সে কতজন সদস্য। ঠিক করে নিতে হবে তার কতটুকু প্রয়োজন। এ ছাড়া জরিপে গেলে প্রথমে সেই এলাকার লোকজনকে বুঝাতে হবে, তারা কোথায় থেকে এসেছে, কেনই বা জরিপ করছে এবং এর ফলাফল বা রিপোর্ট তাদেরকে কিভাবে সহায়তা করতে পারে। তা না হলে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে না। ফলে জরিপ ফলপ্রসু হবে না। যেমন-অনেকেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা, মাসিক আয় বা গবাদি পশু পাখির সংখ্যা জানতে চাইলে মনে করে এর উপর ভিত্তি করে হয়তো তাদের উপর কর নির্ধারণ করা হবে, ফলে কমিয়ে বলে। এর ফলে জরিপের উদ্দ্যেশ্য সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়না। মনে রাখতে হবে যে, কোন বিষয় সম্বন্ধে তথ্য পাওয়ার বিজ্ঞান সম্মত উপায় হচ্ছে জরিপ।

জরিপের পর সমস্যা নির্ধারণের সময় খুবই মনোযোগী হতে হবে। যেমন: জনসংখ্যার অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি আমাদের জন্য প্রকট এক সমস্যা। কিন্তু দেখা গেল কোন স্থানে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে বেশী, কিন্তু সে সাথে বেকার কম এবং শিক্ষিতের হারও বেশী। তা হলে এটা তেমন বড় সমস্যা নয়। আবার দেখা গেলো এলাকার লোকজন সঠিকভাবে চিকিৎসা ব্যবস্থার সহায়তা গ্রহণ করছে, কিন্তু সঠিক স্থানে মলত্যাগ করছে না বা রান্নাসহ বিভিন্ন কাজে নালা পুকুরের ময়লা পানি ব্যবহার করছে অথবা স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে, টিউব ওয়েলের পানি পান করছে, কিন্তু সঠিক সময় টিকা বা ইঞ্জেকশন নিচ্ছে না। এসব তথ্য সঠিকভাবে বিবেচনা করে সমস্যা নির্ধারণ করতে হবে এবং সেই অবস্থার প্রেক্ষিতে তা দূরীকরণের জন্য কি পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব বা কিভাবে তা দূর হবে সেই ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে সুপারিশমালা প্রণয়ন করতে হবে। জরিপ ফর্মের একটি নমুনা প্রদান করা হলো। প্রয়োজনে আরো তথ্য সন্নিবেশ করা যেতে পারে।

নমুনা জরিপ প্রশ্নমালা

গ্রাম: _____ উপজেলা: _____ জেলা: _____

১. অঞ্চল/এলাকা নং : ২। বাড়ী নং :

৩. পরিবার প্রধান (পিতা/মাতা): পেশা: বয়স:

৪. মাতা (পরিবার প্রধান না হলে): পেশা: বয়স:

৫. পরিবারের সদস্য সংখ্যা:

বয়স		পুরুষ	মহিলা	মোট	গত ১২ মাসে মৃত্যু
পূর্ণ বয়স্ক	(১৮ বৎসরের উর্ধ্বে)				
যুবক/যুবতী	(১২-১৭ বৎসর)				
বালক/ বালিকা	(৫-১২ বৎসর)				
শিশু	(০-৫ বৎসর)				
মোট					

৬. টীকা (২ বৎসরের ছোট শিশু): দেয়া হচ্ছে দেয়া হয় না

৭. ঘরবাড়ী : পাকা কাঁচা

৮. পানীয় জলের উৎস :

টিউবওয়েল কুয়া পুকুর/নদী অন্যান্য

৯. পায়খানার ধরন : পাকা কাঁচা

১০. আবর্জনা ফেলার স্থান : আছে নাই

১১. সবজী বাগান : আছে নাই

১২. স্বাস্থ্য সচেতনতা :

১৩. রান্না : ঘরে খোলাস্থান

জ্বালানী : গোবর কাঠ অন্যান্য

১৪. গবাদীপশু : হাঁস/মুরগী ছাগল/ভেড়া

দুগ্ধবতী গাভী : বলদ অন্যান্য

১৫. পরিবারের মাসিক আয় :

১৬. পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তির সংখ্যা :

১৭. স্কুলগামী শিশুদের সংখ্যা :

১৮. জরিপকারীর নাম (স্কাউট পদবীসহ) :

স্বাক্ষর ..... তারিখ: .....

কোড এবং সাইফার
Code &Cipher

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য: সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানতে ও শিখতে পারবেন।

১। গোপন বার্তার বিভিন্ন শব্দ - কোড, সাইফার, টেকস্টও ডিকোডিং প্রভৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২। স্কাউটিং কার্যক্রমে গোপন বার্তার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন

৩। গোপন বার্তা তৈরি করতে পারবেন এবং উদ্ধারের বিভিন্ন পদ্ধতি বলতে পারবেন।

কোড এন্ড সাইফার (Code and Cipher): গোপন বার্তা বিষয়টির উপর আলোচনা করতে হলে কয়েকটি শব্দের সংগে প্রথমে আমাদের পরিচিত হওয়া দরকার। শব্দগুলো হবে কোড (Code) সাইফার (Cipher) মূল (Text) ডিকোডিং (Decoding) ইত্যাদি।

কোড (Code)**:** কোন অক্ষর বা শব্দ যার গোপন অর্থ আগে থেকেই ঠিক করে রাখা হয় উহাই কোড (Code) Code is set of letters or words whose secret meaning have been agreed upon before hand.

সাইফার (Cipher)**:** সাইফারের অর্থ গোপন লেখা বা বার্তা Cipher means secret writing : কোন লেখা বা বার্তা অপরের কাছ থেকে গোপন করে কারো কাছে পাঠাবার নিয়মকেই সাইফার (Cipher) বলে।

মূল (Text)**:** মূল বা Text বলতে আদি অক্ষর বা শব্দ বোঝাবে

ডিকোডিং (Decoding): আগে থেকে ঠিক করে রাখা নিয়মানুযায়ী বার্তার হরফকে কোর্ড ব্যবহার করে বদলিয়ে সাইফার থেকে মূল বার্তা পুণঃরুদ্ধার করাকে ডিকোডিং (Decoding) বলে।

উপরোক্ত শব্দগুলোর অর্থ পরবর্তী উদাহরণগুলোতে আরো পরিস্কারভাবে প্রতিভাত হবে। গোপন বার্তা উদ্ধারের অনেক পদ্ধতি আছে। যেমন:

১ **উল্টা বর্ণমালা** (Reverse alphabet) **পদ্ধতি:** অর্থাৎ A এর স্থানে Z বসিয়ে যেমন

কোড (Code)	Z	Y	X	W	V	U	T	S	R	Q	P	O	N
মূল (Text)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
কোড (Code)	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
মূল (Text)	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

এর সাহায্যে Go to Patrol বাক্যটি সাইপারে লিখতে হলে G এর স্থলে T, O এর স্থলে L ইত্যাদি লিখতে হবে। ফলে সাইফারটি TL GL KZ GILO। এভাবে সাইপার পেয়ে KOVZHV TL কোডটি ডিকোড করে পাওয়া যাবে PLEASE GO.

২. **ধারাবাহিক অক্ষর সরণ** (Sliding Letter) **পদ্ধতি:** এ পদ্ধতিতে A ব্যতিত অন্য একটি অক্ষরকে A এর বিপরীতে বিবেচনা করে সেই অক্ষর থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে অক্ষরগুলিকে সরিয়ে নেয়া যে রকম হয়। যেমন ৫ম অক্ষর E কে A এর বিপরীতে বিবেচনা করলে E যাবে B এর, G যাবে C এর বিপরীতে এবং এইভাবে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অপরগুলো সরে যাবে। তাহলে,

কোড (Code)	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
মূল (Text)	A	G	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
কোড (Code)	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
মূল (Text)	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z

এই পদ্ধতিতে we pray to god বাক্যটি সাইফারে লিখতে হলে W এর স্থলে A, E এর স্থলে I ইত্যাদি হবে। ফলে সাইফারটি হবে AI TVEC XS KSH । এভাবে সাইপার পেয়ে KSSH FCI কোডটি ডিকোড করে পাওয়া যাবে GOOD BYE.

ধারাবাহিক অক্ষর সরণ পদ্ধতির যে অক্ষর থেকে শুরু করা হয় সে অক্ষরটিকে চাবি অক্ষরও বলা হয়। সে জন্য এই পদ্ধতিকে চাবি পদ্ধতি (Key Method) বলা হয়।

৩. **কলাম পদ্ধতি** (Column Method): এ পদ্ধতিতে গোপন বার্তা উদ্ধার করতে হলে বার্তাটি লক্ষ্য করে দেখতে হবে কটি অক্ষরের গ্রুপ করে তা লেখা হয়েছে। গ্রুপে যতটি অক্ষর থাকবে ততটি কলাম করে প্রথম গ্রুপের অক্ষরগুলো এক সারিতে উপরে লিখে তার নিচে দ্বিতীয় গ্রুপের অক্ষরগুলি একই নিয়মে লিখতে হবে। লেখা পেয়ে প্রথম কলাম থেকে অক্ষর মিলিয়ে পড়ে যেতে হবে এবং এভাবে অর্থবোধক শব্দ উদ্ধার করে বার্তা উদ্ধার করতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ লক্ষণীয় যে,

SFSE	COEF	ORVU	UBEL
TORB	LYYO	NSUO	GISK

বার্তাটি কলাম পদ্ধতিতে উদ্ধার করে পাওয়া যায়

Scouting for Boys is Very Useful Book

S	F	S	E
C	O	E	F
O	R	V	U
U	B	E	L
T	O	R	B
I	Y	Y	O
N	S	U	O
G	I	S	K

৪. **প্রতীক পদ্ধতি** (Symbolise Method): নিম্নলিখিতভাবে রেখা টেনে প্রতীক তৈরি করা যায়। তার মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় অক্ষর বসিয়ে এবং জোড়ার শেষ অক্ষরের মাথায় ডট চিহ্ন দিয়ে প্রতীক নির্ধারণ করা হয়।

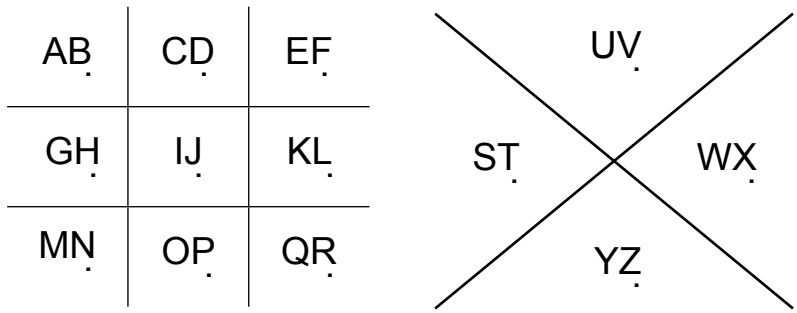

এখানে প্রতিটি জোড়ায় দ্বিতীয় অক্ষরের নিচে একটি ডট (.) দেয়া হয় এবং যে অক্ষর যে স্থানে আছে তার জ্যামিতিক চিত্র হবে অক্ষরটির প্রতীক। ফলে A -এর প্রতীক ⌟, B -এর প্রতীক ⁚⌟, I -এর প্রতীক □, J -এর প্রতীক ⊡ আবার S -এর প্রতীক ≻ এবং T -এর প্রতীক ≽ ইত্যাদি। এই পদ্ধতিতে DHAKA শব্দটি সাইফারে লিখতে হলে সাইফারটি হবে ⊔ ⊐ ⌟ ⊏ ⌟।

স্কাউটিং ও সমাজ

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন -

১. স্কাউটিং ও সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে স্কাউটিং ও সমাজের সম্পর্ক নিরূপণ এবং ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. গুড টার্ণ, সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ও তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।
৩. সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড স্কিম জানবেন এবং ইউনিটে সদস্যদের সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড অর্জনে কিভাবে সহায়তা করতে পারেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিশু জন্মের পর থেকে পরিবার, পাড়া, গ্রাম, দেশ তথা বিশ্ব সমাজের একজন সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। স্কাউটরা যেহেতু সমাজের একজন সদস্য সুতরাং, সমাজ বাদ দিয়ে স্কাউটিংয়ের কথা চিন্তা করা যায় না। সমাজের সকল মানুষের কাছে স্কাউটিংয়ের গুরুত্ব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অপরিহার্য। সমাজের একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে যুবরা যে সমাজে বসবাস করে তার উন্নয়নে তাকে সক্রিয় ভুমিকা পালন করতে হয়। স্কাউটদের অবশ্যই সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণের যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে ওঠার শিক্ষা প্রদান করতে হবে। স্কাউট আইন ও প্রতিজ্ঞায়, স্কাউটিংয়ের মিশন বিবৃতিতে এবং উদ্দেশ্য বর্ণনায় সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে স্কাউটদের যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। যেভাবে স্কাউটিং ও সমাজের মধ্যে এক ঘনিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান তা নিম্নে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো -

গুডটার্ণ (Good Turn)**:** স্কাউটিং এর মূলভিত্তি, স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনে প্রতিদিন কারো না কারো উপকার (Good Turn) করার তাগিদ রয়েছে। গুডটার্ণের অনুশীলন স্কাউটদের মূল মন্ত্রেরই অংশ। স্কাউটিং-এ গুডটার্ণ বলতে ছোট ছোট ভাল কাজ করাকে বুঝায়। যেমন- বাসায় মাতা - পিতাকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে, অন্ধ/বৃদ্ধকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করা, কাউকে পথ চিনিয়ে দিতে সাহায্য করা, একজনের মাথার বোঝাটা নামাতে সাহায্য করা, পথে পড়ে থাকা কলার খোসা/কাঁচের টুকরা/কাটা সরিয়ে ফেলা, পানির কল কেউ অসাবধানতা বশত: খুলে রেখেছে তা বন্ধ করে দেয়া, অপ্রয়োজনে জ্বলছে এমন বাতি নিভিয়ে দেয়া, প্রতিবেশীর কারও টেলিগ্রাম / চিঠি পোস্ট, গ্যাস / বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে সহায়তার মত ছোট ছোট কাজ করা গুডটার্ণের আওতাভুক্ত কাজ। স্কাউটরা সর্বদা ভালো কাজ করার লক্ষ্যে তাদের স্কার্ফের মাথায় গুডটার্ণ নট দিয়ে রাখে।

সমাজ সেবা: মূলত: গুডটার্ণ থেকেই সমাজ সেবা উদ্ভব। স্কাউটরা ব্যক্তিগতভাবে গুডটার্ণ করে অভ্যস্ত হয়ে ষষ্ঠক/ উপদল বা ইউনিট ভিত্তিক সমাজ সেবামূলক কাজ করে। কোন নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে দলগতভাবে কোন গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানের সাময়িক কোন কল্যাণকর কাজ করাকে সমাজ সেবা বলে। যেমন, কোন রাস্তায় কাদা মাটির জন্য চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে দেখে স্কাউটরা কয়েকটা ইট মাঝে মাঝে বিছিয়ে দিল যার ওপর পা দিয়ে মানুষ চলাচল করতে পারে অথবা বর্ষার তোড়ে একটি রাস্তার কিছু অংশ ভেংগে গেছে দেখে স্কাউটরা ঐ রাস্তায় মাটি ফেলে তা ভরাট করে দিল অথবা একটি সাকো তৈরি করে দিল। সমাজের মানুষের জন্য স্কাউটরা উদ্যোগী হয়ে এধরণের অনেক কাজ করে। এধরণের কাজকে সমাজ সেবামূলক কাজ বলে।

সমাজ উন্নয়ন: কোন নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে স্কাউট ও জনগণ দলগতভাবে কোন এলাকায় পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন কল্যাণকর কাজ করে যা ঐ এলাকাবাসী দীর্ঘদিন তার সুফল লাভ করতে পারে তাকে সমাজ উন্নয়ন বলে। যেমন- বৃক্ষরোপন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্যানিটেশন ইত্যাদি।

প্রকল্প প্রস্তাবনা: পরিকল্পনাবিহীন কোন কাজই সাফল্য অর্জন করতে পারেনা। তাই বলা যায়, "সঠিক পরিকল্পনাই সাফল্যের চাবিকাঠি"। তাই যে কোন প্রকল্প হাতে নেয়ার আগে সঠিকভাবে এর বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করে নিতে হয়। কোন প্রকল্প হাতে নেয়ার আগে সঠিকভাবে বাস্তবায়নকল্পে এর সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আকারে যে পূর্ণ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়, সেটাই হচ্ছে প্রকল্পের প্রস্তাবনা। এতে প্রকল্পের সমস্ত তথ্যই সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ থাকে। একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরির আগে যে সমস্ত বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা উচিত তা আলোচনা করা হলো।

প্রকল্পের বিষয়: সকল দিক লক্ষ্য রেখে প্রকল্পের বিষয় নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ যে প্রকল্প গ্রহণ করা হবে সেই সুবিধা আছে কিনা বা কি ধরণের প্রকল্প করার সুবিধা রয়েছে বা কোন বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণকারীর দক্ষতা রয়েছে যা প্রকল্প প্রণয়নে

সহায়ক হবে। নাকি নতুন করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং সেই সুযোগ তার আছে কিনা। এ ছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে, তার সংস্থান তোমার আছে কিনা ইত্যাদি অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় বিবেচনা করে প্রকল্পের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করতে হবে। প্রকল্পের সীমা এবং এর উদ্দ্যেশ্য ছোট এবং সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রকল্প প্রণয়নের সময় এর মানটির ব্যাপারে ভালোভাবে নজর দিতে হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের রূপরেখা: প্রকল্প কিভাবে বাস্তবায়িত হবে সেই ব্যাপারে আগেই ঠিক করে নিতে হবে। যদি কৃষি প্রকল্প হয়, তবে কতগুলো গাছ লাগবে, কি গাছ লাগবে, প্রকল্প বাস্তবায়নে কার সহায়তা নেবে, কিভাবে ফসল বিক্রি করবে। যদি পোলট্রি হয় তবে ঠিক করে নিতে হবে এর সংখ্যা কত হবে, কি প্রজাতির হবে, কিভাবে সব তৈরি হবে, কে যত্ন নেবে, কে চিকিৎসার দিক দেখবে, খরচের টাকা কোথা হতে আসবে। অন্য কোন ধরনের প্রকল্প হলে সরঞ্জামাদি কোথা হতে কিভাবে সংগ্রহ করা হবে, কিভাবে তা সংরক্ষণ এবং বাজারজাত করা হবে ইত্যাদি ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে।

সম্ভাব্য খরচ: প্রকল্পের সম্ভাব্য খরচ সম্বন্ধে ধারণা নেয়ার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরে স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে। তারা প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির ব্যাপারে সহায়তা, একই সাথে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল যন্ত্রাংশ, পশু-পাখির খাদ্য বা সার এর প্রয়োজনীয় পরিমাণ এবং দাম সম্বন্ধে ভালো ধারণা দিতে পারবে। যার ফলে হিসাব করে ঐ প্রকল্পের সম্ভাব্য খরচ বের করা সহজ হবে।

সম্ভাব্য আয়: প্রথমেই ঠিক করে নিতে হবে সম্ভাব্য উৎপাদন। এরপর সেই দ্রব্যের বাজার দর অনুসারে সম্ভাব্য আয় বের করে নেয়া যাবে। এ ব্যাপারেও সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতরের স্থানীয় কর্মকর্তাদের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। প্রকল্প গ্রহণকারী বা তার সহায়তাকারীদের দক্ষতার ওপর আয় অনেকাংশে নির্ভরশীল।

সম্ভাব্য মুনাফা: সম্ভাব্য আয় থেকে সম্ভাব্য ব্যয় বাদ দিয়ে সম্ভাব্য মুনাফা সহজেই বের করা সম্ভব।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনার পর যখন প্রকল্পের বিষয়বস্তু নির্ধারণ সম্ভব হবে, তখন নিম্ন তথ্যাবলীর সমন্বয়ে প্রকল্প প্রস্তাবনা অতিসহজেই প্রস্তুত করা সম্ভব।

প্রকল্পের নাম: একটি ছোট এবং তাৎপর্যপূর্ণ নাম দিলে ভালো হয়, যেন তাতে প্রকল্পের স্বরূপ প্রকাশ পায়। যেমন-হাঁস পালন প্রকল্প, মুরগী পালন প্রকল্প, মাছ চাষ প্রকল্প, দুগ্ধ খামার প্রকল্প ইত্যাদি।

প্রকল্পের স্থান: কোন স্থানে প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে তা নির্দিষ্ট করে দেখাতে হবে, যাতে নির্ধারিত স্থান সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা অর্জন করা সম্ভব হয়।

প্রকল্পের কাল: নির্ধারিত প্রকল্পের মেয়াদ কত হবে অর্থাৎ কত দিন/মাস/বছর ধরে চলবে তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য: যে কোন প্রকল্পের একাধিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তাই এটি নির্দিষ্ট করে দেখানো উচিত।

প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি: কি পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে তা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। যেমন-মুরগী পালন প্রকল্পের ক্ষেত্রে নির্ধারিত বাসস্থান, সংখ্যা, পরিচর্যা, তত্ত্বাবধান, বিপনন ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করতে হবে।

প্রকল্পের পরিচালক: প্রকল্পটি পরিচালনার দায়িত্ব এককভাবে কে পালন করবে এবং নির্ধারিত বিষয়ে তার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধেও ধারণা দেয়া উচিত।

প্রকল্পের অন্যান্য সদস্য (যদি থাকে): প্রকল্প পরিচালককে সহায়তা করার জন্য এর সাথে আর কারা জড়িত। প্রকল্পে তাদের দায়-দায়িত্ব এবং তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও ধারণা দিতে হবে।

প্রকল্পের সম্ভাব্য খরচ: প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে সমস্ত খরচ হবে তা খাত অনুযায়ী বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

প্রকল্পের অর্থের উৎস: প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা কি ভাবে সংগ্রহ করা হবে, বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে।

প্রকল্পের সম্ভাব্য আয়: প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তা থেকে কি পরিমাণ আয় হতে পারে, উল্লেখ করতে হবে।

প্রকল্পের সম্ভাব্য মুনাফা: আয় ব্যয়ের হিসেবের ভিত্তিতে কি পরিমাণ মুনাফা সম্ভব তা নির্দেশ করতে হবে, যাতে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বুঝা সম্ভব হয় প্রকল্পটি আদৌ মুনাফামুখী হবে কি না।

মন্তব্য: ভবিষ্যতে প্রকল্পটি কি ভাবে বা কি পরিমাণ অবদান রাখতে পারে ব্যক্তিগত বা দলীয়ভাবে এবং সমাজে এর কি প্রভাব পড়বে বা সমাজ এ থেকে কিভাবে উপকৃত হতে পারে ইত্যাদি ব্যাপারেও সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থাকা বাঞ্চনীয়।

সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (Community Development Project):

নিম্নে বিভিন্ন ধরণের সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা দেয়া হলো

১।	শিশু স্বাস্থ্য	৮।	ফাস্ট এইড প্রশিক্ষণ	১৫।	হাসপাতাল কর্মী
২।	পারিবাবিক জীবন শিক্ষা	৯।	ট্রাফিক নিরাপত্তা	১৬।	মৌ চাষ
৩।	পুষ্টি শিক্ষা	১০।	সাক্ষরতা অভিযান	১৭।	আচার/জেম/জেলী
৪।	হাঁসমুরগী	১১।	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা	১৮।	পরিবেশ কর্মী
৫।	ডেইরী ফার্ম	১২।	কৃষি কর্মী	১৯।	বয়স্ক শিক্ষা
৬।	মৎস্য চাষ	১৩।	হস্ত শিল্প	২০।	গণস্বাস্থ্য
৭।	বনায়ন	১৪।	অগ্নি নিরাপত্তা		

সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড: সাধারণ যোগ্যতা ও পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জনের কাজ ছাড়াও অতিরিক্ত কাজের জন্য এই অ্যাওয়ার্ড লাভ করা যায়। পারদর্শিতা ব্যাজের সাতটি গ্রুপের মধ্যে সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক যে সব ব্যাজ আছে সেগুলো থেকে কমপক্ষে চারটি পারদর্শিতা ব্যাজ এবং নিম্নবর্ণিত তিনটি ব্যাজ অর্জন করলে সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এর জন্য একজন স্কাউটকে কমপক্ষে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ পাশ করতে হবে।

(ক) শিশু স্বাস্থ্য কর্মী ব্যাজ (খ) টিকাদান কর্মী ব্যাজ ও (গ) পুষ্টি স্যালাইন ব্যাজ।

সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড স্কীম: ১২-১৫ বছর বয়স্ক কিশোর/যুবকদের একটি স্বাস্থ্যকর সমাজের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা দানের লক্ষ্যে সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড স্কীম চালু করা হয়। এ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করতে হলে স্কাউট ও রোভার বয়সী যুবক যুবতীদের তিনটি সাধারণ শিশু স্বাস্থ্য পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করতে হবে। স্কাউটদের এই সংগে আরও সমাজ উন্নয়ন সংক্রান্ত চারটি পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করতে হবে। একইভাবে একজন রোভারকে চারটি সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ করে " প্রকল্প ব্যাজ" অর্জন করতে হবে। একজন স্কাউট স্ট্যান্ডার্ড ব্যাজ অর্জনের পর সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড এর কাজ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। একইভাবে একজন রোভার সদস্যস্তরের ব্যাজ অর্জনের পর অ্যাওয়ার্ডের কাজ শুরু করতে পারবে এবং প্রকল্প ব্যাজ অর্জনের পর সেবাস্তরে অ্যাওয়ার্ড লাভ করতে সক্ষম হবে। ব্যাজগুলো অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে নিচে ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো:

টিকাদান কর্মী ব্যাজ (Immunization Badge):

১. ৬টি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি (ধনুষ্টংকার, ডিপথিরিয়া, হাম, পলিও, যক্ষ্মা, হুপিং কাশি) এবং সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা অর্জন।

২. সহজ যোগাযোগ পদ্ধতির (প্লে-কার্ড, পোস্টার) সাহায্যে সম্প্রসারিত টিকাদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট পরিবারসমূহকে অবহিতকরণ এবং সংশ্লিষ্ট টিকাদান কেন্দ্রের সংগে যোগাযোগ রাখার জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করার উপায় জানা।

৩. ১০টি পরিবার তালিকাভুক্ত করে তাদের শিশুদের পূর্ণ কোর্স সম্প্রসারিত টিকা এবং ১৫-৪৫ বছর বয়স্ক সকল মহিলাকে টিটি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং এ ব্যাপারে তাদের প্রমাণাদিসহ নিশ্চিত করতে হবে যে, কোর্স সমাপ্ত হয়েছে।

পুষ্টি স্যালাইন ব্যাজঃ (ORT/Nutrition Badge):

১ পুষ্টি স্যালাইন তৈরির উপকরণসমূহের পরিমাণ এবং যথাযোগ্য ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ১০টি নির্ধারিত পরিবারের সহজ চিকিৎসা পদ্ধতি সংক্রান্ত সংবাদ পরিবেশন করা।

২ পরিবারসমূহের সংগে সংযোগ রক্ষার্থে উদরাময় রোগ নিরাময়ের সাধারণ ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন (নলকূপের পানি, জনস্বাস্থ্য, খাদ্য সংরক্ষণ প্রস্তুতি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা)।

৩ (স্কুলগামী নয় এমন শিশুদের জন্য) খাদ্যের পুষ্টিমান এবং কোন মৌসুমে কি কি খাদ্য পাওয়া যায় সে সম্পর্কে পরিবারসমূহকে যথাযথভাবে অবহিত করতে পারা।

৪ ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত রোগের লক্ষণ ও কারণ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারসমূহকে এ সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশন করা। (মা-দের ভিটামিন-'এ-ক্যাপসুল গ্রহণে উৎসাহিত করা)। বছরে কমপক্ষে ৫-১০টি পরিবারে অন্তত: দুবার ক্যাপসুল বিতরণ নিশ্চিত করা।

৫ স্থানীয় বীজ বিতরণ স্কীম পর্যবেক্ষণ ও পরিবারসমূহকে এই কাজে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ।

শিশু স্বাস্থ্যকর্মী ব্যাজ (Child Health Motivator Badge):

১ গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সংবাদ (ইপিআই এবং ওআরটি) সম্পর্ক জনগণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে ফ্লিপ চার্টসহ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করার পদ্ধতি জানা। বিদ্যালয়ে, সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহে এসব চার্ট প্রদর্শন করতে পারা।

২ বর্ণিত তিনটি বিষয়ে যে কোন সরকারি কমসূচিতে কমপক্ষে ৭ দিন সেবাদান করা।

৩ সম্প্রসারিত টিকাদানের কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্থান নির্বাচন ও প্রস্তুতিতে সহায়তা দান এবং নিকটবর্তী এলাকার লোকজনকে কোথায় এবং কখন সম্প্রসারিত টিকাদান করা হয় তা অবহিত করা। কমপক্ষে ৫-১০টি বাদ পড়া পরিবারে ফিরতি পরিদর্শন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা এবং তাদের পূর্ণ কোর্স গ্রহণে উৎসাহিত করা।

নোটঃ

স্কাউট কমপক্ষে ৫টি পরিবার তালিকাভুক্ত করবে। রোভার স্কাউট কমপক্ষে ১০টি পরিবার তালিকাভুক্ত করবে।

কাব কার্ণিভাল

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন

১. কাব কার্ণিভাল সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন এবং ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।
২. কাব কার্ণিভাল কিভাবে পরিচালনা করতে হয় সে সম্পর্কে ধারণা লাভ ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।
৩. কাব অভিযানের নমুনা কর্মসূচি তৈরি করতে পারবেন।

কাব কার্ণিভাল হচ্ছে কাবিংয়ের একটি বিশেষ প্যাক মিটিং। কাব কার্ণিভাল আনন্দদায়ক, উত্তেজনাপূর্ণ, শিক্ষামূলক এবং প্রতিযোগিতামূলক একটি অনুষ্ঠান। এটি বছরে একবার বা দুইবার করা যেতে পারে। কাব কার্ণিভাল আয়োজনের জন্য নিম্নরূপ প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১। **কাব কার্ণিভালের বিষয় নির্ধারণ:** যেমন-বালতিতে বল ছোড়া, ভারসাম্য রক্ষা, একপায়ে দৌড়, ঘোড় দৌড়, তীর নিক্ষেপ, টারগেট হীট, রিং ছোড়া, বোতলে পানি ভরা, পানি বহন, কচ্ছপ শিকার, মৎস্য শিকার ইত্যাদি।

২। **বিষয়গুলো উপস্থান:** বিভিন্ন স্টেশন তৈরি করে বিভিন্ন রং বে রংঙে সাজিয়ে স্টেশন মাস্টারকে পূর্বেই নিয়মকানুন বুঝিয়ে বলতে হবে সেই সাথে স্টেশন মাস্টারকে বিভিন্ন ভাবে সাজতে হবে।

৩। **অংশগ্রহণ:** কাব স্কাউটরা বিভিন্ন বাহনের মাধ্যমে যেমন-কাল্পনিক নৌকায় চড়ে, ঘোড়ায় চড়ে, পালকিতে চড়ে, ট্রেনে চড়ে ইত্যাদিতে বিভিন্ন শব্দ করে এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে পর্যায়ক্রমিকভাবে যাবে এবং স্টেশন মাস্টারের নির্দেশে প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করবে। এখানে উল্লেখ্য পূর্বেই প্রত্যেক কাব স্কাউটকে এবং স্টেশন মাস্টারকে কয়েন/মার্বেল/কুপন প্রদান করতে হবে। কাব স্কাউটদের বিভিন্ন ঢংগে সাজাতে হবে এবং প্রত্যেক স্টেশনে ঢুকতে এবং বেরুতে গ্রান্ড ইয়েল দিতে হবে।

৪। **অংশগ্রহণের নিয়ম:** খেলার শুরুতে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে সম সংখ্যক মার্বেল বা মুদ্রা দিতে হবে। প্রত্যেক স্টেশন মাস্টারের নিকটও একইরূপ মার্বেল বা মুদ্রা দিতে হবে। কাব স্কাউট সংশ্লিষ্ট স্টেশনে কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারলে স্টেশন মাস্টার একইরূপ মার্বেল বা মুদ্রা দেবেন। কিন্তু সে যদি সফল অংশগ্রহণ করতে না পারে তবে সেই কাব স্কাউট একটি মার্বেল বা মুদ্রা স্টেশন মাস্টারকে প্রদান করবে। এভাবে ষষ্ঠক এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে যাবে।

৫। কাব কার্ণিভাল শুরুর পূর্বে একজন রাজা এবং একজন মন্ত্রী সেজে কাব কার্ণিভালে অংশগ্রহণকারী কাব স্কাউটদের উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে অনানুষ্ঠানিক কথাবার্তা বলে ছেড়ে দিতে হবে। কার্ণিভাল চলাকালিন সময় রাজা এবং মন্ত্রীগণ স্টেশনে স্টেশনে হেটে হেটে পরিদর্শন করবেন।

৬। কার্ণিভাল শেষে সকলকে একত্রিত করে কাব স্কাউট এবং স্টেশন মাস্টারগণ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কে কেমন লাভ বা লোকসান করলেন তার একটি চূড়ান্ত হিসাব দিয়ে কোন কিছু উপহার যেমন চকলেট/বিস্কুট দিয়ে বেশী মুনাফাকারীদের স্বীকৃতি দিবেন।

রাজা সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে কার্ণিভাল কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

কাব অভিযান
Cub Expedition

সংজ্ঞা:

কাব বয়সী বালক-বালিকাদের মুক্তাংগনে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণসহ শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যমূলক আনন্দঘন এবং উদ্দীপনাপূর্ণ পরিভ্রমণই হচ্ছে কাব অভিযান।

উদ্দেশ্য:

১। স্রষ্টার সৃষ্টি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ;
২। সাহসিকতাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি;
৩। কাব প্রোগ্রাম কর্মসূচি বাস্ড়বায়নে সহায়তা;
৪। পর্যবেক্ষন ক্ষমতা বৃদ্ধি;
৫। পঞ্চ ইন্দ্রয়ের ব্যবহারিক ক্ষমতা বৃদ্ধি;
৬। গোপনীয়তা রক্ষার অভ্যাস গড়ে তোলা;
৭। বিভিন্ন প্রাণীর জীবন যাত্রা অনুকরণে প্রকৃতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য উৎসাহিতকরণ;
৮। বিভিন্ন লতা গুল্ম গাছপালার উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে উৎসাহিতকরণ;
৯। ধীশক্তি বৃদ্ধি।

প্রস্তুতি:

১। তারিখ ও সময় নির্ধারণ ;
২। অভিযানে যাত্রার পূর্বে কাবদের প্রকৃতি সম্পর্কে কৌতুহলী ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী করে তুলতে হবে;
৩। গন্তব্য স্থান নির্বাচন ও মালিকের অনুমতি গ্রহণ;
৪। কর্মসূচি প্রণয়ন;
৫। সহকারী মনোনয়ন;
৬। উপকরণ সংগ্রহ;
৭। ট্রেইল তৈরির সরঞ্জামাদি সংগ্রহ এবং ট্রেইল প্রস্তুতকরণ;
৮। পূর্বাহ্নে গুপ্তধন নির্ধারিত জায়গায় রাখা।

সর্তকতা:

১। ট্রেইল চোখ বরাবর গাছের ডালে দেয়ালে বা সুবিধামত যে কোন স্থানে স্থাপন করতে হবে;
২। অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন স্থানে পর্যবেক্ষণের জন্য অবস্থান;
৩। প্রাথমিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা রাখা;
৪। ক্ষতিকারণ প্রাণী বা গাছ পাতা সংগ্রহ থেকে বিরত রাখা;
৫। ট্রেইল রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা;
৬। নিজ নিজ ট্রেইল সংগ্রহ করা এবং অন্যের ট্রেইল ক্ষতি না করার পরামর্শ দেয়া;
৭। গুপ্তধন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৮। অন্যের জিনিসের কোন ক্ষতি না করা।

অভিযান শেষে করণীয়:

১। অভিযানের স্থান পূর্বের তুলনায় ভাল রেখে আসা;
২। মালিককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা;
৩। কাবদের যথাযথভাবে ফিরে আসা নিশ্চিতকরণ;
৪। উপকরণ যথাযথভাবে নিয়ে আসা;
৫। সহকারীদের ধন্যবাদ দেয়া;
৬। মূল্যায়ন।

কাব অভিযান কর্মসূচি নমুনা

বিষয়	দায়িত্ব	সময়
প্রস্তুতি পরিদর্শন	সহকারী কাব লিডার	০৫ মি.
অভিযানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ও যাত্রা শুরু	সহকারী কাব লিডার	১০ মি.
অভিযান স্থলে উপস্থিতি ও বিশ্রাম	ষষ্ঠক ভিত্তিক	২০ মি.
গ্রান্ড ইয়েল	সিঃ ষষ্ঠক নেতা	০২ মি.
গুপ্তধন উদ্ধার	সকলেই	১৫ মি.
প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ লতা, পালক, কীটপতংগ, জলজ প্রাণী, গাছের ফুল, গাছের বাকল ১টি করে	সকলেই	১৫ মি.
প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট গ্রহণ	ষষ্ঠক নেতা	১৫ মি.
ওয়াইড গেইম (পতাকা ছিনতাই)	সহকারী কাব লিডার	৩০ মি.
খেলার মাধ্যমে টেস্ট গ্রহণ (মুক্তা কুড়ানো/সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান)	সহকারী কাব লিডার	৩০ মি.
আপ্যায়ন	ষষ্ঠক ভিত্তিক	১১ মি.
অভিযান মূল্যায়ন	আকেলা/সহঃ কাব লিডার	০৫ মি.
গ্রান্ড ইয়েল	সিনিয়র ষষ্ঠক নেতা	০২ মি.
ফেরত আসা	সকলেই	২০ মি.
	মোট =	১৮০ মি.

নোট:

১। প্রতিটি ষষ্ঠকে যাত্রার সময় ১ জন করে বয়স্ক নেতা সাথে থাকবেন;

২। যাত্রা পথে প্রকৃতি পর্যবেক্ষন করালে নমুনা কর্মসূচিতে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য আলাদা সময় রাখার প্রয়োজন নেই। শুধু খেলাতে ১০ মি. যোগ করে দিলেই হবে।

৩। ষষ্ঠক ভিত্তিক রংগীন কাগজ বা রংগীন সুতা ব্যবহার করা যায়।

৪। প্রয়োজনবোধে ১৮০ মিনিটের কম বেশী হতে পারে।

৫। দূরত্ব ১ কি.মি. থেকে ২ কি.মি. হওয়া বাঞ্চনীয়।

পাঁচ স্তর বিশিষ্ট ইউনিট লিডার প্রশিক্ষণ স্কীম

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন

১. বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ স্কিম কী এবং কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. প্রশিক্ষণ স্কিম -এর পাঁচটি স্তরের বর্ণনা দিতে পারবেন।
৩. ফরমাল/ইনফরমাল ট্রেনিং -এর ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।
৪. পার্সোনাল সাপোর্ট ট্রেনিং গ্রহণের কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন।
৫. এসাইনমেন্ট প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা করতে এবং জমাদানের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বর্তমান প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল অনুযায়ী গত ২৩ মার্চ,২০০৯ তারিখ থেকে পাঁচ স্তর বিশিষ্ট ইউনিট লিডার প্রশিক্ষণ স্কীম কার্যকর করা হয়। এ পাঁচ স্তর বিশিষ্ট ইউনিট লিডার প্রশিক্ষণ স্কীমের স্তরগুলো নিম্নরূপ:

১ম স্তর: ওরিয়েন্টেশন কোর্স (Orientation Course): প্রথম স্তরে যেকোন শাখার ইউনিট লিডার বা বয়স্ক লিডার হিসেবে স্কাউটিং আন্দোলনে যোগদানের জন্য স্কাউট প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তিকে একদিনের (৬/৭ ঘন্টার) ওরিয়েন্টেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করতে হবে। ওরিয়েন্টেশন কোর্স শেষে একজন লিডার তিন মাস সময় ইউনিট গঠন বা পরিচালনায় সম্পৃক্ত থাকবেন।

২য় স্তর: ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স (Unit Leader Basic Course): পূর্বে ওরিয়েন্টেশন কোর্সে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন এমন লিডার দ্বিতীয় স্তরে শাখা ভিত্তিক ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই কোর্সের সময়কাল হবে পাঁচ দিন পাঁচ রাত এবং এই কোর্স আবাসিক হবে। সেই সাথে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে সুনির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট ট্রেনিং স্টাডি দিয়ে দেয়া হবে যা পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে সম্পন্ন করবেন।

৩য় স্তর: ইন সার্ভিস ট্রেনিং (In-Service Training): শাখা ভিত্তিক ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করার পর প্রত্যেক লিডারকে যে শাখায় অ্যাডভান্সড কোর্স সম্পাদন করেছেন সেই শাখার দল গঠন করতে হবে এবং দলে ছয় মাস প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইউনিট পরিচালনার কাজ সম্পাদন করতে হবে। সেই সাথে প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট/ট্রেনিং স্টাডি সম্পন্ন করার পর তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক স্কাউটস এ দাখিল করবেন। একই সাথে দল পরিচালনার অভিজ্ঞতার বর্ণনাও প্রদান করতে হবে। প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর আঞ্চলিক স্কাউটস উক্ত প্রতিবেদন প্রদানকারীর দল পরিদর্শন করে তাকে চতুর্থ স্তর অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট শাখার ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্সে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জনকারী হিসেবে অঞ্চলের প্রশিক্ষণ রেকর্ড বইতে তালিকাভুক্ত করবেন এবং ৩য় স্তর অর্থাৎ ইনসার্ভিস ট্রেনিং সমাপ্ত করবেন।

৪র্থ স্তর: ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স (Unit Leader Advanced Course): শাখা ভিত্তিক ছয় মাস ইনসার্ভিস ট্রেনিং সাফল্যের সাথে সমাপ্তির পর একজন লিডার ৪র্থ স্তরে নির্দিষ্ট শাখার ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এই কোর্স ছয় দিন ও পাঁচ রাতের জন্য আবাসিক হবে। কোর্সে সাফল্য অর্জনকারী অংশগ্রহণকারীগণকে সুনির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট প্রদান করা হবে। এই এসাইনমেন্ট তাকে পরবর্তী এক বছর এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং তার প্রতিবেদন আঞ্চলিক স্কাউটস- এর মাধ্যমে জাতীয় সদর দফতরে প্রশিক্ষণ বিভাগে দাখিল করতে হবে। কোর্সে সাফল্য অর্জনকারী অংশগ্রহণকারীগণকে জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) এবং কোর্স লিডারের যুগ্ম স্বাক্ষরে জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক সরবরাহকৃত সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

৫ম স্তর: ইনসার্ভিস ট্রেনিং (In-Service Training): ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্সে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণের পর একজন ইউনিট লিডারকে সুনির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট / ট্রেনিং স্টাডি সম্পাদন করতে দেয়া হয়। ৫ম স্তরে তিনি দলে কমপক্ষে এক বছর সক্রিয়ভাবে কাজ করবেন অর্থাৎ দল পরিচালনা করবেন এবং সংশ্লিষ্ট শাখার স্কিল কোর্সে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করবেন। এক বছর পর সংশ্লিষ্ট ইউনিট লিডার তার এসাইনমেন্ট / ট্রেনিং স্টাডি সম্পন্ন করার প্রতিবেদন, স্কিল কোর্সে অংশগ্রহণের সার্টিফিকেটের কপি আঞ্চলিক স্কাউটসের মাধ্যমে জাতীয় সদর দফতরে প্রশিক্ষণ বিভাগে দাখিল করবেন। অঞ্চল সংশ্লিষ্ট ইউনিট লিডারের দল পরিদর্শন করে তার ইনসার্ভিস কাজের মূল্যায়ন রিপোর্ট জাতীয় সদর দফতরে প্রেরণ করবে। অবশ্যই উক্ত লিডারের পূর্বের রেকর্ডেও এই স্তরের সাফল্যের উল্লেখ থাকবে। ৫ম স্তর অতিক্রমের পর একজন ইউনিট লিডার নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে অঞ্চলের মাধ্যমে জাতীয় সদর দফতরে প্রেরণ করবেন এবং জাতীয় সদর দফতর

অঞ্চলের সুপারিশসহ ইতঃপূর্বে দাখিলকৃত এসাইনমেন্ট/ট্রেনিং স্টাডির প্রতিবেদন, স্কিল কোর্সে অংশগ্রহণ সার্টিফিকেট এবং দল পরিচালনার অভিজ্ঞতায় সন্তোষ প্রকাশ করে তবে তার উডব্যাজ পার্চমেন্ট ও বিড প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে সংশ্লিষ্ট শাখায় নিজ ইউনিটের কমপক্ষে দু'জন কাব/স্কাউট/রোভার সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড (শাপলা কাব/পিএস/পিআরএস) অর্জন করতে পারে এরূপ পরিকল্পনা তৈরি ও অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

প্রশিক্ষণ স্কীম

বাংলাদেশ স্কাউটস - এর পাঁচ স্তর বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ স্কীম নিম্নবর্ণিত ছকে দেখানো হলো।

	স্তর	কোর্স	সময়কাল	
ফরমাল/ইনফরমাল ট্রেনিং	১ম স্তর	**ওরিয়েন্টেশন কোর্স** (তিন মাস দল গঠন/ পরিচালনা/সম্পৃক্ত থাকা)	৬/৭ ঘন্টা	নন-ফরমাল ট্রেনিং
	২য় স্তর	**শাখা ভিত্তিক ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স**	(৫ দিন ৫ রাত)	
	৩য় স্তর	**ইন সার্ভিস ট্রেনিং** (সুনির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট/ট্রেনিং স্টাডি সম্পন্নের পর প্রতিবেদন দাখিল সাপেক্ষে অ্যাডভান্সড কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগ দান)	৬ মাস	
	৪র্থ স্তর	**শাখা ভিত্তিক ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স**	(৬ দিন ৫ রাত)	
	৫ম স্তর	**ইন সার্ভিস ট্রেনিং** (সুনির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট/ট্রেনিং স্টাডি সম্পন্নের পর প্রতিবেদন ও শাখা ভিত্তিক স্কিল কোর্সে অংশগ্রহণের সনদ দাখিল সাপেক্ষে)	১ বছর	

উডব্যাজ অর্জন

এসাইনমেন্ট / ট্রেনিং স্টাডি

অ্যাডভান্সড্ কোর্স শেষে ইনসার্ভিস চলাকালে করণীয়: ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্সে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ শেষে নুন্যতম ১২ মাস ইনসার্ভিস ট্রেনিং চলাকালে একজন ইউনিট লিডারকে (চার) টি এসাইনমেন্ট স্কাউটার ডায়রিতে সম্পন্ন করতে হবে। এই ডায়রিটি উডব্যাজ পার্চমেন্ট-এর জন্য আবেদনের পূর্বে তাকে আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ)-এর নিকট উপস্থাপন করতে হবে। স্কাউটার ডায়রিটি যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে উডব্যাজ পার্চমেন্ট মঞ্জুরের জন্য সুপারিশ করবেন। জাতীয় কার্যালয় আবেদনকারীর ইন সার্ভিস ফরমের অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে ডায়রি সম্পর্কিত সুপারিশটি ও বিবেচনায় আনবে।

এসাইনমেন্ট : ১

স্কাউটার ডায়রি সংরক্ষণ: কাব/স্কাউট/রোভার ইউনিট অ্যাডভান্সড্ কোর্স সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করার পর নিজ ইউনিট পরিচালনায় যে সব প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করবেন অথবা স্কাউটিং সংক্রান্ত সকল তথ্য স্কাউটার ডাইরিতে সংরক্ষণ করবেন। ডাইরিটি হবে একটি মোটা বাঁধাই খাতা / স্পাইরাল বাইন্ডিং / রিং ফাইল ইত্যাদি।

ক. ডায়রির কভারটি কাব,স্কাউট, রোভারদের পতাকার রংঙের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করতে হবে।

খ. ডায়রির কভার পৃষ্ঠায় ইউনিট লিডারের নাম, পদবী, ইউনিটের নাম, উপজেলা, জেলা ও অঞ্চলের নাম উল্লেখ করবেন।

গ. ডায়রির প্রথম পৃষ্ঠার ডান দিকের ওপরে একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবিসহ ব্যক্তি পরিচিতি হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে:

১. পুরো নাম: বাংলা ও ইংরেজিতে; ২. ইউনিটের নাম ও ঠিকানা; ৩. পিতার/স্বামীর নাম; ৪. জন্মতারিখ; ৫. ভোটার আইডি নম্বর; ৬. শিক্ষাগত যোগ্যতা; ৭. বর্তমান ঠিকানা; ৮. স্থায়ী ঠিকানা; ৯. মোবাইল নম্বর; ১০. পেশার পূর্ণ বিবরণ; ১১. স্কাউট পদমর্যাদা; ১২. বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণের পূর্ণ তথ্যাবলী:

(১৩) স্কাউট অভিজ্ঞতা:

ক. কাব স্কাউট হিসেবে - নাই / আছে - বিবরণ- _____

খ. স্কাউট হিসেবে - নাই / আছে - বিবরণ- _____

গ. রোভার স্কাউট হিসেবে - নাই / আছে - বিবরণ- _____

ঘ. অন্যান্য পদমর্যাদায় - নাই / আছে - বিবরণ- _____

১৪. ক্যাম্পিং অভিজ্ঞতা (যদি থাকে):

ক. দেশে-

খ. বিদেশে-

১৫. অন্যান্য স্কাউট লিডার ট্রেনিং অভিজ্ঞতা ঃ আছে / নাই- বিবরণ _____

১৬. অন্যান্য সেবামূলক সংস্থার সাথে কাজের অভিজ্ঞতা ঃ আছে / নাই- বিবরণ- _____

ক. পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলো থেকে অ্যাডভান্স কোর্সে অংশগ্রহণের পর ইউনিট পরিচালনা ও যে কোন স্কাউট কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ধারাবাহিক বর্ণনা নিম্নলিখিত ছক আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ইউনিট পরিচালনা ও স্কাউটিং কার্যক্রমের ধারাবাহিক পূর্ণ বিবরণ :

ক্রমিক	তারিখ	বিবরণ	মন্তব্য

ক. ডাইরির ডান পৃষ্ঠায় উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী কার্যক্রমের বিবরণ এবং বাম পৃষ্ঠায় উক্ত কার্যক্রমে ছবি, পেপার কাটিং, সনদের ফটোকপি, অংকিত চিত্র, স্কেচ, সংগ্রহ ইত্যাদি প্রয়োজনে সংরক্ষণ করা যাবে।

খ. আপনার সংগৃহীত বিভিন্ন গান, খেলা ধূলার বিবরণ ডাইরিতে লিপিবদ্ধ করতে পারবেন।

গ. ডায়রির শেষে নিম্নলিখিত ছক আকারে উপজেলা, জেলা, আঞ্চলিক স্কাউটস ও অন্যান্যদের মন্তব্য লেখার জন্য ৩/৪টি পাতা ফাঁকা রাখতে হবে।

উপজেলা স্কাউটস-এর মন্তব্য ঃ (নাম, পরিচিতি নং, স্বাক্ষর ও তারিখ)	জেলা স্কাউটস-এর মন্তব্য ঃ (নাম, পরিচিতি নং, স্বাক্ষর ও তারিখ)	প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ-এর মন্তব্য ঃ (নাম, পরিচিতি নং, স্বাক্ষর ও তারিখ)

আঞ্চলিক উপকমিশনার (প্রশিক্ষণ) -এর মন্তব্য	আঞ্চলিক কমিশনার -এর অনুমোদন

এসাইনমেন্ট : ২

অ্যাডভান্সড্ কোর্সে অংশগ্রহণকারী স্কাউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে স্কাউটিং বিষয়ক যে সকল বই, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী পাঠ করেছেন তার নাম ও অন্যান্য তথ্য নিম্নের ছকে প্রতিবেদন আকারে স্কাউটার ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করুন-

ক্রমিক	বই/সাময়িকী/পত্রপত্রিকার নাম	প্রাপ্তির উৎস	শিক্ষনীয় বিষয়	মন্তব্য

এসাইনমেন্ট : ৩

নিজ ইউনিটের ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করুন। যেমন, আপনার ইউনিট ৩ (তিন) দিনের একটি উপজেলা/ জেলা ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করবে, তার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা আপনার স্কাউটার ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করুন।

এসাইনমেন্ট : ৪

বিপি বলেছেন- "A Scout who never goes to Camp is like a sailor who never goes to the sea." - উক্তিটি সম্পর্কে আপনার মতামত স্কাউটার ডায়রিতে লিপিবদ্ধ করুন।

কোর্স মূল্যায়ন, সামিং আপ ও মুক্ত আলোচনা
সেশন প্লান

সেশনের নাম :	কোর্স মূল্যায়ন, সামিং আপ ও মুক্ত আলোচনা	**কোর্স** :	ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স
স্থান :		**তারিখ** :	
আরম্ভের সময় :		**শেষ করার সময়** :	
মোট সময় :		**শিক্ষাদানের তারিখ** :	

ব্যবহারিক উদ্দেশ্য : সেশন শেষে শিক্ষার্থীগণ নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন

১. কোর্স মূল্যায়ন কী এবং কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২. মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন।
৩. সামিং আপ কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।
৪. মুক্ত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সূচিপত্র (সার-সংক্ষেপ)

১. প্রশিক্ষণ কী এবং কেন; ২. পাঁচস্তর এর বর্ণনা; ৩. পার্সোনাল সাপোর্ট ট্রেনিং গ্রহণের কৌশল;
৪. এসাইনমেন্ট প্রস্তুত ও জমা প্রদান

বিষয়সূচির বিবরণ (প্রতি পদক্ষেপের সময় নির্ঘন্টসহ)

১. ভূমিকা
২. কোর্স মূল্যায়ন কী
৩. কোর্স মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা
৪. কোর্স মূল্যায়ন পদ্ধতি ও মূল্যায়নে অংশগ্রহণ
৫. সামিং আপ কার্যক্রম ও প্রশ্নোত্তর পর্ব
৬. মুক্ত আলোচনা

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি: লেকচার, অংশগ্রহণ ও প্রশ্নত্তোর পদ্ধতি

সেশনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ:

মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ল্যাপটপ, পোস্টার পেপার, মার্কার পেন, পয়েন্টার, ম্যাগনেট বোর্ড, ম্যাগনেট, মূল্যায়ন ফরম ইত্যাদি।

ফলোআপ/ অনুসরণ প্রক্রিয়া (সেশন পরবর্তী)

মূল্যায়ন ও মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ।

স্বাক্ষর :		স্বাক্ষর :	
কোর্স লিডার :		সেশন পরিচালক :	

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন

ভূমিকা: ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সের বিশেষ উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণার্থীর মৌলিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো, প্রোগ্রাম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কৌশল রপ্ত করানো এবং স্কাউট আন্দোলনের প্রতি আরো প্রতিশ্রুতিশীল হওয়ার প্রেরণা দান। প্রশিক্ষণ কোর্সে এগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন বলতে প্রশিক্ষণার্থীগণের প্রথম দিন থেকে প্রতিনিয়ত যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে তার মূল্যায়ন করা বুঝায়। এই মূল্যায়ন একটা সেশন শেষে, দিনের শেষে, কোর্সের মাঝামাঝি সময়ে এবং কোর্সের শেষে হতে পারে। দিনের শেষে প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করা যেতে পারে। প্রত্যক্ষভাবে করার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রশ্নপত্র অথবা প্রশ্ন মৌখিকভাবে করে প্রশিক্ষণার্থীগণের মতামত বিশ্লেষণ করা যায়। প্রশিক্ষণ কোর্সে যেহেতু বয়স্ক লিডার প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করে থাকে সুতরাং তাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণ মূল্যায়ন করার জন্য খেলাধূলা, গান, নাচ, গল্পবলা, অভিনয় করা ইত্যাদি কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করিয়ে পরোক্ষভাবে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর প্রশিক্ষণের অগ্রগতির মূল্যায়ন করা খানিকটা যুক্তিযুক্ত। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থী নিজে উৎসাহিত হন এবং প্রশিক্ষণের আনন্দঘন পরিবেশ বজায় থাকে। একজন ট্রেনারের গুরু দায়িত্ব যেমন কার্যকর ও ফলপ্রসু প্রশিক্ষণ দান করা তেমনি তার আবশ্যিক কর্তব্য হলো প্রতি সেশনে এবং প্রত্যেক দিনের শেষে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন করা। যে কোন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারীগণের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, আন্তরিকতা, আচরণ ইত্যাদি ব্যক্তিভেদে পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে জ্ঞান, দক্ষতা এবং চরিত্র/দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। স্কাউটিং এর মিশন, সংজ্ঞা, পদ্ধতি, উদ্দেশ্য, প্রতিজ্ঞা ও আইনের আত্মীকরণ, মোটিভেশন, গণসংযোগ, অর্থ সংগ্রহ, সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি বিষয়গুলো জ্ঞানের আওতায় পড়ে। প্রোগ্রাম পরিকল্পনা, প্রাথমিক প্রতিবিধান, উদ্ধার কাজ, তাঁবু খাটানো, নৃত্য, সঙ্গীত, পতাকা উত্তোলন, হাইকিং, রান্নাবান্না, দড়ির কাজ ইত্যাদি বিষয়গুলো দক্ষতার আওতায় পড়ে। মানব সম্পর্ক, শিশু মনোবিজ্ঞান, প্রতিজ্ঞা ও আইনের অনুসরণ, সৎ ব্যবহার, সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন কাজ, কথোপকথন, সহযোগিতার মনোভাব, চলাফেরা ইত্যাদি বিষয়গুলো আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় পড়ে।

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া: জ্ঞান অর্জন সম্পর্কিত বিষয়গুলোর প্রশিক্ষণ সফল হয়েছে কিনা তার মূল্যায়ন মৌখিক ও লিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে করা যায়। দক্ষতা অর্জন সম্পর্কিত বিষয়গুলোর প্রশিক্ষণ সফল হয়েছে কি না তার মূল্যায়ন অনুশীলনের মাধ্যমে করা যেতে পারে। আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নের প্রশিক্ষণ কার্যকর হয়েছে কি না তার মূল্যায়ন লিখিত ও মৌখিক প্রশ্ন এবং ধারাবাহিক সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে করা যেতে পারে। অন্যদিকে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে পরোক্ষভাবেও মূল্যায়ন করা যায়। কোর্স চলাকালীন পরোক্ষভাবে প্রশিক্ষণার্থীগণকে মূল্যায়ন করলে একদিকে যেমন সময় কম লাগে অন্যদিকে প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে পরীক্ষা পাশের ভীতিও থাকে না। আর সেজন্যেই ক্রীড়া/অভিনয়/ গানের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত। কেবলমাত্র প্রশিক্ষণ কোর্সেই নয়, স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের সময় কাব, স্কাউট ও রোভারদেরকে ও এ পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা সহজ ও সাবলিল গতিতে সম্পন্ন করা যায়।

খেলার মাধ্যমে মূল্যায়ন: কোন প্রশিক্ষণ কোর্সে দক্ষতার কাজ শেখানো এবং অনুশীলন করার পর উপদল ভিত্তিক বা ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার খেলা দেয়া যেতে পারে। ট্রেনার অবশ্যই প্রথমে খেলাটির নিয়ম কানুন বলে দেবেন। এভাবে প্রাথমিক প্রতিবিধান, কম্পাসের ব্যবহার, স্নায়ু (Nerve) সচেতনতা ইত্যাদি দক্ষতার বিষয়গুলোর প্রশিক্ষণ খেলার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা সহজ হয়।

অভিনয়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন: অভিনয় একটি জনপ্রিয়, সজিব ও হৃদয়গ্রাহী "কলা" (Art)। অভিনয় সব মানুষের মন আকর্ষণ করে। মানব সম্পদ (Human resource) উন্নয়ন ক্ষেত্রে অভিনয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। একজন দক্ষ অভিনেতার মনোবিকাশ সাধারণ মানুষের মননশীলতার অনেক উর্ধ্বে। তাই অভিনয়ের মাধ্যমে নেতৃত্ব, দয়া, প্রেম, ভক্তি, উদারতা, নিপুনতা, প্রত্যুৎপন্নতা, সেবাধর্মিতা, শিষ্টাচার, ভদ্রতা, সত্যবাদিতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, নির্ভীকতা, সাহসীকতা, ক্ষমাশীলতা ফুটিয়ে তোলা অভিনেতা/অভিনেত্রীর পক্ষে কঠিন হলেও দর্শকদের কাছে তাদের সঠিক মূল্যায়ন হয়। মুগলীর গল্প অবলম্বনে ছোট ছোট একাঙ্কিকা তৈরি করে প্রশিক্ষণার্থীগণকে উপদল ভিত্তিক অভিনয় করানো যেতে পারে। সেখানে বিভিন্ন চরিত্রে প্রশিক্ষণার্থীগণ কত নিখুঁতভাবে অভিনয় করতে পারেন তা পর্যবেক্ষণ করা যায়।

গানের মাধ্যমে মূল্যায়ন ঃ গানের মাধ্যমে মানুষ মনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে চায়। গান যুব সম্প্রদায়ের মানসিক ও চারিত্রিক বিকাশে অমূল্য অবদান রাখে এবং সুকোমল বৃত্তির বিকাশ ঘটায়। স্কাউটিংয়ে গানকে একটা শক্তিশালী মাধ্যম বা পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করে স্কাউট প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা যায়। একটা সেশন গানের দুটো কলি গেয়ে শুরু আবার একটা ছন্দ দিয়ে শেষ করলে প্রশিক্ষণার্থীগণ মজা পান। ট্রেনিং কোর্সের সম্পূর্ণ সময় কালে প্রশিক্ষণার্থীগণকে উপদল ভিত্তিক গান রচনা করতে এবং গান গাইতে উদ্বুদ্ধ করে প্রশিক্ষণকে আরও আকর্ষণীয় করা যায়।

পরিশিষ্ট -১২

বাংলাদেশ স্কাউটস,.....অঞ্চল

কোর্স মূল্যায়নপত্র

_____ তম _____ ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ **কোর্স**

তারিখ : _____

স্থান : _____

নিম্নে বর্ণিত কোর্সের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নির্দিষ্ট কলামে টিক (√) চিহ্ন দিয়ে আপনার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করুন।

ক্রমিক	**কোর্সের উদ্দেশ্যসমূহ (কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত)**	**পুরোপুরি**	**সন্তোষজনক**	**আংশিক**
১	বাংলাদেশ স্কাউটসের লক্ষ্য অর্জনে ইউনিট লিডার কিভাবে ভূমিকা রাখছেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন			
২	স্কাউট পদ্ধতিসমূহ কিভাবে সংশ্লিষ্ট তরুণ/যুবদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং স্কাউটদের চাহিদা মেটাতে সক্ষম তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।			
৩	স্কাউট আইন ও প্রতিজ্ঞার আলোকে স্কাউটদের যুগোপযোগী সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে সহায়তা করতে পারবেন এবং তা বর্ণনা করতে পারবেন।			
৪	পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ, পারদর্শিতা ব্যাজসহ ব্যাজ পদ্ধতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং উক্ত ব্যাজ অর্জনে কিভাবে সংশ্লিষ্ট স্কাউটকে সহযোগিতা করতে হবে তা পুংখানুপুংখরূপে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।			
৫	ইউনিটের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার যোগ্যতা অর্জন, স্কাউটদের মধ্যে আন্তর্জাতিক স্কাউটিং সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন এবং তা আলোচনা করতে পারবেন।			
৬	শিক্ষা পদ্ধতি, সাংস্কৃতিক পটভূমি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে স্কাউট প্রোগ্রাম খাপ খাওয়ানোর দক্ষতা অর্জন করবেন এবং তা বর্ণনা করতে পারবেন।			
৭	নিজের পরবর্তী প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপন, উড ব্যাজ অর্জনের শর্তপূরণ এবং তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হবেন।			

ক্রমিক	**কোর্সের উদ্দেশ্যসমূহ (প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক নির্ধারিত)**	**পুরোপুরি**	**সন্তোষজনক**	**আংশিক**
২				
৩				
৪				
৫				

প্রশিক্ষকমন্ডলী সম্বন্ধে (চমৎকার, খুব ভাল, ভাল, মোটামুটি, ভাল নয়) মন্তব্য লিখুন।

ক্রমিক	প্রশিক্ষকের নাম	উপস্থাপনা	কার্যকারিতা	বিষয়ের ওপর দক্ষতা	আন্তরিকতা
১					
২					
৩					
৪					
৫					
৬					
৭					
৮					
৯					
১০					

নির্ধারিত ঘরে টিক (√) চিহ্ন দিয়ে মতামত প্রকাশ করুন

	ব্যবস্থাপনা	চমৎকার	খুব ভাল	ভাল
১	আবাস ব্যবস্থা			
২	ভালো			
৩	পানি সরবরাহ			
৪	স্বাস্থ্য রক্ষা			
৫	খাদ্য ব্যবস্থা			
৬	সেশন ব্যবস্থা			
৭	স্যানিটেশন			
৮	ষষ্ঠক/উপদলে কাউন্সলরদের উপস্থিতি			
৯	কাউন্সলর ও প্রশিক্ষকগণের আন্তরিকতা			
১০	অন্যান্য স্টাফদের আচার-আচরণ			

যে তিনটি বিষয় সবচেয়ে ভাল লেগেছে

১।

২।

৩।

যে তিনটি বিষয় সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন

১।

২।

৩।

পরিশিষ্ট -১

প্রশিক্ষকবৃন্দের বিষয়বস্তু বাছাই ফরম
(Staff Self Rater)

নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহে যেটিতে আপনি দক্ষ, সমর্থ ও সাবলীল-সেটিতে টিক চিহ্ন (√) দিন। এটি কোর্স লিডারকে সেশনের দায়িত্ব বণ্টনে সহায়তা করে।

ক্রমিক	বিষয়	সময়	আগ্রহী নহি	কম আগ্রহী	আগ্রহী	খুবই আগ্রহী	মন্তব্য
	বিশ্ব স্কাউট সংস্থার নীতিসমূহ	৬০মি.					
	স্কাউটিংয়ে খেলাধুলা ও গান	৬০মি.					
	তাঁবু জলসা	৬০মি.					
	বি-পি পিটি ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য	৬০মি.					
	তাঁবু কলা পরিদর্শন	৬০মি.					
	স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহ	১২০মি.					
	স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনের প্রতিফল	৬০মি.					
	উপদল পদ্ধতি	৬০মি.					
	প্যাক / ট্রুপ / ক্রু মিটিং পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল	৬০মি.					
	বৃত্ত গঠন, কাবের ডাক, বাঁশির ও হস্তসংকেত	৬০মি.					
	দড়ির কাজ ও পাইওনিয়ারিং	১২০মি.					
	ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ	৯০মি.					
	বন কলা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ	৩০মি.					
	ফাস্ট এইড ও উদ্ধার কাজ	১২০মি.					
	গ্রুপ সংগঠন	৬০মি.					
	স্কাউটস ওন	৯০মি.					
	অনুষ্ঠানাদি	৬০মি.					
	প্রোগ্রাম পরিকল্পনা	৬০মি.					
	ক্যাম্পিং ও হাইকিং	৬০মি.					
	কম্পাস, মানচিত্র ও আর্থ-সামাজিক জরিপ	৬০মি.					
	কোড ও সাইফার	৬০মি.					
	স্কাউটিং ও সমাজ	৬০মি.					
	প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ	৬০মি.					
	প্রশিক্ষণ স্কিম	৬০মি.					

_____ **তম** _____ **ইউনিট লিডার** অ্যাডভান্সড্ **কোর্স**

স্থান : _____

তারিখ : _____

রেজিস্ট্রেশন ফরম

(রেজিস্ট্রেশন ফরমটি সার্কুলারের সাথে প্রেরণ করলে শিক্ষার্থী সঠিকভাবে ফরমটি পূরণ করে নিয়ে আসতে পারেন)

১। শিক্ষার্থীর নাম (বাংলা ও ইংরেজি): _____

২। পিতা/স্বামীর নাম: _____

৪। মাতার নাম : _____

৩। শিক্ষাগত যোগ্যতা: _____ ৪। জন্ম তারিখ: _____ ৫। রক্তের গ্রুপ: _____

৬। ইউনিটের নাম ও ঠিকানা (বর্তমান ঠিকানা): _____

_____

_____

৯। স্থায়ী ঠিকানা: _____

_____

১০. সেল ফোন নম্বর: _____; ১১। ই-মেইল ঠিকানা: _____

১২. ইউনিটের রেজিস্ট্রেশন নং ও তারিখ: _____

১৩. ওরিয়েন্টেশন কোর্সের নাম: _____; স্থান: _____; তারিখ: _____

সনদ / সার্টিফিকেট নম্বর (ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে): _____

১৪. বেসিক কোর্সের নাম: _____ ; স্থান: _____; তারিখ: _____

সনদ / সার্টিফিকেট নম্বর (কপি সংযুক্ত করতে হবে): _____

১৫. বেসিক কোর্সের এসাইনমেন্ট তথ্য (প্রদর্শন করতে হবে): _____

১৬. স্কাউট পরিসংখ্যান: **ক.** নবাগত/সহচর _____ জন; **খ.** সদস্য _____ জন; **গ.** তারা/স্ট্যান্ডাড/প্রশিক্ষণ _____ জন

ঘ. চাঁদ/প্রোগ্রেস/সেবা _____ জন; **ঙ.** চাঁদ তারা/সার্ভিস _____ জন। **মোট:** _____ জন।

১৬. স্কাউটিং অভিজ্ঞতা (যদি থাকে): _____

১৭. অন্যান্য অভিজ্ঞতা: _____

১৮. শখ: _____

স্বাক্ষর	স্বাক্ষর	স্বাক্ষর
কোর্স লিডার	রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তা	শিক্ষার্থীর

পরিশিষ্ট -৩

বাংলাদেশ স্কাউটস,.....অঞ্চল

_____ তম _____ ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স

তারিখ ঃ _____

স্থান ঃ _____

ষষ্ঠক/উপদল বক্সের দ্রব্যাদির তালিকা

ষষ্ঠক/উপদলের নাম

ক্রমিক	দ্রব্যের নাম	সাইজ	সংখ্যা	মন্তব্য
১।	পাতিল/সসপেন (ঢাকনাসহ)		..টি	
২।	গামলা (ঢাকনাসহ)		..টি	
৩।	জগ		..টি	
৪।	গ্লাস/মগ		..টি	
৫।	চামচ (বিভিন্ন প্রকার)		..টি	
৬।	খুনতি		১টি	
৭।	ভাত খাওয়ার পেট		..টি	
৮।	দা		১টি	
৯।	বটি		১টি	
১০।	ছুরি		১টি	
১১।	শাবল		১টি	
১২।	কোদাল		১টি	
১৩।	কুড়াল		১টি	
১৪।	বালতি		১টি	
১৫।	উপদল পতাকা		১টি	
১৬।	ষষ্ঠক নেতা / উপদল নেতা ব্যাজ		১ সেট	
১৭।	সহঃ ষষ্ঠক নেতা/ সহঃ উপদল নেতা ব্যাজ		১ সেট	
১৮।	তেলের বোতল		২টি	
১৯।	মসলা, চা ও চিনি রাখার পাত্র		..টি	
২০।	বদনা		২টি	
২১।	টর্চ লাইট ও চার্জ লাইট		২টি	
২২।	চা ছাকনি		১টি	
২৩।	হাতুড়ি		১টি	
২৪।	প্রাথমিক প্রতিবিধান বাক্স (সরঞ্জামসহ)		১টি	
২৫।	ষষ্ঠক চিহ্ন		১ সেট	
২৬।	ঝুড়ি, মুগুর, কেটলি, ফ্লাক্স ইত্যাদি		..টি	
২৭।				

কাউন্সলরের স্বাক্ষর

ষষ্ঠক/উপদল নেতার নাম ও স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট -৪

বাংলাদেশ স্কাউটস,.....অঞ্চল

কোর্সের নাম :.....

স্থান : ..... তারিখ :.....

পরিদর্শন রিপোর্ট ফরম

পূর্ণমান : ১০০

তারিখ: আদর্শ মান : ৮০

ক্রমিক নম্বর	উপদল/ ষষ্ঠকের নাম	টার্ণআপ এ্যান্ড স্মার্টনেস/ গ্র্যান্ড ইয়েল (৫%+১০%)	ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও পোশাক (৫%+১০%)	বিছানাপত্র ও হাড়িপাতিল (১০%+১০%)	তাঁবুর যত্ন ও পরিচ্ছন্নতা (৫%+৫%)	গ্যাজেট (৪০%)	মোট ১০০%	মন্তব্য
১								
২								
৩								
৪								
৫								
৬								
৭								

বিশেষ মন্তব্য:

পরিদর্শকের নাম ও স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট- ৫

.... তম ....ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স

স্থান: ....

তারিখ: .... ষষ্ঠক/উপদলের নাম: ....

পার্টিকুলার শীট

ক্র. নং	প্রশিক্ষণার্থী নাম (বাংলা ও ইংরেজিতে) এবং পেশাগত পদবী, মোবাইল নং ও ই-মেইল অ্যাড্রেস	শিক্ষাগত যোগ্যতা, জন্ম তারিখ ও রক্তের গ্রুপ	বর্তমান ঠিকানা (ইউনিটের নাম ও ঠিকানা)	স্থায়ী ঠিকানা ও জাতীয় পরিচয়পত্র নং	বেসিক কোর্সের সনদ নং ও তারিখ	এসাইনমেন্ট/ ট্রেনিং স্টাডি- এর সনদ নং ও তারিখ	চূড়ান্ত মূল্যায়নের গ্রেডিং	ফলাফল সনদ নং ও তারিখ	বিশেষ মন্তব্য
১									
২									
৩									
৪									
৫									
৬									
৭									
৮									
৯									

কোর্স লিডার

বাংলাদেশ স্কাউটস _____ অঞ্চল

সেশন প্লান

সেশনের নাম: _____

কোর্সের নাম: _____

স্থান: _____

তারিখ: _____ হ'তে _____ পর্যন্ত

শিক্ষাদানের তারিখ: _____ আরম্ভের সময়: _____ মোট সময়: _____

প্রশিক্ষকের নাম: _____ পদবী: _____

ঠিকানা: _____

_____

উদ্দেশ্য:

শিক্ষার্থীগণ সেশন শেষে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হবেন ঃ

১।

২।

৩।

৪।

বিষয়বস্তু:

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

৮।

৯।

১০।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি:

১।

২।

৩।

উপকরণ:

১।

২।

৩।

৪।

৫।

বাস্তবায়ন কৌশল:

১।

২।

৩।

সেশন পরবর্তী অনুসরণ প্রক্রিয়া (ফলোআপ):

১।

২।

কোর্স লিডার

প্রশিক্ষকের/কাউন্সলরের নাম ও স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট -৭

বাংলাদেশ স্কাউটস _____ **অঞ্চল**

কোর্সের নাম: .....

তারিখ:

স্থান:

মূল্যায়নের তারিখ:

সেশন মূল্যায়ন ফরম

(প্রত্যেক দিনের জন্য)

(শিক্ষার্থীগণ উপযুক্ত ঘরে টিক (√) চিহ্ন দিন)

ক্রমিক	সেশনের বিষয়বস্তু	প্রশিক্ষকের নাম	সম্পূর্ণ অর্জিত হয়েছে	আংশিক অর্জিত হয়েছে	আরও জানা প্রয়োজন	বোধগম্য হয়নি
১						
২						
৩						
৪						
৫						
৬						
৭						
৮						
৯						
১০						
১১						

স্বাক্ষর (ঐচ্ছিক)

..... তম .....ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স
তারিখ: .....
স্থান: .....

কাউন্সলরদের দৈনিক মূল্যায়ন ফরম

উপদল/ষষ্ঠকের নাম: .....

ক্র. নং	নাম	সময়ানুবর্তিতা	ব্যক্তিত্ব	আচরণ	স্কাউট সুলভ মনোভাব	উপদলের/ ষষ্ঠকের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ	সেশনের প্রতি আগ্রহ, অংশগ্রহণ ও মনোযোগিতা	উপদলের/ষষ্ঠকের সদস্যদের সাথে সহযোগিতা	জানার আগ্রহ	সেশন নোট	কোর্স স্টাফ ও সহকর্মীদের সাথে আচরণ	মোট নম্বর
		১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	(১০০)
১												
২												
৩												
৪												
৫												
৬												
৭												
৮												
৯												

স্বাক্ষর :
নাম :
কোর্স লিডার :

স্বাক্ষর :
নাম :
কাউন্সলরের নাম :

পরিশিষ্ট -৯

বাংলাদেশ স্কাউটস, ...অঞ্চল

কোর্সের নাম :.....

স্থান : ..... তারিখ :.....

দৈনিক মূল্যায়নের গড় ফলাফল শীট

ষষ্ঠক/উপদলের নাম :

নং	নাম	১ম দিন	২য় দিন	৩য় দিন	৪র্থ দিন	৫ম দিন	মোট	গড়	মন্তব্য
১									
২									
৩									
৪									
৫									
৬									
৭									
৮									
৯									

স্বাক্ষর
কাউন্সলরের নাম:
তারিখ:

পরিশিষ্ট -১০

বাংলাদেশ স্কাউটস,.....অঞ্চল

কোর্সের নাম :.....

স্থান : ..... তারিখ :.....

চূড়ান্ত ফলাফল শীট

ষষ্ঠক/উপদলের নাম:

নং	নাম	প্রাক মূল্যায়ন	দৈনিক গড় মূল্যায়ন	রানিং নোট	ব্যক্তিগত স্বাক্ষাৎকার	মোট নম্বর	(%)	গ্রেডিং	মন্তব্য
১									
২									
৩									
৪									
৫									
৬									
৭									
৮									
৯									

স্বাক্ষর

কাউন্সলরের নাম:

তারিখ:

পরিশিষ্ট -১১

বাংলাদেশ স্কাউটস, _____ অঞ্চল

কোর্স স্টাফদের গোপনীয় প্রতিবেদন ফরম

প্রথম অংশ

কোর্সের নাম : _____ তারিখঃ _____ হতে _____ পর্যন্ত

স্থান : _____

প্রশিক্ষকের নাম : _____

প্রশিক্ষকের ঠিকানা: (বর্তমান) _____

_____ মোবাইল নং _____

স্থায়ী ঠিকানা :_____

_____

প্রশিক্ষকের স্বাক্ষর

নির্দেশাবলী

১. কোর্সে যোগদানের পরপরই কোর্স স্টাফগণ গোপনীয় প্রতিবেদনের প্রথম অংশ পূরণ করে কোর্স লিডারের নিকট জমা দিবেন।

২. আঞ্চলিক স্কাউটস কর্তৃক আয়োজিত কোর্সে তিন কপি এবং জাতীয় সদর দফতর কর্তৃক আয়োজিত কোর্সে দুই কপি ফরম দাখিল করতে হবে।

৩. কোর্স লিডার কোর্স চলাকালীন কোর্স স্টাফের আচরণ এবং অধিবেশনসমূহ অত্যন্ত মনযোগের সাথে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং সময়ে সময়ে আলাদা কাগজে নোট রাখবেন।

৪. গোপনীয় প্রতিবেদন লিখার সময় যাতে কোর্স লিডার সংশ্লিষ্ট স্টাফের সাথে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে প্রভাবিত না হন এবং বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন লিখেন সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

৫. কোর্স শেষে কোর্স এলাকায় বসেই কোর্স লিডার গোপনীয় প্রতিবেদন সমূহ লিখবেন। তিনি প্রতিবেদনের এক কপি করে তাঁর নিকট রাখবেন। আঞ্চলিক স্কাউটস কর্তৃক আয়োজিত কোর্সের বেলায় এক কপি আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) এবং এক কপি সরাসরি জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) এর ব্যক্তিগত নামে প্রেরণ করবেন। জাতীয় সদর দফতরের আয়োজিত কোর্সের গোপনীয় প্রতিবেদন আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) এর নিকট পাঠানোর প্রয়োজন নাই।

৬. এ গোপনীয় প্রতিবেদনসমূহ আলাদা খামে গোপনীয়" লিখে পাঠাতে হবে।

৭. প্রতিটি বিষয়ে পূর্ণমান ৫; তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে নম্বর দিতে চান উক্ত ঘরে স্বাক্ষর করবেন।

৮. গোপনীয় প্রতিবেদনসমূহ সম্মানীয় দায়িত্বপত্র নবায়ন, উচ্চতর নিয়োগ, এওয়ার্ড প্রদান ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হবে।

৯. সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে অথবা মূল্যায়নে উল্লেখ নাই এমন তথ্যসমূহ লেখচিত্রে উল্লেখ করতে হবে।

(প্রতি বিষয়ে পূর্ণমান ৫; সর্বমোট ১০০। কার্যক্রমের ভিত্তিতে প্রতিটি বিষয়ের পাশে নম্বরের ঘরে অনুস্বাক্ষর দিতে হবে)

ক্রমিক	বিষয়		৫	৪	৩	২	১
১	স্কাউটিং এর তাত্ত্বিক বিষয়ে জ্ঞান						
২	স্কাউটিং এর ব্যবহারিক বিষয়ে দক্ষতা						
৩	ব্যক্তিচরিত্রে স্কাউট আদর্শ ও মূল্যনীতির প্রতিফলন						
৪	সেশন গ্রহণে দক্ষতা	ক) তাত্ত্বিক বিষয়					
৫		খ) ব্যবহারিক বিষয়					
৬	নতুন প্রশিক্ষণ কৌশল ব্যবহারে আগ্রহ						
৭	প্রশিক্ষণ সরঞ্জাম ব্যবহারে আগ্রহ ও দক্ষতা						
৮	সহযোগিতা						
৯	দায়িত্বজ্ঞান						
১০	কর্তব্যনিষ্ঠা						
১১	সময়ানুবর্তিতা						
১২	বিষয়বস্তু উপস্থাপন						
১৩	প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে ব্যবহার						
১৪	সেশনের কার্যকারিতা						
১৫	সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক						
১৬	আদেশ পালনে তৎপরতা						
১৭	বাচনভঙ্গি						
১৮	শৃংখলাবোধ						
১৯	বুদ্ধিমত্তা						
২০	শেখার আগ্রহ						
	পূর্ণমানঃ ১০০		প্রাপ্ত নম্বর:				

লেখচিত্র: সামগ্রিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে অথবা মূল্যায়নে উল্লেখ নাই এমন নির্দিষ্ট তথ্যসমূহ লেখচিত্রে উল্লেখ করতে হবে।

স্বাক্ষর

তারিখ: ..... কোর্স লিডারের নাম.....

পরিশিষ্ট - ১৩

বাংলাদেশ স্কাউটস

কোর্স পরিদর্শন ফরম

১.	কোর্সের নাম		
২.	কোর্স অনুষ্ঠানের তারিখ		
৩.	কোর্স স্থান		
৪.	অঞ্চলের নাম		
৫.	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা-		
	পুরুষ.....জন	মহিলা.....জন	মোট =.....জন
৬.	কোর্স লিডারের নাম আই ডি নং, ই-মেইল অ্যাড্রেস		
৭.	কোর্সে স্টাফের সংখ্যা		
	ক) এলটি.....জন গ) এএলটি.....জন ঙ) উডব্যাজার.....জন	খ) সি এল টি সম্পন্ন.....জন ঘ) এনটিসি সম্পন্ন.....জন চ) সাপোর্ট স্টাফ.....জন	
	মোট : .....জন		

৮. **কোর্স স্টাফের দক্ষতা বিষয়ে মন্তব্য**

ক্রমিক	নাম	মন্তব্য
১		
২		
৩		
৪		
৫		
৬		
৭		
৮		
৯		
১০		

৯.	**কোর্স আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মতামত**		
	ক)	কোর্স প্রশাসন	
	খ)	খাদ্য ব্যবস্থাপনা	
	গ)	আবাসন	
	ঘ)	আলো	
	ঙ)	পানি	
	চ)	সেনিটেশন	
১০.	কোর্সে ব্যবহৃত প্রশিক্ষণ সামগ্রী সম্পর্কে মতামত		
১১.	**পরিদর্শন কালীন সময়ে পরিচালিত সেশন**		
	ক)	সেশনের বিষয়	
	খ)	সেশন পরিচালকের নাম	
	গ)	সেশন গ্রহণের দক্ষতা	
১২.	স্টাফ মিটিং সম্পর্কে মন্তব্য		
১৩.	কোর্স সিডিউল সম্পর্কে মন্তব্য		
১৪.	আয়-ব্যয় সম্পর্কে মন্তব্য		
১৫.	অন্যান্য		

স্বাক্ষর : .....

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম : .....

তারিখ : .....

মোবাইল নং : .....

ই-মেইল : .....

পরিশিষ্ট - ১৪

বাংলাদেশ স্কাউটস,.....অঞ্চল

প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রতিবেদন

১। কোর্স অনুমোদন .....কর্তৃক.....তারিখে

২। কোর্সের নাম:

৩। স্থান:

৪। তারিখ:

৫। অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা .....জন (তালিকা সংযুক্ত)

৬। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নাম:

৭। আবাস ব্যবস্থা:

৮। খাদ্য ব্যবস্থা:

(খাদ্য তালিকা সংযুক্ত)

৯। পানির ব্যবস্থা:

১০। সেনিটেশন:

১১। প্রশিক্ষণ পদ্ধতির বিবরণ:

১২। ব্যবহৃত প্রশিক্ষণ সরঞ্জামের বিবরণ:

১৩। অর্থ : ক) অর্থের উৎস: (বিস্তারিত বিবরণ)

খ) মোট আয় : (সংযুক্ত)

গ) মোট ব্যয় : (সংযুক্ত)

১৪। পরিদর্শকের তালিকা:

ক)

খ)

গ)

১৫। সাধারণ মন্তব্য:

১৬। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ:

* ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শুধু ভালো মন্দ বলা যথেষ্ট নয় ; যতদূর সম্ভব বিস্তারিত লিখতে হবে।

অত্র প্রতিবেদনের সাথে নিম্নলিখিত রেকর্ডপত্র সংযুক্ত করা হলো:

১। অংশগ্রহণকারীদের তালিকা (ফলাফলসহ কাউন্সলরগণের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের গড় নম্বর)

২। ট্রেনারদের তালিকা :

৩। ট্রেনারদের গোপনীয় প্রতিবেদন.....টি

ট্রেনারদের গোপনীয় প্রতিবেদন সরাসরি জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ)/ আঞ্চলিক কমিশনার (প্রশিক্ষণ) এর নিকট পাঠাতে হবে।

৪। দৈনিক সময় সূচি :

৫। কোর্স রুটিন (সংশ্লিষ্টসেশন পরিচালকের নাম, ব্যবহৃত ট্রেনিং পদ্ধতি ও ট্রেনিং সরঞ্জামসহ)

৬। খাদ্য তালিকা :

৭। আয় ও ব্যয়ের বিবরণ :

৮। কাউন্সলর গণের মূল্যায়ণের গড় ফলাফল :

৯। প্রশিক্ষণার্থীদের সেশন মূল্যায়নের বিবরণ ও গৃহীত পদক্ষেপ :

১০। প্রত্যেক দিনের সেশন মূল্যায়ন ফরমের মূল কপি (সকল) .....টি।

১১। প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক কোর্স মূল্যায়নের একীভূত প্রতিবেদন।

১২। সেশন প্লান.....টি

কোর্স লিডারের স্বাক্ষর

নাম

পরিচিতি নং

ঠিকানা :

পরিশিষ্ট -১৫

বাংলাদেশ স্কাউটস,.....অঞ্চল

নবায়ন ফরম

ইউনিটের বার্ষিক পরিসংখ্যান রিপোর্ট-২০.....

(প্রতি বছর ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে চার কপি ফরম পূরণ করে উপজেলায়/জেলায় প্রেরণ করতে হবে।)

ইউনিটের নাম : ..... গ্রুপ নং: .....

ডাক : ..... উপজেলা : ..... জেলা : ..... চার্টার নম্বর ও তারিখ :.....

ক্রমিক	কাব/স্কাউট/রেভার স্কাউটের নাম	ভর্তির তারিখ	দীক্ষা গ্রহণের তারিখ	শ্রেণী	পদ মর্যাদা	স্তরের নাম	গৃহীত ফি (৫/- হারে)	মন্তব্য
১								
২								
৩								
৪								
৫								
৬								
৭								
৮								
৯								
১০								
১১								
১২								
১৩								
১৪								
১৫								
১৬								
১৭								
১৮								
১৯								
২০								
২১								
২২								
২৩								
২৪								
						মোট ফি =		

সর্বমোট মেম্বারশীপ ফি : (+) = ... টাকা। কথায় : .....

সম্পাদক	সম্পাদক	সম্পাদক	গ্রুপ সভাপতি	ইউনিট লিডার
বাংলাদেশস্কাউটস.....অঞ্চল	বাংলাদেশ স্কাউটস, ...জেলা	বাংলাদেশ স্কাউটস,..... উপজেলা		

বাংলাদেশ স্কাউটস,.....অঞ্চল

উপজেলার জন্য

উপজেলার বার্ষিক স্কাউট পরিসংখ্যান-২০.....

পরিসংখ্যান ফরম
(কাব/ স্কাউট শাখা)

(৩ কপি ফরম পূরণ করে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে জেলায় প্রেরণ করতে হবে)

উপজেলার নাম :

ক্রমিক	ইউনিটের নাম	চার্টার নম্বর ও তারিখ	সদস্য ব্যাজ	তারা / স্টান্ডার্ড ব্যাজ	চাঁদ/ প্রোগ্রেস ব্যাজ	চাঁদ তারা / সার্ভিস ব্যাজ	শাপলা / পি এস অ্যাওয়ার্ড	মোট	সহকারী স্কাউটার		গ্রুপ কমিটির সদস্য		সর্ব মোট
									পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	
	সর্বমোট =												

সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস .....অঞ্চল	আঞ্চলিক ফিল্ড কমিশনার	সহকারী ফিল্ড কমিশনার	সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস .....জেলা	সম্পাদক বাংলাদেশ স্কাউটস .....উপজেলা

বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতর
৬০ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
www.bangladeshscouts.org

উডব্যাজ অর্জনের আবেদন ফরম (কাব স্কাউট/স্কাউট/রোভার স্কাউট)

ছবি
(স্কাউট পোশাক পরিহিত রঙ্গিন)

০১. স্কাউটারের নাম

(ক) বাংলা:
(খ) ইংরেজি (:

০২. গ্রুপ ইউনিটের নাম:

(ক) গ্রুপ/ইউনিটের ঠিকানা	(খ) স্কাউটারের বর্তমান ঠিকানা	(গ) স্কাউটারের স্থায়ী ঠিকানা

০৩. জন্ম তারিখ: ০৪. জন্ম তারিখ:

০৫. ই-মেইল: মোবাইল নং:

০৬. গ্রুপ/ইউনিটে স্কাউট পদমর্যাদা: কাব স্কাউট/স্কাউট/রোভার স্কাউট লিডার অথবা সহকারী কাব স্কাউট/স্কাউট/রোভার স্কাউট লিডার

০৭. গ্রুপ রেজিস্ট্রেশন নম্বর গ্রুপ চার্টার নম্বর ও তারিখ

০৮. শাপলা কাব/পিএস/পিআরএস অ্যাওয়ার্ড অর্জনে সহায়তা করেছেন কি? ☐ (উত্তর হ্যাঁ হলে তথ্যপত্র সংযুক্ত করুন)

০৯. বেসিক কোর্স সম্পন্ন করার পর থেকে উপজেলা/জেলা স্কাউটসে এসাইনমেন্ট প্রতিবেদন দাখিলের পূর্ব সময় পর্যন্ত আপনার পরিচালিত ইউনিটের স্কাউটদের নিয়ে অথবা ব্যক্তিকগতভাবে কোন বহিকার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন কি? ☐ (উত্তর হ্যাঁ হলে তথ্যপত্র সংযুক্ত করুন)

১০. পার্সোনাল সাপোর্ট ট্রেনিং নিয়েছেন কি? ☐ (উত্তর হ্যাঁ হলে নাম, স্কাউট পদবী, মোবাইল নংসহ তথ্য সংযুক্ত করুন)

গ্রুপ সভাপতির স্বাক্ষর ও তারিখ	স্কাউটারের স্বাক্ষর ও তারিখ

ফরমটি পূরণ ও জাতীয় সদর দফতরে প্রেরণের নিয়মাবলী

১. স্কাউটার ডায়েরি, উডব্যাজ অর্জনের আবেদন ফরম এবং এসাইনমেন্ট প্রতিবেদন দাখিলের প্রত্যয়নপত্র আঞ্চলিক স্কাউটস থেকে প্রাপ্তির পর। উডব্যাজ অর্জনের আবেদন ফরমটি পূরণ করে উপজেলা/জেলা স্কাউটস-এ দাখিল করতে হবে।

২. উপজেলা/জেলা স্কাউটস আবেদন ফরমটির তথ্যসমূহ যাচাই করে আঞ্চলিক স্কাউটস-এ প্রেরণ করবে। আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) এর অনুমোদনক্রমে উপজেলা/জেলা কাব স্কাউট, স্কাউট, রোভার স্কাউট লিডার অথবা ট্রেনিং টিমের সদস্য অথবা প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ কর্তৃক গ্রুপইউনিট পরিদর্শন করবেন। আঞ্চলিক স্কাউটস আবেদনকারীর পরিদর্শন ফরম বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে (পরিদর্শনকারী এলটি/এএলটি হলে ভালো হয়)।

৩. ফরমটি উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে প্রথকভাবে সর্বোচ্চ ১৫ দিন এবং অঞ্চল ও জাতীয় পর্যায়ে পৃথকভাবে সর্বোচ্চ ১ মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিস্পত্তি করতে হবে। ফরমটির সিদ্ধান্ত নিস্পত্তি করতে যদি নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় অতিবাহিত হয় সে ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হবে।

৪. কোন কলামের উত্তর না সূচক অথবা ব্যতিক্রমি হলে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ আবেদন করা যাবে।

৫. প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করা যাবে। ফরমটি এক কাগজে উভয় পৃষ্ঠায় ব্যবহার করতে হবে। যা ব্যবহার করতে হবে।

৬. আঞ্চলিক স্কাউটস আবেদনকারী স্কাউটারের ইউনিট/গ্রুপ পরিদর্শন করে জাতীয় সদর দফতরে পরিদর্শন ফরমটি প্রদান করবে।

৭. স্কাউটরকে আবেদন পত্রের সাথে নিম্নোক্ত তথ্যপত্র (ফটোকপি) সংযুক্ত করতে হবে:

১. এসএসসি/সমমানের পরীক্ষা পাশের সনদপত্র
২. বেসিক, অ্যাডভান্সড এবং স্কিল কোর্সের সনদপত্র
৩. এসাইনমেন্ট প্রতিবেদন দাখিলের প্রত্যয়নপত্র
৪. গ্রুপ ইউনিটের মেম্বারশীপ ফি পরিশোধের রশিদ (হালনাগাদ)
৫. বার্ষিক স্কাউট পরিসংখ্যান (হালনাগাদ)

উডব্যাজ অর্জনের লক্ষ্যে সুপারিশ প্রতিবেদন

উপজেলা স্কাউটস-এর ব্যবহারের জন্য

যাচাই বাছই শেষে স্কাউটার---------- কে --------- শাখায় উডব্যাজ অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফরমটি জেলা স্কাটসে প্রেরণ করা হল।

কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস ..... উপজেলা

পত্র নম্বর	তারিখ

সম্পাদকের স্বাক্ষর ও সীল
বাংলাদেশ স্কাউটস ..... উপজেলা

জেলা স্কাউটস-এর ব্যবহারের জন্য

যাচাই বাছই শেষে স্কাউটার ---------- কে --------- শাখায় উডব্যাজ অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফরমটি আঞ্চলিক স্কাটসে প্রেরণ করা হল।

কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস ..... জেলা

পত্র নম্বর	তারিখ

সম্পাদকের স্বাক্ষর ও সীল
বাংলাদেশ স্কাউটস ..... জেলা

আঞ্চলিক স্কাউটস এর ব্যবহারের জন্য

পরিদর্শকের নাম : .....

স্কাউট পদবী : .....

মোবাইল নং : .....

স্কাউটার : ..... কে ..... শাখার গ্রুপ/ইউনিট পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ পূরণকৃত ফরমটি বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রশিক্ষণ বিভাগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং উডব্যাড পার্চমেন্ট মঞ্জুর এর সুপারিশ করা হল।

কমিশনার
বাংলাদেশ স্কাউটস ..... অঞ্চল

পত্র নম্বর	তারিখ

সম্পাদকের স্বাক্ষর ও সীল
বাংলাদেশ স্কাউটস ..... অঞ্চল

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবহারের জন্য

প্রাপ্ত উডবাজ অর্জনের আবেদন ফরমটি যাচাইয়াতে সন্তোষজনক বিধায় স্কাউটার ..... কে ..... শাখায় উডব্যাজ পার্চম্ট মজুর করা যেতে পারে।

যুগ্মনির্বাহী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কউটার ..... কে ..... শাখার উডব্যাজ পার্চমেন্ট মঞ্জুর করা হলো।

জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

পার্চমেন্ট নম্বর:	তারিখ

রেজিস্টার লিপিবদ্ধ করা হলো তারিখ:

পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

বাংলাদেশ স্কাউটস

পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট ফরম

(ট্রেনার্স নিয়োগের লক্ষ্যে কোর্স স্টাফের পারফরমেন্স পর্যবেক্ষণ)

কোর্স পরিদর্শনের তারিখ ও সময়: .....

কোর্সের নাম: ---------- তারিখ: ---------- থেকে ---------- পর্যন্ত

স্থান: ---------- অঞ্চলের নাম: ----------

পর্যবেক্ষকের নাম, পদবী ও ঠিকানা: ----------

---------- মোবাইল নং: ----------

স্কাউট যোগ্যতা: ---------- পরিচিতি নম্বর (সিএলটি সম্পন্নকারীর ক্ষেত্রে) ----------

সিএএলটি/সিএলটি কোর্সের বর্ণনা

কোর্সের নাম	তারিখ	সার্টিফিকেট নম্বর	প্রাপ্ত গ্রেড	কোর্স পরবর্তী শর্ত

পর্যবেক্ষণকালে গ্রহণকৃত সেসনকৃত বিবরণ (কমপক্ষে ১টি তত্ত্বীয় ও ১টি ব্যবহারিক)

কোর্সের নাম	তারিখ	সময়	গ্রহণকৃত প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	সেসন প্ল্যান তৈরি ও প্রয়োগ

পরিদর্শনকারীর মন্তব্য

ক্রমিক	সেসনের নাম	মন্তব্য				
		সময়ানুবর্তিতা	বিষয়বস্তু উপস্থাপন	বিষয়ের ওপর জ্ঞান ও দক্ষতা	প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ	সামগ্রীক মূল্যায়ন

পারফরমেন্স সম্পর্কে বিস্তারিত মন্তব্য (প্রয়োজনে আলাদ কাগজ ব্যবহার করা যাবে)

পর্যবেক্ষকের স্বাক্ষর ও তারিখ

সারা বছরের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়সূচি

পরিশিষ্ট -১৮

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের ওপর নির্ভর করে কোর্স সিডিউল ও দৈনিক সময়সূচি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। শরীর চর্চা সূর্যোদয়ের পূর্বে করা উচিত। ট্রেনারগণের সুবিধার্থে বছরের বিভিন্ন সময়ের সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় (ঢাকার জন্য প্রযোজ্য) দেয়া হল।

মাস	তারিখ	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত		মাস	তারিখ	সূর্যোদয়	সূর্যাস্ত
জানুয়ারি	১	৬-৪১	৫-৩০		জুলাই	১	৫-১৭	৬-৫৫
	৫	৬-৪২	৫-৩৩			৫	৫-১৯	৬-৫৫
	১০	৬-৪৩	৫-৩৬			১০	৫-২১	৬-৫৪
	১৫	৬-৪৫	৫-৩৮			১৫	৫-২৩	৬-৫৪
	২০	৬-৪৪	৫-৪৩			২০	৫-২৫	৬-৫২
	২৫	৬-৪৩	৫-৪৬			২৫	৫-২৭	৬-৫০
ফেব্রুয়ারি	১	৬-৪১	৫-৫২		আগস্ট	১	৫-৩০	৬-৪৭
	৫	৬-৩৯	৫-৫৪			৫	৫-৩২	৬-৪৫
	১০	৬-৩৬	৫-৫৭			১০	৫-৩৪	৬-৪১
	১৫	৬-৩৩	৬-০০			১৫	৫-৩৫	৬-৩৮
	২০	৬-৩০	৬-০৩			২০	৫-৩৭	৬-৩৪
	২৫	৬-২৬	৬-০৫			২৫	৫-৪০	৬-২৯
মার্চ	১	৬-২০	৬-০৭		সেপ্টেম্বর	১	৫-৪২	৬-২৩
	৫	৬-১৯	৬-১০			৫	৫-৪৩	৬-২০
	১০	৬-১৫	৬-১২			১০	৫-৪৫	৬-১১
	১৫	৬-০৯	৬-১৪			১৫	৫-৪৬	৬-০৯
	২০	৬-০৫	৬-১৬			২০	৫-৪৮	৬-০৫
	২৫	৫-৫৬	৬-২০			২৫	৫-৪৯	৬-০০
এপ্রিল	১	৫-৫৩	৬-২১		অক্টোবর	১	৫-৫২	৫-৫৩
	৫	৫-৪৯	৬-২২			৫	৫-৫৩	৫-৫০
	১০	৫-৪৫	৬-২৪			১০	৫-৫৫	৫-৪৬
	১৫	৫-৪০	৬-২৫			১৫	৫-৫৭	৫-৩৯
	২০	৫-৩৬	৬-২৭			২০	৫-৫৯	৫-৩৬
	২৫	৫-২৯	৬-২৯			২৫	৬-০১	৫-৩২
মে	১	৫-২৮	৬-৩১		নভেম্বর	১	৬-০৩	৫-৩০
	৫	৫-২৫	৬-৩৪			৫	৬-০৮	৫-২৫
	১০	৫-২১	৬-৩৬			১০	৬-১০	৫-২৩
	১৫	৫-১৯	৬-৩৮			১৫	৬-১৪	৫-২১
	২০	৫-১৭	৬-৪০			২০	৬-১৭	৫-২০
	২৫	৫-১৬	৬-৪৩			২৫	৬-২০	৫-১৯
জুন	১	৫-১৪	৬-৪৫		ডিসেম্বর	১	৬-২৪	৫-১৯
	৫	৫-১৩	৬-৪৮			৫	৬-২৭	৫-১৯
	১০	৫-১৩	৬-৫০			১০	৬-৩০	৫-২১
	১৫	৫-১৩	৬-৫২			১৫	৬-৩৩	৫-২২
	২০	৫-১৪	৬-৫৩			২০	৬-৩৫	৫-২৪
	২৫	৫-১৫	৬-৫৪			২৫	৬-৩৮	৫-২৭

প্রথম প্রকাশনার তথ্য

ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ সম্পাদনা পরিষদ

প্রথম প্রকাশনা- এপ্রিল ২০১১

স্বত্ত্ব : বাংলাদেশ স্কাউটস

প্রকাশনায় : প্রশিক্ষণ বিভাগ
বাংলাদেশ স্কাউটস, জাতীয় সদর দফতর, ঢাকা

প্রকাশক : **মো. মজিবর রহমান মান্নান, এল টি**
নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
বাংলাদেশ স্কাউটস

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : **মো. হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক**
সহ সভাপতি
বাংলাদেশ স্কাউটস

সম্পাদনায় : **প্রফেসর মোজাহেদ হোসাইন, এল টি**
বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল,
মোঃ মোহসীন, এল টি
যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস
কে এম সাইদুজ্জামান, এল টি
পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

প্রচ্ছদ ডিজাইন : **মতুরাম চৌধুরী**
সহকারী পরিচালক (আর্ট এন্ড ডিজাইন)
বাংলাদেশ স্কাউটস

প্রকাশকাল : জুলাই, ২০১১

১ম প্রকাশের মুখবন্ধ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল স্তরের ইউনিট লিডার অ্যাডভান্সড্ কোর্স সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সকল অ্যাডভান্সড্ কোর্স এর মধ্যে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখার ব্যাপারেও ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। গত ২০ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রশিক্ষণ কমিটির ২১ তম সভায় ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ঐ সভাতেই ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ এর পান্ডুলিপি তৈরির জন্য নিম্নরূপ সাব কমিটি গঠন করা হয় :

১. স্কাউটার মো. রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া, এলটি — আহবায়ক
জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস

২. স্কাউটার মো. আমিমুল এহসান খান পারভেজ, এলটি — সদস্য
জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস

৩. স্কাউটার মো. গোলাম ছাত্তার, এলটি — সদস্য
কনসালটেন্ট, বাংলাদেশ স্কাউটস

৪. স্কাউটার মো. মোহসীন, এলটি — সমন্বয়ক
ট্রেনিং এক্সিকিউটিভ, বাংলাদেশ স্কাউটস

এ কমিটি প্রচুর পরিশ্রম করে পান্ডুলিপির প্রাথমিক রূপরেখা তৈরি করেছেন। এরপর, তা চূড়ান্তকরণের জন্য ১০ মার্চ, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় প্রশিক্ষণ কমিটির ২৫তম সভায় নিম্নরূপ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয় :

১) স্কাউটার মো. শাহ আলম, এলটি, প্রাক্তন জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) — আহবায়ক
২) স্কাউটার মো. আবদুস ছাত্তার, এলটি, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) — সদস্য
৩) স্কাউটার মো. ইমতিয়াজ আখতার খান, এলটি, চীফ ট্রেনার, জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র — সদস্য

এই টাস্ক ফোর্স কয়েকটি অধিবেশনে মিলিত হয়ে পান্ডুলিপিটির আরও সমৃদ্ধকরণের কাজ সম্পন্ন করেন। ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ আরও যাচাই-বাছাইয়ের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে প্রস্তাব আসে। ট্রেনিং বিভাগ এ সকল প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করে এবং ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ এর পান্ডুলিপি চূড়ান্তকরণের জন্য নিম্নবর্ণিত স্কাউটারগণকে মনোনীত করে :

১। স্কাউটার মোঃ রিয়াজুল ইসলাম বসুনিয়া, এলটি — আহবায়ক
জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস

২। প্রফেসর ড. নির্মল কান্তি মিত্র, এলটি — সদস্য
সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল

৩। স্কাউটার প্রফেসর মোজাহেদ. হোসাইন, এলটি — সদস্য
বিভাগীয় রোভার নেতা প্রতিনিধি, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল

৪। স্কাউটার মোঃ আব্দুস ছাত্তার, এলটি — সদস্য
আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস, বরিশাল অঞ্চল

১০-১৩ জানুয়ারি, ২০১১ একটি ওয়ার্কশপে এই স্কাউটারগণ চূড়ান্তকৃত পান্ডুলিপি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করে তা মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত করেন। স্কাউটার প্রফেসর মোহাম্মদ মোজাহেদ হোসাইন পান্ডুলিপিটি দীর্ঘ সময় ধরে সম্পাদনের মাধ্যমে মানসম্মত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

পরবর্তীতে মাননীয় প্রধান জাতীয় কমিশনার এর পরামর্শ মোতাবেক গত ২৩-২৫ জুন, ২০১১ পর্যন্ত মৌচাকে অনুষ্ঠিত চর্তুদশ জাতীয় মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপে সম্মানীয় অংশগ্রহণকারীগণের মাধ্যমে পান্ডুলিপিটি নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা হয়। জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), সৈয়দ আ ফ ম আতাউর রহমান, এলটির নেতৃত্বে ৩টি গ্রুপে এ পর্যালোচনা সম্পন্ন হয়।

গ্রুপ - ১

১। স্কাউটার মোঃ মনিরুজ্জামান, এলটি — গ্রুপ লিডার
সম্পাদক, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল

২। স্কাউটার ধনলাল মুহুরী, এলটি — সদস্য
আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চল

৩। স্কাউটার মোঃ সিদ্দিকুর রহমান, এলটি — সদস্য
আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস, দিনাজপুর অঞ্চল

৪। স্কাউটার মোঃ আক্তারুজ্জামান এএলটি — সদস্য
উপ পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, কুমিল্লা অঞ্চল

গ্রুপ - ২

১। স্কাউটার ইয়ার মোহাম্মদ, এলটি — গ্রুপ লিডার
আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল

২। স্কাউটার মোঃ মাহবুবুর রহমান, এলটি — সদস্য
আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চল

৩। স্কাউটার মোঃ জাকির হোসেন, এলটি — সদস্য
আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চল

৪। স্কাউটার মোহাম্মদ আবুল খায়ের, এলটি, — সদস্য
উপ পরিচালক,বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চল

গ্রুপ - ৩

১। স্কাউটার শেখ কামরুল হাসান, এলটি, — গ্রুপ লিডার
আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস, খুলনা অঞ্চল

২। স্কাউটার মোফাজ্জল আহমদ, এলটি — সদস্য
আঞ্চলিক উপ-কমিশনার (গার্ল ইন স্কাউটিং), বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চল

৩। স্কাউটার মোঃ আবদুল আউয়াল ভূঞা, এলটি — সদস্য
সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস, কুমিল্লা অঞ্চল

৪। স্কাউটার মোঃ আবু মোতালেব খান, এলটি — সদস্য
আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা অঞ্চল

পান্ডুলিপি প্রস্তুতকরণ, চূড়ান্তকরণ এবং মূল্যায়নের প্রত্যেক পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত স্কাউটারগণ প্রচুর পরিশ্রম করে এ কাজ সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের এই অবদান দ্বারা তাঁরা আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ট্রেনিং বিভাগ এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ পুস্তকটি মূদ্রণের জন্য প্রেসে পাঠানোর পূর্বে, পান্ডুলিপি প্রণয়ন, চূড়ান্তকরণ এবং মূল্যায়ন, এই তিন স্তরে কাজ হয়েছে। তিন স্তরেই নির্দিষ্ট স্তরের সাব কমিটির সদস্যগণ ছাড়াও বাংলাদেশ স্কাউটসের যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মোহসীন, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব কে এম সাইদুজ্জামান ও সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব রুমানা আক্তার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রচুর মেধা ও শ্রম দিয়েছেন। তাঁদের সবাইকে আমি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ প্রণয়ন এবং মূদ্রণের প্রত্যেক পর্যায়ে যথেষ্ট আন্তরিকতা এবং সতর্কতার সাথে কাজ করার পরেও কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। প্রশিক্ষণ টিমের সদস্যদের পরার্মশ এ সকল ভুল-ত্রুটি সংশোধন এবং ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ এর পরিবর্ধন ও পরিমার্জনে সহায়তা করবে।

সর্বোপরি বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার বর্তমান সভাপতি জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, এলটি, ট্রেনার্স হ্যান্ডবুক-২ পুস্তকটি প্রণয়ন এবং প্রকাশের সকল পর্যায়ে নিজে নিয়মিতভাবে খোঁজখবর নিয়েছেন এবং আমাদের প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। আমি আমার নিজের এবং ট্রেনিং বিভাগের পক্ষ থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, এলটি
জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ)
বাংলাদেশ স্কাউটস

তারিখ: জুলাই, ২০১১

নোট শীট

নোট শীট

বাংলাদেশ স্কাউটস, প্রশিক্ষণ বিভাগ

জাতীয় সদর দফতর, ৬০ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

ফোন: ০২ ৯৩৪০৩৫২, ০২ ৯৩৩৩৬৫১, +৮৮ ০১৭১৬ ২২৬৯৫৪

ই-মেইল: trg@scouts.gov.bd, ওয়েব: www.scouts.gov.bd